449 182. Nb. 918. 5.

লালমতি সয়ফল-মুলুক।

পণ্ডিত মুন্‌শী আব্দল হাকিম মরহুম-প্রণীত।

নব-পর্য্যায় প্রথম সংস্করণ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী-সম্পাদিত।

কলিকাতা

৬৭,৬৭।১ নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, হইতে

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

দ্বারা প্রকাশিত।

হবিবি প্রেস

৬৪।৩, মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে

মুন্‌শী রহিম বখ্‌শ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৫ সাল।

সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

449 182. Nb. 918. 5.

লালমতি সয়ফল-মুলুক।

পণ্ডিত মুন্‌শী আব্দল হাকিম মরহুম-প্রণীত।

নব-পর্য্যায় প্রথম সংস্করণ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী-সম্পাদিত।

কলিকাতা

৬৭,৬৭।১ নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, হইতে

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

দ্বারা প্রকাশিত।

হবিবি প্রেস

৬৪।৩, মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে

মুন্‌শী রহিম বখ্‌শ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৫ সাল।

সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

কহে হীন গোলাম মওলা গোম-নাম। লালমতি প্রকাশ যে কেতাবের নাম ॥ সাবেক যতেক ভুল দোরস্ত করিয়া। খুব সহী মতে পুথি দিনু ছাপাইয়া ॥ আ[illegible] হাকিম যে রচিল কবিতা। কি খুবির পুথি ইহা যেমন মুকুতা ॥ লালমতি দিয়া কবি গা[illegible] এ হার। হীরা জমরদ যিনি দিপ্তি হয় তার ॥ জহুরী হইলে লালমতি যে চিনিবে। নহে শিশা পুতলিয়া ঠকিয়া যাইবে ॥ এই লালমতি সাচ্চা লইও চিনিয়া। শিশমাল। নাহি লিবে দাগাতে পড়িয়া ॥ হবিবি প্রেসেতে ভাই সাচ্চা হার পাবে। শিবাদহ হাজী পাড়া ঠিকানা জানিবে ॥ মোর ছাপাখানা এই হবিবি নামেতে। লইবেন পুথি সবে আসি এখানেতে ॥ সাবেক আম ছিল "খলিলি" 'মোর্ত্তজবী'। পরেতে রাখিনু ইহার নাম যে হবিবি ॥ এই ছাপাখানা বিচে আসিয়া লইবে। আর যে যে কেতাবের আবশ্যক হ'বে ॥ ইতি সন ১৩০০ সাল ১০ ই পৌষ।

দিনহীন

গোলাম মওলা।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন।

কবিতামোদি শওকিন মোসলমান ভাই দিগের মেহেরবানীতে চতুর্থবার লালমতি-সয়ফল মুলুক ছাপা হইল। ইহা আমার জন্য বড়ই আনন্দের কথা। ইতি সন ১৩০২ সাল ১৪ই ফালগুণ।

দিনহীন

গোলাম মওলা।

দ্বাদশ বারের বিজ্ঞাপন।

খোদাওয়ান্দ তায়ালার মেহেরে ও শওকিন মোসলমান ভাই সাহেব দিগের যত্নে, "লাল-মতি-সয়ফল মুলুক" পুস্তক দ্বাদশ বার ছাপা হইল। খোদা হাফেজ। ইতি ১৩১৫ সাল

দিনহীন

গোলাম মওলা।

নব-পর্য্যায় প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

ত্রিপুরা জেলার "মোকাম সুধারামের থানা আমীরের গাঁয়ের এলাকা মৌজা রাম্বাপুর" নিবাসী পণ্ডিত আবদুল হাকিম সাহেব মরহুম, ১২৭০ বাঙ্গালা সালের ২৭শে ফাল্গুণ তারিখে, এই "লালমতি-সয়ফল মুলুক" ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক কখনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর, তাঁহার ওয়ারেশ মৌলবী আলিনকি সাহেব মরহুম, কলিকাতার ৯ নং ফিনিক বাজারস্থিত মৌলবী মোহাম্মদ দায়েমউল্লা সাহেব মরহুমের 'বশিরী ছাপাখানায়' ১২৭৪ সনাব্দে প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া, রেজেষ্টারী আইন অনুসারে আপন নামে কপি রাইট রেজেষ্টারী করেন। তাহার পর উক্ত মৌলবী আলিনকী সাহেব ১২৭৬ বাঙ্গালা সালের ২৬শে ভাদ্র তারিখে ২৫ নং নর্থ শিয়ালদহ রোডস্থিত, মুনশী কালু খানসামা মরহুমের 'সাত্তারিয়া প্রেসে' আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব জনাব মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকী মরহুম মগফুর সাহেবের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়বার ছাপাইয়া প্রকাশিত করেন। এই সময় কলিকাতায় ৮৫ নং ওয়েলসলী ষ্ট্রীটে মৌলবী আলিনকী সাহেব মরহুমের পুস্তকের দোকান ছিল।

১২৮০ বঙ্গাব্দে মৌলবী আলিনকী সাহেবের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার ওয়ারেশগণ, কারবার পরিচালন করিতে অক্ষমতা বিধায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে লালমতি সয়ফলমুলুক ও অপরাপর কয়েক খানা পুস্তকের কপীরাইট, আমার পিতা মরহুম ও পিতৃবন্ধু মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লাহ সাহেব মরহুমের নিকট বিক্রয় করিয়া নিঃসত্ত্ব হয়েন। উক্ত ১২৯৫ সালে আমার পিতা মরহুম ও মৌলবী হামিদুল্লা মরহুম খরিদ সূত্রে দখলিকার হইয়া, এক যোগে খরিদা পুস্তক গুলি প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তাহার পর আমার পিতা মরহুম ও মৌলবী হামিদুল্লাহ মরহুম, আপোষে পুস্তকের কপিগুলি বিভাগ করিয়া লয়েন। 'লালমতি সয়ফল মুলুক' পুস্তকের সম্পূর্ণ কপি-রাইট আমার পিতা গ্রহণ করেন, এবং তিনি নিজ খরচ পত্রের দ্বারা, আপন হবিবি প্রেসে, বিগত ১৩১৫ সাল পর্য্যন্ত দ্বাদশ বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বিগত ১৩২৪ বাঙ্গালা সালের ২৮শে কার্ত্তিক তারিখে, স্বর্গবাসী হইয়াছেন।

আমি গত কয়েক বৎসর হইতে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি। আমার এই কার্য্যের সহায়তা ও সুবিধার জন্য, বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে, মুসলমানী-বাঙ্গালা-সাহিত্যের খ্যাত নামা লেখক দিগের, হস্ত লিখিত পুথিরও সন্ধান করিতেছি। আমার এই সন্ধানের ফলে, পণ্ডিত আব্দল হাকিম মরহুমের 'লালমতি সয়ফল মুলুক' পুস্তকেরও একখানি হস্ত লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

লালমতি সয়ফল মুলুকের বর্ত্তমান সংস্করণ, সেই হস্ত লিখিত পুথি দৃষ্টে সম্পাদন করিলাম। পুস্তকের ভাব ভাষা, এবং বর্ণনা অনেক স্থলে আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তথাপি এই সংস্করণে পুস্তকখানি নির্ভুল করিতে পারিলাম না। দুইটি কারণে ইহার অনেক স্থলে বানানে

হায়জা নামা
বার মাস
মল্লিকার হাজার সওয়াল
দারা সেকান্দর নামা
সোনাই যাত্রা
কেয়ামত নামা
রঙ্গ বাহার
বে-নমাজি নারী
বাগ বাহার মাহিগীর
আব্দর রহিম আসমা পরি
তোলে মামা
কটুর মিয়া
আলাওদ্দিন
মধু মালা
আজায়েব সোলেমানী আসল
ফেসানা আজায়েব
সাহা কলন্দর
পদ্মাবতী
সয়ফল মুলুক
শামারোখ
তমিম গোলাল
নসিহতে করিমী
ফজিলাতে হজ্জ
জমিলা খাতুন
ফজায়েলে হরমায়েন
চমন বাহার
লাল মিঞা শিবতারা
দেল রওশন মুসল্লি
ছুনি নামা
অভয় দুর্লভ
দাকায়েকল হেকায়েক
শামসামল মওয়াহেদিন
ব-কারবালা মাতম হোসেন
মৌলুদ গোলজারে বাহারিয়া
কাঞ্চন মালা
ফাতেমা-জহুরা নামা
হয়রাতল ফেকা
নুরল-বসর
আলালাতল ফোকরা
গোলশানে নওবাহার
শামসোল ওয়ায়েজিন্
রমুজল আরেফিন্
শাহকামান সূর্য্যভানু
গারক্-নামা
কেছানায়ে বেনজির বখ্ত
তকবিয়েতুল ঈমান
নীয়েত নামা আসল
কারামতে কাদেরী
কাসাসোল আম্বিয়া
আমীর হামজা বড়
ঐ ছোট
আবু-শামা
এমাম চুরী
সূর্য্য উজাল
সোণা ভান্
মসাল শিক্ষা
আমসেপারা বাঙ্গালা
আমীর হামজা মাজারী
বেদারুল গাফেলিন
অঙ্গ নামা

অপরাপর ছাপাখানার ছাপা কেতাব।

আন্‌ওয়ারুল ইস্‌লাম
ইসলাম বিজয়
নবরত্ন বা বাঙ্গালা গজল
মেহেরুল ইসলাম
নূরনবী
জাতীয় মঙ্গল
লাইলী মজ্‌নু
মোস্‌লেম সভ্যতার ইতিহাস
জোহরা
শ্রীহট্ট বিজয় কাব্য
হারুণ-অর-রশিদের গল্প
চিন্তার চাষ
মীর পরিবার
গাথা
ধর্ম্মের কাহিণী
পরিত্রাণ-কাব্য
কোর-আনের উপাখ্যান
জোলেখা
গজলে গওহার
গোসশানে কাদেরী
আস্‌রারস্‌সালাত আসল
ঐ নকল
আদুয় কিল হাদিস
মৌলুদ আহইয়াল কুলুব বাঙ্গালা
আখ্‌বার সালাত
আহকামল মোস্‌লেমিন্‌
পুণ্য কাহিণী
ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ
শিশুর মজলেস
হীরার ফুল
আকর্ষণ
দেবী রাবেয়া
মজ্জার প্রদীপ
মোস্‌লেম বীরত্ব
আউলিয়া কাহিণী
টাকার কল
জমজ ভগিণী কাব্য
স্বর্গারোহণ কাব্য
জীবন্ত পুতুল কাব্য
দেব কাহিণী
হামিদা
আফগান আমীর চরিত
মহাবীর হজরত আমীরের জীবনী
আন্‌ওয়ারা
প্রেমের সমাধি
রায়-নন্দিনী
তারা বাই
সৈয়েদ সাহেব
হাসন গঙ্গা বাহমণী
বিষাদ-সিন্ধু
সাধনার জয়
হাতেম
আমীর হামজার দাদ
আলেফ লায়লা
আখবারল ওজুদ
আহকাম জবে

মোতির মালা	আহকামল জুমা
আদম আশক	মোসলেম সৌভাগ্য সোপান
আজায়েবস ওজুদ	হারমিট বা উদাসীন
গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ ১ম ভাগ।	হক নসিহত
গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ ২য় ভাগ	বৃহৎ হীরক খনি
উপদেশ সংগ্রহ	জ্ঞানোদ্যান
গোলেস্তাঁর বঙ্গানুবাদ	পরিত্রাণ কাব্য
অগ্নি কুকুট	রদ্দে খ্রীষ্টীয়ান দলিলুল ইস্লাম
আহকামল ইসলাম	তর্ক যুদ্ধ
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	খ্রীষ্টধর্ম্মের অসারতা
আল্লার নাম	তাম্বারকাল লাজী
ইসলাম প্রভা	জঙ্গে রুম ও ইউনান
জওয়াবো মাসারা	গোলজারে ইব্রাহিম
ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত	কৃষক বন্ধু
হাসির তরঙ্গ	প্রেম দর্পণ
হৃদয় সজ্জিত	কবি চিন্তামণি
আমার সংসার জীবন	তফসির রুহল বয়ান
জোবেদা খাতুনের রোজ নামচা	সাহেব মোসলমান
আমীর-জানের ঘরকন্না	বিলাতী মোসলমান
ইসলাম মিহির	দালায়েলে কাফি

এতদ্ভিন্ন আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, নভেল, নাটক, স্কুলপাঠ্য প্রভৃতি সকল রকম কেতাব বিক্রয়ার্থ মৌজুদ আছে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পীঃতে মাল পাঠাইয়া দিয়া থাকি। অনুগ্রহ করিয়া একবার পরীক্ষা করিতে মর্জ্জি হয়। তালিকায় কোন পুস্তকের মূল্য লেখা হইল না। কারণ, যুদ্ধের হাঙ্গামায় কাগজের দুর্ম্মূল্যতার ফলে, সকল পুস্তকেরই মূল্য বাড়িয়াছে এবং যুদ্ধের শেষে মূল্য কমিবার সম্ভবনা।

পত্র লিখিবার ঠিকানা।

মুন্‌শী গোলাম মওলা এণ্ড সন্‌স্।

৬৭, ৬৭।১ নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

❋ শ্রীশ্রী হকনাম ❋

সহী

লালমতি ও সয়ফলমুলুক।

---❋---

শ্রীশ্রী যুক্ত প্রভু সৃজন সংসার।
দানব মানব আদি পালক সবার ॥
কোরানের শির সেই মহিমা আস্নিম।
বিস্‌মিল্লা প্রভুর নাম রহমান রহিম ॥

প্রথমে প্রভুর নাম স্মরি কায়মনে ॥ দ্বিতীয় প্রণাম করি নবীর চরণে ❋ প্রণামিয়া রসুলের আস্‌হাবগণ॥ প্রণামিয়া নিজ পীর সাহার চরণ ❋ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ পীর গুন-ধাম ॥ পুরুক তাঁহার পদে মোর মনস্কাম ❋ দানে রত্নাকর পদে সহশ্র প্রনাম ॥ সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ পীরগুনধাম ❋ পৃথিবীর গুনিগণে বন্দনা করিয়া॥ জনক জননী পদে শেষে প্রণামিয়া ❋ গুরুর চরণ বন্দি করি মনে সার ॥ পদে পদে উক্তি দিবে হৃদয় আমার ❋ জ্ঞানহীন প্রতি হোক ভক্ত নিরাঞ্জন ॥ আবদুল হাকিম সাহা রজ্জক নন্দন ❋ সয়ফল-মুলুক রোকবানু লালমতি ॥ তিন মধ্যে তিন প্রেম রস রঙ্গ অতি ❋ ভেদ ভঙ্গ এ সকল বাক্য অনুচিত ॥ গুণি আগে গুপ্ত নহে ভেদের ইঙ্গিত ❋ তেকারনে অন্য হেন কহি প্রেমবানি ॥ মোর সাবধানে শুন হিত অনুমানি ❋ সাহা

সেকান্দর নবী ক্ষিতী অধিপতী॥জগমধ্যে নবি নাহি তাঁহান সম্প্রতি ❋ বিজয় করিল সাহা দিগ দিগন্তর ॥ বাহু বলে লইলেক সংসারের কর ❋ সেকান্দর নামা জান কেতাব প্রধান ॥ সে কেতাবে মহিমার বৃত্তান্ত তাঁহান ❋ এক দিন বসিছেন্ত সিংহাসন মাঝ ॥ গদ গদ মউদিত যেন বিজরাজ আশ্চর্য্যিতে চন্দ্র হৈল মেঘের অধীন ॥ চিন্তায় নৃপতি মুখ হইল মলিন ❋ তাদেখিয়া পাত্র মিত্র যত সভাজন ॥ জোড় করে নৃপ আগে করে নিবেদন ❋ ভুবনে নাহিক সাহা তোমা সমতুল ॥ ভুবন বিজয়ী তুমি আল্লার রসুল ❋ কিবা নাহি সাধিয়াছ সংসারের কাজ ॥ কিকরিছ্ছে নার তুমি সংসারের মাঝ॥ কিহেতু পাইলে সাহা মনে ক্লেশ অতি ॥ কেনমেঘে আবরিল পুর্ণ নিসাপতি ❋ প্রভু করতার মিত্র তুমি মহাশয় তোমা প্রতি নিরঞ্জন প্রকাশ সদায় ❋ খোওাজ খিজীর ইলিয়াস নবীবর ॥ ভুবনে এহেন তোমা দুই সহোদর ❋ পৃথিবীতে অসাধ্য কি তোমার বাঞ্ছিত॥ না বুঝি তোমার মন কিহেতু চিন্তিত❋পাত্র মুখে শুনি রাজা এসব বচন গদ গদ কহে নৃপ সজল নয়ন ❋ কৃপা বান মোর প্রতি ত্রিজগত নাথ ॥ সপ্তদীপ পৃথিবী শুপিলমোর হাত❋পৃথিবী মণ্ডলে বৈসে যত নৃপবর ॥ আমাকে ভেটয় কর অবধি অন্তর ❋ পরম আশ্চর্য্য যত এমহি মণ্ডলে ॥ আমা হ'তে কেবা পাইয়াছে ক্ষিতী তলে ❋ পৃথিবীতে সম্পদের নাহিক আবেশ ॥ প্রবেসিল মনে মোর এই দুখ ক্লেশ ❋ পৃথিবীতে নাহি মোর পুত্র হেন ধন ॥ এ শুখ সম্পদ রাজ পাট অকারণ ❋ যৌবন সময় পুত্র দেখি আন-

দিতে ॥ বৃদ্ধ কালে পুত্র মহা ধন পৃথিবীতে ❋ সমন সমর পুত্র দেখিলে নয়নে ॥ কদাচিত মৃত্যু ব্যথা না রহেন্ত মনে সমর্পি আপনা কর্ম্ম নিজ পুত্র স্থ'ম ॥ মন রঙ্গে প্রভু আগে সমর্পয় প্রাণ ❋ পৃথিবীতে জন্মে জার পুত্র হেন ধন ॥ পিতৃ মৃত্যু কর্ম্ম করে করি প্রাণপন ❋ ভুবনেদুর্ল্ল ভ পুত্রধন অনু-পম ॥ মৃত্যু হ'লে মা বাপের জীববন্ত নাম ❋ পৃথিবীতে পুত্র কন্যা না জন্মে জাহার ॥ বিফল জীবন তার ভুবন মাঝার ❋ নৃপতি কহিল যদি এসব বচন ॥ জোড় হস্তে মহা পাত্র করে নিবেদন ❋ পাত্র বলে নিবেদন শুন গুন-ধাম ॥ দান ধর্ম্মে অবশ্য পুরয় মনস্কাম ❋ ভাণ্ডারে সঞ্চিত যত আছে তোমা ধন। সে সকল দান নৃপ কর রঙ্গ মন ❋ আপে কি না জান তুমি আল্লার রসুল ॥ দান পুন্যে জান প্রভু সন্তোস বহুল ❋ বহু ধন দান সাহা করি পৃথিবীত ॥ পুত্র হেতু প্রভু আগে মাঙ্গহ বাঞ্ছিত ❋ করতার বন্ধু তুমি শুদ্ধ কলেবর ॥ মাগিলে পাইবা বর প্রভুর গোচর ❋ তোমা আগে চতুর্দ্দশ সাস্ত্র চারি বেদ ॥ গোপতে আছয় যত ইতি ভেদাভেদ ❋ আপে কি না জান সাহা ধর্ম্মাস্ত বিশেষ ॥ কি কহিব তোমা আগে হিত উপদেশ ❋ পাত্র মুখে শুনি হেন মধুর ভারতি ॥ দান ধর্ম্ম করে সাহা মন রঙ্গে অতি ❋ দান দরশনে মুড় জন ছাড়ে প্রাণ ॥ দান পুন্যে পুলকিত শাধু গুণবান ❋ দান কর্ম্মে মতি ভ্রমে কষ্টেতে কৃপন ॥ দানের মহিমা জানে মোহন্ত মমিন ❋ এত শুনি আদেশিলা নৃপ গুণবান ॥ ভাণ্ডার খুলিয়া আর-ম্ভিতে মহা দান ❋ নৃপতি আদেশ শুনি মহা পাত্রবর ॥

ভাণ্ডার খুলিয়া ধন নিকালে সত্যর ❀ ভিক্ষুক ভ্রমিক যত রাজ্যের ভিখারি ॥ মাতাপিতা হীন শিশু পতি হীন নারী পুত্র হীন বিধবা যতেক নারীগণ ॥ দরিদ্র দুখিত ইষ্ট মিত্র হীন জন ❀ আলেম ওলমা যত দর্বেশ বৈরাগী ॥ পুত্র পরিজন জেবা পালে ভিক্ষা মাগি ❀ অন্ন বস্ত্রে হীন জেবা হয় দেসান্তরি ॥ সেসব বোলাই নৃপ আনে যত্ন করি ❀ সে সকলেরে নৃপতি যে দিল বহু ধন ॥ মহা দানে তুষ্ট হৈল ভিক্ষুকের মন ❀ রাজ্যেতে আছিল যত গরীব ভিখারি ॥ দানে সন্তোসিল নৃপ যত দেসান্তরি ❀ মসরিকে দরিদ্র না রহিল কোন জন ॥ আশীর্বাদ করি লেক প্রতি জনেজন ❀ সেকান্দর নৃপতির জন্মিতে নন্দন ॥ সে সবের আসির্বাদে ভক্ত নিরঞ্জান ❀ দান পুন্য প্রভাবে অতি শীঘ্রগতি ॥ নৃপতির মহা দেবি হৈল গর্ভবতী ❀ মহা দেবী গর্ভ শুনি নৃপতি উল্লাস ॥ এহিমতে বহি ও দি গেল দশ মাস ❀ শুভ ক্ষনে মহা দেবি পুত্র প্রশবিল॥ শুবর্ণ প্রতিমা হস্তে মানিক শ্রবিল❀ প্রচণ্ড কুমার প্রশবিল কুলজসি ॥ অন্ধকার নাসে শিশুযেন পুর্ণশশি ❀ বসিছে জোলকর্ণ সাহা দিব্য সিংহাসনে ॥ পাত্র মিত্র চৌদিগে লইয়া রঙ্গ মনে ❀ হেন কালে এক দুত আসি তুরমান ॥ মন রঙ্গে শুসংবাদ কহে নৃপস্থান অন্তঃপুর শুভ বার্ত্তা শুন মহারাজ ॥ জনমিল মহা দেবি গর্ভে যুবরাজ ❀ দুত মুখে শুভ বার্ত্তা শুনি নরপতি ॥ আনন্দে পুর্ণিত হইল মন রঙ্গে ও তি ❀ অঙ্গেতে আছিল যত বস্ত্র আভরণ ॥ প্রসাদ করিল নৃপ প্রতি জনে জন ❀ আনন্দিত পাত্র মিত্র যত প্রজাগণ ॥ তাসবাকে প্রসাদ

করিল রঙ্গমন ❋ কুমার জন্মিল সাহা মহা হরষিত॥ আদে- শিল আনিবারে নজ্জুম পণ্ডিত ❋ নৃপতি আদেশ পাই মহা পাত্রগণ ॥ বিদ্যাগত পণ্ডিত জসি আনিল তখন ❋ আসিয়া নজ্জুম গণ নৃপতি অগ্রেতে॥ নৃপতিকে প্রনামিল স্তুতি দণ্ডবতে ❋ নৃপতি বলিল বহু সে সবে সম্ভাসি ॥ জন্মিল কুমার মোর দেখ কোন রাশি ❋ পরম জতনে দেখ সাস্ত্র জকি তাতে ❋ কোন রাশি হয় দেখ নক্ষত্র কাহাতে রাশিকাম গনি যেই বানে ফলাফল ॥ ভাল মন্দ আয়ু জস সঙ্কট কুসল❋ বংশের প্রদিপ কিবা কুলের ধিক্কার ॥ কহিবা রাশির মর্ম্ম যেই ব্যাবহার ❋ কুলেতে জন্মিতে পুত্র জুক্ত শুপণ্ডিত ॥ কুলের ধিক্কার না হইতে অনুচিত ❋ নৃপতি আদেশ পাই নজ্জুম সকলে ॥ সাস্ত্রেতে বিচারে রাশি মন কুতুহলে ❋ মাহেন্দ্রক্ষণেতে রাশি-জন্মিল কুমার ॥ পুর্ণ রাশি কর্ম্ম পাবে সর্ব্বত্রে সুসার ❋ দীর্ঘ জীবি নাম রাশি পুন্ন স্থলে অতি॥ ধৈর্য্য বন্ত বির্জ্জশালী জ্ঞানে বৃহস্পতি❋ বিদ্যাস্থলে বিদ্যা গত প্রচণ্ড বিদ্যান ॥ ভুবন বিক্ষ্যাত বীর দেবেন্দ্র সমান ❋ দানে দাতা ধর্ম্ম শিল ভিক্ষুক পালক ॥ কৃপা শিল জগপতি ভাবের ভাবুক ❋ প্রভুর সেবাতে ভক্ত এক কায়া চিত ॥ ক্ষমা বন্ত গুরু ভক্ত ধর্ম্ম অখণ্ডিত ❋ রসের নাগর অতি গুণের সাগর ॥ ভুবন মোহন রূপ জিণী পুরন্দর ❋ নব রূপ কল্পতরু কামিণীর প্রাণ ॥ জ্ঞানেতে পণ্ডিত অতি শাস্ত্রেতে বিদ্যান ❋ মিত্র আগে কৃপা বান শত্রু আগে যম ॥ পরাক্রমে সিংহ জিণী সংগ্রামে বিসম ❋ পত্নি স্থানে অপরূপ ত্রিলক্ষ্য মহিণী ॥

কান্দিতে মুকুতা শ্রবে হাঁসিতে যে মনি ❋ রাশি ক্রমে দুই কন্যা পরম শুন্দরি ॥ বিবাহ করিবে রঙ্গে হই দেসান্তরী ❋ ভাগ্য স্থলে মহা ভাগ্য সম্পদ অপার ॥ জন্মিল কুলের দিপ্ প্রচণ্ড কুমার ❋ শুভ লগ্নে আসি তবে পড়িল ভুমিতে ॥ পাপ বিমোচন অতি শুকৃতি চরিতে ❋ বিক্রমে কেশরি যিণী ভুবন বিজয় ॥ সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ নৃপতি তনয় ❋ কিন্তু মাত্র রাশি জোগে আছয় বিকট ॥ বিদেশে ভ্রমিবে পন্থে পাইবে সঙ্কট ❋ মন রঙ্গে কত দিন ভ্রমিবে বিদেশে ॥ মনের বাঞ্ছিত পুরী আসিবেক শেষে ❋ দেসান্তরী হইবেক পুত্রের গমন ॥ শুনিয়া নৃপতি অতি বিরস বদন ❋ পাত্র বলে শুন নৃপ না ভাব জঞ্জাল ॥ সপ্ত দীপ পৃথিবীতে তুমি মহীপাল ❋ রূম সাম ইরান মেছের হিন্দুস্থান ॥ সম্পূর্ণ তোমার রাজ্য শুন গুনবান ❋ এরাক খোরসান তাজী তুরুক লাহোর ॥ ছমরকন্দ বাগদাদ যে তোমা কর ভুর ❋ মোশরেক মগরিব জুনুব শেমাল ॥ সম্বালেতে এক বণ্ডে তুমি মহিপাল ❋ রবি শশি ভুবনে প্রকাশ যত দুর ॥ তোমার অধিক রাজ্য কৃপায় প্রভুর ❋ এতেক তোমার সৈন্য সম্বল সংসার ॥ ব্যাক্ত হবে যথা তথা তোমার কুমার ❋ মগরিব মশরিকে ভ্রময় তপন ॥ নিরুদ্দেশ না হইবে তোমার নন্দন ❋ এহেন তোমার পুত্র প্রদিপ ভুবনে ॥ যথা তথা ব্যাক্ত হয় সন্দ কিবা মনে ❋ দেশে দেশে পাঠাইবে দুত লৈক্ষান্তর ॥ না হইবে তোমা পুত্র দৃষ্টী অগোচর ❋ তিমীরে না ছাপে চন্দ্র গগণ মণ্ডলে ॥ তোমা পুত্র নিরুদ্দেস নহে ক্ষিতী

তলে ❋ ছাপাই রাখিলে কভু কস্তুরি না ছাপে ॥ আপনা শুগন্ধ ব্যক্ত হয় আপে আপে ❋ সঙ্কট মা ভাব মনে ক্ষিতী অধিকারী ॥ যথা জায় যুবরাজ আনিব বিচারি ❋ পাত্রের মুখেতে শুনি এসব বচন ॥ চিন্তা পরিহরি সাহা সান্ত কৈল মন ❋ বিমসি কুমার নাম রাখি তেকারণ ॥ বসিলেন্ত মহারাজ হরষিত মন ❋ নানা দ্রব্য উপহার যে হয় উচিত ॥ লইয়া বসিল রাজা সভার বিদ্দিত ❋ উপস্থিত নৃপ মনে হৈল অনুপাম ॥ ছয়ফল-মুলুক রাখে কুমারের নাম ❋ তবে অন্তঃপুরে চলিলেক মহিপাল ॥ দেখিয়া পুত্রের মুখ হরিষ বিসাল ❋ পরম আনন্দে অতি নৃপ গুনমনি ॥ বহু ধন দান কৈল কুমার নিছনী ❋ কুমারের অঙ্গে ঘসে কস্তুরি চন্দন ॥ অষ্ঠ অঙ্গ পরিস্কার ঝলকে রতন ❋ কুমারের অঙ্গের বদলে রত্ন ধন ॥ অষ্ঠ গুন দান কৈল অতি রঙ্গ মন ❋ রতন কাঞ্চন মুক্তা কোটি ভারে ভার ॥ সপ্ত দিবা রাত্র দান কৈল অনিবান ❋ প্রভু আগে পুরিলেক মানস কল্যান ॥ অশ্ব গজ ভুমি দান কৈল গুনবার ❋ নৃপতি করয় দান মন কুতুহল ॥ নরলোক লুটে জেন সমুদ্রের জল ❋ অন্ন বস্ত্র রত্ন দান কৈল বহুতর ॥ জোলকর্ণ প্রভুর মিত্র দানের লহর ❋ মনের উল্লাস পুরে পুত্রের উৎসব ॥ পুস্তক বিসাল হয় লিখিতে সে সব ❋ মনের আনন্দে অতি হরষিত মতি ॥ নিজ পুত্র পাল্য করে মহা দেবি সতী ❋ রজনিতে উপহার ভুঞ্জয় নানান ॥ দিনে দিনে বাড়য় কুমার মতিমান ❋ দ্বিতীয়াতে চন্দ্র যেন বাড়য়

গগণে ॥ কুমার বাড়য় তেন নৃপতি ভবনে ❀ পঠয় নানান শাস্ত্র নৃপতি সন্ততি ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ যেন বৃহস্পতি ❀ মৃগয়া করিতে জায় মন রঙ্গে অতি ॥ অরন্য বিহার নিত্য সৈন্যের সংহতি ❀ প্রবেশে অরন্য মধ্যে সৈন্য সঙ্গে করি ॥ মহামহা জন্তু বধে জেহেন কেশরী অরন্যে প্রবেশ করে সিংহনাদ করি ॥ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার হস্তি আনে ধরি ❀ বিপক্ষিয়েরা দেখি জোলকর্ণ তনয় ॥ জমের অধিক ভাবে কুমারের ভয় ❀ মহা বলবন্ত বীর বিখ্যাত ভুবন ॥ পরম শুন্দর রূপ কামিণী মোহণ ❀ রূপে গুণে নৃপ শুত অতি বিলক্ষন ॥ জনক জননী দোহ জীবের জীবন ❀ সাহা বদ্দিন মোহাম্মদ করুণা সাগর ॥ তান জুগপদ ধরি শিরের উপর ❀ শিরেতে বন্দিয়া সাহা রঞ্জক চরণ ॥ আবদুল হাকিম কহে মধুর বচন ❀ কুমার বিদেশে গতি পুরিতে নির্ব্বন্ধ ॥ চলিবেক মধু কর স্মরি মকরন্দ ❀

—— ❀ ——

সয়ফলমুলুক ভ্রমিকের মুখে লালমতির বার্ত্তা শুনিয়া একান্ত ব্যাস্ত হইয়া, প্রেমানলে দহিয়া, কন্যা উদ্দেসে অতিক্লেশে মগরিবে গমণ করিবার বয়ান ।

❀ রাগ দীর্ঘ ছন্দ ❀ রত্নময় টুঙ্গি মাঝ, বসিছেন্ত যুবরাজ, একাশ্বর মনরঙ্গে অতি ॥ হেন কালে অশ্চম্বিত, আসি ভেল উপস্থিত, দেশান্তরি ভ্রমিক শুমতি ❀ কুমারের

রূপ হেরি, স্তব্দ হৈল্কে দেশান্তরি, পরি হরি জ্ঞান আপনার
মনে ভাবে নিরন্তর, দৈত্য এহি নহে নর, কিবা হয় গন্ধর্ব্ব
কুমার॥নতু কাম পঞ্চবান, যুবরাজ সম আন, ভুবনে নাহিক
রূপবতি॥পুরুষের জ্ঞান হরে,নারীপ্রাণে কতধরে,দেখিরূপ
মোহিত যুবতী॥ স্বর্গ অপশরা এহি, রূপেদিপ্তী করে মহি
নতু হবে অশ্বিণী কুমার ॥ রূপ দেখি প্রাণ কাড়ে, কুলজসি
ধৈর্য্য ছাড়ে, রূপের প্রসংশা অনিবার॥নিজ জ্ঞান পরিহরি
বসি ঝুরে দেশান্তরি,কতক্ষণে স্থির কৈল চিত ॥ কহিলেক
দেশান্তরি, দুই হস্ত জোড় করি,দাড়াইয়া কুমার বিদিত ॥
যুগল করিয়া কর, আশির্ব্বাদী বহুতর, কুমারকে কহিতে
লাগিল॥কুমারসেদেশান্তরে, বহুত মান্যতা করে,ভ্রমিককে
সম্ভাষাকরিল॥তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,সত্য কহদেশান্তরি
ভ্রমিয়াছকোনকোনদেশ ॥ কোন২ রাজ্যে গিয়া, আসিয়াছ
কি দেখিয়া, অপরূপকৌতুক বিশেষ॥ ভাল মন্দ ব্যবহার
যথাস্তে দেখিলে জার, কহমোকে তথ্য বাক সার ॥ কোথা
কেবা মহারাজ, কিবা ব্যবহার কাজ, পুত্র কন্যা কি রূপ
কাহার ॥ ভ্রমিকে কহেন্ত পুনি, শুন কহি গুনমনি, ভ্রমি-
য়াছি দিগ দিগান্তর ॥ শয়াল সংসার মাঝ, যে যে রাজ্য
মহারাজ, নাহি আছেমোর অগোচর॥মসরিক আদি করি,
সৌমাল জুনুব ফিরি, মগরিবদেশে কৈনু গতি ॥ মগরিবের
নৃপবর, যেন সিংহ সম আর, মহারাজ এমরান নৃপতি ॥
ভুবন বিখ্যাত অতি, হয় সেই নরপতি, পৃথিবিতে সম্পদ
অপার॥বিক্রমেকেশরী সম,সত্রু আগে কাল যম, নাহিনৃপ
সদৃস তাহার ॥ পুরি অতি মনোহর, হেম রজতের ঘর,
লালমতি ॥

যেন হয় ইন্দ্রের স্বর্গ পুরী॥ পুরি মধ্যে শোভে অতি, নৃপমহা-
দেবি সতী, স্বর্গ মধ্যে যেন সুরেশ্বরী ❋ তাঁহার রূপের ধনি
পুরিলেক এমেদেনি, সেরূপে উজ্জল অন্তঃপুরি॥ মহাদেবি
গর্ভে এক, কন্যা জন্ম হইলেক, অপরূপ পরম শুন্দরী ❋ প্র-
ভুর মহিমা অতি, শৃজে হেনরূপবতী, স্বর্গে লজ্জিত হয় পরী
দেবগণ যদি দেখে, অজ্ঞান হইয়া থাকে, কষ্টেতে যেমন করে চুরি
শুন কহি গুনবান, ভ্রমিয়াছি নানা স্থান, সপ্তদ্বিপ এ মহিমণ্ডলে
রূপে হেন বিলক্ষণ, না দেখিনু কদাচন, হেন কন্যা নাহি ক্ষিতী
তলে ❋ হেন রূপ বিলক্ষণ, স্বপনে কেহ কদাচন, না দেখিনু হেন
রাজসুতা॥ পরস্তাবে না শুনিল, পৃথিবিতে না জন্মিল, রূপে গুণে
হেন শুচরিতা ❋ জেবাগুণ রাজসুতা, শুন অপরূপ কথা, তোমা
কে কহি যে গুণধাম॥ যদি হাঁসে লালমতি, ছুটকে পরম জ্যোতি
উপর্জে মানিক অনুপম ❋ সে কন্যা কান্দয় যবে, নয়নে মুকুতা
স্রবে, উপর্জয় অমুল্য রতন॥ তেকারনে নৃপবর, স্বহরিশ নির-
ন্তর, নিজ কন্যা মহিমা কারণ ❋ মন হরষিত অতি, নাম রাখে
লালমতি, কন্যা দেখি মন কতুহল॥ শুনি রূপ অদ্ভূত, মহা
মহা রাজ সুত, রাজ্য পাট ত্যাজিয়া সকল ❋ কন্যা প্রেম
মনে ধরি, জীব আসা পরিহরি, কন্যা হেতু করয় গমন॥
সে রাজ্যে করিতে গতি, পন্থেতে সঙ্কট অতি, হাটী জাইতে
নারে কদাচন ❋ অরন্যে নাহিক বাট, সমুদ্রে নাহিক ঘাট
নৌকা হীন সমুদ্র অপার॥ সপ্তম সাগর পার, হইতে সকতি
কার, অরন্যেতে গতি অথান্তর ❋ রূপ শুনি হরে জ্ঞান, কর্ণ
করে সুধাপান, মদমত্তে আঁখি মাতয়ালা॥ অদর্শনে প্রাণ
হরে, রহিতে নাপারে ঘরে, উদ্যোসিয়া ঢোঁড়ে রাজবালা

লালবানু উদ্যেসিয়া, বহু নৃপ শুত গিয়া, অর্থান্তরে ত্যাজিয় জীবন॥ যদিবা সঙ্কট ভাঙ্গি, এসপ্ত সমুদ্র লঙ্ঘি, সে রাজ্যেতে করয় গমন ❋ নৃপতির অঙ্গিকার, শষ্ঠম পরীক্ষা তার, জিনীতে পারয় যেই জন॥ সত্যসেই বর প্রতি, বিভা দিতে লালমতি, নৃপতির প্রতিজ্ঞা বচন ❋ শুন কহি যেই সব, ভ্রমিয়াছি নানা ভব, যে যে রাজ্যে বাসে নরগণ॥ জতেক রমনি মেলে, না দেখিনু ক্ষিতী তলে, লালমতি সম কদাচন রুপে জিনি রূপবতি, জ্ঞানে জিনি বৃহস্পতি, জনম প্রকৃতি অতিশয় ॥ যগধন্যা শুচরিতা, সেইত এমান সুতা, প্রখলা শরীর জ্যোতির্ম্ময় ❋ পুরুষ মণ্ডল মাঝ, তোমা শম যুবরাজ পৃথিবীতে নাহি কদাচিত ॥ তুমি বর সেই বালা, শোভয় উত্তম মালা, লালবানু তোমার উচিত ❋ তুমি প্রভাতের ভানু, তোমা যোগ্য লালবানু, সৃজেপ্রভু চাহিতেকৌতুক ❋ হেন অনুমান পাই, হবে দুই এক ঠাই, লালবানু ছয়ফল মুলুক ❋ যেন দিবাকর প্রতি, অবংস শোভয় অতি, তোমাকেশোভয় লালবানু॥ এমান নন্দিনী ধনি, তেনতুমি গুনমণি, সমজুক্ত দোহ রাধা কানু ❋ লালমতি রূপ রেক সহস্র অংসের এক, কহিতে না পারি কদাচন ॥ যদি দেখ রাজ সুতা, প্রত্যয় করিবে কথা, সত্য মিথ্যা জানিবে তখন ❋ সে কন্যা দর্শন পাই, পৃথিবীতে হেন নাই, স্থিরহই রহিতে ডাওাই ॥ নর আদি পশু পক্ষি, লালবানুরূপদেখি জ্ঞান ছাড়ি পড়ে মোহ খাই ❋ অপরূপ রূপ রঙ্গ, দেখি মুনি মন ভঙ্গ, ব্রহ্মা আদি মোহ দেবগণ॥ প্রভুর মহিমাবলে শৃজিয়াছে ক্ষিতি তলে, হেন কন্যা রূপ বিলক্ষণ ❋ নারী

মধ্যে লালমতি, প্রকৃতি উত্তম অতি, সাস্ত্রে বিদ্যাগদ রাজ সুতা ❋ সেই বালা তুমি বর, রূপে গুণে সমস্বর, দোহ যেন মানিক মুকুতা ❋ এমান নন্দিণী ধনি, জাতে কন্যা পদ্মিণী, যোগ্য তুমিসে কন্যা কুমার॥ যেন তুমি দুইজন হেনরূপ বিলক্ষণ, সংসার মধ্যেতে নাহি আর ❋ ভ্রমিয়াছি নানাস্থান, তুমি বিনে নাহি অন, সেই কন্যা প্রতিযোগ্য বর ॥ যেন কন্যা লালমতি, ভুবনে প্রসংশা অতি, তেন তুমি রসের নাগর ❋ শুন কহি গুণবান, সেই কন্যা বিনে অন, ভবে নাই তোমা যোগ্য নারী ॥ তুমি সম পৃথিবীতে না দেখেছি কদাচিতে, আসিয়াছি সংসার বিচারি ❋ না জানিও কোন হেতু, প্রভুর মহিমা সেতু, দুর দেশে সৃজে বর বালা ॥ সেই দেশে জাইবার, প্রকার নাহিক তার, কি রূপে পাইবা কণ্ঠমালা ❋ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বন্দি তান পদ, আবদুল হাকিম হীন ভনে ॥ প্রভুর নির্বন্ধ জথা, সন্দ কি জাইতে তথা, সঙ্কটেতে নাহি প্রভু বিনে ❋

❋ রাগ পয়ার ছন্দ ❋

ভ্রমিকের মুখে শুনি অপরূপ কথা ॥ বহু সম্ভাসিল তাকে করিয়া মান্নতা ❋ বহু ধন রত্ন কৈল ভ্রমিকেরে দান ॥ সন্তোষ হইয়া অতিগেল নিজ স্থান ❋ লালমতি প্রেমভাবে নৃপতি নন্দন ॥ সদয় চিন্তিত অতি নিজ মনেমন ❋ কিরূপে দর্শন করি কন্যার সহিত ॥ কন্যা বিনা জীবন সংসর প্রতিনিত ❋ লালবানু সঙ্গে জদি না হয় দর্শন ॥ জীবন হইবে মোর মৃত্যুর লক্ষণ ❋ জীবনে নাহিক জার হরিষ বিসাল ॥ সংসারে জীবন হতে মৃত্যু তার ভাল ❋

পিয়া বিনা সদায় আকুল যে সকল॥ সেসব অগ্রেতে সজ্জা জীবন বিফল❋ শয়নে না আইসে নিদ্রা বসি ভাবে ক্লেশ॥ বিরহ বিচ্ছেদে ভাবে, উন্মত্তেরভেস❋ প্রেম সুরাপানেমন হইল বিভোল॥ বিরহ তরঙ্গ যেন সমুদ্র হিল্লোল ❋ ভ্রম্বি-কের মুখে শুনি কন্যার বৃত্তান্ত॥ মিলনের জন্য মন হইল অশান্ত ❋ মগ্রিব উদ্দেসে উড়ে মন পক্ষি রাজ॥ নিরন্তর দহে অঙ্গ প্রেম অগ্নি মাঝ ❋ আকুল হইল চিত্ত ভ্রম্বিক বচনে॥ মজিয়া রহিল মন প্রেম হুতাসনে ❋ কন্যা বিনে রাজ্য পাট গরল সদৃশ॥ ধন জন অশ্ব গজ সবলাগে বিষ❋ ইষ্ট মিত্র বন্ধু যত বান্ধব সকল॥ প্রাণ প্রিয়া বিনা সব হইল গরল ❋ ত্যাগিলেক অন্ন জল যতেক সকল॥ নয়নে নাহিক নিদ্রা সদাই বিকল ❋ লালমতি বিনা তিক্ত জীবন যৌবন॥ প্রিয়া বিনা যত ইস্তি সব অকারণ❋ নাকরে মনের ভেদ অন্যেতে প্রচার॥ মগ্রিব রাজ্যেতে জাইতে চিন্তয়ে প্রকার ❋ তবে এক দিন জাই নৃপতি সাক্ষাত॥ করজোড়ে নিবেদয় শুন নর নাথ❋ কুমারের করজোড়দেখি নরপতি পুছয় কুমার তরে মধুর ভারতি❋ শুনবাপু যুবরাজ জীবের জীবন॥ মনের বাসনা কিবা কহ প্রাণ ধন ❋ মনের মানস জেবা কহ মোর ঠাম॥ অবিলম্বে পুরাইব তব মনস্কাম ❋ যদিবা মাঙ্গহ বাপু রাজ্য সিংহাসন॥ সমর্পি তোমাকে রাজ্যপাট এইক্ষণ ❋তোমা মুলে রাজপাট মনে শোভাকর॥তুমি বিনা রাজ পাট মনেতে অসার❋আদেশহ মোকে বাপু বিবাহ কারণে॥ ভুবনে জাহার কন্যা লয় তোমা মনে ❋ প্রভুর আজ্ঞায় আমি জগ অধিকারী॥

অবিলম্বে শত বিদ্যা করাইতে পারি ❊ বল বাপু মনে কিবা বাসনা আছয় ॥ আদেশ আমাকে বাপু জেবা চিত্তে লয় ❊ কুমার নিবেদে তবে নৃপতি সম্পাস ॥ তোমার প্রসাদে কিবা না পুরিল আশ❊সহস্রসহস্র নৃপসয়াল মাঝার তোমার প্রভাবে সব সেবক আমার❊ মোর সম ভাগ্যবন্ত কেবা ক্ষিতীমাঝ॥তোমারঔরসে জন্মি হৈনুযুবরাজ❊ক্ষিতী অধিপতি তুমি রসুল আল্লার ॥ মহা ভাগ্য, জন্ম মোর ঔরসেতোমার❊সর্ব্ব অর্থে মোর প্রতি প্রসাদতোমার॥ ইহ লোকে পর লোকে প্রতিষ্টা আমার❊ এ হতে সম্পদ কিবা ভুবন মাঝার॥ তোমার যতেক হয় সকল আমার ❊মাঙ্গি যে প্রভুর স্থানে নিজ প্রাণ পনে ॥ জনম অবধিতোমায়দেখি সিংহাসনে❊পরম ভরসা মোরতোমার চরণে ॥কোনপ্রয়োজনমোর রাজ্য সিংহাসনে❊বিবাহ নির্ব্বন্ধ জবে পুরয় আমার করিবে আপন কর্ম্ম প্রভু করতার ❊ তবে কি বাঞ্ছিতজেবা নিবেদি চরণে ॥ একাস্বর মৃগয়া করিতে ইচ্ছা মনে❊সৈন্য লই জাই যদি অরন্য মাঝার ॥ না জানি কাহার ভাগ্যে ঘটয় শিকার ❊ তেকাজে তোমার পদে অধিক মানস ॥ পরীক্ষা লইতে চাহি ভাগ্য ফলজন❊আমা প্রতি আদেশ করহ নৃপবর ॥ মৃগয়া করিতে আজ্ঞা কর একাস্বর ❊ সেকান্দর বলে বাপু কহ বিপরিত॥ আরন্যে জাইতে একা না হয় উচিত❊ একাস্বর প্রবেশিবা বনের মাঝার॥কিরূপে রহিবে প্রাণ ধড়েতে আমার ❊ কুমার বলিল সাহা শুন নিবেদন ॥ জাহার নির্ব্বন্ধে জেবা আছয় লিখন ❊ ললাট লিখন ঘটে পুরিলে সমন ॥ ঘরে কিবা বাহিরে হয় অবশ্য

মরণ ❋ পৃথিবীতে আয়ু জসরৈত্তে কদাচন॥ যদি সে সমুদ্রে পড়ে না হয় মরণ ❋ জাহার হস্তেতে মৃত্যু আছয় জাহার॥ রাখিতে নাপারে তারে গড়ের মাঝার❋ সমন সময় লক্ষলক্ষ সৈন্যগণ॥ সহায় হইয়া নারে রাখিত্তে জীবন ❋ জাহাকে রাখয় আপে প্রভু নিরঞ্জন॥ কাহার সকতি আছে করিতে নিধন ❋ জাহারে সংসারে প্রভু দয়া পরিহরি॥ রাখিতে না পারে তারে মা ও বাপ ধরি ❋ অতএব নিবেদিছি তোমা পদ তলে॥ এক্যস্বরপরীক্ষিতে নিজ জসবলে❋ নিশেধ না কর পিতঃ মাঙ্গি পরিহার॥ আদেস আমাকেজাই করিতেশিকার কুমারের শুনি হেন বিনয়বচন॥ আজ্ঞা দিল নৃপতিযে বিসাদিত মন❋ কহিল প্রভুকে তোমা কৈনু সমর্পন॥ মৃগয়া করহ জাই জথা লয় মন❋ সহস্র প্রণাম করি বাপের চরণে॥ কুমার চলিয়া গেল মায়ের ভবনে ❋ জননি প্রণাম করি সহরিস মন॥ সঙ্গতি লইল রত্ন বহু মুল্য ধন ❋ নানা অস্ত্র পরিপুর্ণ লইল সঙ্গতি॥ হস্তেতে বিচিত্র ধনু যেন সুরপতি ❋ শুদ্ধ কনকের মুঠ কোমরে কৃপান॥ বহু মুল্য নানা বস্ত্র অঙ্গে পরিধান ❋ পৃষ্টেত্তে শোভয় তুন দিব্য দিব্য শর॥ সাজিল জুলকর্ণ সুত যেন পুরন্দর ❋ প্রভাত সময় পাই মহা শুভক্ষণ॥ অশ্ব পরে আরহিল সাহার নন্দন❋ সেবক লইয়া এক সঙ্গে আপনার॥ স্মরিয়া প্রভুর নাম চলিল কুমার ❋ বিজলী চমকে জেন অশ্বের গমন॥ চলিলেক নিজ প্রিয়া করি অন্যেসন❋ এহি মতে অশ্ব ক্ষেপি জায়েন্ত কুমার॥ প্রবেশিল মহা এক অরন্য মাঝার❋ তবেসেবকেরে ডাকি কহিল কুমার॥ অশ্ব লই চলি জাও ঘরে আপনার❋

রত্ন এক দিল বীর সেবকেরে দান ॥ কহিল এ রত্ন লই জাও নিজস্থান ❋ ভ্রমিব কতেক দিন মন রঙ্গে অতি ॥ অশ্বের বিসয় কিবা হই পদ গতি ❋ কুমার মুখেতে শুনি এহেন বচন ॥ দণ্ডবতে সেবক করয় নিবেদন ❋ বাপ পিত্তামহো সমে সেবক তোমার ॥ না জাবতোমাকে ছাড়ি অরন্য মাঝার❋ থাইলে আমাকে ব্যাঘ্র ধরি খাউক আগে॥ একাস্বর তোমা ছাড়ি জাইতে স্নেহ লাগে ❋ এহাতে অধিক পাপ নাহি পৃথিবীত ॥ ঈশ্বরে সঙ্কটে ফেলি চিন্তে নিজ হিত ❋ তোমা কাজে প্রাণ দিব ভ্রমি দেসান্তর ॥ তোম্বার চরন ছাড়ি না হৈব অন্তর ❋ কুমারে বলিলজেবা কৈলা যুক্তি হয় ॥ জ্ঞাতি জন প্রতি অম্ন লবনের ভয় ❋ তবে কি তোমাকে সঙ্গে নিতে নাজুরায়॥ তেকাজে বিদায় দিহু মোর স্বইচ্ছায় ❋ সত্যতা কহিনু পরিহরি ধর্ম্ম ডর ॥ বিদেশে সঙ্গতি তোকে না লিব নিশ্চয়❋ আমার বচন তোর অযুক্ত লঙ্ঘন॥ নিঃসন্ধে আপনা ঘরে জাও রঙ্গমন❋ পুনি যদি লঙ্ঘ তুমি বচন আমার॥ অবিলম্বে আমা হস্তে হইবা সংহার কুমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনি অঙ্গীকার ॥ নিবেদয় জোড়হস্তে কুমার গোচর❋ যদিবা দেশেতে জাই সাহার গোচর॥ তোমা না দেখিলে মোকে বধিবে সত্যর❋ কিবা এথা কিবা সেথা আমার নিপাত॥ কেমনে দাড়াব বল নৃপতির সাত❋ কুমারে বলিলা তথা জাইবা সন্ধ্যাকালে ॥ তোমাতে পুছিলে আমা বার্ত্তা মহি পালে❋ কহিবা সন্ধ্যাতে অশ্ব মোকে সমর্পিয়া॥ অন্তঃ-স্পুরেযুবরাজ প্রবেসিল গিয়া❋ অন্তস্পুরে গেলহেন জানিয়া নিশ্চয় ॥

সেবক কান্দে মিনতি বিস্তর॥কুমারে প্রণামি অশ্বে আরহে সত্তর ❀ সন্ধ্যাকালে আসি ভেল আপনা পুরিতে॥দাণ্ডায় সেবক জাই নৃপতি বিদিতে ❀ সেবকেদেখিয়া ব্যাগ্র হ'ন ভুরমান॥কুমারেরবার্ত্তাপুছে নৃপগুণবান❀সেবক বলিলমোর হস্তে অশ্ব দিয়া॥অন্তঃস্পুরে যুবরাজ প্রবেশিলগিয়া❀কুমার আইলশুনিসেবকের স্থান॥ নিজপুরিপ্রবেশিলসাহাগুণবান এইমতে ত্রিতীয় দিবস বহিজায় ॥ নৃপতিযে কুমারের বার্ত্তা নাহি পায় ❀ কুমারের অনুচর যত সবগণ ॥ ডাকাইয়া সে সবে নৃপ পুছিল বচন ❀ সেবকানে বলে আজি তিন দিন হয় ॥ কুমারের সঙ্গে দেখা নাহিক নিশ্চয়❀শুনিয়া এহেন বাক্য অনুচর স্থান ॥ অকশ্মাৎ নৃপতির যেন ছাড়ে প্রাণ ❀

পুত্র শোকে রাজা ও রাণী খেদ করিবার বয়ান।

❀ বিলাপ ❀ পয়ার ছন্দ ॥

পুত্র শোকে মহা নৃপ করয় কান্দন ॥ আহা পুত্র মোকে ছাড়ি বিদেশে গমণ ❀ অরন্যে ভ্রমহ কিবা সমুদ্র তরঙ্গে॥ একাকি ভ্রমহ পুত্র কেহ নাহি সঙ্গে ❀ কিবা ব্যথা মনে তোমা হৈল উপস্থিত ॥ মোকে না কহিলে কেন মনের বাঞ্ছিত ❀ প্রভুর কৃপায় আমি ক্ষিতী অধিকারী ॥ সিংহাসনে বসি কিবা করি দিতে নারি ❀ পৃথিবী মাঝারে যত নরেন্দ্র মণ্ডল ॥ প্রভুর কৃপায় মোর অধীন সকল ❀ জাকে জেবা আদেসহ ভুবন মাঝার ॥ ঘরে বসি কোন কর্ম্ম না হয় তোমার ❀ পৃথিবীতে ধন রত্ন কটক অপার ॥ মোর সম নৃপ নাই ভুবনেতে আর ❀ ভুবনেতে আমা সম সম্পদ কাহার ॥ কোন দুখে বিদেশেতে গমণ তোমার ❀

ত্রিজগ ঈশ্বর প্রভু অনাথের নাথ ॥ প্রভুর কৃপায় কিবা না ঘটে এথাত ॥ যদি সে বিভার ইচ্ছা মনেতে তোমার॥ বিবাহ করাতে নারি দুহিতা কাহার ॥ গগণেতে কার্য্য মাত্র সাধিতে নাপারি॥ পৃথিবীতে নৃপ সব মোর আজ্ঞাকারী ॥ সপ্তদ্বিপ ক্ষিতী পরে মেদিনি উপর॥ আমার অধীন নহে কোন নৃপবর মোর পুত্র সনে কন্যা বিভা হয় জার ॥ ভুবনে না বাড়ে কিবা প্রতিষ্ঠা তাহার ॥ এহি সে সন্তাপ মোর মনে অতুলিত॥ জীবাবধি সজিবে রহিতে পৃথিবীত ॥ পিতা হিন শিশু যেন হইয়া দুর্গতি॥ অনাথ হইয়া ভ্রমে সন্তাপিত মতি ॥ তেমন আমার পুত্র হইয়া অনাথ॥ বিদেশেতে একাশ্বর ভ্রময় কোথাত আয় প্রভু নিরঞ্জন নির্দ্ধনের ধন ॥ তোমা পদে পুত্র মোর কৈনু সমর্পন ॥ অনাথের নাথ প্রভু ত্রিজগৎ পতি ॥ তুমি বিনা নির্লৈক্ষ্য জনের নাহি গতি ॥ আমার ঔরসে মাত্র সৃজন তাহার॥ বিদেশে সঙ্কটে তাকে করিবা উদ্ধার ॥ সমর্পি তু পদে তোমা পুত্র প্রাণ ধন॥ স্বজিবে পাঠাও পুত্র মোকে নিরঞ্জন স্বদেশে বিদেশে তারে করিবা উদ্ধার॥ সর্ব্বস্থানে তুমি বিনা লৈক্ষ্য নাহি তার ॥ কব কি ভবের মায়া পুত্র স্নেহ অতি॥ পুত্রের বিচ্ছেদ শোকে স্থির নহে মতি ॥ আহা পুত্র যুবরাজ দিলা মনে দুখ ॥ রহিতে নাপারি আমি না দেখি তব মুখ ॥ বহু দান ধ্যানে পুত্র পাইনু তোমারে ॥ কিবা দোষ দিয়া পুত্র ছাড়িলা আমারে ॥ বুঝিতে না পারি বাপু তোর মায়া ছল ॥ প্রবোধি আমারে ভাণ্ডি করিলা বহুল ॥ একাশ্বর হই পুত্র মৃগয়ার ছলে ॥ মোকে দহি গেলা পুত্র বিচ্ছেদ অনলে ॥ তুমি বিনা হৈল মোর কঠিন জীবন ॥

অকারন ধন রত্ন রাজ সিংহাসন ❋ এহি মতে শোকাকুল হই নৃপবর ॥ পুত্রের বিচ্ছেদ শোকে কান্দিল বিস্তর❋তবে মহা পাত্রবর আসি ততেক্ষণ॥ নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিল বচন॥সঙ্কটে কাতর নহে জেবা মহাজন॥ধৈর্য্য মন্তে না ছাড়য় ধৈর্য্য কদাচন❋যেইমতেবিষটীত হইব সুসার॥পণ্ডিতসবের যুক্তি চিন্তিতেপ্রকার❋অযুক্ত কান্দন সাহা বিফল আবেশ নিয়োজহ সৈন্য বহু প্রতিদেশেদেশ❋দেশে২ গ্রামে২ প্রতি রাজ্যে রাজ্য॥পাঠাইলে সৈন্য সব সিদ্ধ হয় কার্য্য❋অরন্নে২ কিবা সাগরে২ ॥ বিচার করুক জাই কোটি২ নরে ❋ যতেক আছয় নৃপ এসপ্ত ভুবনে॥কোটী২পত্র লিখ প্রতি জনে২❋ কদাচিত নিরুদ্দেশ না হৈবে কুমার॥ অবিলম্বেবিষটীত হইবে সুসার ❋ শুনিয়া পাত্রের বাক্য সান্ত নৃপবর ॥ পত্র লিখি দেশে দেশে নিয়োজিল চর ❋ সহস্র২ কোটী২ লিখে লিখন এক জন পিছে ধায় সহস্রেক জন❋ উদ্দেশ করিতে সিতা জনক নন্দিনি ॥ রামচন্দ্র কৈল যেন কটক পাচনি❋উদ্দে-শিতে নৃপ সুত বীর যুবরায় ॥ তাহাতে অধিক সৈন্য চারি দিগে ধায় ❋ সাহাবদ্দিন মোহম্মদ চরণ বন্দিয়া ॥ অবদুল হাকিম কহে পাঁচালি রচিয়া ❋ যথা দিব্য বৃন্দা মাঝে পুষ্প মনোহর ॥ তথা চলি গেলা রসময় মধুকর ❋ চিন্তা পরিহরি সাহা ধর্ম্ম কলেবর ॥ অবিলম্বে যুবরাজ আসিবে সত্তর ❋ চিন্তা পরিহর সাহা বাক্য ধর মোর ॥ জুগ বধু লই বীর আসিবে গোচর ❋

পুনর্ব্বার মহাদেবী পুত্র-শোকে খেদ
করিবার বয়ান।

❀ রিউ পদি ❀ ❀ রাগ পরিতাল ছন্দ ❀

বার্ত্তা যে সকল, শুনিয়া বিকল, কান্দে মহারাণী সতী ॥ আহা পুত্রবর, কিশের অন্তর, ভিন্ন দেশে কৈলা গতি ❀ আমি অভাগিণী, তোমার জননী, তোমা ধরিনু উদরে ॥ তোমা না দেখিয়া, এদুখ সহিয়া, কি রূপে রহিব ঘরে ❀ তোমা চন্দ্র মুখ, না দেখিলে দুখ, মর্ম্ম বিদরয় মোর ॥ মোর মর্ম্মে ব্যথা, দিয়া গেলে কোথা, কি দোষ করিনু তোর ❀ বহু বর ধ্যানে, মাঙ্গি প্রভু স্থানে, পুত্র পাইনু ক্ষিতী মাঝ ॥ বিধাতা বিমনা, হৈল বিড়ম্বনা, ছাড়ি গেল যুবরাজ ❀ প্রচণ্ড কুমার প্রদিপ আমার, চলি গেল কার ঘরে ॥ অন্তঃস্পুর মোর, অন্ধকার ঘোর, মোর প্রাণে কত ধরে ❀ সরফস মুলুক, হইল বিমুখ, ছাড়িনু জীবন আশ ॥ দিয়া পুত্র নিধী, হরি নিলা বিধী, হইনু অতি নৈরাস ❀ মোর ভাগ্য অতি, ভবে পুত্রবতি, হৈনু অতি আনন্দিত ❀ কর্ম্ম দোষ ফলে, পুত্র শোকানলে, চিত্য দহে মোর চিত ❀ বদন শুন্দর, জিনি শশধর, প্রভাতের দিন মণি ॥ হেন পুত্র বর, গেল দেশান্তর, বিফলে জিয়ে জননি, ❀ অন্তঃস্পুর মাঝ, নাহি মোর কাজ, ধরিব জোগিণী ভেস ॥ লজ্জা পরিহরি, হৈব দেশান্তরি, ভ্রমিব নানান দেশ ❀ কহে মনস্তাপে, মৃত্যু ইচ্ছি আপে, গরল ভক্ষিব আনি ॥ কুমার সন্তাপে, সঘন বিলাপে, অন্তঃস্পুরে মহারাণী ❀ যত সখিগণ, কান্দে সর্ব্বজন, অন্তঃস্পুরের যুবতি ॥ পাত্র মিত্রগণ, কান্দে সর্ব্বজন, কান্দে সৈন্য সেন। পতি ❀ সাহাবদ্দিন পীর, পদে মন স্থির, আবদুল হাকিম

হীন কহে॥ কহে মনে ভাবি, সোন মহাদেবী, মনদুখকতদিন তুমি মহা সতী; ভবে পুত্র বতি, কিবা সংশয় তোমার ॥ মহা মনরঙ্গে, বধু লই সঙ্গে, আসি মিলিবে কুমার ❋

অথ্য কুমারের অন্যেসনে নৃপতি দুত পাঠাইবার বয়ান।

❋ পয়ার, মালসি রাগ ❋ কুমারের অন্যেসনে জাই দুত গণ ॥ দেশে দেশে বিচারেন্ত সাহার নন্দন ❋ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটী ধায় দুত গণ ॥ প্রতি দেশে বিচারিল গিয়া জনে জন ❋ গ্রামে গ্রামে বিচারিল প্রতি ঘরে ঘর ॥ পৃথিবী জুড়িয়া চলে নৃপতির চর ❋ হাটেতে বাজারে আর সহর নগরে ॥ বিচারে নৃপতি সুতে অবধি অন্তরে ❋ চাহিয়ে সমুদ্র গিরি পর্ব্বত শিখর ॥নারহিল স্থান এক দৃষ্টি অগোচর ❋ সমুদ্র বিচারে নৌকা লামি সতে সতে॥সহস্রে সহস্রেদুত আরহী পর্ব্বতে❋ একতৃনদুইকরি বিচারে কাননে উদ্দেস না পায় কেহ সাহার নন্দনে❋ সেকান্দর চর ফিরে কোটি লৈক্ষান্তর ॥ পৃথিবী মণ্ডল যত নৃপতির চর ❋ একত্র হইয়া সৈন্য অন্তর অপার ॥ বিচারি চাহিল সবে সয়াল সংসার ❋ জদ্যপি পাইত কেহ নয়ান নিকটে ॥ প্রভু না ঘটায় জাকে কভু নাহি ঘটে❋ না ঘটীল নৃপ সুত কাহর নয়নে॥ অনুতাপ রৈল বহু সে সবের মনে ❋ তবে যত দুতগণ হইয়া নিরাশা ॥ বার্ত্তা জানাইল আসি সাহার সম্পাস❋ দুতমুখে শুনি সাহা বার্ত্তা অকুশল ॥ পুত্র শোকে মহা নৃপ কান্দিয়া বিকল ❋ তবে মহা পাত্র আসি কহে ভুপস্থান ॥ মন দুক্ষ পরিহর সাহা গুণবান❋ কুমার কারনে সন্দ নারাখিও মনে। সিংহের ঔরসে সিংহ জন্মিল ভুবনে

না রাখে তোমার গর্ব্ব মনে কদাচন ॥ আপনা গর্ব্বেতে চলে ভাবি নিরঞ্জন ❋ আপনার কর্ম্মে কারো না চাহে সাহায্য ॥ আপনা শক্তিতে চাহে সাধিবারে কার্য্য ❋ মহা বির্য শালি বীর তনয় তোমার ॥ স্বদেশ বিদেশ সম ভাবেন কুমার ❋ তেকারণে সৈন্য পরিহর একেশ্বর ॥ গগন মণ্ডলে যেন ভ্রমে দিবাকর ❋ পৃথিবী ভিতরে তেন তোমার নন্দন ॥ একেশ্বর ভ্রমিতে আছয় রঙ্গ মন ❋ মহা অরন্যেতে যেন ভ্রময় কেশরী তেহেন ভ্রময় বীর মনে গর্ব্ব ধরি ❋ বিবাহ করিতে ইচ্ছা উপজিল মনে ॥ তেকারণে চলিগেল কন্যা অন্যেসনে ❋ মনো বাঞ্ছা অনুরূপ পায় যেই স্থান ॥ মন সুখে তথা চলিগেল গুণবান ❋ মহা পাত্রবর কহে জান গুণিগণ ॥ দুখদসা শেষ ভিন্ন নহে শুভ-গঠন ❋ মনের বাঞ্ছিত জেবা বীর যুবরাজ ॥ না কহিল তোমা আগে ভাবি মহা লাজ ❋ যথাকে হটয় নিজ যোগ্য রাজসুতা ॥ বিবাহ করিয়া শীঘ্র আসিবেক হেথা ❋ মহা জস রাসি নৃপ তোমার কুমার ॥ অবিলম্বে কর্ম্ম সিদ্ধি হইবে তাহার ❋ জেহেন জোলকর্ণ তুমি রসুল আল্লার ॥ জন্মিল আল্লার ওলি ঔরসে তোমার ❋ অরনেরে প্রতি মনে না গুণ সংশয় ॥ অরন্যে খোওাজ তোমা ভ্রাতা মহাশয় ❋ সমুদ্র তরিতে কিছু মনে সন্ধ নাই ॥ সমুদ্রেতে ইলিয়াছ নবি তোমা ভাই ❋ জথা তথা ভ্রমে তোমা পুত্র বীর বর ॥ সঙ্গেতে আছেন তোমা দুই সহদর ❋ না ভাব কুমার হেতু নৃপ কদাচিত ॥ বিঘটিত না হইল খোওাজ বিদিত ❋ বিদেশেতে নির্বান্ধব তোমার তনয় ॥ এহেন না ভাব মনে নৃপ মহাশয় ❋ তোমা মনে সন্ধ যেন কুমার কারণে ॥

ততধিক সন্দ জানখোওাজের মনে❋যেকর্ম্ম করিতে নারো আপেমহারাজ॥কুমারেরসেইকর্ম্ম করিবে খোওাজ❋অবিলম্বে পুরিবে তাহার মনস্কাম॥ কার্য্য সিদ্ধি যথা তোমাপুত্র গুণধাম❋ অরন্যে জথাতে রাম অযোধ্যা তথাত॥তাহাতে তোমার পুত্র ভুবন বিখ্যাত❋আসিতে বিলম্ব নাহিতোমার নন্দন ॥ শোকপরিহর সাহা সান্তকর মন❋মনে চিন্তাপরিহর না গুন প্রমাদ ॥ প্রভুর নিকটে কর তুমি আশির্ব্বাদ ❋ আল্লার রসুল তুমি জ্ঞানেতে পণ্ডিত॥ ক্ষুদ্র বুদ্ধি হই আমি তোমার বিদিত❋ আমি হেন সহস্রেক কটিনরগণে ॥ হিত উপদেশ পায় তোমর চরণে ❋ তেকাজে কহিতে লজ্জা তোমার গোচর॥আপেকিনা জান তুমিজগৎঈশ্বর❋পাত্রের বচনে সাহা সান্তকৈল মন ॥ নিজ অন্তঃস্পূরে নৃপ করিল গমন ❋ মহারাণী প্রতি তবে বহু আস্বাসিয়া ॥ সান্তাইল নিতী শাস্ত্র বচন কহিয়া❋ পাত্রেতে শুনিল জেবা কহিল বচন ॥ শুনি মহারাণী সতী সান্ত কৈল মন ❋ কিন্তু দেবি পুছে কহ নৃপ গুণমনি ॥ কোন দেশে কার আসে গেল জাদুমনি❋হাকিম কহেন আমি সার বার্ত্তা জানি॥ আনিবে তোমার সুতে রসের কামিণী❋ দুখ দসা অবশেষ পরিনয় করি ॥ নিজ রাজ্যে আসি পুনি হৈবে অধিকারী ❋

রাজ কুমার সর্প লক্ষে সমুদ্র পার হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিবার বয়ান ।

❋ পয়ার জমক ছন্দ ❋

এথা পন্থে ক্রমে চলি জায়েন্ত কুমার ॥ সমুখে মিলিল মহা সমুদ্র অপার ❋ পার হ'তে নাহি নৌকা নাহি ঘাট-

ওাল ॥ গগণ সদৃশ উঠে তরঙ্গ বিশাল❀বিসম তরঙ্গ অতি সমুদ্র চঞ্চল ॥ দেখিয়া কুমার মন চিন্তায় বিকল❀ সমুদ্রের কূলে বসি কান্দে যুবরায়॥ কি রূপে হইবে, পার না দেখি উপায় ❀ প্রভুর নিকট কহে সাহার সন্ততি ॥ অয় প্রভু নিরঞ্জন ত্রিজগৎ পতি ❀ কৃপার সাগর প্রভু সৃজন আহার এতিন ভুবন প্রভু সকলি তোমার❀ নিলক্ষ্যের লক্ষ্য তুমি নিরাশের আশা॥দুর্ভাগ্য জনের মাত্র তুমি যে ভরসা❀মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র ভাই বন্ধুগণ ॥ সঙ্কটেতে কেহ কার নহে কদাচন॥নির্ব্বলি জনের বল তুমি করতার॥ ধ্নিনের ধনতুমি সম্পদ অপার ❀ দুর্গতি জনের গতি তুমি দয়াময় ॥ তব কৃপা ব্যতিরেখে কর্ম্ম নাহিক্য়❀আবদুল হাকিম কহেপ্রভু দয়াময় ॥ আমাকে নৈরাস কৈলে সবারে সদয় ❀ বিস্তারি লিখিলেসেই বিচ্ছেদ ভারতি॥ সদয় শুনিলে নির হইবেক ক্ষিতী ❀ বিদেশ নৈরাস বার্ত্তা লিখে নাহি ফল॥এবে শুন কুমার বিনয় যে সকল❀মোর আগে যেই সব কর্ম্ম বহুদুর তোমার নিকট অতি দয়ার ঠাকুর ❀ অনাথের নাথ তুমি কৃপার সাগর॥তুমি বিনাকেহনাহিতোমা সমশ্বর❀ মনোরথ না পুরিলে তোমার বিদিত ॥ দ্বিতীয় নাহিক প্রভুপুরাতে বাঞ্ছিত❀ সঙ্কটে তরাও মোরে জানি নিজ দাস॥ তুমি বিনা কেহ নাহি পুরাইতে আশ ❀ যেমন হানিলা মনেপ্রেমশর বান ॥ মিলাও আমারে প্রেম-বন্ধু তুরমান ❀ প্রেম রোগ দিলা মর্ম্মে প্রভু করতার ॥ কৃপা করি দিতে যুক্ত ঔষধ তাহার ❀ এহি মতে কান্দি কান্দি সাহার নন্দন॥ যদিসে প্রভুর পদে কৈল নিবেদন ❀ ভক্ত হৈল সয়াইস-ত্রিজগৎ

পতি ॥ ফেরেস্তার তরে আজ্ঞা দিল শীঘ্র গতি ❋ সমুদ্র তীরেতে কান্দে সাহার সন্ততি ॥ অবিলম্বে কর পার জাই শীঘ্রগতি❋ ফেরেস্তায় পাইল যদি প্রভুর আদেশ ॥ চলিল ফেরেস্তা এক ধরি সর্প ভেস ❋ জথাতে বসিয়া কান্দে জোলকর্ণ নন্দন॥ তথা জাই সর্প রুপে দিল দরশন ❋ সর্প দেখি যুবরাজ উঠি ততক্ষণ ॥ যুদ্ধ শয্যা কৈল হস্তে লই শরাসন ❋ ক্রোধ মুখ দেখি সর্প কহিল বচন ॥ শুন কহি সেকান্দর নবীর নন্দন ❋ বিপক্ষ সহিতে যুক্ত আরম্ভিতে রণ ॥ মোকে দেখি যুদ্ধ সাজ কৈলা কি কারণ ❋ সয়ফল মুলুক তুমি জোলকর্ণ নন্দন ॥ চলিয়াছ লাল মতি বিবাহ কারণ ❋ কদাচিত্ত সত্রু আমি না হই তোমার ॥ আইনু সমুদ্র তোমা করি দিতে পার❋সমুদ্র করিব পারতোমাকে নিশ্চয়॥আমারনিকটে আইসনাগুণসংশয়❋মত্রিবদেশেতে জাই মন রঙ্গে অতি॥ অবিলম্বে কর বিভা কন্যা লালমতি এবলিয়া শরীর বাড়ায় অজাগর॥নিজ অঙ্গে বান্ধিদিল গহন সাগর❋সমুদ্র জুড়িয়াসর্প সাঁকর লক্ষণ॥কুমারকেডাকে পার হ'বার কারণ❋তাদেখিয়া যুবরাজ আশ্চর্য্য ভাবয়॥জানিল রাক্ষস মায়াভুজঙ্গ নাহয়❋পশ্চাতেভাবয় মনে সাহারনন্দন যে হয় হউক মোর জীবন মরণ❋ জীবন রহিতে মৃত্যু নাহি কদাচন ॥ তিলেক রহিতে নারি পুরিলে সমন ❋ যদিমোর মৃত্যু লিখীয়াছে ঘাটে বাটে॥ খণ্ডাইতে নারি জেবা নির্বন্ধ ললাটে ❋ সর্প পৃষ্ঠে যদি সে না হই নদী পার ॥ তরিতে সমুদ্র আর না দেখি প্রকার ❋ সর্পের নিকট জাই কহিল বচন॥ যদিবা ভক্ষিতে ইচ্ছা ভক্ষহ এখন❋ যদি সে নাকরি

প্রেম-বন্ধুর উদ্দেশ ॥ জীবন রাখিতেমোর নাহিক আবেশ দর্শন না হৈল প্রেম-বন্ধুর সহিত॥ কঠিন জীবন হ'তে মরণ উচিত ❀ খাইলে আমাকে খাও হই আগুয়ান ॥ বীর দর্প ছাড়িনু ক্ষেপিনু ধনুর্বান❀ নহে যদি প্রেম ভাবে কর উপকার মগ্রিব দেশেতেমোকে করিদেও পার❀ সর্প বলে শুনকহি তোমাকে বিশেষ॥আসিতে আমাকে আনি কি দিবাসন্দেস যুবরাজ বলেজেবা আদেশ বচন॥সেই দ্রব্য আনি দিব করি প্রাণপন❀হাঁসিয়াকহিল সর্প শুন বীরবর ॥ ঠেকিবেতোমার হস্তে রত্ন বহুতর❀গৃহেউপর্জ্জিবতোমামণি মুক্তাধন॥ মোর হেতু পঞ্চ গোটা আনিবা রতন❀ইঙ্গিতে কুমার তবেকৈল অঙ্গীকার ॥ আসিতে দর্শন হৈলে মানিক্য দিবার ❀ সর্পের পৃষ্ঠেতে হাঁটী সাহার নন্দন ॥ সমুদ্র হইল পার অতি রঙ্গ মন ❀ সমুদ্র হইয়া পার বীর গুণবান ॥ সম্মুখে পাইল এক অরণ্য প্রধান❀হাটির অরণ্য পন্থেনৃপতি কুমার মহা এক বৃক্ষ দেখে অরণ্য মাঝার ❀ বৃক্ষ তলে বৃন্দাবনে পরম সুন্দর ॥ নানা পুস্প পরিপুর্ণ দিব্য সরোবর ❀ দেখি লেকমনোহর অতি দিব্য স্থান॥তথা গিয়া বিশ্রাম করিলগুণ বান ❀ পন্থের গমনে তথা বিশ্রাম কারণ ॥ নিদ্রাগত হই তথা করিল শয়ন ❀ শয়নে রহিল তবে কুমার সুমতি ॥ মৃগয়া করিতে আইল সেদেশের পতি❀ তৃষ্ণাকুল নৃপতির বহু সৈন্যগণ॥ জলপান হেতু তথা আইল তখন❀দেখিলেক বৃন্দাবনে প্রচণ্ড কুমার ॥ ভুবনমোহন রূপ অতি শোভাকর কুমারে দেখিয়া সবে আশ্চর্য্য ভাবয় ॥ কেহ বলে সত্য এহি মনুষ্য না হয় ❀ কেহ বলে গন্ধর্ব স্বর্গের বিদ্যা ধর ॥

ভুবন মোহন জিনি পরম সুন্দর ❋ কেহ বলে পরহরিদেব অবতার॥ লভিল মানব জন্ম ভুবন মাঝার ❋ নৃপতি সবের সাহা জেবা ক্ষিতী মাঝ॥ মনে লয় হেন নৃপ-পুত্র যুবরাজ এই মতে কোলাহল করে সর্ব্ব জন॥ নিদ্রা পরিহরি উঠে নৃপতি নন্দন ❋ কুমার নিকটে জাই পুছে সর্ব্বজন॥ সত্য কহ কেবা তুমি কাহার নন্দন ❋ দেবেন্দ্র কুমার কিবা নরেন্দ্র কুমার॥ স্বরূপ বচন কহ কি নাম তোমার ❋ কুমার বলিল আমি সাধুর কুমার॥ মজিল বহিত্র মোর সমুদ্র মাঝার ❋ সে সবে বলিলা তুমি আইস মোর সঙ্গে॥ নৃপতি সহিতে দেখা কর মন রঙ্গে ❋ নৃপতি দেখিলে তোমা রূপ কদাচন হইবে পরম তুষ্ট নৃপতির মন ❋ দেখিয়া বিচীত্র রূপ অতি মনোহর॥ মহা যত্নে গৌরব করিবে বহুতর ❋ উদ্দেশি বহিত্র তোমা সমুদ্র মাঝার॥ ধন সমে ডিঙ্গা তুলি দিবেক তোমার কুমার বলিল আমি মনের বাঞ্ছিত॥ প্রভু বিনা অন্যেতে না মাগি কদাচিত ❋ নৃপতির মনোরথ যে প্রভু সম্পাস॥ পুরাইবে সেই প্রভু মোর মন আশ ❋ কদাচিত না যাইব নৃপতি নিকট॥ মাঙ্গিব প্রভুর পদে খণ্ডিতে সঙ্কট ❋ এতেক কহিল যদি সাহার নন্দন॥ ফারেস নৃপতি আগে গেল সৈন্যগণ ❋ সে সব কহিলে জাই নৃপতি সম্মুখ॥ অরণ্যেতে অপরূপ দেখিনু কৌতুক ❋ বন মধ্যে বৃন্দা মাঝে দেখিনু কুমার॥ সমুদ্রে হইল তল বহিদ্র তাহার ❋ উদ্দেশি বহিদ্র নিজ ফিরে বনে বন॥ ভুবনমোহনরূপ সাধুর নন্দন ❋ সাধুপুত্র হেন মাত্র কহিল বচন॥ ভুবনে নাহিক রূপ নৃপতিনন্দন ❋ পুরুষের প্রাণ হরে আছুক কামিনী॥ দর্শনে মহিত হয় ইন্দ্রের ঘরণী

মানব কুলেতে হেন রূপ না জন্ময় ॥ দেব কুলে হেন রূপ মনেতে না লয়❋চিত্রপটেহেনরূপ লিখন না জার॥হেনরূপ-সপ্নেকেহ দর্শন না পায়❋এমনপরমরূপ ভুবনমোহন॥প্রস্তাবে-তে নাহি শুনিয়াছিবিবরণ❋শুনিয়া এসব বাক্যনৃপমহামতি কুমারেদেখিতেকৈল অরন্যেতেগতি❋তথাযাইকুমারপাইল দরশন ॥ দেখিল অপুর্ব্বরূপভুবনমোহন❋নৃপতি ভাবয়নিজ মনে আপনার॥এরূপপ্রসংশেহেনযোগ্যতাকাহার❋কুমারকে পুছেনৃপ মহিত অন্তর॥কাহার তনয় তুমিকোনরাজ্যেঘর❋ কথাতে বঞ্চহ রাজ্য অধীনকাহার॥কি কাজে ভ্রমিতে আছ বনেরমাঝার❋নৃপতি কুমার তুমি কিবাদেবরাজ॥তোমাসম রূপনাহিভুবনেরমাঝ❋আইলাআকাশহৈতেকিবাপৃথিবীত কৌতুকে ভ্রমহ কিবাকার্য্য উপস্থিত❋কোনদুক্ষ উপজিয়া আছেতোমা মনে॥কিহেতু ভ্রমিতেছ গহন কাননে❋কুমার বলিলকহিশুননৃপবর ॥ মসরিকদেশেতেসত্য জান মোর ঘর সয়াল সংসার হয় জার অধিকার॥ সাহাসেকান্দর নবীরসুল আল্লার❋ তাহান রাজ্যেতে হয় আমার বসতি॥পিতামোর সাধুবর মহাধনপতি ❋ সমুদ্রে মজিল মোরনৌকাদৈবগতি॥ তেকারণে দেশান্তরে ভ্রমি প্রতিনিতী❋ নৃপতি বলিল শুন সাধুরনন্দন॥ আমারসঙ্গতী আইসম্বহরিসমন❋সঙ্গতীসাহায্য দিবসৈন্য বহুতর ॥ আনিবতোমার নৌকা বিচারী সাগর❋ নিজদেশে পাঠাইয়া দিব শীঘ্রগতি॥ আমার সহিত আইস সাধুর সন্তুতী ❋ কুমার বলিল নৃপ শুনহ বচন ॥ চারিদিগে নিয়োজিনু নিজ সৈন্য গণ ❋ হেথায় বিশ্রাম মোর জানে সর্ব্বজন ॥ সন্ধানে আসিবে পুনি আমার কারণ ❋

এখাতে আসিয়া মোকে যদি না দেখয় ॥ নিরাশ হইয়া সবে গণিবে সংশয় ❀ প্রধান জনের যুক্ত একর্ম্ম না হয় ॥ নিজ সেনা পরিহরে সঙ্কট সময় ❀ একারণে তোমাস্থানে মাগি পরিহার স্থান ছাড়িবার যুক্ত নাহয় আমার ❀ যদিবা সমুদ্রে ডিঙ্গা হই গেল তল ॥ ধন প্রাণ প্রভুহস্তে জানহ সকল ❀ হারাইল যেই ধন প্রভুর আজ্ঞায় ॥ পুনি প্রভু না দিলে নাপাই সর্ব্বথায় ❀ দশা দোষে দুক্ষ আমা প্রতি উপস্থিত ॥ তোমা প্রতি দুক্ষ দিতে না হয় উচিত ❀ এতেক কহিল যদি আচরিয়া বাম ॥ নৃপতি চলিয়া গেল আপনার ঠাম ❀ আবদুল হাকিম কহে শুন সর্ব্বজন ॥ প্রভুর মহিমা কিছু না জায় বুঝন ❀

❀ পয়ার ছন্দ ❀

এহিমতে বৃন্দাবনে সয়ফল মুলুক ॥ বিধীর নির্ব্বন্ধ শুন পন্থের কৌতুক ❀ সেই নৃপতির ছিল এক পুত্রবর ॥ আছিল কুচ্ছিত রূপ দেখিতে দুষ্কর ❀ কৃষ্ণ বর্ণ কুব্জ পৃষ্ঠ কানা এক আঁখি নৃপ সুত হেন কেহ না বলয় দেখি ❀ সে কুমার বিভা হেতু নৃপ গুণমণি ॥ মহা এক নৃপ সুতা করেছে জোড়নি ❀ পরম সুন্দরি রমা পদ্মমণি নারী ॥ উত্তম প্রকৃতি বালা নৃপতি কুমারী ❀ পরম সুন্দরি রমা ত্রৈলক্ষ মহিণী ॥ মহা নরপতি সাহা আমির নন্দিণী ❀ পরিনাম গুণি বালা শাস্ত্রেত পণ্ডিত ॥ কুমারে দেখিতে চর পাঠায় ত্বরিত ❀ নির্জ্জনে কহিল রমা চরগণ প্রতি ॥ অজ্ঞাত জাইবা তথা অতি শীঘ্রগতি ❀ মায়া রূপে জাই তথা ভ্রমিক লক্ষন ॥ দেখিবা কিরূপ বর নৃপতি নন্দন ❀ পরম সুন্দর কিবা কুচ্ছিত দুষ্কর ॥ সাস্ত্রেতে পণ্ডিত কিবা মুর্খ ও বর্ব্বর ❀ শাস্ত্র অনুরূপ গন্য কর্ম্ম সদাচার ॥ নহে কি পাপেতে মগ্ন কুচ্ছিত আকার ❀ স্বরূপ

বিরুপমোরেকৈব ভালমন্দ॥ বুঝিয়া করিব কর্ম্ম ললাট নির্ব্বন্ধ
হৃদের নয়নযেবা পরিনাম হিত ॥ না দেখে যে সব মুড়খিক
কুপণ্ডিত❀অবিচারকর্ম্মজেবাকরে আপনার॥ পরিণামে অনু-
শোচ অবশ্যতাহার❀বুদ্ধিমন্তেহেনকর্ম্ম করিতে উচিত॥পরি
নামেযে কর্ম্মে না জন্মে বিস্নাম্বিত❀একেত আমাকে যুক্তচর
পাঠাইতে ॥ গোপনে এসব বার্ত্তা উচিত লইতে❀কন্যার
আদেশ পাই অনুচরগণ॥ দেখিবর্তে চলিল যথা নৃপতিনন্দন
তথা জাই দুত সবে নৃপসুতেদেখে॥ পুরুষের মাঝে তাকে
পুরুষ না লেখে❀অতিসে বিকটমুর্ত্তি দেখিতে দুস্কর॥নাজানে
আলেফ আঙ্গি মুর্খ ও বর্ব্বর❀মান্যতা না করে লোকেনৃপ
সুত জানি॥ সবিন্দীতে কহে তাকেউপহাস বাণী❀দেখিয়া
নৃপতিসুতঅতিসে কুচ্ছিত॥দুতগণ চলি আইলমনবিসাম্বিত
কন্যারঅগ্রেতে আসিকহেদুতগণ॥দেখিনুনৃপতি সুত অতি
কুলক্ষণ❀ নৃপকুলেহেনকেবাকুরুপলক্ষণ ॥ চণ্ডাল কুলেতে
হেন না জন্মে নন্দন ❀ কৃষ্ণ বর্ণ কবজ পৃষ্ঠ এক চক্ষুকানা
ভুবনে কুরুপ তার সমানদেখিনা❀মুখ ভাঙ্গি জলবহেনয়নে
কেতর ॥ চক্ষু নাসিকা বক্র দেখিতে দুস্কর ❀ হস্তপদ সবি
বক্র মুণ্ড গুরুতর॥ দশন চীরন অতি লম্বিত অধর❀করপদ
গ্রিবা খর্ব্ব দীর্ঘল শরীর ॥ ঘুর্ণিত নয়ন অঙ্গ কম্পিত অস্থির
আছুক নৃপতি সুতা যোগ্য হেনবর॥ দাসী মনে ঘৃণা লাগে
দেখিতে দুস্কর❀দুত সব মুখে শুনি কন্যা এ বচন॥ প্রতিজ্ঞা
করিল রমা তেজিতেজীবন❀কুমারে সংহারী পুনিহৈব আত্ম
ঘাতী॥মনদুক্ষেপৃথিবীতেরাখিব অখ্যাতি❀মাতা সত্রু পিতা
বৈরী হইল আমার॥ বিভা দিতে চাহে বর না করি বিচার

লিখীতেছি়লক্ষেতেতসময়েরবানি॥ এবেশুনকুমারির আক্ষেপ কাহিনী❁জনক জননি প্রতি অযুক্ত গোহরি ॥ ললাট নির্ব্বন্ধ বন্দ খণ্ডাইতে নারি❁কি বলিব প্রভুকে বলিতে নারী মন্দ লিখিলবিবাহ লগ্ন দারুণনির্ব্বন্ধ❁নাশোভেপ্রভুর সঙ্গে বাদ কদাচন❁প্রতিজ্ঞাকরিনু আমিতেজিবজীবন❁সুপতিসঙ্গতি জার না হয় বশতি॥ জীবহেতু শতগুণেমৃত্যুভালঅতি❁প্র- তিজ্ঞা করিয়া রমা আপনা ভবনে॥ অপমান ভাবিয়া রহিল ক্রোধমনে❁এথাতেনৃপতিসেইকুমারেরপিতা॥ শুনিলপ্রতিজ্ঞা কৈলরাজারদুহিতা❁যদিসেশুনিলহেনবার্ত্তা কুসম্বাদ॥ অধিক চিন্তয়নৃপভাবিয়াপ্রমাদ❁বিবাহকরাইতেপুত্র না কৈলপ্রকার আপনেচিন্তিনু আঙ্খিপুত্রেরসংহার❁কেহবলেপরিহরিবিবাহ উৎসব ॥ বিবাহের রঙ্গে অনুযুক্তপরাভব❁কেহবলে উৎসব মঙ্গলনাজুয়ায়॥ বিবাহেররঙ্গনহেমরনউপায়❁কেহবলেসর্ব্বথা একর্ম্মনহে ভাল॥ বিবাহ আনন্দনহেকুমারেরকাল❁কেহবলে বিবাহের কর্ম্ম নহে তার॥ রাখিবারে যুক্তনিজপ্রাণ আপনার রহিলে আপনপ্রান আনন্দ বহুল॥ বিবাহ মঙ্গল জ্ঞানে নাহোক নির্ম্মূল❁লোক বানু যোগ্যবর নহে কদাচিত॥ গোময়শোভয় কোথাব্রহ্মের সহিত ❁ মধুসঙ্গে নিম তিক্ত মিসীলে অন্যায়. অনুচিত কর্ম্ম করিবারে না যুয়ায়❁ বুদ্ধিমন্ত জন কর্ম্ম যুক্ত অনুচিত॥ জানিশুনিইচ্ছেকেবা নিজ বিপরীত❁জদ্যাপিনাহিক চিন্তা কুমারের কাজ॥ বিষ জ্ঞান হইলনৃপতি মুখে লাজ❁ প্রধানেরক্ষুদ্র দোষেদোষবহুতর॥ বড়েরকলঙ্ক জায়দিগদিগা- ন্তর❁বরুহত্তেমৃত্যু হৈলে পুত্র দকাচিত॥ রাজসভামাঝেহৈল নৃপতি লজ্জিত❁ এইমতে কহে সবে যুক্ত নহে সার ॥ কি

বুদ্ধি করিব কিবা চিন্তয় প্রকার❋করিতে বিবাহ সয্যা মনে ভাবে ডর॥ ক্ষমিতে বিবাহ মনে লজ্জা বহুতর❋এহিমতে নৃপ মহা চিন্তিত অন্তরে॥ নিবেদয় পাত্রবর নৃপতি গোচর❋কহিতে প্রমর্শ এক মনে অতি ভয়॥ নৃপতি মনেতে বাক্য লয় কি না লয় নৃপতি বলিলা কহ করি কি প্রকার॥ তুমি বিনা উপদেশ কেবা দিবে আর❋ কহিবা আমাকে বাক্য হিতের কারণ॥ মনেতে নারাখ সন্দ কহিতে বচন❋অভয়েতে কহ তুমি হিত উপদেশ॥ প্রমর্শের মত কর্ম্ম করিব বিশেষ❋পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ করিলে প্রসংশা অতি না করিলে লাজ❋তে কারণে যুক্ত হয় চিন্তিতে প্রকার॥ যেমতে নির্ব্বাহ নিজ কর্ম্ম আপনার❋তোমার দেশেতে জেবা প্রচণ্ড কুমার॥ কামিণী মোহন রূপ অতি শোভাকর❋এমন কুমার এক চেষ্ট মহামতি॥ জেমন বর্গন প্রায় আন শীঘ্র গতি❋সত্য করাইবা তাকে ধর্ম্মের নামেতে॥ স্পর্শ না হি করে যেন কন্যার অঙ্গেতে॥ তোমার তনয় হেন করিয়া প্রচার॥ পুত্র পরিবর্ত্তে তাকে সাজাই কুমার❋নৃপতির অন্তস্পুরে সাজাই লৈজাই॥ কৌতুকে আনহ শুভ বিবাহ করাই❋নিজ দেশে আনি অন্ন করিসে কুমার॥ বিবাহ করাও পুনি পুত্র আপনার❋কুমারের পরিবর্ত্তে চেষ্ট হ কুমার॥ এই পরামর্শ বিনা না দেখি প্রকার❋ নতু হেন অষ্টবর্ণে কুঞ্চিত আকার॥ সে কন্যার অগ্রেতে যুক্ত না হয় নিবার❋যদি সে আমির নৃপে দেখয় কুমার॥ কদাচিত না দিবেক কন্যা আপনার❋করিবেক নৃপগণে বহু উপহাস॥ সভা মাঝে লজ্জা পাবে মান্য হবে নাশ❋নৃপতি বলিল উপদেশ অতি ভাল এহি রূপে কর্ম্ম কৈলে নাহিক জঞ্জাল❋নৃপতি ভাবয় নিজ মনে আপনার॥ কামিণী মোহন কোথা পাইব কুমার❋ভাবিতে২ মনে

হইলস্মরন॥কামিনীমোহনরূপসাধুরনন্দন❀দেখিলবনেরমাঝে
প্রচণ্ডকুমার॥ভুবনেনাহিকরূপসদৃশ তাহার❀মৃগয়াকরিতে
যেবা আছিল সঙ্গতি॥ আদেশ করিল নৃপ সে সবের প্রতি
অরণ্যমাঝেতেযেবাসাধুরকুমার॥তাহাকে কহিবা বহু বিনয়
আমার❀কহিবাতাহাকেঅতিবচনপ্রনতি॥আনজাই তাকে
এথাকরিশীঘ্রগতি❀নৃপতি আদেশপাইয়াসেসৈন্যগণশীঘ্রজাই
কুমারকে কহিল বচন❀তোমাকে স্মরিল ভাই মহানরপতি
দর্শনকরিতেচল তাঁহার সঙ্গতি❀বহু কহিয়াছেনৃপ মিনতি
বচন ॥ শীঘ্রজাই তাঁর সঙ্গেদিতেদরশন❀কুমারসেসকলেরে
দিলেন উত্তর॥তোমানৃপতির রাজ্যেনহেমোর ঘর❀নাথাই
তাঁহারধনবসেনহি তাঁর ॥ তাঁহার নিকট বল কিকর্ম আমার
কুমারের বাক্যশুনি যত দূতগণ॥নৃপতি নিকটে গিয়া কহিল
বচন❀আমাসবা বাক্য শুনি সাধুরকুমার॥ না আসিল কদা-
চিত গোচরেতোমার ❀ তবে নৃপ মহা পাত্রপাঠাইলতথা
চতুর্দ্দোলেতুলিয়া কুমারেআনহেথা❀তবেমহাপাত্র চলিগেল
[illegible] ॥ কুমারগোচরে কহে মিনতিবচন❀ করপুটে মহা
পাত্র করে নিবেদন ॥ নৃপতির শ্রদ্ধা তোমাদেখিতে চরণ
আকাঙ্খা করয়যেবা দেখিবাকারণ॥বড়ের উচিততাকেদিতে
দরশন❀নৃপতি না মাগয় ধনরত্নতোমা স্থান॥ কাতর হইয়া
মাগে দরশনদান❀যেসকল শুদ্ধমতি বড়ের নন্দন॥কদাচিত
দানপুন্যে নাহয় বিমন❀বিজ্ঞ জন অগ্রেকেহ নাহয়নৈরাশ
প্রতি আস জন প্রতিপুরায়েন্ত আস❀তোমার চরণে মাগি
পরম আরতি॥দরশন দানেতোস করেসনৃপতি❀চতুর্দ্দোল
নিয়োজিলতোমারকারণ॥নৃপতিকে কৃপা বাসিকর আগমন
লালমতি ॥

এবলিকুমারহাতে ধরি পাত্রবর॥হরিষে তুলিল চতুর্দোলের উপর❋এহিমতে চলিগেল নৃপতিগোচর ॥ কুমারকে মান্য বহু কৈল নৃপবর❋কুমারে বসিতেদিল শুবর্ণ আসন॥কুমার অগ্রেতে নৃপ করেনিবেদন❋সত্য যদি করসাধুআমারসহিত তোমার চরণে মোর পরম বাঞ্ছিত ❋ সয়ফল মুলুক বলে শুন মহারাজ॥আমা হতেপুরে যদিতোমা মনকাজ❋গুরুর আদেশহেন আছয়আমার॥পর উপকারেপ্রাণপন করিবার যদি মহাবলবন্ততোমার পুঙ্গল॥ একারণেতোমা সত্রু করিব নির্ম্মল❋যদি করেকরতারকৈনু অঙ্গিকার॥ নারাখিব তোমা সত্রু ভুবন মাঝার❋ যদিতোমা রাজ্যকেহ নিয়া থাকেবলে লই দিব তার রাজ্য শাস কুতুহলে❋ যদি যুদ্ধে বধি থাকে তোমার কিঙ্কর॥বধিবতাহারপুত্রেতোমারগোচর❋যদিক্ষতি করিথাকেতোমা এককেশ॥কাটীবতাহারমুণ্ড সবংশেবিশেষ নতু কিবা কর্ম্ম বল সঙ্কটতোমার॥অবিলম্বে করিদিবকৃপায় আল্লার❋কহিনুতোমারঅগ্রে প্রতিজ্ঞা বচন॥করিবতোমার কার্য্যশান্তকরমন❋মনেকিবাঅপমানপাইয়াছঅতি॥আমার অগ্রেতেশীঘ্রকহ নরপতি❋আদেশিয়া রঙ্গ চাহ মনকৌতু-হল ॥ যদি সে পাশান হয় করি দিবজল❋নৃপতিবলিলশুন সাধুর কুমার॥ রূপে হিন হয় অতি তনয় আমার❋কুমারের হেতু মহান্ প্রতিনন্দিনী॥বহু যত্নেকৈনুআমি বিবাহজোড়নি মহা রূপগুণ কন্যা জগৎবাখান॥ আমার পুত্রেররূপনহেসে সমান ❋গুপ্তরূপেসেইকন্যা পাঠাইল চর ॥ কুমার কুচ্ছিত দেখিক্রোধবহুতর❋তেকারণেবিঘটীতএকর্ম্মআমার॥তোমা হেতু হয়মোরএকর্ম্মসুসার❋আমারতনয়হেতুতোমানামধরি

আমার পুত্রকে কন্যাদেও বিভা করি॥সত্য কর মোর সঙ্গে করি অঙ্গিকার॥ কামভাবে নাছাড়িবে ধৈর্য্য আপনার॥শয়ন সময় মাঝে রাখিবা কাটারী॥ সঙ্কচ রাখিবা মনে জানি ভিন্ন নারী॥মহা ধর্ম্মশিল তুমি হেন মনে লয়॥ সামান্য কুমার নহ বড়ের তনয়॥মুখেতে নুরের জ্যোতি চটকে তোমার॥দেখিতে পরম শুচি ধর্ম্ম ব্যবহার॥যদিও সামান্য তুমি সাধুর কুমার বড়ের নন্দন হেন সদৃশ তোমারি॥পৃথিবীতে রূপে গুণে প্রসংশা যাহার॥সেহ যে জানহ সত্য বড়ের কুমার॥বড়ের নন্দন সব্বে নহে বড়জন॥ভুবন প্রধান্য ভাল প্রকৃত্তি কারণ॥চরিত্র দেখিয়া তোমা হেন মনে লয়॥তোমা হৈতে অপকর্ম্ম কভু নাহি হয় তোমা হৈতে সর্ব্বত্রেত কর্ম্মের সুসার॥হইবে এমন মনে প্রকাশে আমার॥স্বজনে নাহ রে কভু পরস্থাপ্য ধন॥তোমা হেন না দেখি যে ভুবনে স্বজন॥তে কাজে তোমাতে আমি মাঙ্গি পরিহার॥ধর্ম্মের উদ্দেশে কর একর্ম্ম আমার॥কুমার বলিল কহ অযুক্ত বচন বস্ত্র অলঙ্কার যুক্ত নিবারে বর্গন॥যুক্ত কভু নহে হিতে বর অবি-রত্ত॥কেবা করিয়াছে বিভা গিয়া পরিবত॥কোথা শুনিয়াছ হেন বাক্য পৃথিবীতে॥বর পরিবর্ত্তে জায় বিভা করি দিতে॥তবে ধর্ম্ম মাঝে আনি কহিলা বচন ॥ অকর্ত্তব্য একর্ম্ম করিবতে কারণ সধৈর্য্যে করিব কর্ম্ম কৈনু অঙ্গীকার॥ তবে কিগোপন্ত ভেদ প্রভুকে প্রচার॥গজের আম্বারি পরে হই আরোহণ. তথা জাই প্রবেশিল নৃপতি ভবন॥আসিবার কালে অশ্ব দিবেন পবর অলক্ষিতে কন্যা হস্তে হইতে অন্তর॥তোমার নগরে যদি কন্যা দিব আনি॥ অলক্ষিতে জাইবারে মাগিব মেলানি॥যুবরাজ যদি বাক্য কৈল এসকল॥আদেশিল নৃপতি যে-উৎসব মঙ্গল

বাজায় নানামবাদ্য পরম উৎসব॥ঢাকঢোল কাড়া দামা পঞ্চ সব্দে রব॥সানাই বিগুল ধনিকাস করতাল॥বিগুল কর্ণাল বাজে উৎসব বিশাল ॥ মৃদঙ্গ মাদল আর কবিলাস চঙ্গ ॥ ঝাঞ্জনের রুনুঝুনু শুনি মনরঙ্গ॥রাজদ্বারে বাদ্য বাজে বাজনা অনেক ॥ পুস্তক বিশাল হয় কৈলে একে এক॥বাড়িলে এসব বাক্য কোন মন হিত॥ধর্ম্ম উপদেশমাত্র বাড়িতে উচিত॥সাহা বদ্দিন মোহাম্মদ চরণ বন্দিয়া॥আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি রচিয়া॥বুঝিতে সঙ্কট অতি গুপ্ত ভেদ ধন্দ ॥ কাহার পুত্রের বিভা কে করে আনন্দ॥প্রভুর নির্ব্বন্ধ জেবা পুরিতে কারণে করয় পরের কর্ম্ম আপ্ত গুণি মনে ॥ লিখন অক্ষর দানে সয়তি মতি ভোলা ॥ দীর্ঘ ছন্দে পদ বন্দ কৌতুক সহলা

ত্রিপদী ॥

অধিক হরিষ মন, সাজে সৈন্য সেনাগণ, স্বসৈন্য সহিতে সেনাপতি॥ পাত্রমিত্র ইষ্টগণ, সাজে অতি রঙ্গমন, মনসুখে সহরিষ অতি॥লক্ষ২ সাজে গজ, অনন্ত পটকা ধ্বজ, কোটি২ অশ্ববার গণ॥সাজায় পদাতিগণ, সখ্যা নাই কদাচন, সৈন চলে জুড়িয়া ভুবন ॥ চলিলেক সারি২, যত রাজ বেশ্যা নারী, নত্যগীত অতি মনোহর॥নানাবাদ্য বাজে ঘণ, নাচয় নর্ত্তকীগণ, সৈন্য চলে হরিষ অন্তর ॥ যেমন নক্ষত্র সঙ্গে, চন্দ্রমা চলিল রঙ্গে নিশীথে চলিল যুবরাজ॥কুমারের মুখ দেখি, হৈল অতি মন সুখি, পরম আনন্দ মহারাজ ॥ পুত্র পরিহস্ত জানি, পুত্র হেন অনুমাণী, কুমারে হেরয় কৌতুহলে॥গজের আম্বারী মাঝ চলি জায় যুবরাজ, নৃপতি চলিল চতুর্দ্দোলে॥সৈন্য লই নানা ভেসে, আম্বির সাহার দেশে, চলি গেল মন রঙ্গে অতি॥ দূত

আই তুরমান, আমির সাহার স্থান, বার্ত্তা জানাইল শীঘ্রগতি
সয্যা হই বিবাহের, আসিয়াছে রাজ দ্বার, স্বসৈন্য সহিতে
যুবরাজ ॥ শুনি দুত মুখে বানি, হরষিত নৃপমনি, পাত্রেডাকি
আনে মহারাজ ❀ পাত্র তরে আদেশয়, জারজেব যোগ্য হয়,
বাসাদেও সৈন্যথরেথর ॥ যত্নকরিমান্য অতি, ফায়েসের সৈন্য
প্রতি, সম্ভাসা করিবা বহুতর ❀ নৃপতির আজ্ঞা পাই, পাত্র
গেল শীঘ্র ধাই, রাজদ্বারেদেখেসৈন্যগণ ❀ জারজেবা যোগ্য
স্থান, বসাইল তুরমান, সম্ভাসা করিয়া জনেজন ❀ পাত্রদেখে
যুবরাজ, নাহি হেন ক্ষিতী মাঝ, ভুবন মোহিত পৃথিবীত ॥
দেখিয়া কন্যার বর, পাত্রে চাহে নিরন্তর, রূপ দেখি পাত্র
মহশ্চিত ❀ পাত্রমনেস্থিরকরি, প্রবেশিলঅন্তঃপুরি, কহিতে
লাগিল নৃপ স্থান ॥ শুন কহি মহারাজ, নাহিকভুবনমাঝ,
রূপে তোমা জামতা সমান ❀ মনুষ্য কি জ্ঞান ধরে, রূপ
দেখি জ্ঞান হরে, ভুবন মোহন যুবরাজ ॥ পাত্রের বচন
শুনি, মনেতে আনন্দ গুণি, পরম হরিষ মহারাজ ❀

রাগ পয়ার ছন্দ ॥

রাজদ্বারেদুইসৈন্য হুলস্থূল অতি ॥ শুনি কন্যা পুছে নিজ
সখিগণপ্রতি ❀ পুরিরবাহিরে কিবা শুনিকোলাহল ॥ কিহেতু
করয় শব্দকেবা এসকল ❀ তবেএক ধাত্রি আসি কহিলসত্বর
ফায়েসনৃপতিসুতআইলতোমাবর ❀ তেকারণে সৈন্যসবের
সব্দ এথান্তর ॥ তোমা যুক্ত স্নান করি পর অলকার ❀ ধাত্রি
মুখেরোকবানুহেন বাক্য শুনি ॥ যেন অঙ্গে ছিটিদিল জলন্ত
আগুনি ❀ ক্রোধেপ্রজ্জ্বলিতবালা যেনহুতাশন ॥ নাকরয়স্নান
নাহি পরে আভরণ ❀ মহারানী শুনি যত রাজ রাণীগণ ॥

সয্যা কল্ল নানাবিধ অগুরুচন্দন॥কস্তুরিকুঙ্কুমআদিশুগন্ধি সকল॥সাক্ষাতেরাখিল দিব্য ভিঙ্গারেরজল॥অঞ্চলেফুলেল তৈল লইয়া জননী ॥ স্নান করাইতে চাহে আপনা নন্দিণী মাতাকে অন্তরে বালা ক্ষেপে বহুছাটে॥হানয় আপন কর আপনা ললাটে ॥ মহারাণী বলে মোর অভাগ্যের ফল ॥ বিবাহের লগ্নে হৈল দুহিতা পাগল॥জ্ঞানের প্রদিপ বালা রোকবানুমোর॥বিবাহ হরিষ লগ্নেকেনে মতিভোর॥অমৃত লহরি রমা বচন মধুর ॥ আজিকেন চন্দ্রমুখে বচন কঠোর পরমউত্তমযতপ্রকৃতিসকল॥মোর কর্ম্মদোষে আজি কিহেতু চঞ্চল ॥ আহা বিধী কেন মোর মুখে দিলা কালি॥ফারেস দেশেতেদিলাকলঙ্কেরডালি॥আবদুলহাকিম কহে শুনমহা রাণী ॥ নাবুঝদুহিতামর্ম্ম কিসেরজননী॥এমত নাবুঝিমোর প্রিয়সিরমাতা॥মোকেছাড়িসমর্পিলেদুষ্টেতেদুহিতা॥বিভা দিল এমতপ্রিয়াসব আচরিল॥তথাপি নির্ব্বোধ মাতা মর্ম্ম না বুঝিল॥ যে সকল মাতা পিতার শুদ্ধ জন্মহয়॥ সুতাশুভা মর্ম্মতারাঅবশ্যবুঝয়॥ন বুঝয়শোকদুখযেইমাতাপিতা॥তার ঘরেব্রথা জন্ম তনয়দুহিতা॥জননীআস্বাসে বাক্য নাশুনে সুন্দরি ॥ হইল উম্মত্ত ভেস লজ্যা পরিহরি॥ক্রোধহইনৃপ সুতা ভাবে নিরন্তর ॥মৃতেরনিকটকিবামরনেরডর॥এমত ভাবিয়া মনে লজ্জাপরিহরী॥পুরিরদ্বারেতেগেলহস্তেকাতি করি॥দ্বারেতেদাণ্ডাইয়াবালাভাবেমনেমন॥কুমারেসংহারি পাছেতেজীব জীবণ॥হেনকালে সয়ফলমুলুক কুমার॥ সভা মাঝে দেখে বালা দৃষ্টে আপনার॥কুমারি দেখিল যুবরাজ আচম্বিত ॥ আকাশের চন্দ্র যেন উদয় ভুমিত॥সভামাঝে

যেমন কনক তরুবর ॥ কামিনী মোহন রূপ নব পঞ্চশর ॥ আপনা সদৃশ রমা দেখি বীর মণি ॥ নিজ জ্ঞান পরিহরে ত্রিলোক মোহিণী❋মরমেফুটীলতিক্ষ্ণ কামপঞ্চস্বর॥জ্ঞানপরি হরি বালা পড়িল সত্তর❋ফেলায় হাতেরকাতিক্ষেপি দুরন্তর মোহশ্চিত হই রহেমেদিণী উপর❋জ্ঞানলব্ধি নৃপসুতাস্থির কৈল মন ॥ চকরে পাইল যেন চন্দ্রদরশন❋ পরম হরিসে রমা মন পুলকিত॥ চন্দ্র মুখে হৈল যেন পুস্প বিকশিত ❋ ভাবিতে লাগিল রমা নিজমনেমন॥বৃথা বাক্যেমনেদুক্ষদিল দুতগণ❋দুষ্ট অনুচর সবে আমারবিদিত॥কহিলেককুসম্বাদ বচন কুচ্ছিত❋তেকাজে হইলক্রোধ পশু সমতুল ॥ জননী অগ্রেতেলজ্জাপাইনু বহুল❋জুগে২তপজপ করি প্রতিনিত হেনপতিকেবাপাইয়াছেপৃথিবীতে❋জাউকসহস্রপ্রাণ জনক নিছণী॥মোরহেতুআনিদিলহেনগুণমণি❋তবেজাননৃপসুতা লজ্জিতঅন্তর॥হেটমুণ্ডে চলিগেল জননীগোচর❋তবে মহা দেবি সতীকন্যা হাতেধরি॥স্নান করাইলবালাবহু যত্ন করি তবে সাধু নারীরাজবালারঙ্গমন॥একত্রহইয়াদিব্য২নারীগণ কুমারিকেস্নান করাইল রঙ্গমন॥ পরাইল অপরূপবস্ত্রআভরণ পিন্ধীয়ানানানভেসঅপরূপসাজ॥পড়িলেকনৃপসুতাদোগানা নমাজ❋হেনকালেরাজদ্বারেসাহারসন্ততি॥বিবাহেরখোত্‌বা পড়িল রঙ্গমতি❋তবেজানেকুমারপ্রবেশেঅন্তঃস্পুর॥একত্র হইলগগণের শশী শুর❋অন্তঃস্পুরেআছিল যতেকরাজরাণী সে সবে প্রসংশে বহু কুমারকুমারি❋ধন্য২রোকবানু সফল জনম ॥ যেনবালাতেনবররূপসম২❋যেমননাগরি রমাতেমন নাগর॥ ভাগ্য বলে পুন্যফলে মিলেহেনবর❋মহাভাগ্যবন্তি

রমা নৃপতিনন্দিনী ॥ বসিল চন্দ্রের কোলেযেমনরোহিণী ❀ এহিমতে প্রসংশা করিয়া বহুতর॥ নারীসব চলিগেলজারযে বাসর ❀ কুমারিররূপদেখি অতি বিলক্ষণ॥ মনে২করে চিন্তা সাহার নন্দন ❀ স্বধর্ম্মে বিচারে রমা হয় ভিন্ন নারী॥ আমার অধীন নহে রাজারকুমারি ❀ পিতামোরসেকান্দররসুলআল্লার সত্য ভঙ্গ ধর্ম্ম নাশ অযুক্তআমার ❀ কামলোভেবলবন্তযেন মত্ত গজ॥ তেমন অঙ্কুশ ক্ষমা সত্যেরধৈরজ ❀ মহাজন অঙ্গিকার গজের দর্শন॥ যেমন কুর্ম্মেরমুণ্ডদুর্জ্জন বচন ❀ অঙ্গীকার কৈনু অ ঙ্গিকারেস সহিত॥ নারীলোভেসত্যভঙ্গ ন হয়উচিত নিশীর স্বপনযেন ভব ধন্দকার ॥ পরিণামে প্রভু হয় যুক্ত রাখিবার ❀ সত্য অনুরূপেমোর নহে এহি নারী॥ ভিন্ননারী মুখ দৃষ্টে চাহিতে না পারি ❀ কাম ভাবে হয়েজেবাপরের যুবতি॥ ইহলোকেপরলোকেনাহিতারগতি ❀ এতেকভাবিয়া মনে সাহার সন্ততি॥ পরপৃষ্ঠেহেরিরহে কুমার সুমতি ❀ নিজ পাদদৃষ্টিবিনাসাহারনন্দন॥ নাকরয় অন্যদিগেদৃষ্টি কদাচন ❀ তাদেখিয়ারাজবালামনেতে ভাবয়॥ কুমারসমানরূপআমার নাহয় ❀ এনিমিত্তযুবরাজমনেভাবেদুখ॥ ঘৃনায় সদৃষ্টে নাহি চাহে মোরমুখ ❀ নহেচন্দ্রমুখআমিরথা বাক্যশুনি॥ কুমারকে ঘৃনা কৈনু সত্যনাহিজানি ❀ এক্ষণে আমাকে ঘৃনাবাসেগুণমণি আমাকেআপনাযোগ্য নাদেখে রমণী ❀ এহেন ভাবিয়া মনে পরম সুন্দরী ॥ নিশ্বাস ছাড়য় রমা প্রভু নাম স্মরি ❀ বাম পার্শ্বে খড়্গ রাখি সাহার নন্দন॥ একই পালঙ্ক মাঝে করিল শয়ন ❀ পরনারী পরসনেশাসেপাপ অতি॥ আয়ু জস বিনাশয় হয় অধগতি ❀ আছুক সৃঙ্গার ভিন্ন নারীর সঙ্গতি॥ ছুইলে

হয়র আয় নরকেতেগতি ॥ যেসকল সতীমায়েরউদরে সৃজন সপ্নেতে না চাহে ভিন্ননারীকদাচন ॥ অঘোরনরকভয়সাহার কুমার ॥ বামপাসেলাঙ্গা করি রাখে অশিধার ॥ পাপ ভয় শঙ্খা চিহ্ন হয় অতিশয় ॥ কন্যাহতে সম্ভ্রমে রহিল পাপভয় ॥ তা দেখিয়া লোকবালা আমিরনন্দিনী ॥ সদয় তাপিতমনে ত্রিলক্ষ মোহিনি ॥ পতি ভক্ত সতী রম্যাপদ্মিণী যুবতী ॥ স্বামীর বিরস দেখি মনে দুখ অতি ॥ সঘন চিন্তয় রমা পালঙ্কের মাঝ ॥ কি দোষে মোহকে হেন ক্রোধ যুবরাজ ॥ অধিক দুক্ষিত রমা বিরহে অনল ॥ শয়নে না আইসে নিদ্রা সদয় বিকল ॥ সঘন চিন্তয় বালা চিত্তে উৎপাত ॥ বিনা অপরাধে মোকেরোশে প্রাণ নাথ ॥ এহি মাত্র এক দোষকৈনু হেন জানি ॥ পুরির বাহের হৈনু আমি অভাগিণী ॥ বাহেরথাকিয়া কিবাদেখিয়া কারণে ॥ লজ্জা হিন নারী মোকেভাবিনিজমনে ॥ তেকারণে কিবাক্রোধ আমার উপরে ॥ আমি অভাগিনীরপ্রতিপ্রেম পারিহরে ॥ আমার প্রকৃতিজেবা না বুঝি বৃতান্ত ॥ বিনা অপ-রাধেমোরেরোশেপ্রাণকান্ত ॥ বিরহতাপিতবালা ভাবেমনে ক্লেশ ॥ এহিমতেহইগেল নিশি অবশেষ ॥ প্রভাত সময় নিদ্রা ছাড়ি যুবরাজ ॥ ওজু করি পড়ি নিল দোগানা নমাজ ॥ চলি বারেআদেশিলসাহার সন্ততি ॥ চর্দ্দোলে তুলি কন্যাদেশে কৈল গতি ॥ চতুর্দ্দোলা প্রতিবালা কহিল দাঁড়াই ॥ একাএক না হাঁটিবা কুমারে এড়াই ॥ বুঝিতেনা পারিকিছু কুমারচরিত নাজানি আম্মাকে ছাড়ি যায়কোনভিত ॥ যদিচ কুমার সঙ্গ ছাড়কদাচন ॥ তোম্মাসবানেরেআমি করিব নিধন ॥ যদিসে না রাখআজি আমারবচন ॥ সত্যজানসবংশেতে হইবা নিধন

আঙ্গিকা পালিতে যুক্ত আমার রচন॥ তোমাসবেথাওমোর জনকেররথন ❋ চতুর্দ্দোলিগণতরেন পতিনন্দিনী॥ উরাই এসব বাক্যেক্রহেপুনি২ ❋ চলিলেকযুবরাজ কপটের ছলে॥ গজ পদ পদে চতুর্দ্দোলি সব চলে ❋ এহিমতেপ্রবেশিল ফারেস নগর কুমারের মনে হৈল হইতেঅন্তর ❋ গজপৃষ্টহতেনামেসাহার নন্দন ॥ অশ্ব ক্ষেপি যুবরাজ করিল গমন ❋ কন্যায় দেখয় জায় নৃপতি নন্দন॥ কহিতে লাগিল বালা বিনয় বচন ❋ কর জোড়েনিবেদয় আমিরনন্দিনী ॥ নিবেদনশুনমোরপ্রভুগুণ মণি ❋ রাজার নন্দন তুমি জ্ঞানেতে পণ্ডিত॥ শাস্ত্রনিত্তকর্ম্ম জানিকেন বিপরিত ❋ কোন সাস্ত্রেহেনদেখিয়াছপ্রাণনাথ॥ পরিণয় করি বধে নারী অকস্মাত ❋ দর্শন অবধিমোরচিত্তে উৎপাত॥ তোমারেবিস্মৃতেমোরমর্ম্মেবজ্রাঘাত ❋ কোনঅপ-রাধকৈনু তোমার চরণে ॥ নিজদাসী হেন মোকেকেন নাই মনে ❋ কোথাত্তেএহেনবিভাআনন্দেরদিন॥ নবনারীপ্রতিনব পুরুষকঠিন ❋ যদিতোমাযোগ্যনারীনাহিকদাচিত॥ সম্ভাসিতে নিজদাসীঈশ্বরেউচিত ❋ নাছাড়আমাকেপ্রভুদিকীনু চরণে আনন্দসময়দুখনাহিদাওমনে ❋ পুরিতে বাঞ্ছিত মোরতোমা পদে আশ ॥ এমন জানিয়ামোকে না কর নৈরাশ ❋ আবদুল হাকিমকহে প্রভু নিরঞ্জন ॥ আশকালে কর্ম্ম দোষে নাপুরে কামন ❋ কন্যার বিনয় শুনি নৃপতি নন্দন॥ কহিলেকজাই আমি মৃগয়া কারণ ❋ মৃগয়া নাকৈলেআমি ন করি ভোজন তেকাজেমৃগয়াহেতুকরিনু গমন ❋ নিজ অন্তঃপুরেতুমি জাও রঙ্গমন ॥ কুমারি বলিল প্রভু শুন নিবেদন ❋ একদিন বিরহ অনলে ঢালি জল ॥ মৃগয়া করহ জাই মন কুতুহল ❋ দর্শন

অবধিমর্ম্মদহেপ্রতিনিত॥ নাকহিলাপ্রেমবানিআমার সহিত দর্শন নাদিয়া কভু নয়নে২॥রজনীগোঙাইলানাথকপটশয়নে কোথাশুনিয়াছহেননাশোভেবচন॥বিশর্জ্জিবিবাহরঙ্গপ্রবেশে কানন❋পৃথিবীর নীতি কর্ম্ম যে হয় উচিত॥ নীতি কর্ম্ম পরিহরকেনবিপরীত❋বুঝিতেনাপারিআমিকাপট্যতোমার কিহেতু আমার প্রতিহেন অ-বেভার❋কান্যারএসববাক্যে করুণা নাহয়॥অশ্বক্ষেপি চলিজায় সাহারতনয়❋চতুর্দ্দোলি প্রতিবালাকরিল আদেশ॥যদিসেকুমার জায় হয়েনিরুদ্দেশ সবংশেবিনাশহৈবাতুমি সর্ব্বজন॥ ঘোটকেরপদে২করহগমণ বেগবন্ত অশ্বে চড়িযুবরাজজায়॥প্রাণভয়েচতুর্দ্দোলিপিছে২ ধায়❋ কন্যায় কহয় বহু প্রনতি বিণয়॥ না চাহে কন্যাকে ফিরী সাহার তনয়❋ পাক সাটে ফারেসেরসৈন্য করেবল তর্জ্জিয়া ডাকয় ফিরাইতে চতুর্দ্দোল❋স্থকিলসৈন্যের পদ আজ্ঞায় আল্লার॥ধাইজায়চতুর্দ্দোলিনারেধরিবার❋হেরিতে কন্যার দিকেসেসৈন্য সকল॥ফারেসনৃপতিসনেঅন্ধযেহইল নয়নে নাদেখে পন্থ শুনয় সঙ্কট॥অশ্বে২ডাক ছাড়ে না হয় নিকট❋চতুর্দ্দোলিসবেশুনিসৈন্যেরগর্জ্জন॥জানিল ফারেস হাতেহইবনিধণ❋নিজপ্রাণভয়গুণিচতুর্দ্দোলিগণ॥চতুর্দ্দোল ফেলাই ধাইল সর্ব্বজন❋তাদেখিয়া নৃপসুতা পরমসুন্দরি॥ বাহিরে নিকলে বালা লজ্জা পরিহরি❋ চলিলেকনৃপসুতা বস্ত্রমুণ্ডে ধরি॥ কুমারের পিছে২ ধায়ন্ত সুন্দরি❋ ফারেস বোলয়দেখকন্যারচরিত॥মোরপুত্রজোগ্যকন্যানহেকদাচিত গন্ধিণী সহিতেকোথা রাজহংসজোড়া॥ গন্ধর্ব্ব সহিতেজোড়া ...য়ঘোড়া❋অযুক্তকর্ম্মেতেহয় বিধির বিপাক॥ হরিণ

নাশৈ...

কৌতর সনে না শোভয় কাক❋সত্যইজানিনু এইকন্যারূপ বতি॥পাইলেক পুর্ব্ব জন্মে জ্যোতিশ্বরপতি❋ জারজেবা অনু রূপপ্রভুরসৃজন॥তাম্রেরসহিতেকোথামিশয়কাঞ্চন❋ যেমন কুমারতেননৃপতিনন্দিনী॥কনকসহিতেযেনশোভেমুক্তামণি জারজেবাজোগ্যসৃজিয়াছে নিরঞ্জন॥মিলিলকন্যারবরবিধীর ঘটন❋প্রভুরনির্ব্বন্ধ জেবা পুরিতে কারনে॥ পর্য্যন্ত অন্যের কর্ম্মকৈল অন্যজনে❋ এহিকন্যা সৃজিয়া আছয়নিরঞ্জনে॥স্বরূপে জানিল এইকুমারকারণে❋ জদ্যপি পর্য্যন্ত ক্রমে কন্যা লই জাই॥ এহিকন্যামুলেমোর নাহিক ভালাই❋এতেকভাবিয়া নৃপ ধর্ম্মকলেবর॥লওটাইনিজসৈন্যফিরেগেলঘর❋কুমারের পিছে২ধায়কন্যা সতী॥কোকিলেকুহরেযেনকরিয়াকাগুতি ধাইতে সঘনধায়চরনেহুছট॥ ক্ষণে২ উঠে পড়ে পরম সঙ্কট প্রভুর নির্ব্বন্ধ জেবা না জায় খণ্ডণ॥ এহেন নৃপতিসুতা হয় বিড়ম্বন❋ ক্ষনেউঠে ক্ষনেবৈসে ঘড়ি পড়িজায় ॥ প্রাণপতি বলি কন্যা পিছে২ধায়❋না দেখে জাহার রূপসুর নিসাপতি সামান্যমনুষ্যদেখেকন্যার দুর্গতি ❋যেই কন্যাবাহির হইতে ঘর এড়ি॥হস্তপদ ধরি শত সখি চলেবেড়ী❋সেইবালাঅশ্ব পিছে একাস্বর ধায়॥চরণে কণ্টক ফুটীরক্তধারাবয়❋ কুমারের পিছে২ধায় সহাসাত ॥ বিনয় করিয়াকহেশুনপ্রাণনাথ একবার ফির প্রভুদেখি চন্দ্রমুখ॥তোমারদর্শনেখণ্ডেজনমের দুখ❋চলিতে নাহিক শক্তি প্রেমের সাহসে॥প্রাণীক্ষেপীরা ধায়ঘোটক পরশে ❋ কুমারি বলিল প্রভু দোহাই আল্লার পালটি দর্শনেপ্রাণরাখ একবার❋বল্‌শক্তি-হীন মুই বিরহে তাপিত॥ধাইতেনাপারি আমি অশ্বেরসহিত❋টুকেকদেখি

তোমা দুখ যায় দুর ॥ শক্তি হীন অঙ্গে বল বাড়ে বহুতর ❀ আবদুল হাকিমকহে সত্য এবচন॥পাপিষ্ট দুর্জ্জনলোকেনা জানেবেদন❀তেকাজে চরণে প্রভু মাগি পরিহার॥পালটী চাহিয়া প্রাণ রাখ অধীনির ❀ সহিতে নাপারিতোমাবিরহ বেদন॥অবিলম্বেতোমাআগেতেজিব জীবন❀স্ত্রীবধ নাকরি প্রভু হও দয়াময় ॥ অঘোর নরক প্রতি কেন নাই ভয় ❀ আমাকেস্বরূপকরিকহপ্রাণপতি॥কোন অপরাধেমোকে এমন বিমতি❀যদ্যপিসে অধম প্রতিদোষ হয় অতি॥সেদোষ ক্ষমিতে যুক্তপণ্ডিতসুমতি❀ভালমন্দ যত নর ভুবনমাঝার ॥ বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনে নাহি কার❀কর্ম্মান্তের ফলমোরদৈব পরি পাক ॥ হরিষ লগ্নেতেহেন প্রমাদ আমাক❀আহা বিধী কি লিখিলানসিবে আমার॥আমিহেন অভাগিনিভবেনাইআর পৃথিবীতে হীন জাতি সে সব যুবতী॥বিবাহ উৎসবেকেবা এমনদুর্গতি❀ খণ্ডনগমনিরমা ধায় খরতর ॥নিবেদি পতির আগে জুড়ি দুই কর ❀ ত্রিলোক্যমোহিণীধনিনৃপতিনন্দিনী গদ২ভাসেকহেঝাড়িমুক্তামনি❀ছাড়িতেনারিয়া প্রভুবান্দি প্রেমডোরে॥যদিছাড় খড়্গা হানিকাটীপাড়মোরে❀জাইতে নারিবেপ্রভুমোকে পরিহরি ॥ মনরঙ্গে জাওমোরেদুই খণ্ড করি❀তোমাপ্রতিবাদিআমি হইনুবিশেষ॥ খণ্ডাই জাইতে বান্দি কৈলু উপদেশ❀ তুমিহেন প্রদিপে দহিলেমোর অঙ্গ সাফল্য ভুবনে আমিজন্মিনুপতঙ্গ ❀ আবদুল হাকিম কহে বলেনারীগণ ॥ আদ্যে কহিভুলেজায়হৈলে অদর্শন❀এতা-ধিক নানা বিধআমার সপথ॥কহেমোর প্রিয়া পরে করিলে অনাথ❀এহিমতে ধায় বালা করিয়া মিনতি॥শুনিয়াকরুনা

হৈলসাহারসন্তুতি॥হেনকালেঅন্তরিক্ষেশুনিলবচন॥প্রভুর আদেশেকহেনফেরেস্তাগণ ॥সাধু২জোলকর্ণনন্দনগুণধাম॥ সত্যধর্ম্ম প্রচণ্ড ঈমানঅনুপম॥তোমাজাতিস্বরা এহিনৃপতি কুমারী॥গ্রহণকরহরমাজানিনিজনারী॥ফারেছকুমারজোগ্য নাহয়কামিনী॥তোমাজোগ্যনারীএহি আমিরনন্দিনী॥প্রভুর আদেশপাইযেমনইউসফ॥জুলেখারপ্রতিভক্তআজ্ঞাঅনুরূপ তেমন শুনিয়া বীর অন্তরিক্ষবানী॥ কন্যা প্রতি ভক্ত হৈল জাতিস্বরাজানি॥ফিরাইঅশ্বেরবাগ চাহে মহামতি ॥ কন্যা পরিহরি গেল ফারেস নৃপতি॥কুমারভাবয়নিজমনে আপ-নার ॥দৈবেরনির্ব্বন্ধ এইবনিতাআমার॥ অঙ্গীকাররৈলমোর ফারেস সঙ্গতি॥স্বইচ্ছায় কন্যাছাড়িগেলনরপতি॥নাছাড়ে আমার সঙ্গ ইচ্ছিল মরণ ॥ স্ত্রী বধেতে হয়মোরনরকেগমণ ফারেসসহিত সত্যভঙ্গ নাকরিনু॥সত্য অনুরূপ কন্যাদেশে আনিদিনু ॥ বুঝিয়া বর্জ্জিল কন্যা প্রভুর আজ্ঞায়॥ একনে ছাড়িতেকন্যামোকেনাজুয়ায়॥দৈবেরনির্ব্বন্ধজেবাছাড়াইতে নারি॥লিখিল ললাটেপ্রভুএহিমোর নারী॥ বিশেষ শুনিনু আমি অন্তরিক্ষ বানী॥ছাড়িবারে যুক্তনহে ভিন্ন নারীজানি এবেসে জানিনু সত্য প্রিয়ারোকবালা॥সত্যইস্বরূপেবালা মোরকণ্ঠমালা॥এহিচিন্তি গুণ নিধী সাহার তনয়॥ কুমারি বিনয় শুনি হইল সদয়॥অশ্বপৃষ্ঠেকন্যা তুলিদিল আলিঙ্গন যেমস পরিলগলেপুষ্প সুলক্ষণ॥ গ্রহণ করিল রাধা রসময় কানু ॥নিজকোলেবসাইলপ্রিয়ারোকবানু॥ সম্ভাসিল নিজ প্রিয়াহরিষ অন্তর ॥ সহস্রেকচুম্বদিলঅধরউপর॥ এহিমতে অশ্বে আরহিয়াদোহজন॥অরন্যের পন্থে জায় সানন্দিতমন

সম্মুখেদেখিলবৃক্ষউজ্জলবিশাল॥রুদ্রমূর্ত্তি আকাশেলাগিছে তারডাল ❀ পাতাল ভেদিয়া আছেসে বৃক্ষের মুল॥ভুবনে নাহিক সেইবৃক্ষ সমতুল❀সেইমহা বৃক্ষদেখি সাহারসন্তুতি অশ্বক্ষেপিবৃক্ষতলেগেলশীঘ্রগতি❀সেবৃক্ষতলেদোহেকরিল প্রবেশ॥রজনী হইল তথা দিবা অবশেষ❀বৃক্ষতলেবিশ্রাম করিল গুণবান ॥ কুমার পুছয় বার্ত্তা কুমারির স্থান❀কোন হিতে মনেতেভাবিয়ারুপবতী॥অরন্যেতেপ্রবেশিলাআমার সঙ্গতি ❀ অরন্যে নাহিক এথা সখি সহচরি॥ এথায়সেবিবে কেবামহাযত্নকরি❀অরন্যেনাহিকএথাকরিতেভোজন॥শয়ন করিতেসয্যানাহিকদাচন❀এসুখসম্পদছাড়িনৃপতিনন্দিনী॥ কেমনে বনের মাঝেগোঙাবারজনি ❀ কুমারী বলিল কহি শুনপ্রাণেশ্বর॥সংসারে সম্পদনাইপতিসম আর❀ক্ষুধাপ্রতি অন্ন পতি তৃষ্ণাকুলেজল॥ আপদেসম্পদেপতি সঙ্কটেকুশল শয়নের সয্যাপতি জাড়ারওড়ন॥পতিসেনারীর অঙ্গেপুষ্প আভরণ❀পতিবিনাবিসর্য্যেঅঙ্গেরঅলঙ্কার॥পতিবিনাসংসা রেতেসম্পদঅসার❀চন্দ্রবিনানক্ষত্রযেমনঅশোভিত॥ পতি বিনানারীপ্রতিজীবনকুচ্ছিত❀নৃপবিনানাশোভয়রাজ্যসিঙ্গা সন॥পতিবিনানারীপ্রতিবিফলজীবন❀দীপবিনাঅশোভিত গৃহ অন্ধকার॥পতি বিনা পত্নিরুপনাহি প্রতীকার❀ নির্বলি নারীর অঙ্গে পতি মহাবল॥অন্ধনারীরপ্রাণপতিনয়নউজ্জল ইহলোকেপরলোকেমনেরআরতি॥সতীনারীরপ্রতিমনোরথ নিজপতি❀পতিহেন সম্পদনাহিকত্রিভুবনে॥ সহস্র আপদ খণ্ডে পতির দর্শনে❀পতিসঙ্গে উপবাস পরমকৌতুক॥ সত দুঃক্ষ পরিহরেদেখিপতি মুখ ❀ স্বামিসঙ্গে ভুমি সয্যা পরম

হরিষ॥পতিবিনাপুষ্পসর্য্যাগরলসদৃশ❀অরন্যেতেপতিসঙ্গে তরুতলেবাস॥ জিনিয়া কনকপুরি পরমউল্লাস❀পৃথিবীতে যতইতিসম্পদসকল॥পতিবিনা নারী প্রতিযেমনগরল❀ দুত মুখেবার্ত্তা মাত্রশুনিনু কুচ্ছিত ॥ নয়নেদেখিনু রূপ কামিনী মোহিত ❀ চরিত্রদেখিয়া তোমা হইনু আশ্চর্য্য॥তেকাজে চলিনু সঙ্গে ধরিমনেধৈর্য্য❀জীবনমরণ মনে করেএকাকার প্রাণ গনে নাছাড়িনুচরণতোমার❀আবদুলহাকিম কহে যে নারীশুজন॥কদাচিতপতিপত্নিনাহয়বিমন❀কন্যামুখে শুনি হেন মধুর বচন ॥ মনরঙ্গে যুবরাজ দিল আলিঙ্গন ❀ পরম আনন্দে অতিরসেরনাগর॥শতচুম্বদিলপ্রিয়া অধরউপর❀মহা প্রেম অনুভবেনৃপতিকুমার॥প্রেমরসেসন্তোসিলপ্রিয়াআপ- নার❀জোড়হস্তে রোকবাহু স্মহাস্য বদনে ॥ কুমারতেপুছে রমা মধুর বচনে❀মোকপ্রতিকপটআছিলকিবামনে॥ রাজ্য পরিহরিকিবাপ্রবেশিলা বনে❀পরম অনন্দ মনেকেনবিপ- রিত॥ মনেতেআশ্চর্য্যবহুনাবুঝিচরিত❀ঈশৎহাসিয়াবাক্য কহেবীরমণি॥সেসবরতান্তশুনপ্রিয়াপ্রাণধনি❀একে২কহে বীরেসেসব বচন॥যেইমতে লালমতি উদ্দেসেগমণ ❀ যেই মতেপন্থেহেন বিধিরঘটন॥ ফারেস নৃপতি সনেহৈলদরশন যেনমতেরূপ হিন তনয় তাহার ॥ শুনিয়া বিসাদ মন হইল তোমার❀যেনমতেকরিলাতুমিপ্রতীজ্ঞা নিশ্চয়॥বধিতে ফা- রেস সুতবিবাহসমময়❀যেনমতেকহিবহুবিনয়প্রনতি॥ আ- মাকেবর্গনপ্র.য়অ নিলনৃপতি❀যেনমতেসত্যকরাইলনরপ- তি॥প্রেমভাবআচারতেতোমারসঙ্গতি❀বরপরিবর্ত্তেজাইবিভা করিদিতে॥ভিন্যনারীজানিমনেসঙ্কোচরাখিতে❀ দেশেতে

আনিয়া তোমা দিবার কারণ॥ বিবাহ করাই ফিরি আপনা নন্দন॥ সাহা সেকান্দর নবী রসুল আল্লার ॥ সয়ফলমুলুক আমি তাঁহান কুমার॥সত্য ভঙ্গ অপকর্ম্মমোকে নাশোভির তেকাজে তোমাতে ছিনু কঠিন হৃদয়॥ সত্য করিনু বাক্য শুন প্রাণ ধনি॥তখনি বুঝিনু তুমি পরের রমণী॥তোমা দরশনেহৈলপ্রাণ আকুলিত॥কাম ভাবেহৈল মন উন্মত্তেররিত তোমারূপ লাগে মনে ধৈর্য্য পরিহরি॥ সধৈর্য্য আপনা মন রাখিনু সম্বরি॥স্বদৃষ্টেদেখিনুপ্রিয়াতুমিহেনধন ॥ লোভিত হইনু যেন তস্কর লক্ষণ॥সত্যধর্ম্মমোর প্রতি হইল দোসাধু হরিতে নারিনু ধন গনিয়াপ্রমাদ॥তেকারণেকঠিন পাষানে বান্ধি হিয়া॥ ধাইতে চাহিনুপ্রিয়াতোমা বিমুখিয়া॥ফারেস নৃপতি গেল তোমা পরিহরি ॥ না ছাড় আমার সঙ্গ দেখিনু সুন্দরি॥বিশেষ শুনিনুআমিঅন্তরিক্ষবাণী॥ আচরি লইতে তোমা নিজ প্রিয়া জানি॥তবেতভাবিনুপ্রিয়ানিজমনেমন তোমাকেপ্রসাদদিলমোকেনিরঞ্জন॥তেকারণে অশ্বে তুলি লৈনুপ্রাণধনি॥ সত্যতা জানিনু আমি তুমি কণ্ঠমণি॥বিভা পরিবর্ত্তবরশুনিরাজসুতা॥ বহল হাঁসিলবালাআশ্চর্য্য বারতা বলিলেকমোরমহাভাগ্যের কারণ॥প্রভুর এচক্রেমোররহিতে জীবন ॥ প্রভাতে নৃপতি সুতা হরিষ অন্তর॥প্রভুরমহিমা কহেজুড়িদুইকর॥ওহে প্রভু কৃপাময় ঈশ নিরঞ্জন ॥ সকল করিতেপার মহিমাকারণ॥তোমারকৃপায়মনোরথপুরেবসি বান্ধব হস্তেত ঘটে গগনের শশী॥তোমারকৃপায় পুরিলেক মনস্কাম ॥ পতি মোর জোলকর্ণ নন্দন গুণধাম॥ জোলকর্ণ নন্দনজোগ্য নাহইমানবি॥তোমারকৃপায়পাইনু অধমেপদবি

লালমতি ॥

পাইনুকারেসসুতহেতু অপমান॥ আপুঘাতিপাপহতেকৈলা পরিত্রাণ❈প্রভুস্তুতিবাক্যহেনকন্যামুখেশুনি॥হইলপরমভক্ত বীরগুণমনি❈অধরেঅধরদিয়ানয়নেনয়ন॥হৃদেহৃদে আলি- ঙ্গন দিল রঙ্গমন❈ পরম আনন্দে মাতি কুমারী কুমার॥সেই নিশাকাটাইল বনের মধ্যে রঙ্গনানারসেকেলিকৈলাঅরণ্যে সৃঙ্গার॥মন শুখেক্রিয়াকরেজোলকর্ণকুমার❈ কুমারী নাগরি আর কুমার নাগর॥সারদ কৃতিকা রমাদোহ সমস্বর❈নানা মতেকেলিকৈলা অতিমনরঙ্গে॥মদনেজেহেন রসপুরে রতি সঙ্গে❈রূপবতি সঙ্গে রূপ চন্দ্র গুনধাম॥ভুঞ্জিলেক রসবতি রঙ্গ অনুপম❈তেনমতে রস রঙ্গ সয়ফল মুলুক ॥ রোকবানু সঙ্গেপুরেমনেরকৌতুক❈রাধিকা সহিতেরঙ্গকরেযেন কানু কুমার করয় রঙ্গ লই রোকবানু❈অনিরুদ্র সনে যেন উসার বিহার॥মধুমতি সঙ্গেযেন মাধবসৃঙ্গার❈চন্দ্রানি সঙ্গেতেযেন লোরেন্দ্রকুমার॥মন শুখেকেলিকলা সৃঙ্গার বিহার❈ রোক- বানুসঙ্গেতেন বীরগুনধাম॥ কামকেলিকৈল মন রঙ্গ অনুপম এইমতে কেলি রসেগোঙাইল রজনী॥ পুর্বদিকে উদয় হইল দিনমনি❈নিদ্রাভঙ্গেকুমারকুমারিদুইজন॥সমুদ্রের কুলেতবে করিল গমন❈স্নান করিবস্ত্র ছাড়ে সাহার নন্দন॥কন্যাজাই পাখালিলপতির বসন❈ দিব্য একস্থানে জাইকুমার কুমারী তথায় বসিয়াদোহ নামাজগুজারি❈সমুদ্রেরকুলেবসি সঘন হেরয়॥ কোথায় জাইব নাহি দিক পরিচয়❈চৌদিগেসমুদ্র দেখে মহা ঘোরতর ॥ সদয় চিন্তিত অতি বীর গুণধর ❈ হেনকালে দেখিলেন্ত সাহার সন্ততি ॥ সমুদ্রে ধীবরে নৌকা বায় রঙ্গ মতি ❈ মৎস্য হেতু সমুদ্রে ভ্রময় নির-

ন্তর॥ কুমার ডাকিয়া তাকে আনিলগোচর❋ধিবরেদেখিল নদীতীরে একজন॥কিকাজেডাকয় তথাকরিলগমন❋দেখিল কুমার কন্যা পরম সুন্দর ॥ মোহশ্চিত্ত হই পড়ে নৌকার উপর ❋ জ্ঞান লভিধিবর উঠিয়া বৈসেপুনি॥কহিতে নাপারে সখা নিজ মনেগুনি❋ক্ষেনে বলেজক্ষ সঙ্গে আইল পুরন্দর ক্ষনে বলেরতি সঙ্গেআইলপঞ্চশর❋ ক্ষনেবলে ভুবনেতে কৌতুক অন্তর॥ কৃতিকাসহিতে বুঝি আইলশশধর❋কুমার গোচরে পুছে জুড়িজুগকর॥ দেব কি গন্ধর্ব তুমিকিবা বিদ্যাধর❋ইন্দ্রের নর্ত্তকি কিবা তুমিদুইজন॥নহেকিবানরেশ্বরকহিবা বচন❋কুমার বলিল আমি নহি পুরন্দর॥নাহই গন্ধর্ব আমি নহি বিদ্যাধর❋ নৃপতি নাহই আমি শুনহ বচন॥নিজভার্য্য সঙ্গে আমি সাধুর নন্দন❋বিবাহ করিতে গিয়া ছিনু দুরা-ন্তরে॥আসিবারকালেনৌকা মজিল সাগরে❋মনুষ্যজানিয়া সেই ধিবর দুর্জ্জনে ॥ ভাবিতে লাগিল দুষ্ট নিজ মনে২❋ কুমারকেকেরিএথা কপট-ভাগুন॥ মনরঙ্গে নিবকন্যা আপন ভবন❋ধিবরে বলিলসাধু শুনহবিশেষ॥কিকর্ম্ম আমারপ্রতি করহ আদেশ❋কুমার বলিল যদিধর্ম্মপ্রতিমন ॥ সমুদ্র করহু পার আমা দুইজন❋ধিবর বলিল শুন সাধুর কুমার॥ এনৌ-কাতে তিনজনহৈতে নারেপার❋বড়ের তনয় তুমিহেনলর মন॥তোমাউপকার যদি করি কদাচন❋ইহলোকেপরলোকে প্রভুর নিকট॥পাইব বহুল পুন্ন তরিব সঙ্কট❋সামান্যজনের হতে কভুপৃথিবীত॥নাহয় বড়ের উপকার কদাচিত❋বড়ের তনয়কেবা সংজোগে পায়॥ মোরপুন্য ফলেপ্রভু তোমাকে মিলায়❋এরে দুইজন করি দিলে পার॥ সার্থক জনম তবে

জানিব আমার❀ ললাট নির্ব্বন্ধ জেবা নাজায়খণ্ডন ॥ কুমার জানিল হিত ধিবর বচন❀ধিবরের বাক্য শুনি হরিষ কুমার আদেশিলপ্রথমেকুমারীহৈতেপার❀কুমারীবলিলাকহিশুন প্রাণেশ্বর॥আগেতুমি পার হও অনন্তসাগর❀কুমারেবলিল শুন প্রিয়া প্রাণধণী॥অরন্যেতোমাকে যুক্ত নহে একাকিনী অরন্যে সঙ্কটমাঝে নারী পরিহরি॥ পুরুষ তরিতেযুক্তনহে প্রাণেশ্বরি❀পারহইরহজাইমনুষ্য আলয়॥পশ্চাতেহইবপার নাভাব সংশয়❀কুমারের বাক্য শুনি রাজার নন্দিনী॥গদ২ ভাসে জলে বিরহতাপিনী❀নৌকা আরহিলকন্যালৈজার ধিবর॥কুমার রহিল বসিসমুদ্রেরতীর❀ধিবরে বাহয়নৌকা যেহেন বিজলী॥এড়াইয়াগেলকুমারের তীরগুলি❀সমুদ্রের মাঝেগিয়াধিবর দুর্ম্মতি॥ভাটী মারি বাহে নৌকা অতিশীঘ্র গতি❀কন্যায়বুঝিলসেইধিবর চরিত॥কুমারকে স্মরিকান্দে মন সন্তাপিত❀ ধিবরে বলয় কন্যা না কর কান্দন॥সুশীল তোমাকেপ্রভু আমারকারণ❀আমাকেঅশ্রধ্যামনেনাকরসুন্দরী তোমাকেপালিব নিত্যপ্রাণপনকরি❀ভাল২মৎস্য সব দিব প্রতিনিতি ॥ আনন্দে ভক্ষিবা নিতী আমার সঙ্গতি❀ ধিব রের মুখে রমা শুনিহেনবানী॥ বহুলকান্দিল বালা অপমান গুণি❀কান্দন করিল বালা পাই মনেতাপ॥ লিখিলে পুস্তক বাড়ে সে সব বিলাপ❀প্রনতি করিয়া মাগে প্রভুরগোচর॥ অসতীনাকরমোরেত্রিজগঈশ্বর❀স্থাপিলামতোমাকরেমোর এই অঙ্গ॥ নাহৌক লঘুর হস্তে সত্য মোরভঙ্গ❀রক্ষকহইলে তুমি ত্রিজগৎ পাল॥সিংহেরেলঙ্ঘিতেকিবাজোগ্যতা সৃগাল রক্ষক হইলেআপেপ্রভুকরভার॥ একব্যাঘ্রে বধে মৃগ সহস্র

হাজার❋আপনেনারাখযদিদৃষ্টীআপনার॥ নিমেসেকে দহে অগ্নি সন্তাল সংসার❋ আঁপেধৈর্য্য নারাখিলে ধরনী অটল মুহূর্ত্তেকেভাঙ্গিমহীহইজায়তল❋যদিসে নারাখ নিজমারূত সম্ভরি॥তিলেকেভাঙ্গয়মহিচুর্ণবৎকরী ❋ গুস্তন নাকর যদি মহিমার বলে ॥ উথলে বরুন মহী মজিজায়জলে❋ বলবন্ত জনের হরিতে পার বল॥নির্ভয় করিতে পার নির্বলি সকল নির্বলির বলি তুমিদুর্গতিরগতি॥ নির্লক্ষেরলক্ষতুমিত্রিজগৎ পতি❋ এহেন সঙ্কটে মোর রক্ষা নাহি আর॥স্তাব্য সমর্পিল অঙ্গ চরণে তোমার❋ নৌকা বাহি কন্যা লই ধিবরদুর্জ্জন দিনঅবশেষেগেলআপনাভুবন❋ঘাটেতেআইলনৌকাশুনিয়া বগন॥মৎস্য নিতেআইল যত মাছুনিয়াগণ❋ ঘাটেতেআইল হাতে মৎস্যের টুকরি ॥ নৌকার উপরেদেখে পরম সুন্দরী দেখিল নৌকাতেমৎস্য নাহি কদাচন ॥ ত্রিলক্ষ মহিণী কন্যা অতিসুলক্ষণ❋দেখিয়াকন্যার রূপমোহ সর্বজন ॥ জ্ঞানপরি হরি সবেহৈল অচেতন❋কতক্ষনে জ্ঞান লভি নিকটে গমন কন্যাদেখি আশ্চর্য্য হইল সর্বজন❋কন্যাদেখি ভাবা যুক্তি করে নিরন্তর ॥ কি কর্ম্ম করিল এই চণ্ডাল বর্ব্বর❋পরিণাম ভয়কিছুমনেতে নাগুনি॥হরিল কাহার নারী হইতেউচ্ছনি নাহিক এহেনকন্যানৃপতীভুবনে॥ধিবরেরজোগ্যহেনবলিবেক কোনে❋এইকন্যাহইলধিবরেরকুলকাল॥আনিলকাহারনারী ঠেকিলজঞ্জাল❋কোথাতেনিজুয়ঘৃতকুক্কুরউদরে॥নাশোভে এহেনরমা চণ্ডালেরঘরে❋চণ্ডালেরপুত্র পৌত্র মৎস্য বেচি খায় ॥ অসম্ভব কর্ম্মকৈল মরণ উপায়❋এহিমতে নারীগণে ভাবেমনেত্রাশ॥এহি কন্যা মুলে হবে স্বমুলে বিনাস❋ তবে

জান ধিবরেকহেন্ত কন্যা তরে॥নৌকাছাড়িচলকন্যাআমার বাসরে❋তাশুনিয়ারাজবালাবিস্মিতঅন্তরে॥অকর্ত্তব্য চলি জায়ধিবরেরঘরে❋মৎসেরচাচরিএক আনিয়া সত্বরে॥বসি- বারেদিল তবে কন্যারগোচরে❋এরূপদেখিয়া কান্দে রাজ বালা সতী॥ মৎসেরদুর্গন্ধে মুণ্ডহেট কৈল অতি❋হেটমুণ্ডে কহে বালা ধিবরগোচর ॥ পরিস্কার করিদেও আর একঘর ধিবরশুনিয়াহেনকন্যারউত্তর॥অতিশীঘ্র গৃহএককৈলপরি- স্কার❋সেগৃহেপ্রবেশি বালা কহেমধুবানী॥কহিল আমাকে দেও কাতি এক আনি ❋ বহু দিন অনাহার অন্ন নাহিখাই করিতেরন্ধন সজ্জাহস্তেকাতিনাই❋বাড়িয়াছেহস্তপদে নথ বহুতর॥কাটিবসে সব নোখ দেখিতে দুস্কর ❋ ধিবর হরিষ শুনি কন্যা মুখেবানি॥কন্যার হস্তেতেকাতিশীঘ্রদিলআনি কাতি পাইমনে ভর্সা রাজকন্যা সতী॥ধিবরে সংহারি কিবা হই আপ্তঘাতী❋সেইকাতিরাজকন্যানিজহস্তে ধরি॥অধিক কুপিত মনে বসিল সুন্দরী❋ দিবস বহিয়ে অস্তগেল দিবা কর॥ অন্নের উদ্দেশ নাই ধিবরের ঘর❋নগরেতে জাইসেই ধিবর দুর্ম্মতি ॥ ভোজনের দ্রব্য কিছু আনিল সঙ্গতি❋রন্ধন করিয়া অন্ন ধিবরভুঞ্জে নে॥ শীঘ্রলই অন্ন জায়কন্যারসদনে কাষ্ঠেরভাণ্ডেতেঅন্নভরিদুরাচার॥কন্যায় গাড়িলঅন্নমাটীর মাঝার ❋ বান্ধিল গৃহের দ্বার অতি শীঘ্রগতি॥হস্তেকাতি লই বৈসেরোকবালাসতী❋এইমতেনিশিগঞ্জি দ্বিতীয়প্রহর কন্যার নিকটে গেল চণ্ডাল বর্ব্বর❋ দ্বার মেলিবারে চাহে চণ্ডাল দুর্ম্মতি॥তর্জিয়া কহেন্ত কথারোকবালা সতী❋ দ্বার মেলিবারে চাহ কেন দুরাচার ॥ মরণ নির্ব্বন্ধ বুঝি পুরিল

তোমার❋ধিবরেকহিলমোকে নাচিনসুন্দরি॥কুমারবিদিতে
তোমা আনিয়াছি হরি❋ কুমারীবলিলপাপ ছাড়হ কু-আশ
কেনে চাহ অবিলম্বেহইতেবিনাশ॥জদ্যপি চাহিসপাপদ্বার
মেলিবার॥ এইকাতি হানি মুণ্ড কাটীবতোমার❋কামভাবে
উন্মত্তধিবর দুর্ম্মতি॥দ্বার মেলিবারে চাহে মত্ত হই অতি ❋
তাদেখিয়ানৃপসুতাঅতিক্রোধমন॥লঘুহস্তেদ্বারেকাতিহানে
ঘন২❋ধিবর কন্যারগতিবুঝি নিজমন ॥ প্রাণ ভয়ে স্থগিত
রহিল কতক্ষণ❋কন্যায় বলিল শুন ধিবর বর্ব্বর॥ নাদেখিলা
পতিমোরদেবপুরন্দর❋বধিতেতোহাকে পাপদেব শুরপতি
মোরেপাঠাইল পাপতোহার সঙ্গতি❋ইহাতেনাবুঝতুহিমুড়
পাপাশয়॥ভিন্নপুরুষেতেকেব৷ নারীসমর্পয়❋ যদিসে দুর্দ্ধর
হয় ধিককুপণ্ডিত॥নিজ নারীনাদেভিন্নপুরুষ সহিত❋অবশ্য
জানহমোরপতিদেববর॥ অন্তর্ধ্যানেআছেমোরসঙ্গেনিরন্তর
কামভাবে চাহ যদিমোকে লঙ্গিবার॥আশ্চম্বিতে আসিমুণ্ড
খাইবেতোমার❋কামদৃষ্টেহরি সিতালঙ্কার রাবন॥স্ববংশে
বিনাসহৈলপাপের কারণ❋নিজদশমুণ্ড গর্ব্বেপাপ আরম্ভিল
দশমুণ্ডে একমুণ্ড রাখিতেনারিল❋একমুণ্ডলইদুষ্টকোনগর্ব্ব
ধরি ॥ আরম্ভয় হেন পাপ ধর্ম্মপরিহরি❋ জানহ দেবেরদেব
সত্যমোরপতি॥লঙ্গিতেআমাকে চাহধিবরদুর্ম্মতি❋রাবনের
পুত্র শতপৌত্র সহস্রেক ॥ সবংসে বিনাসহৈল নারহিল এক
পুরুষবধেরভয়ভাবি নিজমনে॥ভাঙ্গিয়া মনেরভেদকহিতে-
কারণে❋নহেতোকে বধিতে আমার পতিরাজ॥ বধি.লক
যেনবধেপভঙ্গ অব্যাজ❋ইন্দ্রেরবরমনিআমিজোগ্যনহিতোর
অকালে মরিতেচাহ হইমতিভোর❋সর্ব্বথা তস্মারপাপমনের

কু-আস ॥ নহে সে দেবের হাতে সবংসে বিনাস ❋ যদি সেন্দ্রা হয় মোর পতি দেবরাজ ॥ কোথায় মনুষ্য হেন আছে ক্ষিতী মাঝ ❋ জার রূপ দেখি পাপ হৈলা মোহশ্চিত ॥ না শোভয় যে বিদ্রূপ তাহার সহিত ❋ তৃণ হই ব্রহ্মার সহিতে কর বাদ ॥ আপনি ইচ্ছিতে চাহ আপনা প্রমাদ ❋ কন্যার বচন সত্য জানিয়া ধিবর প্রাণভয়ে কম্পবান হৈল কলেবর ❋ ইন্দ্রদেব হেন জানি হৈল চমকিত ॥ মহাভয়ে দেহপ্রাণ ছাড়ে আশচম্বিত ❋ মৃত্যুভয় গুণি মনেক মদিলভঙ্গ ॥ কেশরী দর্শনে যেন পলায় কুরঙ্গ ❋ ব্যাধিরে হরিল যেন মনের হরিষ ॥ মৃত্যুভয় কামক্রোধ মনে লাগে বিষ দেব নাম শুনি বহু উপজ্জিল ডর ॥ কন্যা পরিহরি হৈল প্রাণের কাতর ❋ ধিবর শরীরে নারহিল বীর্য্যবল ॥ দেবভয় হেতু বুদ্ধি হরিল সকল ❋ ধিবরে ভাবয় মনে সত্য এবচন ॥ মনুষ্যের রূপ হেন নহে কদাচন ❋ লোভে ঘরে আনি দিনু কালের আশ্রম ॥ জানি শুনি গৃহে আনি সঞ্চারিনু যম ❋ বিপাক হইল মোর ঘটিল মরণ ॥ হরিনু দেবের ভার্জ্জা মরিতে কারণ ❋ এইমতে ধিবর ত্রাসিত কলেবর ॥ নিজ স্থানে চলি গেল বিস্মিত অন্তর ❋ হেন কালে নিশি শেষ হইল প্রভাত ॥ কন্যায় ধিবর ডাকি আনিল সাক্ষাত ❋ ধিবরকে কহে ছাড় মোনের কু-আস ॥ আজ হতে তোকে আমি দিনু পুত্রবাস ❋ রহিব কতেক দিন তোমার আলয় তুমি পুত্র আমি মাতা জানিও নিশ্চয় ❋ ভ্রমিতে নানান দেশে তির্থ তির্থান্তর ॥ চলি গেল পতি মোর রাখি তোর ঘর ❋ নারী সঙ্গে যদি সে ভ্রময় নানা দেশ ॥ দেবমণ্ডলেতে লজ্জা গুণিয়া বিশেষ ❋ তে কাজে পাঠাল মোকে তোমার সহিতে ॥ সত্য জান চাহে দেবে তোকে পরীক্ষিতে ❋ গুরু পত্নি ভাবে মোর মান্য করি

গতি॥সম্পদ বাড়িবেতোর হবি ধন পতি✽অবিলম্বে সম্পদ
বাড়িবে সহসাৎ ॥ ধন জন সঙ্গে তুমি হইবা কৃতং✽সুন্দর
কামিনী লাগি শ্রধা যদি অতি ॥ করাইব পঞ্চ বিভা সুন্দর
যুবতী✽নহেযদি আমাহেতুমনেতেকু-আশ॥ এইপাপমুলে
হবে সবংসে বিনাস✽নিজপ্রাণ ভয়গুণি ধিবরকাতর॥জননী
ডাকিয়া পড়ে পায়ের উপর ✽ জখনে মা বাপ ঘরে কন্যা
অবস্থার ॥ ছয় গোট লাল জান আছিল কন্যার✽ সেই ছয়
গোটলালমনকৌতুহলে॥বিবাহেরদিনেবান্ধিছিলেন অঞ্চলে
সেই মণি হতে এক অমুল্য রতন॥ধিবরের হস্তে বালা দিল
তৎক্ষণ✽কহিলতোমাকে দিনু অমুল্য রতন॥ এইরত্ন জান
সপ্ত নৃপতির ধন ✽ ধিবরে দেখিয়া রত্ন বহ মুল্য ধন॥থর২
কাঁপে অঙ্গ চমকিত মন✽ ধিবর কহিল মাতা শুন নিবেদন
কদাচিতজোগ্যমোরনহেএহিধন✽মোরহস্তেকেহযদিদেখে
এ রতন॥ চোরশব্দে প্রাণে মারি কাড়ি নিবে ধন✽ধিবরের
বাক্যশুনিমহারাজ সুতা॥ছিড়িয়া গলার হার দিলেক মুকুতা
বলিল মুকুতা লই করহ গমন ॥ মহাজন প্রতি কৈবে এসব
বচন✽ মোর এথা আসিয়াছে সাধু একজন॥পথশ্রমে কাতর
অতি কিঙ্করগণ✽তেকারণে সাধুবরহস্তেতে আমার ॥ মুক্তা
একদিলবিকিকিনি করিবার✽এরূপকহিলযদিমহারাজসুতা
চলিল ধিবর হাতেলইয়ামুকুতা✽কন্যারপ্রমর্শপ্রায় কহিয়া
বচন ॥ বিকি করি মুকুতা আনিল বহুধন✽ধিবরের স্ত্রীপুত্র
ছিল দিগম্বর॥সেসবেরে পরাইলপাটপাটশ্বর✽নানাঅলঙ্কার
দিলদেখিতে শোভিত॥ অষ্ট অঙ্গেকৈলহেন রজতে জড়িত
ধিবরেরতরেবালাআদেশেবচন॥সমুদ্রের তীরেগৃহবান্ধিতে

কারন॥ ভালমতেবান্ধ একপাষানের ঘর॥ তথায় রহিবগিয়া হই একাস্বর॥ সেগৃহসমীপে বান্ধ অতিথী মণ্ডব॥ নগরবাজার কর বান্ধি গৃহ সব॥ আর একমুক্তা নেও বহু মুল্যধন। নগরেতে গৃহ সব বান্ধ শুলক্ষণ॥ নগরেতে বান্ধগৃহদিব্য২ অতি অবিলম্বে এই কর্ম্মকর শীঘ্রগতি॥ গৃহ সব বান্ধযেন ইন্দ্রের ভুবন॥ সৎ কর্ম্মে যত লাগে দিব তত ধন॥ অন্নশালাপাকশালা রচহ মণ্ডব॥ আসিয়া রহিবে যত দেশান্তরি সব॥ জতেক বিদেশী দেশান্তরি নরগণ॥ আসিয়া বঞ্চয়যেনঅতি রঙ্গমন॥ একশত মুদি খানা কর সারি২॥ একসত কুম্ভ আর একসতঝারি॥ অন্নভুঞ্জিবারে জল করিবারেপান॥ বিদেশী ভ্রমিকসবে আসিএইস্থান॥ কুমারির আজ্ঞা অনুরূপে এসকল খিবরে করিল কর্ম্ম মন কৌতুহল॥ সাধিয়া এসব কর্ম্ম আজ্ঞা অনুমান॥ বার্ত্তা জানাইল জাই কুমারির স্থান॥ সেইগৃহমাঝে বালা হই একাকিনী॥ সমুদ্রের তীরে জাই রহে বিরহিনী বিরহে বিকল রমা মনে অতিক্লেশ॥ আরম্ভিল তপজপতপস্বিনীভেস॥ তবেবালাকুমারেরকল্যানমানস॥ নিশা ভাগে ভরে জল শতেক কলস॥ নিজ হস্তে ভরি কুম্ভ রাখেসারী২ শতেক কলসি মুখে রাখে সতঝারি॥ তৃষ্ণাকুলগণেজলকরিবারে পান॥ এইপুন্যে পুরিবারে মানসকল্যান॥ সেইস্থানে শীঘ্র আসিমিলিবারেপতি॥ প্রভুপদেমাঙ্গেএইমনেরআরতি পুনিঘরেপ্রবেশিয়াদুয়ারবান্ধিয়া॥ কুমারসন্তাপেনিশিগোঙায় কান্দিয়া॥ দিবস হইলে গৃহে রহেন্ত বসিয়া॥ কুমারেরপন্থ অন্ত গবাক্ষে হেরিয়া॥ এই নিতী ক্রমে এথা রহে কন্যা সতী॥ তথা বৃক্ষ তলে কান্দে সাহার সন্তুতি॥ সাহাবদ্দিন

মোহাম্মদ চরণে প্রনতি॥ আবদুল হাকিম প্রতি সেই পদগতি ❋

রাগ পরিতাল ছন্দ ॥

এথা বসি বীরে, সমুদ্রের তীরে, কান্দেন নৃপতিনন্দন॥ কন্যার উদ্দেশ, না পাই বিশেষ, নিত্য দগধয় মন ❋ অধিক সন্তাপে সঘন বিলাপে, প্রাণ দগধয় শোকে॥ বিধাতা বিমতি, মোর দৈব গতি, ধিবরে ভাণ্ডিল মোকে ❋ আমার যুবতি, হরিল দুর্ম্মতি, দৃষ্টির উপরে মোর॥ পুরিতে নির্ব্বন্ধ, আমি হৈনু ধন্দ আঁখি মোর হইল ঘোর ❋ সত্যের কারণে, পরিমাণ মনে, নাগুনি হইনু বর্ব্বর॥ এহেন সন্তাপ, মোর প্রাণপাপ, কেন ধড়ের অন্তর ❋ দর্শন অবধি, নাহি দেহ যদি, তবে মোর দরশন প্রিয়া রোকবালা, হই প্রেম জ্বালা, চাহে ত্যাজিতে জীবন বিবাহের রঙ্গ, সব কৈল ভঙ্গ, মনে ভাবি ভিন্ন নারী॥ পন্থের গমনে, বহু শোক মনে, দিনু ছাড়িয়া কুমারী ❋ প্রিয়া চন্দ্র মুখি, হই মন দুখি, পরিহরি মান্য লাজ॥ হইয়া দুর্গতি, আমার সঙ্গতি, প্রবেশে বনের মাঝ ❋ এতেক আপদ, গুনিয়া সম্পদ, মোর প্রেমে রঙ্গ মতি॥ হেন প্রাণ প্রিয়া, মোকে না দেখিয়া, হইয়াছে কোন গতি ❋ অরুণ বরণ, সুন্দর বদন, শোকে হইয়াছে মলিন॥ সাহার নন্দিনী, মোর প্রাণধনি, হৈল কাহার অধীন ❋ ধিবর বদনে, কুরঙ্গ নয়নে, চাহ কোন ছার মুখ॥ সজিবে রহিতে, রহিব কিমতে, অপমানে ফাটে বুক সাহা সেকান্দর, জগৎ ঈশ্বর, তুমি পুত্র বধু তান॥ সয়াল সংসার, তোমা অধিকার, তোমা এত অপমান ❋ প্রধান উত্তম কেব তুমি সম, সাহা আমির নন্দিনী॥ ললাটে লিখন, না জায় খণ্ডন, হৈলে দুখের দুখিনী ❋ তোমার উদ্দেশে, ভ্রমি দেশে২

যদি তোমা নহি পাই॥ সত্য এবচণ, তেজিব জীবন, মরিব গরল খাই ॥ হাকিম রচনি, সুন বীর মনি, পরিহর মোন ক্লেশ তোমা মন হিস্ত, পুরিতে বাঞ্ছিত, হৈল প্রভুর আদেশ ॥ অধিক জতনে, প্রভু নিরঞ্জনে, কন্যা রাখিল লুকাই॥ মন রঙ্গে অতি, কন্যা লালমতি, বিভা কর তথা জাই ॥

রাগ পয়ার ছন্দ ॥

এইমতে কতক্ষণ সাহার নন্দন॥ কন্যার বিচ্ছেদে কান্দে শোক আবিষন ॥ হেন কালে মহাশব্দ সমুদ্রে উঠয়॥ গিরীসৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন সমুদ্রে পড়য় ॥ শব্দ শুনি যুবরাজ নিরিখে সাগর॥ সমুদ্র কুলেতে দেখে সর্প অজাগর ॥ তড়েতে উঠিল আসি সর্প ভয়ঙ্কর ॥ চুর্ণবত করি আসি পর্ব্বত শিখর ॥ দেখি সেই মহাসর্প ত্রাসিত কুমার॥ অলক্ষিতে রহে জাই বনের মাঝার ॥ কুমারে দেখি সর্প আসিয়া সত্বর॥ উঠিতে লাগিল তবে বৃক্ষের উপর বৃক্ষের উপরে বীর যদি দৃষ্টি কৈল ॥ সিমরোগের বাসা তথা কুমার দেখিল ॥ দেখিল কুমার সেই বাসার উপর ॥ বসিয়াছে দুই ছাঁও পরম সুন্দর ॥ সিমরগের সেই দুই ছাঁও খাইবার উঠিতে লাগিল বৃক্ষে সর্প দুরাচার ॥ ছাঁএর নিকটে যদি গেল অজাগর ॥ সর্প দেখি দুই ছাঁও হইল কাতর ॥ তা দেখিয়া ক্রোধ মনে সাহার কুমার ॥ হস্তেতে লইয়া ধনু করে হাহাকার ॥ তর্জ্জিয়া কহেন্ত বাক্য নৃপতি কুমার॥ শুনরে পাপিষ্ট সর্প দুষ্ট দুরাচার ॥ ছাঁয়ের নিকটে পাপ না কর গমন॥ যদি বা জাওরে পাপ করিব নিধন ॥ কুমারের অহঙ্কার শুনি অজাগর॥ বৃক্ষতলে দেখে এক কুমার সুন্দর ॥ সর্প রাজ বলে সুন নৃপতি নন্দন অকারণে দর্প কর মরিবা কারণ ॥ তোমাকে দেখিয়া মোর

দয়া লাগে অতি॥ তেকারণে ছাড়ি দিনু জাও শীঘ্রগতি৷৷ ভক্ষিতে আইনু আমিআপনাআহার॥ ভক্ষনেতে বাধাকেন ধর্ম্মতাতোমার৷৷দেখিতেসুন্দরশিশু দয়াতেকারণ॥ খাইতে বন্ধকমোর না হও কদাচন৷৷কুমারেবলিল শুনসর্পদুরাচার॥ ছাঁওপরিহরিপ্রাণরাখআপনার৷৷আহারজনিতেগিয়াআছে মাও বাপ॥ তেকাজে খাইতে ছাঁও আসিয়াছপাপ৷৷জনক জননী নাই ছাঁয়ের বিদিত॥ তেকাজেসাহায্যআমিহইতে উচিত৷৷আমার বিদিতপাপ নাকর অধর্ম্ম॥অন্যস্থানেজাই পাপ কর চুরি কর্ম্ম ৷৷ তরে জানি বলবন্ত মহা বীর্জশালি॥ ছাঁয়ের জনক আগে কয়গা বুরালি৷৷ছাঁওহতে অন্ত হইরহ কতক্ষণ॥জনকজননীআগেকরিশুভক্ষণ৷৷জনকঅগ্রেতেছাঁও খাইলে দুর্ম্মতি॥বিসম্বাদ নহে মোরতোমার সঙ্গতি৷৷ জখন ক্ষেপিবেমুখছাঁওখাইবার॥তিক্ষ্ণবানেমুণ্ডতোর করিববিদার মুহর্ত্তের কর্ম্ম নহেতোকেসংহারিতে॥কুক্ষণেতামার আগে আইলেমরিতে৷৷নাকরঅন্যায়কর্ম্মনাহওনিধন॥ প্রাণলইয়া নিজস্থানে করহ গমন৷৷শুনিয়া কুমার বাক্যক্রোধঅজাগর সোসয়েজেহেন মহামারুতপ্রখর৷৷ মুখহতে খসি পড়েঅগ্নি রাসি২ ॥ সহস্রেক বৃক্ষ বেড়িলেজে ধরে গ্রাসি ৷৷ কোটি২ বৃক্ষ ভাঙ্গে নিজ পুচ্ছে বেড়ি॥ ঠনাঠনি মহা সব্দউঠেদড়মড়ি ভাঙ্গয় সালের তরু গজালিরগণ॥ ক্রোধে নাসিকার শাষে অগ্নিবরিষন৷৷দন্তেকাটিপাড়ে বৃক্ষ সর্প মহাবল॥ খসিপড়ে রাসি রাসি মুখের গরল৷৷কুমার কে উপহাস্য করে সর্পবর অকাজেমরিতেআইলেআমারগোচর৷৷শুনরে মনুষ্য শিশু তোকে কিবা ডর ॥ ভক্ষিব পক্ষির ছাঁওতোমারগোচর ৷৷

পশ্চাতে নামিয়া বৃক্ষ হতে অবিশ্রামে॥ খাইব তোমাকে আজি
অস্থি মাংস সমে॥ আপ্ত রক্ষা করিতে মারিবে আপে আপ
কোন গর্ব্বে মোর আগে কর বাক্যালাপ॥ এবলি ধরিতে ছাঁও
মুখ খেপে আগে॥ কুমার হানিল শর সর্প কণ্ঠ ভাগে॥ ক্রোধ
হৈল অজাগর খাই তিক্ষ্ণ শর॥ কুমারে ধরিতে লেজ বাড়ায় সত্তর
তা দেখিয়া যুবরাজ অতি তুরমান॥ সর্প মদ্ধ দেশে জুড়ি হানে
তিক্ষ্ণ বান॥ বৃক্ষ সমে হানি সর্প কুমারে রাখিলা॥ হস্তে খড়্গ
লই সর্প কাটীতে লাগিলা॥ খণ্ড২ করি সর্প কুমারে কাটীলা
বসনে বান্ধিয়া মাংস বৃক্ষেত চড়িলা॥ ছাঁয়ের নিকটে জাই
সাহারনন্দন॥ দুই ছাঁও প্রতি কহে গৌরব বচণ॥ তুমা দোহে ভক্ষি
বারে অতি মনরঙ্গ॥ আর হিল আসি বৃক্ষে এ পাপ ভুজঙ্গ॥ পরম
সন্তোস মনে তুমি দুই জন॥ সে দুষ্ট সর্পের মাংস করহ ভক্ষণ
জনক জননী তোমা নাহিক নিকটে॥ তে কাজে সাহায্য হৈনু
পরম সঙ্কটে॥ যে সকল বলহিন অনাথ ভুবন॥ তাহার অন্যায়
যদি করে দুষ্ট জন॥ সাহায্য না হয় যদি দেখি বিদ্যমান
মহাপাপ হয় তার শাস্ত্রের বিধান॥ তে কারণে সংহারিনু সেই
দুষ্টমতি॥ নিজ সত্রু মাংস খাও মনরঙ্গে অতি॥ এবলি সর্পের
মাংস দিল ছাঁও মুখে॥ দুই ছাঁও মাংস খায় অতি মন শুখে
সর্প মাংস খাই ছাঁও সন্তোস হইল॥ সেই বৃক্ষ তলে নামি কুমার
রহিল॥ দিন অবশেষে দুই পক্ষি মহাবল॥ আহার লইয়া
আইল মন কুতুহল॥ দুই পদ পক্ষে গজ মুখে এক আর॥ দুই
পক্ষি দশ গজ আনিল আহার॥ আর দিন আহার আনিতে সেই
ক্ষণ॥ ঘনরায় সব্দ করে ছাঁও দুই জন॥ আজিকা ছাঁয়ের সব্দ
না শুনি শ্রবনে॥ বাসরে পড়িল পক্ষি হুতাসিত মনে॥ দেখিলেক

দুইছাও নিশব্দে আছয়॥সঙ্কচিত হই পাখী ছাঁওকেপুছয়
কিলাগি চিন্তীতঅতিবিশ্মিতঅন্তর॥মাতা পিতাতরে ছাঁও
না দেয় উত্তর ❀ বিনয় করিয়া দুই পাখী বহুতর॥জিজ্ঞাসা
করিলক্রোধ কিসের অন্তর❀বাপমাওপ্রতিকহে ছাঁওদুই
জন॥পশ্চাতে কহিবজেবামনেরবেদন❀জনকজননীকহমৃত্য
বিবরণ ॥ এথাকতদিন হয় বঞ্চ দুইজন❀জ্যেষ্টসহোদরভগ্নী
জন্মিল ক্ষিতীতে॥ নহে কিবা বাঁজা রূপে ছিলাপৃথিবীতে
ছাঁওতরে কহেপক্ষি শুনহ সতত॥ এই বৃক্ষে বঞ্চিমোরাঅব্দ
সাতশত❀জতেক জন্মিল তোমা ভগ্নী ভ্রাতাগণ॥ কহিবার
অন্ত নাই নাজায়কহন❀সেইসকলছাঁওপাল্য করিনিরন্তর
বয়সহইলেতুমি দুইসমস্বর❀আহার আনিয়াচাহি বাসরেত
নাই॥নাজানি কিহয়কিছু নির্ণয় নাপাই❀তুমিদুইছাওপ্রতি
ভর্ণা কি আমার॥রাত্র দিনেএইচিন্তাচিন্তীঅনিবার❀ছাঁও
বলে বাপ মাও হই জন্ম দাতা॥কৃপাছাড়িজাওকেনেনাহও
রক্ষিতা ❀ কার হেতু পরিশ্রম করেপাল্য করি॥ উড়িবার
সময় কেবা লইজায় ধরি❀ত বিচারেসে সকল হইলবিনাস
আমিদুইছাঁওপ্রতিকেনেকরআশ❀জনকজননীদোহেকহে
বিবরণ॥কিলাগিআহারআজিনাকরভক্ষণ❀কাহাকেদেখিলা
কিবাশুনেছ বচন ॥ আমিদোহনকেকহসত্যবিবরণ❀ছাঁও
বলেশুন কহি শঙ্কট আমার॥ জিউদান ছিল আমা বিদেশী
কুমার❀ওই দেখ বসিয়াছে মহা বৃক্ষতলে॥প্রাণরক্ষা কৈল
মোর এইমহাবলে❀সমুদ্র হইতেউঠি সর্প অজাগর ॥ আমি
দুইভক্ষিবারেআইলসত্তর❀বাসারনিকটেআইলসর্প ভয়ঙ্কর
সত্রুদেখি প্রাণভয়ে হইনু কাতর❀বৃক্ষতলে বসি এহিকুমার

দেখিল॥মাতাপিতানাহিহেননিকটেজানিল॥অনাথদেখিয়া
আমা কৃপা বাসি অতি॥ আমাদোহেসাহায্য হইল মহামতি
বহু বকাবকিকৈল সর্পের সঙ্গতি॥অবশেষেসর্পে সংহারিল
মহামতি॥ কুমার সহিতে সর্পে কৈল মহারণ॥ সাস সঙ্গে
কৈল সর্প অগ্নি বরিশন॥ এহি বৃক্ষ তলেদেখসর্প দুরাচার
ভাঙ্গিলসালের তরু হাজারে হাজার॥ মহাবির্য্যস্বালি এই
দুর্জ্জয় কুমার॥ অবিলম্বে মহা সর্প করিল সংহার॥তোমার
ঔরসে জন্ম আমিদুই অঙ্গ॥বিনাসিতেসেজনমআইলভুজঙ্গ
আমাদুইপ্রাণ রক্ষা করিল কুমার॥ তেকাজেহেন জন্ম হৈল
পুনর্ব্বার॥তেকারণে ধর্ম্মপিতা মনুষ্য কুমার॥ সংহারিল পুর্ব্ব
বৈরি সর্প দুরাচার॥ সত্রু মাংশ আমাদোহানেরেভক্ষাইল
অতি সেগৌরব মনে আশ্বাস করিল॥ বহুদিন হৈতেভ্রমে
বনেরমাঝার॥নাজানি একতেকদিনেরঅনাহার॥কিকারণে
অরণ্যে ভ্রময়প্রতিনীত॥ কাহার তনয় কিবা মনের বাঞ্ছিত
এসকল বিবরণ কহ তত্ত্বসার॥ তবে মোরা দুই জনে করিব
আহার॥ছায়েরবচনশুনিকরুনাসাগর॥নিজছাঁওপ্রতিবার্ত্তা
কহে পক্ষীবর॥ এসব আশ্চর্য্যকথাঅপুর্ব্বভারতী॥সাহাসেকা
ন্দর সপ্ত আকলিমেরপতি॥সঃ ফসমুলুকসেইসাহারসন্ততী
চলিলেন্তবিবাহকরিতেলালমতি॥ এস্রানভুবনেবালামগ্রিব
দেশেতে॥মসরিকহইতেবরজাইবেকিমতে॥অকারণে চলি
য়াছেনাবুঝিসন্তত॥বিবাহেরঅধ্যানহেমরিবারপথ॥লালমতি
তুল্য ভবে নাহিযে কামিনী॥ জিনিলস্বর্গে রহুর এস্রাননন্দিণী
লালবানুবার্ত্তা শুনিনৃপসুতগণ॥ সহস্রে২ জাই ত্যাগয় জীবন
অঘোর বনের পন্থ এসপ্ত সাগর ॥ মশরিকেরগতি নাইপন্থ

দুরান্তর❀পঞ্চ শত অব্দ যদি চলে কদাচন॥ তবেজাই পায় লালমতির ভবন❀মসরিক,মগ্রিবহৈতেকরিতেপয়ান॥ পঞ্চ শত বৎসরের পন্থ পরিমাণ❀নাজানি কি গর্ব্বে করি-আছয় গমন॥ কু-বুদ্ধি পাইল কিবা মরিতে কারণ❀ সেসব সঙ্কট বার্ত্তা পুছ কি কারণ॥ মগ্রিবেতে জাইতে নারিবেকদাচন অনিবর্ত্তেচলিয়াছে মরিতে কারণ॥সে বাক্য পুছিলেতোমা কোন প্রয়োজন❀ অনাহারে দুখ পাও করহভক্ষণ॥কিহেতু চিন্তিত তুমি হওদুইজন❀ছায়ে বলেপ্রতিজ্ঞাকরিনু তোমা আগে॥ যদি সে আহার করি প্রভু দিব্য লাগে ❀ জদ্যপি না করেএহি কুমারভোজন॥না করিব ভক্ষণ জানহ কদাচন ছাঁয়েরপ্রতিজ্ঞাহেনশুনিবিপরিত॥দুইপাখী হইলেক অধিক চিন্তিত❀ মনুষ্য না হইজাব নগর বাজারে॥মনুষ্যেরভোক্ষ আনি দিব কিপ্রকারে❀ছাঁয়ের জননীবলে শুনপ্রাণপতি॥ নানা ফলে বৃন্দা রচিয়াছেলালমতি❀সেউদ্যান হতে আনি দেওনানাফল॥সেইফলেকুমারহইবেকৌতুহল❀আমাদোহা নের পুর্ব্ব বৈরিদুরাচার॥খাইল জতেক ছাঁও হৈল বারেবার❀ যেইশত্রুবংশনাশকৈলবারেবার॥মারিলসেমহাশত্রু এই বীরবর বংশ রক্ষা কৈলতোমা সংসারের মাঝ॥ প্রাণপনে যুক্ত তার সাধিবারেকাজ❀শুনিয়া নারীর বাক্য পাখীতত্তেক্ষণ॥লাল বাগু উদ্যানেতে করিলগমন❀সেইবৃন্দামাঝেনানা ফলঅনু-পম॥ আঞ্জির আঙ্গুর সেব কিস্মিশ বাদাম ❀ অমৃত খোরমা ইক্ষু পেপিতা কমলা॥আনার আখরোট ফিরণী চাম্প-কলা গোলাব-জামুন আর আনারশ ফল॥ শ্রীফলওখরবুজাআতা নারিকেল❀সেই বৃন্দা হতে নানা ফল রাশি রাশি॥ আনি

সেকপক্ষিরাজ চুঙ্গলেতেগ্রাসী❋বৃক্ষতলে বসিয়াছে সাহার সন্ততি ॥ করজোড়েভক্তিভাবে মান্যকৈলঅতি❋কুমারকে পক্ষিরাজ সম্ভাসি বিশেষ॥ভক্ষিতেসকলফল করিল আদেশ পাখীর মান্যতা দেখি মনকুতু হল ॥ মন শুখে যুবরাজ খায় নানাফল❋কন্যার বৃন্দারফলপাই আনন্দিত॥ মধুহতেমিষ্ট লাগেগন্ধে আমোদিত❋পরমআনন্দেভ তিবিরগুণবান॥লাল বানুহস্তেযেনমধুকরেপান❋ পরমহরিষে হসি সাহার কুমার কন্যা হস্তে ভুঞ্জেযেন নানা উপহার❋ তবে মহাপক্ষিরাজ বাসরেতে গিয়া॥ ছায়েরসমুখেদিল আহার আনিয়া❋মনের সন্তোষেছাওকরিল আহার॥জনকেরেকরজোড়েমাগেপরি-হার❋আঁখিরপলকেজাই হরিষ অন্তরে॥কাহার বৃন্দার ফল আনিলাসত্তরে❋ছাঁওপ্রতিপক্ষীরাজকহেস্তভারতি॥ জানহ এস্রান সাহা মগ্রেবের পতি ❋ লালমতি নামে হয় তাঁহার নন্দিণী ॥ পরম স্নুন্দরীবালা ত্রিলোক্ষমোহিনী ❋ ভাল এক বৃন্দা রচিয়াছে রাজসুতা ॥ অ নিনু এসব ফল শীঘ্রজাইতথা মহা নৃপসেকান্দর সয়ালেরপতি॥তাঁহানতনয় এই বীর মহা মতি❋তারযোগ্যফলঅন্য বৃন্দাবনেনাই॥তেকাজে আনিনু ফল শীঘ্র তথা জাই❋ছাওবলে জনক শুন❋নিবেদন॥এহেন নিকটে লালমতিরভুবন❋তবেকেন যুবরাজতথা নাহিজায় অরন্নেতেবৃক্ষতলে মহা দুখপায়❋ ছায়ের বচণ শুনি কহে খগ পতি ॥ তথাতেজাইতেনাহি মনুষ্য শকতি❋এসপ্তসমুদ্র হয় অতি ঘোরতর ॥ নৌকা মাঝি নাইতথা নির্লক্ষ্য সাগর সেসব সমুদ্রে ন হিমনুষ্যেরগতি॥কেমনে হইবেপার সাহার সন্ততি❋শুন্যেউড়িজাই আমি বলে আপনার॥মনুষ্য শকতি

কিবা হইবারে পার॥ছাওবলে দয়। যদি আমা দোহপ্রতি
অবিলম্বেএইকর্ম্মকর শীঘ্রগতি॥আমাদোহ ছায়ের সন্তোষ
করমন॥কন্যার বৃন্দাতে লওসাহারনন্দন॥উপকারিজনেরনা
কৈলেউপকার॥ভুবনেবিফল ছার জীবনতাহার॥ বংশরক্ষা
কৈল তব এই গুণবান ॥ অপার সঙ্কট হতে কর পরিত্রাণ॥
এফলভক্ষনেনহেসন্তোষকুমার॥একর্ম্মনাহয়তোমাযোগ্যউপ
কার॥ভক্ষহতেঅনুগ্রহনাহিকতাহার॥প্রিয়াবিনে বিষলাগে
রাজ্য উপহার॥বিষ২ জানি নিজ রাজ্য সিংহাসন ॥ বর্জ্জিল
সম্পদ যত কন্যার কারণ॥হাস্যরস আনন্দ মঙ্গল যত ইতি
সকল বিফল তার বিনালালমতি॥সপ্তভুবনেরপতিজনেকে
ছাড়িয়া ॥ চলিয়াছে প্রিয়ালালবানু উদ্দেশিয়া॥কন্যা বিনা
প্রাণ সান্ত নাহয় তাহার। এসপ্ত সমুদ্র তাকে করিদেওপার
কন্যারনিকটেনিয়াদেওশীঘ্রকরি॥তবেই জানিবতুমিযোগ্য
উপকারী ॥ নহে বৃন্দাবনে নিয়া দেও স্নেহ গুনি ॥ কারবা
তোমাতেজেবা কার্য্যহয়পুনি॥পুরিলে কুমার প্রতি বিবাহ
বাঞ্ছিত॥দেশে গানিদিতেপুনিতোমাকেউচিত॥জনকজননী
পদে মাগি পরিহার ॥ করিতে এমন কর্ম্ম উচিত তোমার
কুমারেরএকর্ম্মনাকৈলেকদাচন॥সত্যমোরা দুইছাওতেজিব
জীবন॥পাখীবলেশুনছাওবচনআমার॥কেমতেকরিব পার
মনুষ্য কুমার॥ছাওবলে ভাণ্ডিমোকে নাকহ এমত ॥ এক
বারে জান তুমিদশঐরাবত॥করিতেসমুদ্রপারনৃপতিকুমার
তেকাজে চিন্তহ কেন মনুষ্য কিভার ॥ পাখীবলে নাবুঝহ
বালক চরিত ॥ মনুষ্যের ভারহেতু না হই চিন্তিত॥মনুষ্য
পতঙ্গ হেননাগুনি নয়নে ॥ কেমনে সন্তরি নিবএহিভাবিমনে

নখেযদিগ্রেহি অঙ্গ হইবে বিদার॥যদিসেগ্রহিয়ে চঞ্চু সমুলে সংহার॥ছায় বলে শুনকহিউপদেশতার॥ পৃষ্টেতুলি নেও তথানৃপতিকুমার॥প্রবেশিপৃষ্টেরপখ্খে ধরি পখ্খমুল॥রহিব পৃষ্টের পখ্খ হই সমতুল॥কুম রকে পক্ষিরাজ পুছয় বচন॥ পারিবাকি মোর পৃষ্টেহৈতে আরোহণ॥কুমারবলিলকহি শুন খগপতি॥ নৌকায় সমুদ্র ভ্রমিয়াছিপ্রতিনিতী ॥ দিবা রাত্রদেখিয়াছিসমুদ্রঅপার॥ সমুদ্রের প্রতিভয়নাহিকআমার পবন সদৃশ অশ্বে হই আরোহণ॥মৃগয়া করেছি বহু প্রবেশি কানন॥ বেগবন্ত অশ্বে চড়ি দিনে শতধার॥অশ্ব লম্ফেনদী নালা হইয় ছি পার ॥ দিবা রাত্র অশ্ব যদি বেগ গম্যেধায় কদাচিত আসন না টলে সর্ব্বথায়॥সমুদ্র দেখিতেভয়নাহি কদাচন॥আরোহণেস্থির মোর অটলআসন॥যদি সেআমাকে কৃপাকরখগপতি॥নিশ্চিন্তে বসিবপৃষ্টেহরষিতমতি॥ পাখী বলে চিন্তা পরিহরনিজমনে॥কল্য নিয়া দিব লালমতিবৃন্দা বণে॥আনন্দিতযুবরাজ পাখীর বচনে॥সেইনিশিগোঙাইল সহরিষ মনে ॥ প্রভাত সময় উঠি সাহার নন্দন ॥ওজুকরি বারেকৈল সমুদ্রেগমণ॥সমুদ্র কুলেতেজাই দেখিল কুমার পিপিলিকা পতি ভাশে জলেরউপর॥ কুমারভাবিল মনে সমুদ্র মাঝার ॥ মরিবেকপিপিলিকানাহিকনিস্তার॥আপনা বসনজলেভিজাইসুমতি॥জলহতেতুলিলেকপিপিলিকাপতি কুমারউঠিল যদিতটেরউপরে॥কুমারকেপুছে পিপিলিকার ঈশ্বরে ॥ তুমিত মানব আমি পশু ব্যবহার॥কিকারণেপক্ষ ভঙ্গ করিলা আমার ॥ কুমার বলিল দেখি দুর্গতীতোমার সমুদ্রহইতেতোমাকরিনুউদ্ধার॥পিপিলিকাবলেতুমি শিশু

ব্যবহার ॥ সে কারণে নাহি জান বিক্রম আমার ❀ তোমার জনক সেকান্দর মহাশয় ॥ তাঁহান সহিত মোর আছে পরিচয় না চেন আমাকে তুমি শিশু যুবরাজ ॥ মরি হেন বল তুমি সমুদ্রের মাঝ ❀ ক্ষিতী অধিকারি নৃপ সাহা সেকান্দর ॥ দেখিল বিক্রম মোর পক্ষের মাঝার ❀ অরণ্যে হইল দেখা তাহান সহিত গৌরব করিল মোর জতেক উচিত ❀ কভু নাহি শুনিয়াছ পিতা মুখে বাণী ॥ সসৈন্য সহিত ভুঞ্জাইনু মেহমানি ❀ সঙ্গতি আছিল সৈন্য অনন্ত অপার ॥ আনিল আমার সৈন্য নানা উপহার ❀ অবিলম্বে মোর সৈন্য মন কৌতুহলে ॥ রাজযোগ্য উপহার অনিল সকলে ❀ আনিল আমার সৈন্য দ্রব্য যত ইতি সেসব করিতে সংখ্যা কাহার শকতি ❀ যত সৈন্য ছিল তোমা জনক সহিতে ॥ আনিল যতেক দ্রব্য নারিল ভক্ষিতে ❀ সে সকল দ্রব্য যত সপ্ত ভাগ কৈল ॥ সপ্তাংশের এক অংশ ভক্ষিতে নারিল ❀ মোর সৈন্যে প্রসংশিল সাহা গুণবান ॥ শিশু কলেবর তুমি বালক তাহান ❀ শক্তি হীন জন মোকে না চিন কারণ জলে ডুবি মরি হেন বলতে কারণ ❀ মোর যত দোষ গুণ আছয় বিদিত ॥ তুমি কি বুঝিবা বাপু বালক চরিত ❀ মগ্রেবেতে চলিয়াছ সাহার সন্ততি ॥ বিবাহ করিতে তুমি কন্যা লালমতি ❀ এত্রাণ সহরে সত্য জাইবা নিশ্চিত ॥ তোমা আগ্রে হইবে শঙ্কট উপস্থিত ভাল হৈল পক্ষে মোর পাইলা দর্শন ॥ সঙ্কট সময় মোকে করিবা স্মরন ❀ এবলি অঙ্গের পঙ্খ দিল তুরমান ॥ কহিলেক পঙ্খ রাখ তোমা বিদ্যমান ❀ জখন শঙ্কট ঘটে উপরে তোমার ॥ অগ্নির উত্তাপ দিও পঙ্খেতে আমার ❀ যখন হইবে পঙ্খ অনলে তাপিত ॥ নাম লই যদি মোকে ডাক কদাচিত ❀ স্বসৈন্যে

যাইয়া আমি মিলিবতুরিত ॥ করিবতোমারকর্ম্ম যহয়উচিত
তোমারজনকসাহা রসুলআল্লার॥ করিলে তোমারকর্ম্মসাফল্য
আমার॥ কুমারকে পথদিয়া মনকৌতুহলে॥ কহিল ভাশাও
মোরেসমুদ্রেরজলে॥ কুমারওমান্যভাবে প্রিতি করি অতি
সাগরেতেভাসাইলপিপিলিকাপতি॥ পিপিলিকাপ্রতিপুছে
সাহার কুমার॥ কিরুপে জানিলা হবে সঙ্কট আমার॥ পিপি
লিকাপতিবলেশুনহবচন॥ যেরূপে সম্ভ্রমীভিম্ব জানিবরিশন
সেইমতে জানি তোমা সঙ্কট যতেক॥ ঘটিবেতোমারআগে
দেখিবাপ্রত্যেক॥ আমিআরপক্ষিরাজরহিতেনিকট॥ শঙ্খানাহি
গুণ তুমিদেখিয়া সঙ্কট॥ কুমারের মনে ভর্সা দিয়া বহুঅতি
সমুদ্রে ভাসিয়া গেল পিপিলিকাপতি॥ সাগরেতেওজুকরি
সাহার নন্দন॥ সেই বৃক্ষ তলেপুনি করিলগমণ॥ হেনকালে
পাখী আসি কুমারগোচর॥ কহিলেক আরোহণহওপৃষ্টপর
এতশুনি যুবরাজ স্মরি নিরঞ্জন॥ সেইক্ষণে পক্ষী পৃষ্ঠে হৈল
আরোহন॥ পঙ্খের শিখর ধরি বসিলকুমার ॥ সমুদ্রেউড়িল
পাখী পবণ আকার॥ নিজ পত্নী তরে কহে পাখীমহারাজ
কুমারপড়িতেপারেসমুদ্রেরমাঝ॥ মোরসন্যিকটেতুমিরহিবা
উড়িতে॥ যদিপড়েরহিবাযেসংযোগেলইতে॥ তরিতেভরসা
মাত্র সাহার আমার ॥ নিঃশব্দে চলিয়া আছেসাহারকুমার
এহাতেসমুদ্রেপড়িহইলেনিধন॥ কুমারবধের দায়ি আমিদুই
জন ॥ পক্ষিণী উড়য় মন শক্তিদান করি॥ যদিসে পড়য় বীর
লইব সম্বরি ॥ একে২এসপ্ত সমুদ্র করিপার॥ লালমতিরবন্দা
মাঝে রাখিল কুমার ॥ কুমারকে কৃপা বাশি পাখী দুইজন
কহিলতাহাকে বহুসম্ভাসাবচণ॥ অতিস-গৌরবেদোহঙ্গরিষ

অন্তর॥ অঙ্গহতেদুইপাখী দিলদুইপর ❁ কহিল জনকতোম্রা আল্লার রসুল॥ মোরপ্রতি করিয়াছ ধর্ম্মতাবহুল ❁ পুর্ব্ব বৈরী আছিলেকভুজঙ্গ আমার॥খাইলজতেক ছাওহৈলবারেবার অবশেষে বংশ রক্ষা করিলা যেমোর॥ মারিলা যে দুষ্টসর্প ভুজঙ্গমচোর ❁ অবিদিতে যতনষ্টকৈলমোরপাপ॥সাক্ষাতে পাইলা হেন বড়কোটীসাপ ❁ তোমা মুলে রহিলেক মোর বংশ আস ॥ রাখিবা এদুইপক্ষ আপনা সম্পাস ❁ জখনেপড়য় তোমা সঙ্কটের ভার ॥ অনলের তাপদিবা পক্ষেতেআমার তখনে আমার নাম করিও স্মরন ॥ তোমা আগে আসিয়া মিলিবদুইজন ❁ যেকর্ম্মে আদেশমোকেসঙ্কটেরভার ॥ অবি-লম্বে করিদিব সে কর্ম্ম তোমার ❁ জবেনিজদেশে জাও লই লালমতি॥তবেমন সান্ত আমাদোহানের প্রতি ❁ ধড় মাত্র লইজাই ছাওপালিবার॥রহিলদোহারপ্রাণসঙ্গেতে তোমার টুকমাত্র এইকর্ম্মতোমারকরিনু॥মসরিক হইতে আনি মগ্রি-বেতে দিনু ❁ এইকর্ম্ম কর্ম্মনহে মনেতেনালয়॥বরবালাদেশে গেলে মন শান্ত হয় ❁ ক্ষমিবা আমারদোষ মাগিনু বিশেষ জবেজেবা কর্ম্মমোকে করিবাআদেশ ❁ কুমারকে প্রণামিয়া পাখী দুইজন ॥ দুইপাখী সম্ভাসিল সাহারনন্দন ❁ তবে দুই পাখীউড়িগেল নিজস্থান ॥ কৌতুকেকন্যারবৃন্দা ভ্রমে গুণ বান ❁ সাহাবদ্দিনমোহাম্মদচরণেপ্রণাম ॥ সেইপদে আবদুল হাকিম মনস্কাম ❁ পাঁচালি রচিল এই বাক্য মনহিত ॥ সঙ্কট ইচ্ছিলে পুরে মনের বাঞ্ছিত ❁

❁ রাগ গুঞ্জরি খর্ব্ব ছন্দ ❁

কুমার দেখিয়া বৃন্দাবন ॥ আনন্দিত নৃপতি নন্দন ❁ নানা

পুষ্প দেখিতে শুন্দর ॥ জুঁই জাঁতি চাম্পা নাগেশ্বর ❀ গোল তারা দাউদি সেঁওতি॥ শতবর্গ লবঙ্গ মালতি ❀ গোলেলালা নানা চাম্পা বেলি॥ গন্ধরাজ জুঁই সন্ধ্যা মালি ❀ গুড়দানা কস্তুরি গোলাব ॥ অপরূপ পুষ্প মাহাতাব ❀ নার্গেস কুসম্ব বম্বকুল র এহানচিরীসচম্বুল ❀ পারিজাতকদম্বকেতকি॥ সর্ব্বজ আকন্দ সুর্য্যমুখি ❀ আব্যাচ ফেরঙ্গ পুষ্প লঙ্গ ॥ দেখি অতি পুলকিত অঙ্গ ❀ মাল ❀ খরূচমকম্মল॥ দেখিতে পরম কুতুহল ❀ জাহাঙ্গি হাজারাবন্দুল ॥ গোলমিন্দীকদম্বরসুল ❀ অপ্রাজিতা জবাও সিঙ্গাহার ॥ রঙ্গনালি মঞ্জিট কচনার ❀ নিল কণ্ঠ মাধুরি গোল ছরি ॥ কুরবি ডালিম্বদোপহরি ❀ অপরূপ কনক মুঞ্জরি ॥ পরমশোভিতমুক্ত ছরি ❀ কলগামি সৃত মনোহরা॥ অপরূপ কুসম্ব জাফরা ❀ অমুক কিংসুকমনোহর॥ তরুলতা দেখিতে সুন্দর ❀ লক্ষ২ গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ বৃক্ষ সব অতি মনোহর ❀ ভুমি চাম্পা চন্দ্রকেতু আর ॥ পলাশ রঙ্গিমা শোভাকর ❀ দাদ রাজহংস কন্দি শোভিত॥ নানা পুষ্পে বৃন্দাবিরাজিত ❀ নানা ফল দেখিতে শোভিত॥ ভক্ষদ্রব্য অতি মনহিত ❀ আঞ্জির আঙ্গুর অনুপম॥ খরবুজ কিস্মিশ বাদাম ❀ নারিঙ্গী কমলা মনো- হরা ॥ খোরমা অমৃত স্যাম তারা ❀ সরিফা আনারস আতা ফল॥ সারী২ গুয়া নারিকেল ❀ বেল লটকো পনিআল আম অপরূপ বৃন্দা অনুপম ❀ গোলাব-জামুন শ্রীফল॥ কামরাঙ্গা পাবিয়া বড়ল ❀ কদলি কনক সকরকন্দ ॥ দেখি পুরে মনের আনন্দ ❀ ডালিম্ব তোরঞ্জ সারী২ ॥ বহুফল গনিতে না পারি পৃথিবীতে যত ইতি ফল ॥ বৃন্দামাঝে শোভয় সকল ❀ ফলে ফলে বৃন্দা সম্পুর্ণিত॥ দেখিয়া কুমার আনন্দিত ❀ হরষিত

নৃপতিকুমার॥ ভ্রমেনিত্য বৃন্দার মাঝার৯হেনকালেজোল-কর্ণ্ণ সন্ততি ॥ কুঞ্জবনে দেখে পদ্মাবতী৯পদ্মানামে কন্যার মালিণী॥ বৃন্দাতে দেখিল বীরমণী ৯ বিচিত্র সুবর্ণ ডালা হাতে॥নানা পুস্পতোলে হেটমাথে৯অপরূপপুস্প যত ইতি ভেটীবারে কন্যা লালমতি৯ মালিণী দেখিয়া বীরবর॥চলি গেল কামিণী গোচর৯কুমারের শুনি মধুবাণী॥ মুণ্ড তোলে বিচিত্র মালিণী৯ যুবরাজে দেখি আশ্চর্ম্বিত॥ মালিনী হইল মোহশ্চিত৯জ্ঞানপরিহরিততৈক্ষণ॥ ভুমিপরেহৈলঅচেতন সাহাবদ্দিনপদসত্যজানি॥ আবদুল হাকিমকহে বাণী৯যথা ধর্ম্ম তথা পুরেজয়॥আনন্দিতনৃপতিতনয়৯কুমারেরপুরিতে বাঞ্চিত ॥ দরশন মালিনী সহিত ৯ রাগ পয়ার ॥

কতক্ষণে জ্ঞান লম্ভি বিচিত্র মালিণী ॥ স্থির হই কুমারকে পুছে মধুবাণী৯ কুমারকে পুছে বাক্য শুন বীরবর॥দেবকি গন্ধর্ব্ব তুমি কিবা বিদ্যাধর৯ তাশ্বিণী কুমার কিবা হও পুরা-ন্দর ॥ কিবা রতিপতিতুমি নবপঞ্চস্বর৯গগণ ভেদিয়া কিবা আইলা শশধর॥লালমতিপুস্পবৃন্দাভ্রমিবা অন্তর৯দেবেন্দ্র কুমার কিবা নরেন্দ্রকুমার॥ভুবনেনাহিক রূপসদৃশতোমার জীববন্ত নারীর হরিতে পার প্রাণ ॥ মৃত নারী প্রতি পার দিতে প্রাণ দান ৯ তোমার দর্শনে হরে কামিণীর প্রাণ ॥ সত্য কহ কেবা তুমি হও গুণবান ৯ কুমার কহিল সত্য শুন পদ্মাবতী ॥ দেবের ঈশ্বর নহি নহি নরপতি৯ মনুষ্য শরিরী আমি সাধুর কুমার॥মজ্জিলবহিত্র মার সমুদ্র মাঝার সমুলবিনাশনৌকা হৈল ধন জনে ॥ ভাসিতে ভাসিতে আইনু এহি বৃন্দাবনে৯সপ্তদিন হৈতে আজি হই অনাহার

বাসা যদি পাই আমি আশ্রমে তোমার❋রন্ধন করিয়া অন্ন
খাইবারে পারি ॥ পদ্মা বলে এদেশেতে বাসা দিতে নারি
তোমাকেদিবারবাসা তপস্বা আমার॥কোথায়পাইবতোমা
পদ সেবিবার❋ অতিথিরে দিতে শয্যা ত্যাজিয়াছি আশা
নৃপতিনিসেধএথাবিদেশির বাসা❋ কুমার বলিলকেনহেন
অ-বেভার ॥ বিদেশির বাসা কেন নিসেধ রাজার❋মালিণী
বলিলা কহি শুন বিবরণ ॥ রাজকন্যালালমতিবিবাহকারণ
সহস্রং আইসে নৃপসুতগণ ॥ পরীক্ষা জিণীতে শক্তি নহে
কোনজন❋বন্দিসালাগৃহেবন্দিরাখয়সেসব॥পরিণামনাগুণিয়া
পায় পরাভব❋লালমতিজোগ্যনহেগুণনাহিধরে॥অজথাতে
আসি নৃপসুত সবে মরে❋সুনিয়া কন্যার রূপ গুণ বিবরণ
আছুকমনুষ্যরেতেনারেদেবগণ ❋ দয়ামন্ত সয়ম্বরেদেবেন্দ্র
মণ্ডলে॥ একেএকে আসি লজ্জা পাইল সকলে❋কোনরূপ
দয়ামন্ত ছিল পৃথিবীত ॥ একন্যার সখিতুল্য নহে কদাচিত
কান্দিতেমুকুতাস্রবেহাঁসিতেরতন॥ভুবনেতেহেনকন্যানাহি
কদাচন❋তেকারণে কন্যাহেতু নৃপসুতগণ॥মনলোভেহেথা
আসি তেজয় জীবন ❋ পুরুষের এক প্রাণ হয়কি বিশয় ॥
ত্যাগীতে সহস্রপ্রাণকেনমনেলয় ❋ সতেং নৃপসুত আইসে
প্রতিণীত॥ তেকাজে কলঙ্ক ভয় নৃপতিলজ্জিত❋সত্যকৈল
একারণেনিসেধরাজার॥আসিতেনাপারেএথাবিদেশিকুমার
লালমতিজোগ্যবর তেমা অনুমানি॥ধরকি নাধরগুণতাহা
নহি জানি ❋ লালবাহু সম নাই রমণী মণ্ডলে॥তোমা হেন
পুরুষ নাহিকক্ষিতীতলে❋যেন লালবাহুতেন তুমিসেভুবনে
অধিক যতনে সৃজিয়াছে নিরঞ্জনে❋অনন্ত মহিমা ত্রিজগত

অধিকারী॥ কৌতুকে সৃজিলহেনকুমারকুমারী❋তোমাকে
শোভয় অতি সেইরাজসুতা॥যেহেন অমুল্য হিরা তেহেন
মুকুতা❋পরীক্ষা জিনিতে যদি পার মহাশয়॥লালবাহুযোগ্য
তুমিহেনমনেলয়❋বিদেশির বাসাপ্রতিনৃপতিনিষেধ॥ বাসা
দিতে নারী তোমা কৈনু তত্তভেদ❋যুবরাজ বলে কহিশুন
দিয়াচিত॥ কদাচিত নাহিমোরবিবাহবাঞ্ছিত❋সাধুর কুমার
সত্যজানহ আমাকে॥সমুদ্রে মজিলনৌকা পড়িয়া বিপাকে
তেকারণে আইনু আমি সমুদ্রে ভাসিয়া॥দর্শনপাইনুতোমা
বন্দাপ্রবেশিয়া❋এরাজ্যেতেইষ্টমিত্রনাহিকদাচন॥তেকাজে
লইনুপদ্মাতোমারস্মরন❋ধর্ম্মভাবি যদি বাসাদেও পদ্মাবতী
প্রভুর নিকটে তুমি পুন্য পাবে অতি❋ কতদিন সাস্ত হই
তোমার আলর॥ জাইব আপনদেশে তাতেকি সংশয়❋তা
শুনি কুমারপ্রতি কহেপদ্মাবতী॥যেহয় হইবেআইসআমার
সঙ্গতি❋আপনাআশ্রমেআনি নৃপতীকুমারে॥ সুবর্ণপালঙ্ক
এক দিল বসিবারে ❋ ওজু করি পালঙ্কেতেবৈসেগুণবান
শুবর্ণেরমুদ্রাদিল মালিণীর স্থান❋রাজভোগ্যদ্রব্যযতনানা
উপহার॥নগরেতেগিয়াশীঘ্র কিনি আনিবার❋শুবর্ণেরমুদ্রা
পাই হরিষ মালিণী ॥ রাজ উপহার দ্রব্য শীঘ্র আনে কিনি
রাজভোগভুঞ্জে এথা নৃপতিনন্দন ॥ মালিণী আশ্রমে বঞ্চে
সহরিষ মন❋ একদিন মালিনীকেপুছে বীরমনী॥কারপুষ্প
গাঁথ তুমি কাহার মালিনী❋মালিনীকহিল রাজবালা লাল-
মতি॥তাঁহারপুষ্পের হার গাঁথিপ্রতিনিতী❋তবেপদ্মাপ্রতি
হেতুগোঁথে পুষ্পাহার॥ মালিনীর তরে কহে নৃপতিকুমার
রন্ধন করহঅন্নগিয়াপাকশালা॥তোমা পরিবর্ত্তে আমি গুঁথি

পুষ্পমালা ॐ মালিনী বলিল শুন সাধুর কুমার ॥ গুঁথিতে নারিবা লালমতি যোগ্য হার ॐ একর্ম সামান্য নহে জান তত্ত্বসার তিলমাত্র ছিদ্র হৈলে সঙ্কট আমার ॐ বাপের প্রাণের প্রাণ কন্যা লালমতি ॥ মায়ের জীবন ধন নয়নের জ্যোতি ॐ পরম পবিত্র কন্যা নির্ম্মল উজ্জ্বল ॥ কন্যার অঙ্গেতে সুদ্ধ কাঞ্চনের মল ক্ষুধার তৃষ্ণার জেব অধিক বিকল ॥ লালবানু দরশন ত্যাগে অন্নজল ॐ প্রিতীমূল প্রভৃতি অঙ্গেতে যত মূল ॥ কন্যার দর্শনে হয় ব্যাধির নির্ম্মূল ॐ শোক দুঃখে সবের মরণ বিদার ॥ কন্যা দেখি জায় দুঃক্ষ সমুদ্রের পার ॐ বিলের সহিতে যেন আত্মার প্রকাশ ॥ সংসার আঁধার হও ভবন উদাস ॐ তেহেন এমান সুতা অতি সুলক্ষণ ॥ জনক জননী দোহ জীবের জীবন ॐ বাপ মাও আগে জেবা করয় কন্যায় ॥ সকলি শাস্ত্রে যেন অন্নায় নেয়ায় জাকে জেবা করে বালা বুঝি নিজ মন ॥ নিসেধে কন্যার আজ্ঞা নাহি হেন জন ॐ কন্যার চরিত্র তুমি না বুঝি কারণ ॥ পুষ্প গুঁথিবারে চাহ সাধুর নন্দন ॐ যদি এক পুষ্প ছিদ্র পায় রাজবালা শত খণ্ড করিয়া ছিড়ীবে পুষ্পমালা ॐ কুপিত হইলে বালা না জানি নির্ণয় ॥ মান্য নাস হয় কিবা মোর মুণ্ড ক্ষয় ॐ প্রাণ ভয়ে পুজী বালা জেহেন দেবতা ॥ নারিবা এ পুষ্প তুমি গাঁথিতে সর্ব্বথা ॐ পুষ্প গাঁথিবারে জান সাধুর কুমার ॥ গুঁথিবারে না জানিবে এসব প্রকার ॐ কুমার বলিলা পদ্মা শুন কহিবানী ॥ এ কন্যার ফুলমালী যোগ্য নহে যেমনি ॐ এহেন অযোগ্য যদি লয় মোকে মনে কন্যা অযোগ্য রূপ মোকে বল কি কারণে ॐ জার প্রতি হেন রূপ প্রসাদ আল্লার ॥ অবশ্য কিঞ্চিৎ গুণ আছয় তাহার ॐ পারি বা না পারি আমি গাঁথিবারে হার ॥ পরীক্ষিতে জ্ঞান মোর কি জায়

তোমার❋গাঁথি কন্যার পুষ্প নাগুণ প্রমাদ॥ কন্যা আগে ভেটি বহু পাইবে প্রসাদ ❋ ভালমতে পুষ্প যদি নারি গুঁথিবার ভেটিবে আপনা হস্তে গুঁথি পুনর্ব্বার ❋ কুমারের হেন বাক্য শুনিয়া মালিনী॥ কুমার অগ্রেতে পুষ্প দিল শীঘ্র আনি ❋ কুমারে গোঁথয় পুষ্প অদ্ভুত লক্ষণ॥ বিনা ডোরে গাঁথে হার নৃপতি নন্দন ❋ মালিনী গাঁথয় পুষ্প একই প্রকার॥ সহস্রেক বর্ণে পুষ্প গুঁথয় কুমার ❋ মালিনীর রন্ধয় অন্ন পাকশালা মাঝ॥ পুষ্পের পাখরে পত্র লেখে যুবরাজ ❋ আবদুল হাকিম কহে ভাবি নিজ মনে॥ মনের সন্তোসে শুন রসিক সুজনে ❋ ধুয়া॥ রাজ নন্দিনী, শুন বানী লিখি তব ঠাঁই॥ আমি তোমার পিরীতির অধীম কানাই ❋ শুন কন্যা চন্দ্রমুখি নৃপতি কুমারী সাহা সেকান্দর সপ্তদ্বীপ অধিকারী ❋ ভুবন বিজয়ী সাহা রসুল আল্লার॥ সয়ফল মুলুক আমি তাঁহান কুমার ❋ ভ্রমিকের মুখে শুনি প্রসংশা বহুল॥ তোমা প্রেম ভাবে চিত্ত হইল ব্যাকুল ❋ তোমা বার্ত্তা কর্ণ মুলে মধু বরিশন॥ মধু পানে মত্ত হৈল আমার শ্রবন ❋ শ্রবণের সুরাপানে শুন রাজবালা॥ নরন হইল মদমত্ত মাতওয়ালা ❋ চন্দ্র অদর্শন বিনা যেহেন চকরা অধিক বিকল দেখি নিশী আন্ধিয়ারা ❋ কমল বিচ্ছেদ মনে যেহেন ভ্রমর॥ তেহেন বিকল তোমা বিরহে অন্তর ❋ দিবসে কুমুদ যেন নিশীথে কমল॥ সুরশশী বিনা দোহ অধিক বিকল বসন্ত সময় বিনা কোকিল তাপিত॥ তোমা বিনা তেহেন উদাশ মোর চিত্ত ❋ নিদাঘ গত্রিতে কোড়া যেন মনস্তাপ॥ তোমা বিনা মর্ম্মে মোর তেহেন সন্তাপ ❋ শরৎসময় বিনা যেন হুমা পক্ষী তোমা অদর্শনে আমি তেন মনদুক্ষি ❋ শিশিরের রিত বিনা

যেহেনডাহুক॥তোমাবিনাতেহেমবিদরেমোর বুক ॐ হেমন্ত সময় বিনাযেহেনতিতর॥তোমাবিনাতেন মর্ম্ম দহে নিরন্তর তোমাবিনাষড়রিতুবিষ লাগেমোর॥প্রেমবন্ধু বিনা মোরদশ দিক ঘোর ॐ বিষ২ লাগে মোর রাজ্য সিংহাশন॥গরল সদৃশ মোর যৌবন জীবন ॐ ধড়েতে না রহে প্রাণ অস্থির হইয়া দর্শনে নাহিক দেখাধ্যানে নিরক্ষীয়া ॐ তোমার উদ্দেশে প্রাণ নিত্য উড়ে পড়ে॥স্থির হইদণ্ডেক রহিতে নারেধড়ে ॐ মাতা পিতা পরিহরিত্যাজিনিজদেশ॥প্রাণপনকরিআইনুতোমার উদ্দেশ ॐ তোমা অদর্শনে আমি সদয় বিকল ॥ রাজ্যপাট ধন রত্ন সকলি গরল ॐ সদয় তাপিত তোমা বিরহে অন্তর দিবস গণিতেমোর সহস্রবৎসর ॐ এইমতে পত্রলিখিয়া দিয়ে পুষ্প মালা ॥ যত্ন করি ভরি রাখে সুবর্ণেরডালা ॐ মালিনী দেখিয়াপুষ্প মহা হরষিত॥নাচিনে অক্ষরলেখাপুষ্পেরসহিত দেখিয় বিবিধপুষ্প আনন্দিতঅতি॥কন্যার অগ্রেতে পুষ্প দিলা শীঘ্রগতি ॐ সখিগণ সঙ্গে বসিয়াছেলেলমতি॥যেহেন তারকামাঝে পুর্ণ নিশাপতি ॐ পরম আনন্দে বসিয়াছেরাজ বালা ॥ হেনকালে দেখিল বিচিত্র পুষ্পমালা ॐ মালিনীয় প্রণামিয়াচরনেকন্যার॥কন্যার হস্তেতে দিলদিব্যপুষ্পহার পুষ্প হস্তে লই বালা অতি মনরঙ্গ॥পুলকিত হইল কন্যার অষ্ট অঙ্গ ॐ প্রেমের সৌরভ পুষ্প গন্ধের সহিত॥জন্মিল কন্যার অঙ্গেবিয়োগেররিত ॐ নিজহস্তেলইয়া মোহনপুষ্প মালা॥ আপনামন্দিরে জাই প্রবেশিলবালা ॐ পুষ্প লইসতী কন্যা ভাবে মনেমন ॥ এই পুষ্পহার গুঁথিয়াছে অন্যজন এইপুষ্পহারেরজারলাগিয়াছেহাত॥মনেলয় সত্যমোর সেই

প্রাণনাথ ❋ নতুপুষ্পে হেন গন্ধ পাইয়াছি কবে॥ কবেবিচলিত মন এহেনসৌরভে❋মালিনীর কর্ম্ম নহে এসবপ্রকার বিনা শুতে গুঁথিতেমোহন পুষ্পহার❋ফিরাই২ পুষ্পচাহে নিরন্তর॥ পুষ্পের পাথরেদিব্যদেখিল অক্ষর❋সেঅক্ষরদৃষ্টি করি রাজ কন্যা সতী॥ পড়িল কুমারে লিখিয়াছে যত ইতি কুমারের পত্র নহে টোনা মন্ত্রবাণী॥ মায়া মধুমন্ত্রহয়ে কুমারির প্রাণি ❋ কুমারের বাক্য শ্বর রহে মর্ম্ম হানি ॥ কুমার উপমা বাক্যে বিদরেপরাণি❋যড়রিতেযড়বানযেনপ্রেমস্বর একে২ফুটীরহেমর্ম্মেরউপর❋কুমার অক্ষর নহে কাম সরাশন॥ কামিনীমোহনবানঅমৃতবচন❋কামিনীমোহন যড়রিতু তিথ স্বরে॥হানিলকুমারি মর্ম্ম রসেরনাগরে❋ পত্র দরশনে বালাউন্মত্তেররিত॥পত্রপড়িনৃপশুতা অর্দ্ধমোহশ্চিত❋পত্রেতে পাইলযেন অর্দ্ধ দরশন॥পরম আনন্দ রমা স্ব-কৌতুক মন ❋ পত্রে পাই সয়ফল মুলুকের নাম ॥ দণ্ডবতে পুষ্পমালা করিল প্রণাম ❋ সমুখেতে রাখিয়া বিচিত্র পুষ্পহার প্রদক্ষিণকৈল পুষ্প সহস্রেক বার ❋ পরম আনন্দে বালা হরিষ অন্তরে ॥ তুলিয়া ধরিলপুষ্প নয়ন উপরে❋শিরেতে তুলিয়া পুষ্প মনকৌতুহলে॥ মনরঙ্গে পুষ্পমালা তুলিদিল গলে❋সুসংবাদেপরম হরিষ মনরঙ্গ॥ বিশেষ সন্তাপে প্রেম লহরে তরঙ্গ ❋ হরিষে বিস্ম তরমামন বিভোলিত॥ বিরহ সজল আঁখি শর্ম্মা যেই সিত❋নেকলিয়া রাজ বালা টুঙ্গির বাহিরে॥মালিনীকে মধুবানীপুছে ধিরে২❋কোনবৃন্দাহতে পুষ্প আনিলা মালিনী ॥ তুমিগুঁথিয়াছহেননাহি অনুমানি সুতায় গুঁথিয়া পুষ্প জোগাও আমারে॥বিনা তারেতোমা

শক্তি নাহি গুঁথিবারে॥ রসের নাগর কবা গুণের সাগর বিধা সুতে গুঁথে পুষ্প মালা মনোহর॥ জনম অবধি মোর হেনপুষ্পহার॥ কবে আনিয়াছ পদ্মা নিমিত্তে আমার॥ কবে তোমা পুষ্প হেন গন্ধে আমোদিত॥ হেন বিলক্ষণ গাঁথি কামিনী মোহিত॥ সত্য এহি পুষ্পমালা নহে কদাচিত॥ কামিনির প্রাণ কাড়ে পুষ্প বিপরিত॥ কন্যার বচনে পদ্মা মন চমকিত॥ জানিল সঙ্কটে এবে ঠেকিনু নিশ্চিত॥ মালিনী কহিল মনে ভাবি আপনার॥ মোর পুত্র বধু গাঁথিয়াছে এহি হার ললাটের ভাগ্য মোর প্রভু নিরঞ্জন॥ সৃজিল আমার বধু গুণে বিচক্ষণ॥ কৌতুকে গুঁথিল আজি এই পুষ্পহার॥ ভেটীতে আইনু পুষ্প চরণে তোমার॥ যেন মহা রসাবতী তুমি রাজ বালা॥ তেমন গুঁথিল তোমা যোগ্য পুষ্পমালা॥ মালিনীর মুখে হেন শুনিয়া বচন॥ মালিনীর প্রতি দিল বহু রত্ন ধন বহুধন বস্ত্রে তুসি মালিনীর মন॥ মালিনীর প্রতি বালা কহিলা বচন॥ সোন কহি পদ্মাবতী মনের বাঞ্ছিত॥ মিলাইব বধু তোমা আমার সহিত॥ আছয় বিশেষ কার্য্য তোমা বধু স্থান॥ অবশ্য আনিবে বধু নাহিক এড়াম॥ কিরূপে গুঁথয় পুষ্প বিলক্ষণ হার মনেতে বহল শ্রদ্ধা সিখিতে প্রকার॥ কন্যা মুখে বাক্য শুনি ত্রাসিত মালিনী॥ করজুড়ি কহে শুন নৃপতি নন্দনী॥ দুষ্ট এক পুত্র মোর মুর্খ ব্যবহার॥ কদাচিত বাক্য কভু নারাখে আমার॥ ঘর হৈতে বধু মোর নিকলিতে নারে॥ বাহিরে দেখিলে বধু দুষ্ট প্রাণে মারে॥ মালিনীর বাক্য শুনি কহে রাজসুতা॥ নাকহ আমারে ভাণ্ডি পুন হেন কথা॥ পুরুষ নাহিক হেন অন্তঃপুর মাঝ॥ নারীর সমাজে নারী আইলে কিবা লাজ॥ কি লাগি হইব ক্রোধ

তোমার নন্দন॥যদি চাহ নিজহিত না লঙ্ঘ বচন॥ক্রোধমুখে কহে বাক্য কন্যা লালমতি॥প্রভাতে আনিবা বধু করিয়া সঙ্গতি॥যদিবা না আন বধু এথা মোর পাস॥হইবে আমার হাতে স্ববংশে বিনাস ॥ শুনিয়া তোমর বধু মহা গুণবতী॥ তেকাজে চাহিতে মোর শ্রদ্ধা হৈল অতি॥এথাতে আসিলে কিছু নাহবে অগুণ॥না অসিলে মুণ্ড মুড়িদিব কালিচুণ॥পালিলে আমার বাক্য হইবে কৃতার্থ॥বচন লঙ্ঘিলে মোর ঠেকিবে নির্যাত॥ কন্যার বচনে পদ্মা শুনি মহা ভয়॥কহিল আনিতে বধু প্রভাত সময়॥মনে ভাবে পদ্মা কেন আমি অভাগিণী॥ বধু ছলে কন্যা আগে কৈনু মিথ্যা বানী॥কন্যার কুপিত বাক্যে ভাবি মহাডর মৃত্যুবৎ হই পদ্মা গেল নিজ ঘর॥গৃহে জাই কুমারকে কহয় বচন॥ পুষ্প গুঁথি তুমি মোর চিন্তিলা মরণ॥ কুক্ষণে তোমাকে আনি রাখিনু এথাতে॥সেই পাপ ফল আমি পাইনু হাতেহাতে আমার কর্ম্মান্ত দোষে তোমা দিনু বাসা ॥ তেকাজে ছাড়িনু আজি জীবনের আশা॥তোমার কপট মায়া বুঝিতে নারিনু তোমার হস্তের পুষ্প কন্যা হস্তে দিনু॥না জানি কি মন্ত্র তুমি পড়িদিলা ফুল ॥ পুষ্পের সৌরভে বালা বিরহে ব্যাকুল ॥ ডাকিণী যোগিণী জ্ঞান মনেতে তোমার ॥ হেথা বসি মর্ম্মে বান হানিলা কন্যার॥তোমা পুষ্প লৈনু মোর অভাগ্য কারণ॥ হইল নৃপতি শুতা উম্মত্ত লক্ষণ॥তেকাজে ঠেকিল মোর সঙ্কটের ভার আকস্মাৎ বজ্র যেন মুণ্ডেতে আমার॥আমাকে করিয়া দোষি আপে এড়াইলা॥নৃপতির হাতে মোর মুণ্ড কাটাইলা॥ কুমার বলিল পদ্মা কি হেতু বিসাধ ॥ গুঁথিনু কন্যার পুষ্প কিবা অপরাধ॥মালিনী বলিল শুন সাধু রকুমার॥ বিচলিত মন বালা লালমতি ॥

দেখি পুষ্প হার ❋ শিশু হৈতে কন্যাকে জোগাই পুষ্পহার কভুনাহি দেখিহেন চরিত্র কনার ❋ মন রঙ্গে নিয়া পুষ্প টুঙ্গির মাঝার॥ প্রদক্ষিণ কৈল পুষ্প সহস্রেক বার ❋ পথরে২ পুষ্প নিরখী চাহিল॥ পুনঃ২ দণ্ডবতে পুষ্পে প্রণামিল ❋ ক্ষনেক শিরেতে ধরে পুষ্প বিচক্ষণ॥ ক্ষনেক হাতেতে তুলি রাখে রঙ্গমন ক্ষনে২ ধরি পুষ্প হরিষ অন্তর॥ নিজ হস্তে ধরি রাখে নয়ন উপর ক্ষনে মহামনরঙ্গ ক্ষনে বিসাদিত॥ আশ্চর্য্য হইনু দেখি কন্যার চরিত্র ❋ টুঙ্গির বাহিরে বালা নেকলিত খনে॥ আমাকে পুছিল বাক্য মধুর বচনে ❋ আজি কেনে বিচিত্র মোহন পুষ্পহার॥ কেবা গুঁথিয়াছে কর্ম্ম না হয় তোমার ❋ কন্যা সম জ্ঞান মন্ত নাহি ক ভুবনে॥ না কহিতে বাক্য বুঝে কি কহিব কোনে ❋ কিরূপে ভাণ্ডিব কন্যা মনুষ্যের কায়॥ কন্যারে ভাণ্ডিতে নারে দেবমন্ত্রণায় তথাপি ভাণ্ডিয়া বাক্য কৈনু কন্যা স্থান॥ হয় বা না হয় গুপি নিজ পরিত্রাণ ❋ ভাণ্ডিয়া কহিনু কন্যা প্রতি এবচন॥ আমার পুত্রের বধু গুণে বিচক্ষণ ❋ মোর পুত্রবধু গুঁথিয়াছে পুষ্প মালা তা শুনিয়া মোকে আজ্ঞা দিল রাজবালা ❋ প্রভাত সময় কাল অতিশীঘ্র গতি॥ মোর এথা বধু তুমি আনিবে সঙ্গতি ❋ যদি বা না আন বধু এথা মোর পাশ॥ আজি হতে ছাড় তুমি জীবনের আশ ❋ আজি প্রাণ রক্ষা কৈনু কহি মিথ্যা বানী॥ কন্যার অগ্রেতে কালি হারাইব প্রানী ❋ একেত তোমার হতে আমার নিপাত পুত্র নাহি বধু নিতে পাইব কোথাত ❋ মালিনী বচনে অতি হরিষ কুমার॥ কন্যার চরিত্রে বুঝে কার্য্যের সুসার ❋ মালিনীর বাক্য প্রায় বুঝে বীরমনী ॥ নিজ জাতি-স্বরা রমা আপনা রমনী শুনিয়া এসব বাক্য হরিষ কুমার॥ জনিল মিলিতে এই ঘটীল

প্রকার॥ এইমুলেপুরিবেকমনেরবাঞ্ছিত॥দর্শন করিতেজাই কন্যার সহিত ॥ কুমার বলিল পদ্ম সন্ধকি তাহার॥তোমা প্রাণ রক্ষা হেতু চিন্তিবপ্রকার॥কেনকর অনুশোচবধুনাহি জানি॥ বিলক্ষণ বধু দিবতোমা সঙ্গেআনি॥দাড়িমোচনাহি মোর লক্ষিতে কুমার॥ জাইব রমণী বেসে সঙ্গতিতোমার মন চিন্তা পরিহরি না কর আবেশ॥জাইবধরিয়াতোমাপুত্র বধু বেস ॥ মহাজন হতে আন নানা অলঙ্কার॥পিন্ধিবারে যোগ্যযেবা মালিনীকন্যার॥রজকেরবাড়ীহতে আনি দিব্য বাস ॥ বস্ত্রএক দিল বীর মালিনীরপাস॥মালিনী সেধনদিয়া বস্ত্রআভরন॥অতিশীঘ্র জাইআনিদিলততক্ষণ॥তবেজান স্নান করি নৃপতিনন্দন॥পিন্ধিতেলাগিলঅঙ্গে অষ্টআভরণ কুমারেরশিরেতেআছিলদীর্ঘ কেশ।কবরিবান্ধিল শিরেঅপ-রূপবেশ॥নানাপুষ্পবিরাজিতঅতি মোনহর॥ নাসিকাতে গজমতিশোভয়বেসর॥কর্ণেশোভেকুলমনি করেতে কাঙ্গন বাহুজুগে বাজুবন্ধভুবনমোহন॥গলেতেশোভয়দিব্যনবলক্ষ হার॥কটীতেকিঙ্কিনিশোভেমদনঝঙ্কার॥চরণেনুপুরশোভে অতিমোনহর॥পরিধানে দিব্য বস্ত্র যেন পাটম্বর ॥ ললাটে সিন্দুরবিন্দু নয়নে অঞ্জন॥ পঙ্কজ নয়নে রমা অতি শুলক্ষণ নানা অলঙ্কার অঙ্গেশোভয় অধিক ॥ হৃদেতে বান্ধিল জুগ সুবর্ণ চামিক ॥ কাঁচলি তুলিয়া দিল হৃদেরউপর॥ জুগকুচ দেখি মোহ দেব মুনিবর॥বেঙ্কবস্ত্র দিব্য কুচ বেকতজুগল বসনভেদিয়ানিত্য করে ঝলমল॥হইলপরমকন্যা ত্রিলোক্ষ মোহিণী॥ জিনিলেক নববালা চন্দ্রেররোহিনী॥জিনিলেক গঙ্গাগৌরি হরের রমনী॥জিনিলা জনকি সীতাশ্রীরামঘরনী

জিনিলরুক্মিনী রম্মা গোবিন্দের নারী॥ জিনিল লিলায় রূপ দ্রুপদকুমারী❀জিনিল পরম রূপে উষ সুচরিতা॥ জিনিল চন্দ্রানী ময়না লোরেরবনিতা❀জিনিললিলায়রূপেশচীরম্ভাবতী॥জিনিলমোহনরূপেমদনেররতি❀জিনিলহোসেন বানু বাহরামের নারী॥ছত্তাবাগেপরীজাতনৃপতীকুমারী❀জিনিলেক দশানন নারীমন্দোদরি॥হইলপরমরুপেজিনি সাহাপরি রূপবতীপ্রভাবতী জিনিললিলায়॥দেখিব্রহ্মা আদি দেবগণ মোহজায়❀জিনিলেক দময়ন্তিপরম রূপসি॥নৌসদেরপ্রাণধনি মুখপুর্ণ শশী❀ পরম সুন্দরী রম্যা অতি সুলক্ষণ॥ জার সয়ম্বরে লজ্জা পাইল দেবগণ ❀ জিনিল শকুন্তলা কন্যা শুবদনি॥বিশ্বামিত্র মুনি সুতাচুরন্ত রমনী❀ জিনিলেক সপ্নবতী পরম সুন্দরী॥ রত্নাকর প্রাণ জার সপ্নে নিল হরি ❀ রাধিকা পার্ব্বতীজিনিগকুলগোপিনী॥জিনিলেক বিদ্যা-রম্যা শুন্দরেরধনি❀জিনিলেকপদ্মাবালাত্রিনয়নিসুতা॥জিনিলেক কুন্তীমাদ্রিপাণ্ডব বনিতা❀ লিলাবতীকলাবতীজিনিলরমনী ষোড়শ কদলি জিনি মোচন্দরধনি❀জিনিলেক মৎস্য গন্ধা অপরূপনারী॥জিনিলপরমরূপ বিপুলাসুন্দরী❀ জিনিলেক ভানুবতীত্রিলোক্ষমহিনী॥বিক্রমআদিত্যনৃপতির প্রাণ ধনী জিনিলেক অম্বাবতীপদ্মামনি বালা॥উদভানুকুমারেরপ্রিয়া কণ্ঠমালা❀জিনিলপরম রূপেস্বর্গ বিদ্যাধরী॥ কুমার সদৃশ রুপ নহে হুরপরী ❀ জিনিলেক চিত্রাঙ্গদা চিত্র সেন নারী ইন্দ্রেরনৃত্যকি রম্যাপরমসুন্দরী❀জিনিল বিচিত্র রুপেস্বর্গ শুরেশ্বরী॥জিনিললিলায়রূপেঅমৃতলহরী❀জিনিলেকচিত্রলেখা কন্যা মধুমতী॥ ভুবনমোহন রুপ জোলকর্ণ সন্ততি

মায়া রূপে পৃথিবীর জিনিল কামিনী ॥ কুমারের রূপদেখি মোহিত মালিনী❁ ধরিল কামিনীবেশ বীরগুণবান॥আছুক পুরুষ হরে কামিনীরপ্রাণ❁দেখিধরাইতেনারে রমনিরচিত্ত দেখিয়া নারীর রুপ যায় মোহশ্চিত❁কতক্ষণে জ্ঞান লভি উঠিপদ্মাবতী ॥ বলিল দোসরা এইকন্যা লালমতি❁ লাল বানু দরশনে স্থির নহে অঙ্গ ॥ আছুক মনুষ্য দেবমনহয়ভঙ্গ লালবানু সমরুপ নাহিক ভুবনে॥ এইমাত্র কন্যা সম দেখিনু নয়নে❁ নারীরুপে নারী মগ্ন নহেকদাচিত॥লালবানু রুপে মাত্র নরী মোহশ্চিত❁ এ দোহাম সম রুপনাহিপৃথিবীতে দর্শনে হরয় নারী পুরুষেরচিতে❁মালিনী ভাবয় মনেযেহর পশ্চাতে॥ এহিরূপেনিব তাকে কন্যার সাক্ষাতে❁বধূ জ্ঞানে নিয়া তাকে যদি না ভেটই॥কদাচিত কন্যা আগেপ্রাণরক্ষা নাই❁জখনে বধুর নাম লিনু কন্যা ভাড়ি॥নাহেখাইবধু মোর নাহি এড়াএড়ি❁পাইনু অধিক ভয় বধূ নাহি জানি॥হেন,বধু বিধি মোকে মিলাইল আনি❁ বধূ ছলে কন্যা আগেনিয়া আশ্চর্ষিত॥দেখেবা নাদেখেকেহ আনিব তুরিত❁চিনিতে নারিবেকেহপুরুষলক্ষণ॥জেবা দেখেমোহশ্চিতহবেততেক্ষণ দেখি রমনীর বেশ অপরুপ সাজ ॥ বধূ লই চলে পদ্মা অন্তঃস্পুরমাঝ❁আগে২ চলি জায় বিচিত্রমালিনী॥ পিছে২ চলে বধু খঞ্জণ গামিনী ❁ পন্থেতেদেখয় যত পথিক সুজন জ্ঞান পরিহরি করে মৃত্তিকা স্মরন❁ আছুক মনুষ্য যত পশু পক্ষিগণ ॥ রুপদেখি ভাবে মগ্ন হয় অচেতন❁মালিনীর বধু রুপদেখে❁যে সকল॥পতঙ্গদেখয়যেন প্রদীপউজ্জ্বল❁এইমতে রাজদ্বারেকরিলগমন॥ দেখিলেক দ্বার পালে কন্যা শুলক্ষণ

মালিনীর পিছে হাঁটে মুণ্ডে বস্ত্র ধরি ॥ রাজ হংসগতি রম্ভা পরম শুন্দরী❊ক্ষনে২ অঙ্গের বসন উড়ে বায় ॥ মেঘ মাঝে বিজলি ছটকে যেন গায়❊ পবন উড়ায় ক্ষণে মুণ্ডের অম্বর ঘন মাঝে ঝলমল যেন শশধর ❊ দেখিয়া পরম রূপ দ্বারী মোহশ্চিত॥ জ্ঞান পরিহরিসবপড়িলভুমিত❊কতক্ষণেজ্ঞান লভ্ভি উঠে দ্বারিগনে ॥ মালিনী অগ্রেতে পুছে মধুর বচনে দ্বারিগনে কহে পদ্মা কহ তত্তসার॥কোন কন্যা জায় আজি সঙ্গতিতোমার❊হেনকন্যাকভুনাহিপ্রবেশেপুরিত॥অবিচারে ছাড়িদিতে নারি কদাচিত❊দ্বারীমুখেশুনি পদ্মাএরূপবচন সঙ্কট ভাবয় অতি নিজ মনেমন❊মনে ভাবিশীঘ্র বুদ্ধিচতুর মালিনী॥ক্রোধমুখিহইকহেপদুত্তরবানী❊মালিনীবলিলহেন দুর্ব্বাক্যনাকহ ॥ দ্বারীহইরাজদ্বারেনিজমান্যেরহ❊নাশোভে আমার সঙ্গে বিদ্রুপতোমার॥ বাযমুণ্ডে হস্তদেও হই মতি ভোর❊কন্যারমালিনীমোকেহেননাহিজানি॥নিজমুণ্ড হারা- ইতেকেন কহবানী❊অন্তঃস্পুরেজোগাইতে নিত্য পুষ্পহার নৃপতি আদেশ কৈল একর্ম্ম আমার❊লালবানু কন্যাআগে ভেটী পুষ্প মালা ॥ চাহিতে আমার বধু আদেশিল বালা বহু অনুগ্রহ রমা করিনুতেকাজ॥ নিবারে আইমু বধু অন্তঃ স্পুর মাঝ ❊ রাজঘরে নিতে বধু বাক্য না জুরায় ॥ আনিহু কন্যার সঙ্গে দিতেপরিচয়❊তুমিসবে নিশেধিলা কর্ম্ম হৈল ভাল॥নাজাইব রাজঘরেখণ্ডিল জঞ্জাল❊ না শোভে আমার সঙ্গেতোমাপরিহাস॥যদিশুনেনৃপশুতাহইবাবিনাশ❊নাকর বিদ্রুপ এহি মোকে কদাচিত॥ পরিহাস্য কর রাজ কন্যার সহিত❊এবাক্যকহিব জাই কন্যার গোচর ॥ দ্বার হন্তে বধু

লই ফিরিগেনু ঘর ❋ সঙ্কট ভাবিয়া মোর প্রভুকরতার॥ রাজ ঘরেনাজাইবশতনমস্কার ❋ তোমাসবেহেনবাক্যকৈলামোকে ভালে ॥ ঘটকের ব্যাধি কপি লইলা কপালে ❋ তোমাসবে 'উত্তরদিবা কন্যার গোচরে॥এবলিয়া বধু লইফিরেচলেঘরে মালিনীর দর্পে দ্বারী মনে ভাবিডর ॥ কর জোড়ে নিবেদয় মালিনী গোচর ❋ আমাসবপ্রতি অপরাধ পরিহরি॥প্রবেশহ অন্তঃস্পুরে বধুসঙ্গেকরি ❋ নাজানি করিনু দোষক্ষমিতেউচিত না করে এসব বাক্য কন্যার বিদিত ❋ নাজানিয়াদোষকেবা না করে সংসারে ॥ পরিহার মাগি যুক্ত দোষ ক্ষমিবারে উত্তমে ক্ষময় যদি অধমেরদোষ॥তাহাতে জানহপ্রভুঅধিক সন্তোষ ❋ বিনাদোষেশত নষ্টকরিবারেপারে॥সুসারকরিতে নারেঅনেকপ্রকারে ❋ সম্ভরিলইতেনষ্টবড়েরউচিত॥সামান্য জনেরকর্ম্মনহেকদাচিত॥যদিসেপ্রতিষ্টাতোমাঘোসিবভুবনে আমা সকলেরদোষ ক্ষম কৃপা মনে ❋ দ্বারী মুখে শুনিহেন প্রনতিবিনয় ॥ মালিনী ভাবয় মোর আর কিবা ভয় ❋ দ্বারী ভয়েধড়েমোরনাআছিলপ্রাণ॥মোরভয়েদ্বারী সব হৈল কম্প বান ❋ ভাণ্ডিয়া জিনিনু আছি এসব প্রহরী ॥ আর কিবা সন্দেহমোরপ্রবেসিতেপুরি ❋ হেনভাবেইস্মিতবদনেপদ্মাবতি বধু লইকন্যারঅন্তঃস্পুরে কৈলগতি ❋ সখিগণসঙ্গেবসিয়াছে লালমতি ॥ গগণে নক্ষত্র সনে যেন নিশাপতি ❋ স্বর্গ বিদ্যা ধরি মাঝে যেন সুরেশ্বরী ॥ সখিসব মদ্ধেতেন পরম সুন্দরী নানাপাঠে রাজবালা অতিব পণ্ডিত॥ধর্ম্ম উপদেশবাক্যকহে প্রতিনীত ❋ সংস্কৃত ভাসে যত শাস্ত্রেরবিধান ॥ পাত্রসবে কহে বালা সখিগণ স্থান ❋ স্বর্গ বাসি হয় পুন্যকৈলযেসকল

যে সকল পাপকর্ম্ম হয় রসাতল॥কুমারীকহেন্ত বাক্য শাস্ত্র বিবরণ॥মনসাবধানে বাক্য শুনে সখিগণ ❊ অন্তঃপক্ষে শুনি বীর কন্যার বচন॥আনন্দে পুর্ণিতভেলকুমারের মন ❊ সখিগণপ্রতি রমা পুনি কহে বানী॥অদ্যপিলইয়া বধু না আইল মালিনী❊মালিনীর পুত্র বধূ দেখিতে নয়নে॥ সঘনে দগধে চিত্ত উঠেপড়ে মনে ❊ হেরয় পদ্মার পন্থ নৃপতি নন্দিনী ❊ হেন কালে বধু সঙ্গে মিলিল মালিনী❊কুমারিকেপদ্মাবতী প্রণাম করিয়া ॥ দণ্ডাইল নিজ বধু হস্তেত ধরিয়া ❊ কন্যা প্রতিকহেমোরএবধু অভাগি॥প্রণাম না করে কার চরণেত লাগি❊ পুত্রঘরে বঞ্চেমোর পুত্রেরঅধীন ॥ প্রণাম না কৈল মোকে কভু একদিন ❊ হতজ্ঞান বধু মোর হত বুদ্ধি বাম বিনাআশির্ব্বাদে কাকে নাকরেপ্রণাম ❊ প্রধান২লক্ষ২নারী গণে॥দণ্ডবতেপ্রণাময়তোমার চরণে ❊ মহারাজ সুতা তুমি মহিমা অপার ॥ হীনের প্রাণামে কিবা প্রতিষ্টাতোমার❊ মনেতেভাবিওতোমাকিঙ্করেরনারী এহিতঅপরাধক্ষম রাজার কুমারী❊গোপনে সিদ্ধান্তবহুকৈলআশির্ব্বাদ॥প্রণামনাকৈল জানিক্ষম অপরাধ ❊ কুমারী বলিল পদ্মা না গুণ প্রমাদ ॥ প্রণাম নাহিক গুণ হিভ আশির্ব্বাদ❊ পদ্মাপ্রতি কহে বানী আশ্বাসি বচন॥পন্থহেরিয়াছি তোমা বধুর কারণ ❊ দেখিতে ইন্দ্রেরচন্দ্রবসিনু উল্লাসে ॥ আজিকেনমেঘখণ্ডহইলআকাশে দেখিতেতোমার বধুশ্রদ্ধা অতিমনে॥মোর আগে মুখকেন ঢাকিল বসনে❊নিবেদয় পাদ্মবতীজুড়িদুইকর॥ হীন জাতি বধু তোমা অগ্রে লজ্জ্যা ডর❊ঘরহতে বধুমোরনাজায়বাহির চন্দ্রসূর্য্য না দেখয় বধুরশরীর❊ভিন্যজন সনে কভু নাদে-

দরশন॥অপক্ষের সনে কভু মা কহে বচন॥কভুনাহি আসি
য়াছে অন্তঃস্পুর মাঝ ॥ কহেদেখিয়াছেনৃপনন্দিনীসমাজ॥
লজ্জায় লজ্জিত অতিভয়ে ত্রমান॥গোপনেতোমার আগে
মর্ম্মেরসমান॥যেহেনমলয়ঘৃতঅগ্নাতাপপাই ॥তোমা ভয়ে
বধু তেন রহিল মিলাই॥তোমাভয়মনে আমি গুণি বহুতর
যেপক্ষে আনিমুবধুতোমারগোচর॥হেন বধু ঘরহতেকরিনু
বাহির ॥ নাজানি কি হয় ধড়ে প্রাণ নহে স্থির॥ বধু প্রতি
বিঘটীত হৈলে কদাচন॥বিষ ভক্ষিমোরপুত্রত্যাজিবেজীবন
মালি বংশ জন্ম মাত্র বিধির বিধান ॥ রূপেগুণে হয় নৃপ
নন্দিণীসমান॥তুমিবিনাকোথা হেন নৃপতিনন্দিনী॥ তোমা
রূপে সৃজে বিধিতোমার মালিনী॥তবেপদ্মা নিজ হস্তেবস্ত্র
করি দূর ॥ কন্যাকে দেখায় মুখ আপনা বধুর ॥ ইঙ্গিতে
মুখের বস্ত্র করিলা অন্তর॥কুঁমারির মর্ম্মে হানে কাম পঞ্চশর
মদন গরল বানকাম সরশন॥ সাঙ্কিল ভঙ্গিমা আঁখি ঈসৎ
বদনে॥কুমার ভঙ্গিমা ছলে আঁখি অনুসরি ॥ নয়ন কটাক্ষ
বানেহানিলাকুমারী॥মালিনীরবধুমুখদেখিআশ্চর্য্যিত॥জ্ঞান
পরিহরিবালা হৈলমোহশ্চিত॥হানিলমদনবানেঅনঙ্গনাগরি
খাইল মরম ঘাও পড়িল সুন্দরী॥কামেরসমুদ্রেউঠে বিসম
হিল্লোল ॥ সখি সব ঢলিপড়ি হইল বিভোল॥মালিনীর পুত্র
বধু দেখি আশ্চর্য্যিত॥ সভা সহ রাজবালা হৈল মোহশ্চিত্ত
কতক্ষণে জ্ঞান লভি উঠিলা সুন্দরী॥ একে২জ্ঞানলভে যত
সহচরী॥ সখিগণ সঙ্গে করি রাজবালাসুখী॥পরম আনন্দে
রৈলে সহরিসমতি॥ নিজসখিগণ প্রতিকহেরূপবতী॥ যুবতী
মণ্ডলে নাহিএরূপযুবতী॥মালিবংশজন্মিয়াছেএমনকামিনী
লালমতি ॥

কদাচিতনাহিহেননৃপতি নন্দিনী❀দেবকুলেহেন কন্যা নাহি মনেলয় ॥ পাইলযেরূপ কন্যা মালিনীতনয়❀কহিল এসব বাক্যসখিগনস্থানে ॥ মালিনী হেরয় বালা পরম ধেয়ানে যেহেনজোগেরধ্যানসাক্ষাতেমানস॥ ম লিনী দেখিতেতেন পুরে মনরস ❀ দেখিয়া মালিনীরূপবিভোলসুন্দরী॥ হেরয় নয়ন আড়েআপনাপাসরি❀ঈসৎবদনে রমা ত্রিভঙ্গ নয়নে হানিল মালিনী ভুরু ধনু পঞ্চবানে❀ কুম রির নয়ন কটাক্ষ কামশর ॥ কুমারের মর্ম্মে হানি কৈল জর২ ❀নয়ন ভঙ্গিমা ছলে তিক্ষ২বান॥ হানিল কুমার মর্ম্ম হৈলখান২ ❀ দাণ্ডাই রহিলধৈর্য্য সাহসের বলে॥ অস্থির হইল অঙ্গপড়েঢোলে২ কুমারেররভুরু যুগধনুসমশরে॥কুমারির মর্ম্মে হানি জরং করে কুমারে দেখিয়া নিজ প্রিয়া লালমতি॥ মোহশ্চিত সম্বরিল ধৈর্য্য ধরি অতি❀লালবাহুরূপেমজি কুমারেরপ্রাণ॥সাহস প্রভাবে স্থির হৈল গুণবান❀ ঠাঁঠ বজ্রে মৃত অঙ্গ রহেন্ত দাণ্ডাই॥ তেন মতেরৈল অঙ্গরূপেমোহপাই❀কুমারেরপ্রাণ হরি নিল লালমতি॥ শুন্যঅঙ্গে দাণ্ডাইল সাহার সন্ততি ❀ লালমতি প্রাণ হরি নিল যুবরাজ ॥শুন্য অঙ্গে রৈল বালা সখিগণ মাঝ❀কুমারেরপ্রাণ কন্যা রূপেআরোহিয়া॥রহিল কুমারপ্রাণবাহিরহইয়া❀কন্যাপ্রাণকুমারেররূপেআরহিলা নিজ ধড় ত্যাগি প্রাণ বাহিরে রহিলা❀কুমার কে চিনিতে নারিলা লালমতি ॥ নানা অলঙ্কার যেন শুন্দরী যুবতী ❀ ঘটেতনাচিনাদিলেজেহেনআত্মা॥কুমারকেচিনিবারেনারি লেক রমা ❀ মন ভাবে প্রভু আগে কিবা বেশকম॥ অধম বংশেতেপ্রভুসৃজিলউত্তম❀অন ত্তমহিমাত্রিজগৎঅধিকারী॥

ালিনীর পুত্র হেতু সৃজে হেন নারী॥মালিনীর বধু দেখি সহরিষ মন ॥ মালিনীকে প্রসাদ করিল বহু ধন ॥ কুমারী কহিল বলি শুন পদ্মাবতি॥ তোমাপুত্র বধুদেখি দয়া লাগে অতি॥ বধুতোমারাখি জাও আমার নিকট॥কদাচিত্‌মনে কিছু নাভাব সঙ্কট॥ কুমারির মুখে পদ্মা শুনি হেন বানি॥ মালিনীর ধড় মাঝে না রহিল প্রাণি॥ যেব্যাধি সহিতেপুরি করিনুপ্রবেশ॥নিকালিতে ব্যাধিপুনিনারীসুবিশেষ॥বিলম্বে অবশ্য ব্যক্তহইবেকবানী॥ এপাপকপালে মোর কি আছে নাজানি॥পুস্পহার আনি ভয়শুনিনু অকাজ॥ এইসেপড়িল ভাঙ্গি মুণ্ডেমোর বাজ॥মনেতেভাবয় বহু ত্রাসিত অন্তর॥ কন্যা আগে কহে পদ্মা জুড়ি দুই কর॥মালিনীবলিল শুন নৃপতিকুমারী॥দণ্ডেক ছাড়িয়া বধু জাইতে নাপারি ॥ পুত্র যদি শুনেমোর এসববচন॥ছাড়িবেবসতীকিবা তেজিবেজীবন॥ পুত্রঅজানিতবধুআনিনু এথাতে॥শুনিলেআমারমৃত্যুআজি পুত্র হাতে॥শীঘ্র ঘরে নিতে বধু নাহিদেও যদি॥ সত্যযে হইলা বালা মোর বধবধি॥সেবিলেবড়েরপদপুরেমনআশ তোমাপদসেবিকেন আমার বিনাশ॥বিনাশ নাকরমোকে ধর্ম্মেরকারণ॥রাখিলেদাসেরনারীকোনপ্রয়োজন॥পালিয়া বিনাশ মোকে তোমা নাজুয়ায়॥বলদেখি পক্ষি পালি পুনি কেবা খায়॥অজ্ঞাতেপুত্রের বধু আনিনুছাপাই ॥ দেখেবা নাদেখেকেহ ছাড়িদেও জাই॥শীঘ্রআজিছাড়িদেওমোকে কৃপাগুণি ॥ পুত্রকে কহিয়া বধু আনিদিবপুনি॥কন্যাবলে ঢিটতুমিবচনেচতুর॥হৃদেত কপট মুখে বচন মধুর ॥তোমা ব্যাবহার আমি ভালমতেজানি॥হৃদেতোমা অন্যভাবমুখে

মিষ্টবাণী ॥ বৃক্ষেতে অমৃত ঝুলে মৎস্য চরে জলে ॥ অম্বলরান্ধিতে তুমি পার কুতূহলে ॥ আমার গৃহেতে তুমি না কহ বচন ॥ ছাড়িয়া না দিব বধু নিতে কদাচন ॥ প্রাণ কাড়ি বধু তুমি আনিলা এথাতে কেন প্রাণ কাড়ি নিতে চাহ অকস্মাতে ॥ কলঙ্ক, রহিলে নারী পুরুষ সমাজ ॥ নারীর সমাজে নারী রৈলে কোন লাজ ॥ পিতৃ অন্তঃপুরে বঞ্চি লই সখিগণ ॥ সন্দেহ নাহিক হেথা পুরুষ দর্শন আবেশ না কর পুনি আমার গোচর ॥ নিসন্দেহ চলি জাও আপনার ঘর ॥ ধন রত্ন লও বহু ছাড়হ কপট ॥ আমা সঙ্গে যুক্ত নহে তোমা হঠাহট ॥ রাজকন্যা মুখে শুনি এরূপ বচন ॥ ভাবিতে লাগিল পদ্মা নিজ মনে মন ॥ আছুক কুমার নিজ ভাণ্ডিয়া কুমারী ॥ বাপ পিতামহে সমে ভাণ্ডিতে না পারি নাশো ভেক ন্যার সঙ্গে চাতুরি মোহর ॥ আনিনু কুমারে হেথা হই মতিভোর ॥ এতেক ভাবিয়া পদ্মা নিজ মনান্তর ॥ ত্যাজিয়া জীবন আশ চলি গেল ঘর ॥ নিজ ঘরে গিয়া পদ্মা ভাবে মহা ত্রাশ ॥ কুমার হইলে ব্যক্ত আমার বিনাশ ॥ পরিণামে ভাল মন্দ না গুণে যে সব ॥ সে সকল হতে ভাল শুকর গর্দ্দভ ॥ পরিণাম না গুণিয়া এ কর্ম্ম করিনু ॥ যেহেন আপন মুণ্ড আপনি খাইনু হেন অপকর্ম্ম কৈনু কি আছে কপালে ॥ নৃপতি শুনিলে মোরে তুলি দিবে শুলে ॥ রাজ্যেতে দিবারে বাসা নিশেধ রাজার ॥ নৃপ অন্তঃপুরে দিনু বিদেশী কুমার ॥ এ রাজ্যেতে ভোগ ত্যাগ জানিনু স্বরূপ ॥ ভাঙ্গিনু আপন দোষে আপনার রূপ ॥ সেহ ভাল যদি সে বনের ব্যাঘ্র খায় ॥ এ প্রাণ যন্ত্রণা মোর না সহিবে গায় কুচক্রে অধিক প্রাণ এ প্রাণ নৃপতি ॥ স্বহস্তে রাখিয়া মোকে করিবে দুর্গতী ॥ এতেক ভাবিয়া ত্রাশ নিজ মনে২ ॥ নিজ গৃহ

ছাড়ি পল্লা প্রবেশিল বনে॥ লালমতিপুরিমধ্যে গাহার নন্দন
নারী বেশে রহিলেক সকৌতুক মন॥ দিবা অবশান হৈল
আসিল রজনী॥ সখিসঙ্গে অন্ন ভুঞ্জে নৃপতিনন্দিনী॥ মালিনীর
বধু প্রতি বহু জত্ন করি॥ নানা উপহারে অন্ন ভুঞ্জয় সুন্দরী
সহরিষে অন্নভুঞ্জিপাখলিলকর॥ কর্পুর তাম্বুল দিল মালিণী
গোচর॥ মালিণী সহিতে হাস্য রস রঙ্গ মনে॥ হরষ কন্যার
মন মালিনী বচনে॥ কন্যার বচনে হরে মালিনীর প্রাণ॥ এই
মতে হাস্যরসকৌতুক দোহান॥ মন রঙ্গে হাসে বালা সহরিষ
মন॥ মুখ হতে শ্রবে বহু অমুল্য রতন॥ তা দেখিয়া নৃপসুত
অতি মনরঙ্গ॥ আরম্ভে কন্যার সঙ্গে কৌতুকের ছল॥ সমসম
বয়েসের নারী একঠাম॥ বসিলে মানান রসরঙ্গ অনুপম॥
কামিনী সত্রে তেলজ্যা নাগুণে কামিনী॥ নানাছলে কহে বাক্য
পরিহাস বানী॥ মালিনী বচনে রমা হাসে খলখল॥ অবিরত
শ্রবে মণী মুক্ত ঝলমল॥ নানানকৌতুকে রসরঙ্গে অনুপম
জেহেন নাগরী তেন রসিক সুজন॥ সম২ রূপ দোহ দোহে সু
পণ্ডিত॥ বচনে চতুর দোহ বাক্য নরঙ্গিত॥ রস রঙ্গ বাক্য
দোহ অমৃত লহর॥ জয় পরাজয় নাই উত্তর পত্যুত্তর॥ কহেন্ত
ইঙ্গিতে ভেদ রহস্য বচন॥ সে বাক্য বুঝিতে কভু নারে সখিগণ
এইমতে হাস্যরসে উত্তর পত্যুত্তর॥ শয়ন সময় নিশা দ্বিতীয়
প্রহর॥ সখিগণ প্রতি বালা আদেশে বচন॥ জার জেবা স্থানে
জাও করিতে শয়ন॥ পরমহরিষে অতি নৃপতিনন্দিনী॥ আপনা
নিকটে রাখে সুন্দর মালিনী॥ সখিগণ হৈল যদি নিদ্রায়
পিড়ীত॥ মনরঙ্গে বৈসে বালা মালিনী সহিত॥ মালিনীর পুত্র
বধু হেন তথ্য জানি॥ পরিহাসে মালিনীকে কহে মধু বানী

বিনাসুতেগুঁথিলাবিচীত্রপুস্পহার॥কেমননাগরসঙ্গেপিরীত্ত
তোমার❋রসেরনাগর ধীর কামিনী মোহন॥পুস্পেরপাখরে
পত্রলেখগুলক্ষণ❋এমননাগর সঙ্গেতোমাপ্রেমঅতি॥ মালি
বংশে নাহিতোমা সম ভাগ্যবতী❋কুমার নিকটে বসিয়াছ
তেকারণে॥ঝলকেজ্যোতিরজ্যোত তোমারবদনে❋তোমা
অঙ্গে অঙ্গ লাগি আছয় তাঁহান॥স্তেকাজেতোমার অঙ্গহেন
দিপ্তমান❋ নভু তোর্মাহেন কন্যা কোথামালিঘরে॥তোমা
রূপব্রহ্মাআদিদেবমনহরে❋কোথাতেমালিরযোগ্যতোমাহেন
নারী॥ নাজন্মেনৃপতীকুলেএমনকুমারী❋ভালেরদর্শনেসন্তু
হয় ভালজন॥চন্দনের গন্ধেযেন পলাশ চন্দন❋কুরুপলক্ষণ
লোকেনাশোভেনয়নে॥পরম রঙ্গিমহয় হিঙ্গুলদর্শনে❋কুমা
রেররূপতেনতোমারূপ অতি॥ভুবনে নাহিক তোমা সদৃশ
যুবতি❋তাঁহান দর্শমেদ্ধতোমা সাফল্য জনম॥প্রেম সখিঅন্য
মোর নাহি তোমা সম ❋ সত্য জানিনু মোর প্রভুগুণবান
তোমাসঙ্গেভেদাভেদনাহিকতাঁহান❋তোমাতেপরামর্শহেন
জানিনুনিশ্চয়॥মোকেকৃপাপত্রলিখিয়াছে দয়াময়❋ তোমা
পরামর্শতরেহেনলয়মনে॥ তোমাসমবন্ধুমোরনাহিকভুবনে
অন্যভাব নাভাবিবামোকে কদাচন॥কহিবে আমাকেজেবা
স্বরুপবচন❋ সঙ্গেতে নারহে জার সঙ্গের সারথি॥একাকি
চলিতেপন্থে মনদুখ অতি❋তোমাহেন সুসঙ্গি রহিলেমোর
সঙ্গে॥কুমারেসেবিবদোহ অতি মন রঙ্গে❋রুপেগুণে তুমি
আমি হই সমতুল॥ সঙ্কোচ না রাখি জানি হীনজাতিকুল
শাস্ত্রেতেপণ্ডিতজেবা জাতি কুলহীন॥সভামদ্ধে সে সবের
প্রসংশা প্রবীন❋কুলশিলজাতিজেবামুখ মুড়জন॥সে সকল

নরহতে উত্তম গোধন ॐ গোধন উত্তমাকৃতি বনেতৃণখায়॥ পর উপকার করি জনম গোঙায় ॐ পশুহতে মন্দ অতিজ্ঞানহীন জন ॥ ভাঙ্গয় লবনভাগুখাইয়া লবন ॐ প্রকৃতি উত্তম মুলে মহা জাতি কুল॥ জ্ঞান হীন কুলশিলপশুসমতুল ॐ জ্ঞানবন্ত জনহয়অমুল্যরতন॥ বটকেনাকিনেজ্ঞানহীনতিনজন ॐ জ্ঞান বন্ত অবংশিলকুলশীলঅতি॥ জানহীনকুলশীল নিকৃষ্ঠদুর্ম্মতী জ্ঞানহীন নারী কুকুরের সমস্বর ॥ নর অন্নে পরিপাল্য খর্ব্ব করেনর ॐ সত্য জ্ঞানতেহেনকুলটা নারীগণ ॥ পতি মর্ম্ম খর্ব্ব করেকহি দুর্ব্বচন ॐ জাতিকুলবিবেচনানাহিকদাচিত॥ প্রকৃতি উত্তমমাত্র নারীর চরিত ॐ রূপসহগুণ যদি হয়সমতুল॥ তবে সেবাখানিরুপমর্য্যাদাবহুল ॐ গুণহীনরুপে যেন শীমুলের ফুল॥ নাহয় চম্পক আগে বটকেরমুল ॐ রুপেগুণেতোমাসম নাহিকভুবনে॥ রাজযোগ্য নারীতুমিহেনলয়মনে ॐ রাজঘরে কোথা আছে তোমাহেন নারী॥ দেবকুলেনাহিতোমাসদৃশ কুমারী ॐ নিজকুলযোগ্যতুমিনাহওকদাচন॥ তোমাসৃজিয়াছে যুবরাজের কারণ ॐ যদি সে করয় প্রভু ত্রিজগৎপতি॥ তুমি আমি একত্রেগোঙাব রঙ্গমতি ॐ ভিন্যভাব আমাতেনারাখ কদাচন ॥ কোথায়কুমার কহস্বরূপবচন ॐ কোথায় তাহার বাস কহকোনস্থান॥ কেমনে দর্শন কর সঙ্গতি তাঁহান ॐ কুমারেরভেদ যদি পাইতোমাস্থান॥ তোমাকেজানিবদীক্ষাগুরুর সমান ॐ শুনিলেতোমাতেএহিগৌরবন্তকথা॥ জেহেনপরম গুরু করিব মান্নতা ॐ সত্য করি কহ মোকে মালিনীসুন্দরী নানা অলঙ্কার দিব অষ্টঅঙ্গভরি ॐ রজতকাঞ্চনে অঙ্গজড়িব তোমার॥ মণিমুক্তা যত চাহ দিব ভারে ভার ॐ মোরআগে

লজ্যা পরিহরি চন্দ্রমুখী॥কোথা রহে যুবরাজকহপ্রাণ সখী
লালমতি মুখেশুনি এসব বচন॥ মন পুলোকিত হৈল স্বহর্ষ
বদন ❁ কুমার ভাবয় মনে কন্যার সহিত ॥ শীঘ্র পরিচয়
দেওয়ানাহয়উচিত❁ভাণ্ডিয়াকহিববাক কন্যারসহিত॥কন্যার
মনের ভেদ বুঝিব চরিত❁স্বহর্ষ বদনে হাঁসে নৃপতিনন্দন
কহেতুমালিনীহলেমধুরবচন❁কুলবধূ হইআমিনাহিবেশ্যা
জাতি॥নাকহ আমাকেবাক্যজাতি কুল খ্যাতি❁মালি কুল
বধূ আমি রহি অলক্ষিতে॥ কিরূপে দর্শন বলকুমারসহিতে
স্বরূপ জানিয়াহেনকহমোকেবাণী॥নতু কিবা পরিবাদদেও
শক্রজানি❁তোমাপতিশনেমোরভালাইজানিয়া॥ছলিবারে
চাহমোরেএথাতেত নিয়া❁যদিবামনেতেগর্ব্ব রাজারকুমারী
বিড়ম্বিতেচাহমোরেজানিহীনমারী❁ প্রলয়েরকালেকোথা
রহিবেবড়াই॥ডাণ্ডাইবেপ্রভুআগেমোরসঙ্গেজাই ❁ মনগর্ব্ব
না রহিবেপ্রভুরগোচর॥পরিণামেপ্রভুআগেকিদিবা উত্তর
জাতি কুল হীনআমিকুরূপলক্ষণ॥তেকারণেকহ মোরে বি-
রূপবচন❁ত্রিলোকমহিণীতুমিমহারাজশুতা॥হাঁসিতেমানিক
শ্রবেকান্দিতেমুকুতা❁মুখেতেমুকুতামণীনাশ্রবেআমার॥কেন
বলআমাপ্রতিলোভিতকুমার❁জারচিত্ত তোমাপ্রেমেহইল
আকুল ॥ তার আগে নহেমোর বটাকেরমূল ❁ কুরূপলক্ষণ
আমি দুখিনী মালিনী ॥কিহেতুকরিতে চাহমোকেকলঙ্কিনী
অভাগিসাশুড়িবাক্যেকেনআইনু এথা ॥ হারাইনুনিজপতি
অগ্রেতে মান্যতা ❁পতিআজ্ঞাবিনাকেনআইনুতোমা পাশ
হেন বাক্যে পতিসঙ্গে নহে গৃহ বাস❁ এবাক্যশুনিলেপতি
রাখেকিবাকাটে॥নাজানিনির্ব্বন্ধমে রকি আছেললাটে❁নিজ

মন দুঃখে মরি কি মোর জঞ্জাল॥ ন বুঝি আমার মর্ম্ম বার্ত্তা পুছ ভাল॥নিজকর্ম্মে হও কেন পাগল চরিত॥ অবিচারে কহ মোকে বাক্য বিপরিত॥পুছিতে বাঞ্ছিত তোমা যেবা অভিলাষ॥ নাবুঝিয়ে বাক্য মোর জাতি হয় নাশ॥যদিবা কুমারহেতু তুমি আকুলিত॥তোমাহেতু যুবরাজউন্মত্তচরিত কুমারের প্রাণ জাউক তোমার কারণ॥ নহে পতিহেতু ত্যাগ আপনা জীবন॥এহাতে আমার কিছু নাহিক সংশয়॥কুলেতে কলঙ্কমাত্র মোর এহি ভয়॥পাগল দেবেচ্ছা তোমা বুঝিনু চরিত্ত নাবুঝে অন্যের হিত চিন্ত নিজহিত॥যদিবা কুমার হেতু প্রাণ নহে স্থির॥বাপ অন্তঃস্পুর ছাড়ি নিকল বাহির॥কোথাতে কুমার রহে কর অন্বেষণ॥নাহক আমাকে কৈলা ধিক্কার বচন তোমা জন্য কুমার বর্জ্জিল সিংহশান॥ অন্তঃস্পুর ছাড় তুমি কুমার কারণ॥পতি কাতর যদি হও রাজবালা॥ নিজগলে পর তুমি কলঙ্কের মালা ॥ মালিণী কহেন বাক্য হইয়া বিস্মিতে॥কোনছলে কহে রমানারয় বুঝিতে॥কুমারী বলিল শুন বিচিত্র মালিনী॥ তোমার কটুক্তি আমি মধু হেন জানি যতেক কহিলা তুমি কটুর বচন॥মোর আগে কহে হেন নাহি কোনজন ॥ এহাতে অধিক যদি কহ দুর্ব্বচন॥তোমা প্রতি বিস্মিত নাহয় মোর মন॥মুণ্ডেতে লইনু সত্য কলঙ্কের ভার তথাপি হটুক মোরে সাহার কুমার॥গলেতে পরিনু সত্য কলঙ্কের মালা॥কোথা সল মোর নবলক্ষ স্বামি কালা॥তোমাকে কহিনু সত্য বিক্রুপ বচন॥মোর আগে হিংশাবাদ নাহি কদাচন॥নাবুঝ আমার মর্ম্ম নাহওব্যাথিত॥ কিহেতু আমাকে মনে এমন দুখিত ॥ সর্ব্ব অর্থ কহি তোমা হিতের কারণ লালমতি ॥

মালিনীরপুত্রযোগ্যনহকদাচন॥নাহিশুনিয়াছ তুমিজুলেখা বৃতান্ত॥কিরূপেভজিলবালানিজপ্রাণকান্ত॥ইউসুফরূপেতে মজিজুলেখা যুবতি॥ বর্জ্জিলআজিজ মন্ত্রী বিবাহিতা পতি মেসের সহর ত্যাগি কলঙ্কেরভিত॥আচরিলপ্রেমরস ইউ- সুফ সহিত॥ আজিজেরযোগ্যনহেজুলেখাসুন্দরী॥আজিজে রাখিলপ্রভুনপুংশককরি॥তেকারণেজুলেখায়পাইলযোগ্য বর॥ মনসুখেভজিলইউসুফপয়গাম্বর॥জুলেখার প্রতিযেন ঘটিলইউসুফ॥ ঘটিলজোলকর্ণশুততোমাঅনুরূপ॥সপেনেতে দেখিনু যেন সয়ফল মুলুক॥সেইঅনুরূপ দেখি তোমা চন্দ্র মুখ॥এতেক কহি যে বাক্যতোমাকেনিশ্চয়॥তোমাজাতি স্বরপতি মোর মনে লয় ॥ যদিসে হইলপ্রেম কুমারসহিত নাগুনকলঙ্কভয়মনেকদাচিত॥সামান্যেরযোগ্য তুমিনাহও রমণী॥রাজযোগ্যনারীতুমিত্রিলোকমোহিনী॥যদ্যপিকরিল বিভা মালিনী নন্দনে॥যেহেন চন্দ্রানি বিভা করিলব্রাহ্মণে॥ কাপুরুষ ছিল যেন দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণ॥নপুংশ মালিনী পুত্র লয় মোরমন॥ চন্দ্রানিলোভিলোযেনলোরেন্দ্রনৃপতি॥মনরঙ্গে ভজ তুমিজোলকর্ণ সন্তুতি॥তোমাকেকহিযে শুন সঙ্কেত বচন॥যদিসে অযোগ্যহস্তে ঘটয়রতন॥অযোগ্যজনেররথা রত্ন প্রতি আশ ॥ যাহারে শোভয় রত্ন জায়তার পাস ॥ ত্রিলোকমোহিনী তুমিঅমুল্যরতন॥তোমাযোগ্যবরমাত্রসাহার নন্দন॥রূপেগুণেতুমিহেনপণ্ডিতযুবতী॥ অদ্যাপিতোমাকে মনে না লয় অসতী॥ যতেক চরিত্রতোমা পদ্মিনীকন্যার পদ্মমনি কন্যা যোগ্য নৃপতিকুমার ॥ যদ্যপি পুর্ব্বের সুর্য্য পশ্চিমে উদয়॥তথাপিপদ্মিনীকন্যাঅসতীন হয়॥যেনহস্তে

রাখিয়াছে আনস্থাপ্য ধন ॥ তেনতোমা রাখিয়াছেমালিনী নন্দন❀ঘটাইলনিরঞ্জনেতোমাযোগ্যবর॥ এহাতে মনেতে কিবা কলঙ্কের ডর ❀ মালিনীর পুত্র প্রতি যদি তোমা মন যদিবাতাহাতেঘটিয়াছেকদাচন❀অসতী হইতে তোমা না কহি নিশ্চয়॥ তোমার দেবের দেব মালিনী তনয়❀দেবের ঈশ্বর কিবা হয় নরেশ্বর॥ নালয় সতীরমনেপতি সমস্বর❀ অন্যবারোগিভকিবাভিক্ষুক ভিখারী॥ নাছাড়ে আপনপতি যেবা সতীনারী ❀ যদিবা মালিনী পুত্র সত্য তোমাপতি ॥ রহিবা পতির সঙ্গেমনরঙ্গে অতি❀ তোমাকে কহিনু সত্য প্রতিজ্ঞা বচন॥নাদিবকলঙ্ক হৈতে সত্যকদাচন ❀ সত্যযদি হয়মোর জনকএত্রাণ।করিবতোমাকে এই রাজ্যের প্রধান রাজ্যেতে আছয়তোমাযতজ্ঞাতীগণ॥ তোমা অধিকার করি দিবসর্ব্বজন❀ যাকেশ্রদ্ধা জাতিকুলেরাখিবাআপনে॥বিনা- সিবাজাতিকুল যাকেলয়মনে❀প্রেমেরইষ্টতামোরতোমার সহিত॥ নারাখ মনেতেভুমি কলঙ্কের ভিত❀ মৃত্যুর ঔষধ যেবাবান্ধেনিজগলে॥ কলঙ্কবোসিতেতোমাপারেসেসকলে সত্যভাবে রহ মাত্রপ্রভুরগোচর॥নিজ মনে বৃথা ভাবকল- ঙ্কের ডর ❀ তুমি যদি প্রেম সখি হইলা আমার ॥ আমার বাপের রাজ্যসকলতোমার❀মনেরআরতিতোমাজেবাপৃথি বীত॥ সর্ব্ব অর্থে পুরাইবতোমার বাঞ্ছিত❀যতেকমাগহদিব অমুল্য রতন॥মানিকমুকুতাদিব আর যতধন❀ রাজ্য গ্রাম করি দিবতোমার শাসন॥অশ্বগজ আদিদিব সৈন্য সেনাগণ কাতর বচনেপুছি হই মনদুখী॥ কোথা মোর প্রানেশ্বর কহ চন্দ্র মুখী❀ রাজপাট ছাড়িমোর প্রভু যুবরাজ ॥ কি রুপে

বঞ্চয় আমি অভাগিনীকাজ ❁ ভুবন দুর্লভ সাহাজোলবর্ণ সন্ততি॥ তার যোগ্য নহি আমি নারী অধগতী ❁ ইচ্ছিলস অপার দুখমোর অন্যাসনে॥ মশ্রিকমগ্রিব ভ্রমে আমার কারণে ❁ মাতাপিতাপরিহরিইষ্টমিত্রগণ॥ বর্জ্জিলআমারপ্রেমে রাজ্য সিংহাশন ❁ যাহার সঙ্গতি চলে চতু রঙ্গ দল॥ ঘটকেরপদ ভরেমহি টলমল ❁ কোটী২ অশ্ব চলে লক্ষ২গজ ॥ নবদণ্ড ছত্র শতে২উড়েধ্বজ ❁ জার সঙ্গেবাদ্যবাজে সমুদ্রহিল্লোল হাজারে২ ডঙ্কা কাড়া ঢাক ঢোল ❁ লক্ষ২ রণ সিঙ্গা ভেউর কর্ণাল ॥ টেকরা রোবাব চুঙ্গ বিবিধবিশাল ❁ বাজয় সহস্র রাজা সঙ্গতি যাহার ॥ শতে২ উষ্ট্র যার সঙ্গতি বাজার ❁ নরেন্দ্র মণ্ডল মাঝে যে হয় প্রধান ॥ সহস্র২ নৃপ যাহার জোগান ❁ পৃথিবীমণ্ডলমাঝে যত ছত্রধারি॥ যাহারচরণে সব হই আজ্ঞাকারী ❁ ভুবনে যাহার সম নাহি মান্য জন॥ মোর হেতু আসিয়াছে বৈরাগী লক্ষণ ❁ পুষ্পেরশয্যাতে অঙ্গরাখয় যাহার ॥ নারুচে যাহার মুখে শতউপহার ❁ শয়ন যাহার মণিমুকুতারঘরে॥ পরিচর্য্য করে যার শত অনুচরে ❁ কি রূপে ভোজন এথা কিরূপে শয়ন॥ কেমনেবঞ্চয় প্রভু বৈরাগী লক্ষণ ❁ মন রঙ্গে বঞ্চি আমি নারী অধগতি ॥ আমাহেতু প্রাণনাথ দুখ পায় অতি ❁ যার লাগি জনম অবধি নিরন্তর সহস্র বিনয় প্রভুপদে মাগিবর ❁ নিশিদিনপ্রভু পদে পরম আরতি ॥ হইতে আমার পতি সাহার সন্ততি ❁ পুষ্পেতে লেখিলা কৃপা পত্র প্রাণ নাথ ॥ পত্রপড়িমর্ম্মমোর হই গেল পাত ❁ কুমার গৌরব বাক্য প্রাণকতধরে॥ আছুক নারীর প্রাণ পাশান বিদরে ❁ কুমারের পত্র পাই পুষ্পের সহিত

জানিনু পুরিল মোর মনের বাঞ্ছিত ॥ কহ কহ প্রাণ সখি স্বরূপ বচন ॥ কিরূপে কোথায় বঞ্চে মোর প্রাণধন ॥ ছাড়হ কপট মায়া না কর ভাণ্ডন ॥ অবশ্য কুমার সঙ্গে তোমার দর্শন ॥ তোমা শনে প্রেম মর্ম নাহি হেলে কদাচন ॥ কিরূপে তোমার পুষ্পে লিখিল খিলন ॥ তে কারণে মর্ম্ম ভেদ পুছি যে তোমাতে ॥ কোন রূপে আছে বল মোর প্রাণনাথে ॥ সপ্নেতে দেখিনু আমি সয়ফল মুলুক ॥ সেই অনুরূপ দেখি তোমা চন্দ্রমুখ ॥ প্রভুর নির্ব্বন্ধ কিছু বুঝিতে না পারি ॥ মনে লয় তুমি তার জাতি স্বরূপ নারী ॥ কুমার সহিত তুমি আমি তিন জন ॥ একই শরীর হেন লয় মোর মন ॥ তে কাযে তোমার রূপ মন সমর্পিয়া ॥ মিসাই রহিল মন উন্মত্ত হইয়া ॥ সহস্র বিনয়ে বার্ত্তা পুছি যে তোমাতে কোথায় রহিয়াছে বল মোর প্রাণ নাথে ॥ শুনিয়া কন্যার হেন বিনয় বচন ॥ ইঙ্গিতে হাঁসিয়া কহে সাহার নন্দন ॥ শুন কহি নৃপ সুতা সত্য এ বচন ॥ কুমারকে এথা আনি দিলে এইক্ষণ কিবা দিবা আমাকে তুমি কহ তত্ত্ব সার ॥ কন্যা বলে তোমা আগে ভেটিব কুমার ॥ ধন রত্ন তোমা যদি মনে নাহি লয় পতি অর্দ্ধ অংশ দিব কহিনু নিশ্চয় ॥ কুমার বলিল প্রিয়া কহি তত্ত্ব সার ॥ তোমার নিমিত্য এত অবস্থা আমার ॥ মালিনীর প্রাণ রক্ষা চিন্তিনু প্রকার ॥ নারী বেশে অঙ্গেতে পরিনু অলঙ্কার বীর দর্প পরি হরি ক্ষেপি বীর্য্য বল ॥ তোমার দর্শনে আইনু ধরি মায়া ছল ॥ মালিনীর প্রাণ রক্ষা হৈল তে কারণ ॥ দেখিনু তোমার রূপ ভরিয়া নয়ন ॥ শুন প্রিয়া চন্দ্র মুখি বচন আমার পাইনু তোমার হেতু মহা দুখ ভার ॥ তোমার দর্শনে মন পুর্ণ কৌতুহল ॥ পাসরিনু যত ইতি দুখ সে সকল ॥ তথাপি তোমাকে

দুখ কহিতে উচিত ॥ তুমি যে পরম বন্ধু দুখের ব্যাথিত ❋ বুঝিনু চরিত্র তোমা শুনিনু বচন ॥ আমা প্রতি ভক্ত তুমি প্রিয়া প্রাণধন ❋ মনের ভকতি ব্যক্ত বচনে তোমার ॥ তোমা প্রতি যুক্ত দুখ শুনিতে আমার ❋ একে২ বিবরণ কহেন্তু বিশেষ ॥ যে রূপে ভ্রমিকে কৈল কুমরী উদ্দেশ ❋ যেই রূপে বিরহে তাপিত কলে-বর ॥ যেন মতে দেশ ত্যাগি চলিল কুমার ❋ যেন মতে মগ্রেব উদ্দেশে কৈল গতি ॥ যেন মতে পন্থ মাঝে দুখ পাইল অতি যেন মতে সর্পরাজে করিল সংহার ॥ সর্প হস্তে পক্ষি ছাও করিল উদ্ধার ❋ যেন মত পক্ষিপৃষ্ঠে হই আরোহণ ॥ সমুদ্র হইল পার সাহার নন্দন ❋ যেন মতে উড়ে পক্ষি লইয়া কুমার একে২ এ সপ্ত সমুদ্র হৈল পার ❋ যেন মতে ভ্রমিল কন্যার বৃন্দাবন ॥ যেন মতে মালিনীর আশ্রমে গমন ❋ যেন মতে গাঁথিল বিচিত্র পুষ্পহার ॥ যেন মতে পুষ্প পত্র লিখিল কুমার ❋ যেন মতে নারী বেশ ধরি যুবরাজ ॥ প্রবেশিল নৃপতির অন্তঃস্পুর মাঝ ❋ একে২ এসব বৃত্তান্ত সকল ॥ কহিল কুমার মণি মন কৌতুহল ❋ কুমার বলিল প্রিয়া শুন লাল মতি ॥ সয়ফল মুলুক আমি জোলকর্ণ সন্তুতি ❋ রাজ হংস হই আমি তুমি সরোবর ॥ তিলেক রহিতে নারি তোমা হন্তে দুর ❋ জল বিনা রাজ হংস অসার জীবন ॥ তোমা বিনা বৃথা মোর জীবন যৌবন জল জন্তু ভয় কিছু না গুনিনু মনে ॥ সমুদ্রে মজিনু মণিমুক্তার কারণে ❋ পুষ্পে স্মরি মধুকরে ভয় না রাখিল ॥ মধু লোভে কণ্ট-কের বনে প্রবেশিল ❋ প্রেমে মজি মন লজ্জা ভয় করি দুর ॥ তোমা হেতু প্রবেশিনু নৃপ অন্তঃস্পুর ❋ সুধা রসে প্রেমে মন মজিল কারণ ❋ মধুকিট প্রতি ভয় না রাখিল মন ❋ প্রদীপ সহিতে প্রে-

অনুভাব কাষ ॥ পতঙ্গকেপিলযেনআপে অগ্নীমাঝ❀প্রেম প্রতি মৃতহেতু না গুনি বেদন॥ মনলোভে আসিপ্রবেশিনু হুতাসন❀নৃপতির প্রতি ভয় না রাখিনু মনে॥প্রাণপনকরি আইনু তোমা দরশনে❀যে অবধিতোমাবার্ত্তাশুনিনু শ্রবনে সেইধরি রাত্রদিন সান্তুনাইমনে❀যে রূপে গত্রিতে আছে অবধি অন্তর ॥ পুস্পে পত্রলিখিতোমাকরিনু গোচর❀কুমার মুখেতেশুনিপরিচয়কথা ॥ গলেতেবসনবান্ধিমহারাজসুতা দণ্ডবতেচন্দ্রমুখীকুমার চরণে॥স্কন্দ্রপ্রণাম কৈল আনন্দিত মনে❀কুমারঅগ্রেতে রমাপরম ভকতে॥প্রদক্ষিনকৈলসহ-স্রেকদণ্ডবতে❀কুমারকন্যাকেতুলিধরি রঙ্গমন॥ এক পালঙ্কের মধ্যে বৈসে দুইজন ❀ দোহ রূপে দিপ্তীমান হইল দুতিকা॥গগনেছটকেযেনসারদকার্ত্তিকা❀দণ্ডবতকরিবালা কুমার অগ্রেতে॥মায়ামধুগন্ত্রেরমালাগিলকহিতে❀শুনপ্রভু নৈরাকার ত্রিজগৎরাজ॥ বিশ্রাম করিল আমাএইস্থলমাঝ মায়াছলে লুকাইয়াআপনার মুখ॥প্রচারিলনিজনাম সয়ফল মুলুক ❀ তুমি দেব তুমি ধর্ম্ম তুমি জগপতি ॥ তোমা বিনা সত্য মোর আর নাহি গতি❀আমার ললাটে অতিপুন্যের কারণ॥উদ্দেশিয়া নিজদাসিকরিলাগমন❀ মোর তরে কৃপা বাসি ত্রিজগৎনাথে॥আকাশেরচন্দ্রআনিদিলমোর হাতে❀ নত তোমা যোগ্য নারীনহি কদাচিত॥তোমার জনক তুল্য নাহি পৃথিবীত❀ যদি ঘৃনা পরিহরি কৃপাবাসি মনে॥ দাসি তুল্য রাখ মোরে বিকানু চরনে❀তোমার জনক সেকান্দর মহাশয়॥আল্লার রসুল শাহাভুবন বীজয়❀ক্ষিতীমাঝে সপ্ত দ্বীপ শয়াল সংসার ॥ একাবর্ত্তে ভুবন জাহার অধিকার❀

পৃথিবীমণ্ডপেযত রাজা রাজ্যেশ্বর॥নরেন্দ্রমণ্ডলগণ যাহার কিঙ্কর॥সয়ালে যতেকনৃপদিগ দিগান্তর॥দাস তুল্য যাহার চরনেভেটে কর॥নিজ সিংহাশনে বসিতোমাস্নেহবাসি॥ দিতেপারেআমাহেনসহস্রেকদাসী॥তাহারতনয়তুমিত্রিভুবন দুর্লভ॥কেনমোরহেতু দুখপাইলা এহি সব॥বুঝিনুভাবিয়া লজ্জা বাপের বিদিত॥প্রচার নাকৈলাপ্রভু মনের বাঞ্ছিত গুরু আগে লজ্জামনেগুনিমহামতি॥ আমি অধমারহেতু দুখ পাইলা অতি॥পরিশ্রমকৈলা তুমি দয়ার কারণ॥উদ্দেসিয়া নিজ দাসী করিলাগমন॥ স্বদৃষ্টে দেখিনুপ্রভু চরন যুগল নয়নের পাপমোর খণ্ডিল সকল॥সাফল্য হইলমোরজীবন যৌবন॥ভাগ্যবলেপুন্নফলেপাইনু দর্শন॥পত্র লিখি নিয়ো-জিলা মালিনীর হাত॥পড়িয়া অবধি চিত্তে হইল উৎপাত দিবস নাজায়মোর নাটুটে জামিনী॥শয়নে নাআইসেনিদ্রা ধনি একাকিনী॥অন্তর্দ্ধাক্ষ মর্ম্ম নাহিআছেপ্রেমশ্বরে॥ স্বযন দগধে চিত্তরৈতেনারি ঘরে॥ষড়রিতেসতবান মর্ম্মে আছে হানি॥ ধড়মাত্র এথা মোরতোমা সঙ্গেপ্রাণি॥ মদন গরল বান হানিয়াছেবুকে॥মর্ম্মেরবেদন কথা কৈতে নারি মুখে॥ তবে নিবেদনমোরতোমার চরনে॥বাপেমোকেবিভাদিতে শ্রদ্ধানাইমনে॥তেকাজেপ্রতিজ্ঞা কৈল্যকঠিন এসব॥করিতে নারিবাপ্রভু কর্ম্ম অসম্ভব॥তোমারচরণেপ্রভুভজমানহৈনু সহরিযেপ্রাণ নাথ তোমাকেবরিনু॥নিজ নারীহেন মোকে যদি লয়মন॥তোমা আগেঅঙ্গআমিকৈনু সমর্পন॥বরবালা দোহ মোনকৈল একস্থান ॥ বিবাহ সম্মত এইশাস্ত্রেরবিধান তাজিনুতোমার পদে একমনকায় ॥ভিন্নভাব আমাকে না

ভাব সর্ব্বথায়❋বিকিনুচরণে প্রভু সন্দেহ অনুচিত॥নিজপ্রেম ধনেমোকেকিনিতেউচিত❋নিজ দাসীহেনমোকে যদিলয় মনে॥ মোকে হরি লওতুমি আপনাভবনে❋লালবানুবাক্য শুনি অমৃতেরধার॥বচণেগুথয়বীরেমণিমুক্তাহার❋লালবানু মুখ চাহি নৃপতিনন্দন ॥ হাঁসিয়া কহিল শুন প্রিয়াপ্রাণধন তোমাপ্রেমে প্রাণপ্রিয়া হেন লয় মনে॥দরিদ্র পাইল যেন অমুল্যরতনে❋নয়ান অঞ্জন মোর তুমি প্রাণধনি ॥ নবলক্ষ হীরা হার তুমিকণ্ঠমণি❋তোমাকে কহিযে প্রিয় বচনসত্ত সত্যজানপ্রেমরস নহেদুইমত❋ আমা প্রতি প্রেম যেনতোমা মনেলয় ॥ তেহেন আমারপ্রেমতোমাতেনিশ্চয়❋এহাকে অধিকপ্রেম তোমাতে আমার ॥ তোমা ভাবে এসপ্তসমূদ্র হৈনুপার❋বৃক্ষডালে আছেপুষ্প মন সহরিষ ॥ তোমা হেতু ভ্রমি আমি ভ্রমর সদৃশ❋ মনরঙ্গে আছুমাও বাপের ভবনে তোমাহেতু ভ্রমি আমিসমূদ্রকাননে❋আমাভাবেপার তুমি স্বধৈর্য রহিতে॥তোমাভাবেনারিআমিধৈর্যধরাইতে❋ ত-বেতত্তোমাকেপ্রিয়াকরিনিবেদন॥অপকর্ম্ম যুক্তমোকে নহে কদাচন❋পরীক্ষা সঙ্কটমোর আগেযেসকল॥ আমারপ্রভুর আগেঅধিককুশল❋যদিবাইচ্ছয়প্রভুনারেকিকরিতে॥সেই প্রভুরআগেযুক্তবাঞ্ছিত মাগিতে❋চুরি কর্ম্ম নহে জানমোর ব্যাবহার॥বাপমোরসেকান্দররসুলআল্লার❋জগতমাঝারমোর জনকপ্রধান॥সয়াল সংসারেযোসেপ্রতিষ্টা তাঁহান❋তাঁহান তনয়আমিজগৎবিদিত॥ মাকেনাহিশোভেকর্ম্মআচার কুৎ-শিত❋নবীবংশেঅপাচয়কর্ম্মঅনুচিত॥ সর্ব্বত্রপ্রচারমোর নাম পৃথিবীত❋গোপনেকরিলে কর্ম্ম ভুবন মাঝার॥প্রলয়পর্য্যন্ত

রহে অযশ তাহার❋যদিবা প্রভুর আগে নহে চুরি কর্ম্ম॥ মনুষ্যে
বলিবে মন্দ সে কর্ম্ম বিধর্ম্ম❋যে সকল গুণহীন ভিতমান জন॥
পরিণামে না গুণয় লয্যা কদাচন❋যদি সে এ কর্ম্ম করি ক্ষেপিয়া
সাহস॥ পৃথিবীতে কি হইবে মোর নাম যশ❋লিখনে লিখিবে
কিবা প্রসংশা আমার॥ শুজন শুনিবে সদা মোকে কুলাঙ্গার
কথক কহিবে মোর কুচ্ছিত কাহিনী॥ জগতে ঘোসিবে মোর
বিপরিত বাণী❋না করে গোপত কর্ম্ম যেবা বীর্য্যশালী॥ অজ্ঞাতে
জিনিতে শত্রু কোন্ গাবুরালি❋প্রসংশা না করে লোকে করিলে
যে কর্ম্ম॥ সত্যজান হ প্রিয়া সে কর্ম্ম অধর্ম্ম❋আর হিবে কর্ম্ম মোর
নার হিবে কাল॥ যুগে২ রৈব যেই করি মন্দ ভাল❋ব্যক্ত রূপে
নিজ গুণ করিয়া প্রচার॥ তবে সে জানহ বিভা তোমার আমার❋
কুমারী বলিল শুন প্রভু প্রাণধন॥ আছয় পরীক্ষা ছয় অতি
বিলক্ষণ❋দ্বারে এক মহা কাষ্ঠ পর্ব্বত আকার॥ রাখিয়াছে সহ-
স্রেক মনের কুঠার❋প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছে জনক আমার॥ এক
কোপে সেই কাষ্ঠ ফাড়ে যে কুমার❋রাখিয়াছে আর খয্যসহ-
স্রেক মন॥ ছিটাবেক খয্যসব জুড়িয়া ভুবন❋একত্র করিবে
যেই নৃপতি নন্দন॥ মাপাই দিবারে যদি পারে সেই জন❋
সহস্র মনের অন্ন করিবে রন্ধন॥ একা স্বর সেই অন্ন করিবে ভোজন
মহা এক অশ্ব আছে উন্মত্ত লক্ষণ॥ নিকটে মনুষ্য গেলে ভক্ষে
ততক্ষণ❋সে অশ্ব বান্ধিয়া নিজ হস্তে আপনার॥ আরহিতে
পারে যেই নৃপতি কুমার❋সঙ্কট না গুণি আরহিয়া তুরঙ্গমে
দাপট করয় যেবা বিজলির সমে❋গাভী এক রাখিয়াছে পর্ব্বত
আকার॥ নিস্বরে যতেক দুগ্ধ সংখ্যা নাহি তার❋আছুক দোহনে
দুগ্ধ সে গাভী সাক্ষাত॥ হেন শক্তি নাহি কার উদরে দিতে হাত

যদিসেপ্রবর্ত্ত হয়গাভীদুহিবার॥ শুখননাজায়দুগ্ধ বহে অনি-
বার৯সুরভীদুহিয়াদুগ্ধ বিদিতে রাজার ॥ খাইবারে পারে
যেই নৃপতি কুমার ॥ আর এক বাক্য প্রভু অধিক বিরূপ
সহস্রগজের দীর্ঘ আছে এককূপ৯অর্থাত সহস্রগজকূপবিচ-
ক্ষণ ॥ এহি কূপ ভরি যেবা দিতেপারেধন৯ এহি ছয় কর্ম্ম
যেবাকরিবারেপারে॥সেইবর স্থানেমোকে বিবাহ দিবারে
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছেনৃপগুণবান॥ কদাচিত সত্যভঙ্গ না
হয় তাহান ৯ এসব অসংক্ষ্য কর্ম্ম নৃপ অঙ্গীকার॥সাধিতে
এসব কর্ম্ম না দেখি প্রকার৯ক্ষমহ জঞ্জাল প্রভুবাক্য রাখ
মোর॥হরিলে আপনদ্রব্যআপে নহেচোর৯পরিবা আপনা
কোস পদেআপনার॥এহাতেকলঙ্ক কিবাঘোসিবেতোমার
করিতে এ সব কর্ম্ম সঙ্কট বিস্তর ॥ করহ গন্ধর্ব্ব বিভা হরিষ-
অন্তর৯গোপতপ্রকারেমোকেলঙপ্রানেশ্বর ॥ না শুনিবা
মোর হেতু কঠিন উত্তর৯আমার জনক হয় প্রকৃতি চঞ্চল
না বুঝয় ভাল মন্দ যেহেন অনল ৯ নাজানিকিবাক্যকহে
তোমার সাক্ষাত ॥ তোমার বিষাদে মোর মর্ম্মে বজ্রাঘাত
তেকারণেপুনি২নিবেদিচরণে॥নিঃসঙ্কা একর্ম্ম কর সকৌতুক
মনে৯কুমারে বলিল প্রিয়াশুনপ্রাণেশ্বরী॥থড়েতেরহিতে
প্রাণ একর্ম্ম না করি ৯ গোপ্ত কর্ম্ম কুলক্ষণ অধৈর্য্য বিধর্ম্ম
বড়ের তনয় হতে নহে চুরি কর্ম্ম৯বুঝিয়া নাদিলেযেবানৃপ
তির দায় ॥ নৃপ অবিদিতে তোমা নিতে নাজুয়ায়৯পৃয়ার
জনকমহাগুরুগৌরবিত॥লঙ্ঘিতেতাহানবাক্য নাহয় উচিত
তোমা বিবাহের যোগ্য যেবা হয় পন ॥ নৃপতি নির্ব্বন্ধ কূপ
ভরি দিতে ধন ৯ যদ্যপি নৃপতি দায় দিবারে না পারি

তোমাকেবরিতেআমিকদাচনাপারি❊এসবপরীক্ষাবল সঙ্কটের ভার॥বটকেরকর্ম্ম নহে নিকটে আল্লার❊যেপ্রভুয়যত নবী অলীগণ প্রতি॥ দেখাইল সঙ্কট পরিত্রাণ কৈল অতি সঙ্কট ভাঙ্গিবেমোরপ্রভুদয়াময়॥ কদাচিত মনে পৃয়ানাগুণ সংশয় ❊ মশারিক মগ্রেব হয় পন্থ বহুদুর॥ আইনু হেথায় আমিকৃপায়প্রভুর❊এহিকর্ম্ম নারহিবেকৃপায়আল্লার॥ অবিলম্বে হবে বিভা তোমার আমার ❊ যদিসে নির্ব্বন্ধ নাহি তোমার আমার॥ কিহেতু আনিল এথা প্রভু করতার ❊ এসব পরীক্ষা হৈল প্রতিজ্ঞা রাজার॥ মোরহেতুতোমাকে রাখিছে করতার ❊করিবে আপন কর্ম্ম আপে নিরঞ্জনে॥ তোমা আমা প্রতি পৃয়া কিবা মন্দ মনে ❊ সঙ্কট না ভাব পৃয়ামনে সর্ব্বথায়॥ কৌতুক দেখিতে রহ কি করে আল্লায় কন্যার অগ্রেতেকহিএসব বচন॥পুছয়কন্যারস্থানে সাহার নন্দন❊ যদি জান পৃয়া এহিকার্য্যের সুসার॥উপদেশভেদ কহ প্রকার তাহার ❊ কুমারী বলিল শুন প্রভু দয়াময়॥ আমাহতেমাত্রতোমাএহিকর্ম্ম হয়❊মোরএককেশ যদিরাখ নিজস্থান॥ স্থগিত রহিবে গাভীতোমাবিদ্যমান❊ অল্পদুগ্ধ দিবে গাভী হইয়া লজ্জিত॥ করিতে পারিবা পান নৃপতি বিদিত❊আরপঞ্চকর্ম্ম হেতু নাদেখিপ্রকার॥সর্ব্বত্রে নারিবা সেইকর্ম্ম করিবার❊এতেককহিযেপ্রভু বাক্যপুনিঃ॥করহ গন্ধর্ব্ব বিভা সঙ্কট নাগুণি❊গোপতপ্রকারেপ্রভু হরিনিলে মোকে॥ সামান্যেরকর্ম্ম হেননাবলিবেলোকে❊মগ্রেবঈশ্বর হয় নৃপতি এপ্রাণ॥ নৃপেন্দ্রকুমার হরে দুহিতা তাহার ❊ কুমার বলিল নহে সুজনের কর্ম্ম॥সাহস ক্ষমিলে হয় পুরুষ

বিধর্ম ❋ ধৈর্য্য পরিহরি কর্ম কৈলে ধর্ম নাস॥ করিবেক নৃপগনেমোকে উপহাস❋ কহিবেক সেকান্দর নবীর তনয় এ শষ্ঠ পরীকামনেগুনিমহাভয় ❋ অলক্ষিতে প্রবেশিয় নৃপ অন্তঃস্পুরি ॥ লজ্জা পরিহরিসেহ নারী কৈলচুরি❋ছাড়িল প্রভুরভর্সা হইভিতমান॥সত্যধর্মছাড়িকৈলগোরপতেসন্ধান শাহসক্ষমিতেনহেবড়েরউচিত॥ নরলোকেআপ যশশুনিতে কুস্থিত❋যেসকলশুদ্ধমতিজ্ঞানেতেপণ্ডিত॥নিজ কর্ম হেতু নহেপাগলচরিত❋যদিসেনা করেপ্রভু ত্রিজগৎপতি॥ আপন শ্রদ্ধায়নারে পুরাতে আরতী❋আপনেপুরিলে নিজ আপ্ত মনস্কাম॥জনে২ নৃপকেনে নহে ঠামে ঠাম ❋ নিজ মুণ্ড ক্ষয় যদি করে কদাচন ॥ মিটাতে নারয় যেবা ললাট লিখন ❋ একর্ম্মের সত্যজান পণ্ডিতসকলে॥লিখিয়ারাখিতে যুক্তস্বুবর্ণের জলে❋প্রভু আজ্ঞা বিনা সত্যজান এবচন॥নানড়েবৃক্ষের এক পত্র কদাচন❋ কার্য্য ভাবে বুঝিপ্রিয়াকৃপায় আল্লার ॥ কর্ম্মান্তে নির্ব্বন্ধ আছে তোমার আমার❋নির্ব্বন্ধ প্রভাবে কর্ম নাহৈলে সুসার ॥ বিনা নৌকা কিরূপেসমুদ্রে হৈ পার❋সঙ্কটের প্রতি প্রিয়া নাভাব সঙ্কট॥সঙ্কট নাহিক মোর আল্লার নিকট❋অপকর্ম ক্ষমাজ্ঞাতা জনেরউচিত॥ক্ষমা মূলে পুরে সত্য মনের বাঞ্ছিত❋অবিলম্বে কর্ম্ম কৈলে নষ্টপরিণাম॥ বিলম্বেরকর্ম্মে পরিণামে অনুপম❋ভুবনে কোথাতে কন্যা তোমাহেনজন॥ তেকাজে অসংখ্যদায় যেবা হেরপান❋কর্ম্ম নব করি কুপভরি বিবধনে॥তবেসেপ্রতিষ্ঠা তোমারহিবেভুবনে এইমতে দোহবাক্য আছিলবিশেষ॥কুমারীর শিরহতেনৈল এককেশ ❋ রজনী প্রভাতে উঠে পুর্ব্বে দিবাকর॥ সখী সব

দাণ্ডাইলকুমারীগোচর❋মালিনীর পুত্রবধু কন্যার সহীতে সখীসবনৃপসুতেনারিলচিনিতে❋সখীগণপ্রতিবালাআদেশে বচন ॥ শীঘ্র করি অন্ন সজ্যা করিতে কারণ❋মালিনীর বধু প্রতি করিয়া জতন ॥ নানা উপহারে অন্ন করাও ভোজন❋ শাশুড়ীরাখিয়াগেলপুরিতেআমার॥অবিলম্বেজাইবেযেতো- হারগোচর❋তাশুনিয়াসখীগণঅতিশীঘ্রগতি॥নানা দ্রব্যে ভুঞ্জাইলমালিনীরপ্রতি❋ স্বজীবেজেহেনমৃতনৃপতিনন্দিনী অন্তঃপুরেরৈলহইবিরহেতাপিনী❋কুমারসহিতেপ্রাণউড়িল কন্যার॥ধড়মাত্ররৈল অন্তঃপুরের মাঝার❋বিচ্ছেদ সন্তাপ ভাবি বিরহে বিকল ॥ সজল হইল আঁখি মুক্তা ঝলমল❋ িলা বর্ণ হইগেল মুখ শশধর॥শুখনা বান্দুলি পুষ্প যেহেন অধর❋শরীর হইলছোটা পুষ্প সমতুল ॥ দেখিতে যেহেন ভাসি জায় জবাফুল❋ অনলের ধুমে যেন মলিন কাঞ্চন ॥ প্রেমেরঅনলধুমেপলটেবরণ❋কুমুদেবর্জ্জিলরূপপুর্ব্বেদেখি ভানু॥বিচ্ছেদসন্তাপেরূপত্যাগেলালবানু❋কমলে বর্জ্জিল হাস্যসন্ধ্যাদরশনে॥তেহেন বসিল রমা বিরস বদনে❋চকর সন্তাপে যেন চন্দ্র হতে তল॥কুমারে জাইতেদেখিকুমারী বিকল❋বিচ্ছেদসন্তাপেমর্ম্মে প্রেমেরহুতাশ॥নিশ্বাসউপরে বালা ছাড়য় নিশ্বাস ❋তাদেখিকুমার মণি বিরহে বিকল ॥ সম্বরি রাখিতেনারে নয়নেরজল❋স্বজলনয়নেবীরেমাগিল মেলানি॥আদেশিতেনৃপসুতা নানিস্বরে বাণী❋জাওবা না জাও মুখে নাকহে বচন॥হেটমুণ্ডে রহে বালা স্বজল নয়ন পুনিঃ আজ্ঞামাগে সাহারপ্রতি॥কুমারেজাইতেরমানাদে অনুমতি ❋ কুমার বুঝিল আজ্ঞা নাদিবেক রমা ॥ কহিতে

যতনআগেনিকলেআত্মা॥ চলিলকুমারমণিঝিশ্মিতঅন্তর॥ চলিতেনাচলেপাও মম্ম জর২॥ একবারহাঁটেমুক্তিকায় পাও ধরি॥ তিন বার কন্যা মুখ চাহে ফিরি২ ॥ এই মতে চলি জায়বীরগুণমনি॥মৃতুবৎহইরহেত্রিলোক্ষমোহণী॥প্রেমের হুতাসেবালা বিরহেতাপিত॥বিচ্ছেদসন্তাপেঅতিহৈলমোহি শ্চিত॥সখীগণে বেড়ে আসি কন্যা চারিপাশ॥শিরেতৈল দিয়া করে চামরে বাতাস॥কেহবলে কন্যা প্রতি কি হৈল নাজানি॥কিম্বাবিঘটীত হেতু আইল মালিনী॥ ধাত্রিপ্রতি মুক্ষ সখী আদেশিল বাণী ॥ পুরির বাহির করি দিবারে মালিনী॥ একধাত্রি চলিগেলমালিনী সঙ্গতী॥ পুরির বাহির করি দিল শীঘ্রগতি॥ পুনি ধাত্রি প্রবেশীলঅন্তঃপুর মাঝ মালিনী আশ্রমে চলিগেল যুবরাজ॥মালিনী আশ্রমেজাই জোলকর্ণ কুমার॥ ধরিল পুরুষবেশ ছাড়ি অলঙ্কার॥দেখি লেক মালিনী নাহিক নিজঘরে॥গৃহছাড়িয়াছেপদ্মানৃপতির ডরে॥ গৃহ শূন্য দেখি তবে সাহার নন্দন॥ মালিনীবিচারে বীর গিয়া বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবনে পায় তবে মালিনী দর্শন॥ মালিনীঅগ্রেতেপুছেনৃপতিনন্দন॥শুনকহি পদ্মাবতী কহ তত্ত্ব সার॥ ঘর ছাড়িবৈসেকেন বনের মাঝার ॥ মালিনী বলিল গৃহে নাহি মোর কাজ ॥ তুমিগিয়া রহ তথা সেইগৃহ মাঝ॥সেগৃহে বঞ্চিতমোকেকৈলবিধাতায়॥ ঘর ছাড়ি নাহি মোর জীবন উপায়॥পুনি আসি ভালমোকে জিজ্ঞাসবচন তোমা বাসা দিনু মুণ্ড ছেদন কারণ॥চাতুরী বুঝিনুতোমা টিট ব্যবহার॥নিদায় বেচিয়া পার করিতে উদ্ধার॥ মিষ্ট মুখে পার তুমি হরিতে সর্ব্বস্ব॥ জানহ কপট মায়া জিনিয়া

রাক্ষস❀মুখেতেচন্দ্রেরজ্যোতী অরুণ আকার॥হৃদেতেকপট কলি সম্পুর্ণতোমার ❀ নির্ব্বন্ধের ফলমোর পুরিতে কারণ বুঝিতেনারিনুতোম কপটবচন❀ বুঝিনু সামান্য তুমি নহ অটেটন॥কপটপ্রকারে ভাণ্ড আমাহেনজন❀ তোমা চতুরালি গুণদিতে নাহিসিমা॥পুরুষহইয়া জান নারীরভঙ্গীমা তোমা তুল্য হেন নাহি ঠাম ঠমকিনী।পৃথিবীতেকদাচিত নাহিকরমণী❀মালিনীহইয়াকেবাহেনকর্ম্ম করে॥নারী বেশে পুরুষ লইজায় রাজঘরে❀নাজানিতথায় কিবাকৈলা বিসন্ধান॥নৃপতির ভয়েমোর ধড়ে নাহি প্রাণ❀ পুর্ব্বে কহিয়াছ তোমা বিভা কার্য্য নাই॥এবেকেনদেখিহেনবিক্রমগোসাই নাবুঝিচরিত্রতোমালৈনুঅন্তঃস্পুর॥মোকেবধিআইলেতুমি বাপেরঠাকুর❀কিবুদ্ধি করিব বলকোন দেশে জাই॥এত্রাণ সাহার ভয় কিরূপে এড়াই❀ নয়নে না দেখি পন্থ ধাইতে কারণ॥নাজানিললাটেমোরকি আছেলিখন❀পরিণামেভাল মন্দ কিছু না গুনিনু॥ কুরঙ্গ গোঠেতে যেন ব্যাঘ্র আনিদিনু সখীগণ সমে বালা অপার সমাজ॥ পক্ষী ঝাঁক মধ্যে যেন ক্ষেপিদিনু বাজ❀অনলেরকুণ্ডেযেন ঘৃতদিনু ঢালি॥ দুগ্ধের রখিক দিনুভুকিল বিলালি❀পুরুষ শরীর হয় ঘৃতের কলস অগ্নীশিখা নারী আগেনারহেশাহস❀একত্রহইয়াহেনকুমার কুমারী॥ স্বধৈর্য্য রহিলা হেন কহিতে নাপারি❀এত্রাণ শুক্ল বস্ত্রে লাগাইলে কালি ॥মুণ্ডেতে লইনু শত মরনের ডালি আগুনলাগাইগৃহে পালাইনুকোনে॥ঘর ছাড়িপালাইরহিনু আসি বনে❀যে কর্ম্ম করিনুপ্রাণপ্রতিনাহিআশ॥হেনকর্ম্মে হয় জান সবংশেবিনাশ❀তেকারণেবাহির হইনু ত্যাগি ঘর

পথান্তর হইরৈনু বনের ভিতর॥ কুমার বলিল পদ্মা কেন
ভাব ডর॥কোন অপরাধহেতুএহেন কাতর॥ কুবংশের মুড়
জনপ্রতিউপকার॥সেকর্ম্মনাহিক ভাল নষ্ট ব্যবহার॥কুজন
দুষ্টের হিত চিন্তয় যে সব। অবশ্য তাহার ফলপায়পরাভব
অবংশের মুড় আমি নহি কদাচনী॥ নাহইবেপরাভবআমার
কারণ॥আমাহৈন্তে যদিবা নাদেখ নিজহিত॥ কদাচিৎ না
হইব তোমা বিঘটিত ॥ সত্য যদি হই আমি রড়েরকুমার
আমামূলে বাড়িবেকপ্রতিষ্ঠা তোমার॥মোরপ্রতিউপকার
কৈলাযে সকল॥ অবশ্যতোমার আগে ঘটিব কুশল॥কদা-
চিত তথান্তে না কৈলে অপরাধ॥মনশান্ত কর পদ্মা নাগুণ
প্রমাদ॥অন্তঃপুরবিবরণশুনপদ্মাবতী॥যুবতিমণ্ডলেছিনুযে
হেনযুবতি॥ সখীসবে জানিলেক মালিনীনিশ্চয়॥লালবানু
প্রতি মাত্র দিনুপরিচয়॥মালিনীকহিল বাক্য কহ তত্ত্বসার
লালবানু সনে ছিলাকেমনবেভার॥ তোমাকেভঞ্জিল রমা
মন কৌতুহল ॥ নহে মন মত্ত কৈলা কন্যা প্রতি বল ॥
যদি যে এমন দেখিয়াছে সখীগণ ॥ মহারাণী আগে ব্যক্ত
করিবেতখন॥মহারাণী কহে যদি নৃপতিবিদিত॥তবেপ্রাণ
রক্ষামোর নাহি কদাচিত॥কুমারবলিল শুন কহিপদ্মাবতী
সাহা সেকান্দরনবীক্ষিতীঅধিপতি॥ সত্যতা জানহ আমি
তাহান নন্দন॥মিষ্ট বৃক্ষে তিক্ত ফল নহে কদাচন॥অসাধু
জনক যার মাওব্বিচারিনী॥সেদুষ্টপুরুষে হরে পরের রমনী
অসতীমায়েরগর্ভে যাহার জনম॥ভিন্যনারীসঙ্গেতারঅবশ্য
সঙ্গম ॥ লোভ আগে ক্ষমা জার নহে উপস্থিত ॥ মনুষ্য
জনমহয়পশুরচরিত॥পরধনভিন্যনারীনাকরেবিচার॥এহি
লালমতি ॥

লোকেপরলোকেঅযশতাহার❀প্রভুরঅগ্রেতেনাহিপরি-
ণাম ভিত॥কলঙ্কনাগণেনরেলোকেরবিদিত❀সেসব উদরে
মাত্র ধরে অন্নপাত॥ তখনে না গেলকেন গর্ভ হই পাত❀
এথায় অকৃতি জারঘোসে ক্ষিতীপরে॥তথাতেদহিবতাকে
নরক অন্তরে❀অনিত্য সংসারেযেবা জ্ঞানহীন ছার॥ জম
গুণহীন সেই সব কুলাঙ্গার❀ অঘোর নারকীসেসকল মুড়
মতি॥ এহলোকেপরলোকেনাপুরেআরতি❀যদিসে ললাটে
কিন্তু ভাগ্যের প্রকাশ ॥ পরদারে ভাগ্য হরেআয়ু হয়নাশ
পর নারী হরয় যে সবে মত্তমনে॥ অবশ্য তাহার নারী হরে
অন্যজনে❀যেপুরুষ সৎহয় নারী তার সতী॥ নষ্ট পুরুষের
ঘরেকুলটা যুবতী❀মোমিনেরসঙ্গেহুর প্রভুরআদেশ॥কাফের
সহিতে অইন পিশাচ বিশেষ❀সর্ব্বত্রপুরুষ নারী কৃতি সম
সম ॥ ফেরাউন মন্দ মাত্র আয়শা উত্তম❀প্রভুর সৃজন যত
অনন্তঅনেক॥সহস্রেকমাঝেপ্রভুসৃজেহেনএক❀পতি ব্যব-
হার নিজ পত্নী অনুরূপ॥ স্বরূপে স্বরূপজান কুরূপেকুরূপ
অধৈর্য্যপুরুষ হয়যে সবেরগণ ॥ স্বধৈর্য্য রহিতে নারে শ্রদ্ধা
অকারণ❀আপনার পরদার মনে অতি ভাল॥ নিজনারী পর
দারে মর্ম্মে ফুটেশাল❀ভিন্যনারীসনে যদি করে পরদার ॥
নিকটেবিবাহশীঘ্রনাঘটে তাহার❀ প্রভু ভয় পরদার ক্ষণে
যে সকলে॥অবিলম্বেনিজনারী ঘটেকৌতুহলে❀ তেকারণে
ধৈর্য্যমন্তে ধৈর্য্য না ছাড়য়॥প্রভু আগেসে সবের প্রতিষ্টা
বাড়য়❀এসবপরীক্ষাজবে জিনিবারেপারি॥তবে সত্য লাল
মতিহয়মোরনারী❀হয়কিনাহয়বিভাকন্যাতে আমার॥পরি
নামভয়গুণি ক্ষমিনু বিহার❀লালবানু কন্যা যবে করিপরি

ণয় ॥ তবে রস কেলিকণা মোকে যুক্তহয়❋ দুরাচার নহি আমিকন্যানষ্টনয়॥কেমনেহইবেবলকর্ম্মঅপচয় ❋ মালিনী ভাবয়মনেসন্ধ কিতাহার॥ ঘটীলএত্রাণভাগ্যে সাহারকুমার বিবাহ করিলে কন্যা জোলকর্ণ নন্দনে ॥ এনাম প্রতিষ্টা কিবাইহাতেভুবনে❋ভজিলেঈশ্বরসুতেদাসেরনন্দিনী॥ভুব নে দাসেরহয়প্রতিষ্টারধনি❋সাধুরকুমারহেনজানিনুকারণে অন্তঃস্পুরে নিয়া বহু ভয় পাইনু মনে❋জখনেআসিলএথা জোলকর্ণসন্তুতি॥অবশ্যকরিবেবিভাকন্যালালমতি❋এতেক ভাবিয়ামনে হরিষ অন্তর॥কুমারে লইয়াপদ্মাগেল নিজ ঘর মালিনী যে কুমারেরপাইপরিচয়॥ মহাযত্নেদেবতুল্যকুমারে সেবয়❋ আগু হতে শত গুণে করিয়া মান্যতা ॥ কুমারে সেবয়যেনদেবেরদেবতা❋ মালিনী জানিল সত্ত জোলকর্ণ নন্দনে॥জিনিবেপরীক্ষাসবআনন্দিতমনে❋সাহাবন্দিনমোহা ম্মদ চরণবন্দিয়া॥আবদুল হকিমকহেপাঁচালি রচিয়া❋ সয়- ফলমুলুকলালমতিরবিবরণ॥শুনিতেকর্ণেতেযেনমধুবরিশন যেহেন বড়ের সুত বড়ের দুহিতা॥ কহিলেন মধু ভাও মন হিত কথা ❋ কহিয়াছে মনহিতউপদেশ বানী॥ পতি পত্নী সম যুক্ত এহেন কামিনী ❋

❋ রাগ দির্ঘ ছন্দ ❋

মালিনীঅগ্রেতেপুনি,কহেবাক্যবীরমণি,উপদেশ কহ পদ্মা বতী॥কিরূপ প্রকার করি, কাহার আশ্রয় ধরি মিলি গিয়া রাজারসঙ্গতি❋তবে কহে পদ্মাবতী,শুনবীরমহামতি,বিভা হেতু করহ প্রচার ॥ এহি কন্যা বিভাকাজে,দ্বারেরাখেমহা রাজে, দমা এক পর্ব্বত আকার ❋ বিভা হেতু যে কুমার আইসেএহিরাজদ্বার,সেদমাউপরেমারেকাঠি।ঠুকিলেদমার

পর,শব্দউটে ভয়ঙ্কর,টলমল এরাজ্যের মাটি ❁ শব্দ শুনি নৃপবর, শীঘ্রনিয়া জয়চর,ধরিলেক্ত নৃপ বিদ্যমান॥ তুমি জাই সে দমাত, শব্দ কর অকস্মাত,নিবেতোম নৃপতির স্থান❁ ক্রোধ মুখে নরপতি,জিজ্ঞাসিবে তোমা প্রতি,মনে তুমি না ভাবিও ভয় ॥ সাহাসেকান্দরনাম,কহিবে নৃপতি ঠাম,ভাল মতে দিবে পরিচয়❁নৃপতির ক্রোধ মতি, দেখি না ডরিবা অতি, না ছাড়িবা ধৈর্য্য আপনার॥মারুতের সমশ্বর,ইহবেক নৃপবর,হইরবেপর্ব্বত আকার❁গিরীমেঘদোহ পরে, পবনে আটোপকরে,উড়াইতে নারে গিরী মুড়া॥ শক্তি তনু ক্ষমা ধরি, রহিবেক স্থির করি, প্রভু নাম লইমনে খাড়া❁ যদি হও মেঘপ্রায়,উড়াইয়া নিব বায়,সিদ্ধি না হইবে মনস্কাম ॥ নৃপ যদি অগ্নী হয়, হবে তুমি জল ময়, বাক্য কবে মিষ্ট অনুপম ❁ যে সব প্রধান হয়, ইতর কাতর নয়, সর্ব্বময় হয় গুণধাম॥ইতরেযে শূন্য বুদ্ধি,না জানে কাজের সিদ্ধি,কাতর হয় মুর্খ ভিতম্বান❁নৃপ সাহা সেকান্দর,তুমি তান পুত্রবর পরিচয় দিবে আপনার॥ এ মহি মণ্ডল মাঝ, সেকান্দর মহা রাজ,তান ভয় মনেনাহি কার❁শুনিয়া জোলকর্ণ নাম,মান্য করি অনুপম, কন্যা বিভা দিবে তোম ঠাম॥ মালিনীর অনুমতি, পাই চলে শীঘ্রগতি, রাজদ্বারে বীর গুণধাম❁ শীঘ্র জাই সে দমাতে, শব্দ করে অকস্মাতে,মহাশব্দউঠেঘোরতর ॥ শুনি মহা শব্দ অতি, ক্রোধ হৈল নরপতি, দুত সব পাঠায় সত্বর❁দ্বারে জাইদেখেদুত,রূপেঅতিঅদ্ভুত,ভুবন মোহনযুবরাজ॥কুমারে নিকটেদেখি,দুত হৈলক্রোধ মুখি, বলিলেক মরিবার কায ❁ নৃপতির আজ্ঞা বিন , দমা শব্দ

কর কেন, চল তুমি নৃপতির স্থান॥ কুমারের চারি ভিতে বেড়িয়া সে সবদুতে, শীঘ্র নিল নৃপ বিদ্যমান❀নৃপতির দর-শনে, শশুর ভাবিয়া মনে, প্রণামিল গুরু আপনার॥ নৃপ দেখি বীরবরে, প্রশংশিল বহুতরে, নহে এহি সামান্য কুমার❀ কুলের নন্দন হয়, মহা রূপ অতিশয়, মোর লালমতি ভাগ্যেশ্বর॥ নৃপ সুত শতে২, আসিয়াছে এহি মতে, দ্বারে কন্যা বিবাহ অন্তর❀ হেন রূপ পৃথিবীতে, না দেখিনু কদাচিতে, রূপ রঙ্গে হেন অনুপম ॥ এতেক ভাবিয়া মনে, জিজ্ঞাসে কুমার স্থানে, কেবা তুমি কহ নিজ নাম ❀ হও কার পুত্রবর, কোন রাজ্যে তোমা ঘর, দমা শব্দ কর কি কারণ ॥ নৃপতির বাক্য শুনি, কহে শু কুমার মণি, নৃপতিকে সম্বোধি বচন❀ তাতে মোর সেকান্দর, ক্ষিতীশ্বর অবনীশ্বর, জগ মাঝে জান অনুপম ॥ শুন নৃপ সত্য কই, তাঁহার নন্দন হই, সয়ফল মুলুক মোর নাম❀ শুনি ভ্রমি-কেতে তথা, পরিহরি মাতা পিতা, লালামতি বরিনু উদ্দেশ প্রদীপের বার্ত্তা পাই, পতঙ্গ আইনু ধাই, অনলেতে করিনু প্রবেশ ❀ লয্যায় না পুরে কায, তেকারে ত্যাজিয়া লাজ, তোমা আগে কৈনু এহি বাণী ॥ কৃপা দৃষ্টি মোর প্রতি, হই নৃপ মহামতি, কন্যা দান কর ধর্ম্ম জানি❀ কুমারের বাক্য শুনি, স্বকরুণ নৃপমণি, কহে নৃপ কুমারের প্রতি ॥ তোমার জনকবর, নৃপ সাহা সেকান্দর, সপ্তদ্বীপ আক্লিমের পতি❀ এমহি মণ্ডল মাঝ, নহিহেন মহারাজ, জোলকর্ণ নবীর সম-স্বর॥ তান মান্য শিরে ধরি, দোস তোমা পরিহরি, ছাড়িদিনু জাতু শিশু ঘর❀ হৈতে যদি অন্য জন, না ক্ষমিতু কদাচন শাস্তি দিতু যে হয় তাহার॥ যদি আমি করি রোষ, বাপে তোমা

দিবে দোষ, অপরাধ ক্ষমিনু তোমার ✽ করিদিব নৌকা সাজ, চলি জাও যুবরাজ, প্রাণ লই জনকের পাশ॥ কুমার বলিল পুনি, শুন কহি নৃপমণি, মা দেখাও মোকে প্রাণ আশ ✽ শিশু মোকে অনুমানি, অযুক্ত না কহ বাণী, অমর্য্যাদা মোকে না শোভয়॥ গুরুমান্যহীন হই, পরাক্রমে শিশু নই, সিংহ আমি সিংহের তনয় ✽ তোমা অগ্রে হেন জানি, পিতাকে না কৈনু বানী, তোমা মান্য রক্ষিতে কারণে॥ ভুবনেতে সেকান্দর, হেন মহানৃপবর, কি করিতে না রে জেবা মনে ✽ যদি আইসে সৈন্য সমে, না জানি কে বাড়ে কমে, না করিব তোমাকে সত্যতা তুমি হেন লাখে২, ধনে প্রাণে পুজে জাকে, তান সঙ্গে না জিন সর্ব্বথা ✽ রহে বাপ সেকান্দর, আমি শিশু একাশ্বর, তোমা হেন শতেক নৃপতি॥ হস্তে খড়্গ বর্ম্ম ধরি, সংগ্রামে প্রবেশ করি পরাজিতে পারি রঙ্গমতি ✽ তোমা ভৈরবিত মনে, ভাবি আমি তে কারণে, রাখিতে আইনু দয়াধর্ম্ম॥ মন রঙ্গ কুতুহলে, কিবা বলে কিবা ছলে, করিতে আইনু নিজ কর্ম্ম ✽ স্বহরিষ গুণবান, কর মোকে কৃপাদান, বয়সেতে বিরশ অনুচিত॥ জোলকর্ণ নন্দন হই, তোমাকে যে সত্য কই, এ কর্ম্ম না কর কদাচিত প্রিয়ার জনক জানি, মহা গুরু অনুমানি, মানি আমি শত্ত পরিহার॥ মোর সনে বৈরিরীত, যুক্ত নহে কদাচিত, অপজশ না হৌক তোমার ✽ ধর্ম্ম অনুভব কায, কৃপাদৃষ্টি মহারাজ আমা প্রতি না হইও বাম॥ ভক্তি ভাবে বহুতর, তোমা পদে মাগী বর, পুরাও আমার মনস্কাম ✽ লালবানু আগে প্রাণী, তৃণ হেন নহে জানি, প্রীয় বিনা জীবন অসার॥ কন্যার প্রেমের ডোর, কণ্ঠেতে লাগিল মোর, রৈল প্রেমবন্ধন মাঝার ✽ বিনা

প্রিয়া লালমতি, দেশে না করিবগতি, কন্যা হেতুত্যাজিব জীবন॥ কিম্বা হীন রূপধরি, কিবা বাহু দর্প করি, কন্যা না ছাড়িব কদাচন❋জেবা দেখ একাশ্বর, আমিঅগ্নী সমশ্বর, কিন্তু অগ্নী দহে মহাবন ॥ যদিপাইমনেক্লেশ, দখ্বিব তোমারদেশ, হারাইবে রাজ্য সিংহাশন ❋ প্রকাশিলে নিজ বল, পাহাড় করিব জল, তুলা উড়াইব লৌহগড় ॥ লালবাহু কন্যা হেতু পাহাড় করিব সেতু, সমুদ্রেতেকরিবপাহাড়❋কুমারেকুপিত জানি, কহে নৃপ মধুবানী, শুন কহি সাহার নন্দন॥ হও যদি বীর্য্য শালী, এ শপ্ত পরীক্ষা পালি, কন্যা লভা কর রঙ্গ মন কৈলে কর্ম্ম এ সকল, বুঝিব বিক্রমবল, তবে সত্য জোলকর্ণ নন্দন॥ যদি নার করিবার, বৃথাতোমা অহঙ্কার, বাক্যালাপ কর অকারণ❋ সেকান্দরপুত্র যদি, হও তুমি গুণনিধী, নাহি তোমা একর্ম্ম সঙ্কট॥ যদি তান পুত্র নহ, বৃথাবাক্যকেনেকহ সত্য তোমা মরণ নিকট❋শপ্তম পরীক্ষা ভার, যদিপারজিনি বার, তবেপুরেবাঞ্ছিত তোমার ॥ প্রবৃত্ত হইবে জবে, করিতে নারিলেতবে, পুনঃ নাইতোমার নিস্তার❋সত্যকৈনুযেইনরে এসকল গুণ ধরে, তাকে সমর্পিব লালমতি ॥ যদি নড়ে শ্বর্গ মর্ত্ত, না টলে আমার সত্য, মর্ম্ম ভেদ কৈনুতোমা প্রতি ❋ তা শুনিয়া কুমার কহে প্রভু হৈতে কিবা নহে, কল্প যেবা মনেআপনার॥যেবাতোমাআমাআগে, পর্ব্বত পাহাড় লাগে তৃণ হেন নিকটে আল্লার ❋ ললাট নির্ব্বন্ধ জার, পুরায়েন্ত করতার, আগে প্রভু করিয়া প্রকার ॥ প্রভু ত্রিজগৎ রাজ করিবে আপনাকাজ, কিবাচিন্তাতোমারআমার❋ কৃপা হৈলে দয়াময়, এবাকোন কর্ম্ম হয়, হেলায় করিব ছয় কর্ম্ম॥ নৃপাত

বলিল পুনি, পরিণাম নাহি গুণি, মৃত্যু লৈছে না বুঝিয়ে মর্ম্ম ❀ সাক্ষ্য হৈও দেব ধর্ম্ম, না বুঝি কাযের মর্ম্ম, আপে মরে জোলকর্ণ নন্দন ॥ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বন্দি তানপদ, আবদুল হাকিম রচন ❀ রাগ গান্ধারী ॥

নৃপতিবলিল শুন সাহার তনয়॥মহাএককাষ্ঠমোরদ্বারেতে আছয়॥❀সেইকাষ্ঠ এককোপেফাড়হকুমার॥ দেখিব কি গর্ব্বে বল বিভা করিবার❀কহিতেসঙ্কট নহে বিবাহের কথা॥ ঐ কাষ্ঠফাড়িতেবাপুনাহবেজোগ্যতা❀বচনঅগ্রেতেতোমানাই গড়খাল॥ এহিসেসঙ্কটবাপুঠেকিলে জঞ্জাল❀ এবলি এত্রাণ নৃপ গঞ্জিয়া কুমার ॥ আজ্ঞা দিলসৈন্যপ্রতিআনিতেকুঠার সহস্রমনেরসেইকুঠারপ্রধান॥চড়কেতুলিয়াসবে গজে দিল টান❀কুমার সাক্ষাতে আনি রাখিল কুঠার॥দেখিয়াকুমার মনে লাগে চমৎকার❀সেকাষ্ঠকুঠারদেখি ত্রাশে যুবরাজ ॥ স্মরিয়া আল্লার নামতারাধেখোওাজ❀খোওাজচরনেকরে সহস্রপ্রনতি॥তুমিবিনাসঙ্কটে নাহিকমোরগতি ❀ অতিসে কাতরদেখিভ্রাতারসন্তুতি॥খোওাজখেজেরপীরআইলশীঘ্র গতি❀খোওাজবলিল শুনজোলকর্ণ তনয় ॥ কিহেতু স্মরহ মোকে করিয়া বিনয় ❀ কুমারপ্রণামি কৈলনিজ বিবরণ ॥ খোওাজ বিস্মিত হই কহিল বচন ❀ ভুবনে নাহিক কন্যা তোমারকারণ॥তেকাজেআইলেএথা হৈতে বিড়ম্বন❀হেন কুমন্ত্রণানৃপনন্দিনীতাহার॥বিভাহেতুএসপ্তসমূদ্র হৈলাপার কুমন্ত্রের ভাণ্ড এহিনৃপতি এত্রাণ ॥ সংসারে নাহিক কপট তাহারসমান❀পৃথিবীতেকন্যাবিভানাদেকোনজন॥ কেবা কহিয়াছেহেন আশ্চর্য্য বচন❀যদিবা এককন্যাহেতুশ্রদ্ধামনে

অতি ॥ কিকরিতে নারে তোমা জনকনৃপতি ❀ উপরেগগণ
নিম্নে এমহী মণ্ডল॥ এথাতে বসতি যতনরেন্দ্রসকল ❀ নিজ
সিংহাসনেবসিনাকরিয়ারণ॥ কন্যাসমে বান্ধিনিতেপারেসর্ব্ব
জন ❀ তোমার জনক সাহানৃপ মহামতি॥ কিহেতুবিদেশে
বাপ তোমারদুর্গতী ❀ এক্ষণে কি কর্ম্মে আমা কর আরাধন
কুমারেবলিলখুড়াশুননিবেদন ❀ প্রভুরনির্ব্বন্ধ যেবা না মিটে
বিশেষ॥ কিরূপে আইনু বিনাপ্রভুরআদেশ ❀ পিতাগর্ব্বখুড়া
গর্ব্বএকইবচন॥ তোমার ভর্শায়কৈনু বিদেশেগমণ ❀ সয়াল
সংসার মাঝে জথাতথাজাই॥ মনে আশাতোমা পদ আরা-
ধিলেপাই ❀ মানসতোমার আগে নহে অগোচর॥ কিরূপে
ফাড়িব কাষ্ঠ মনেলাগেডর ❀ কাষ্ঠেতেকুঠার যদিহানি কদা-
চিৎ॥ ফাড়িতেনারিলেলজ্জা এব্রাণ বিদিত ❀ ছাড়িনুজনক
ভর্শা তোমা প্রতি আশ॥ জনক সাহায্য ছাড়িআইনুতোমা
পাশ ❀ বাপের অনুজ বাপ সদৃশ নিশ্চয়॥ তেকারণে আরা-
ধিনু সঙ্কট সময় ❀ একাষ্ঠকুঠারদেখি ভয় লাগে অতি॥ কি
রূপেফাড়িবকাষ্ঠ দাও অনুমতি ❀ খোওাজবলেনসন্ধ নাভাব
কুমার॥ ধরহকুঠারিবৈঠস্মরিকরতার ❀ কাষ্ঠের মাথাতে মার
কুঠার প্রহার ॥ ফাড়িব এমন কাষ্ঠ সন্ধ কি তাহার ❀ তোমা
অঙ্গে ভর দিয়া দিব মহাবল॥ ফাড়িবএকাষ্ঠযেন ফাড়ে খাগ
নল ❀ চরকে তুলিয়া মহা২ঐরাবতে॥ কুঠার আনিয়াদিল
কুমারসাক্ষাতে ❀ কুমারকুঠারধরিতুলিবামহাতে॥ আস্ফালি
ঘোমায় বীরেনৃপতিসাক্ষাতে ❀ কুম্ভকার চক্রযেন ঘোমায়
জনা দেখি চমকিতভেলনৃপতির মন ❀ তাদেখিয়াকোলা
হল করে সৈন্যগণ॥ কৌতুকদেখিতে ধাই আইল সর্ব্বজন ❀
তালেমতি ॥

সিংহাশনেবসিরঙ্গচাহেনরপতি॥ বধিতে মাতঙ্গযেনসিংহে
কৈলগতি ※ সুমেরুভেদিতেদন্তেআইলঐরাবত॥মহাকোপে
চলে যেন উদ্দেশী পর্ব্বত ※ ভাঙ্গিতে হরের ধনু যেন রঘুপতি
পরমদাপেপোটেচলেকাঁপেবসুমতী ※ উ.র্দ্ধতেগড়ুরযেনউচ্চে
হুহুঙ্কার॥ তেন মহা শব্দে বীর ঘুমায় কুঠার ※ দহিতে খাণ্ডব
বন কাঁপে তেজময়॥ জেহেন আটপে চলে বীর ধনঞ্জয় ※
কুঠার ঘুমায় হুহু শব্দ ভয়ঙ্কর॥ কুমার আটোপে মহি কাঁপে
থর২ ※ চারি দিকে খোণ্ডাজ ঘুমায় রঙ্গমন॥ কাষ্ঠেতেকুঠার
হানেনৃপতিনন্দন ※ গগণেলাগিলতালিভুমীকম্পবত॥সমূদ্রে
পাড়িলযেন ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত ※ আশ্চর্ষিতেপড়েযেন ঠাঠা ভয়-
ঙ্কর ॥ সিংহাশনে এত্রাণ কম্পিতকলেবর ※ সসৈন্যে এত্রাণ
নৃপকরেঅনুমান॥কুঠারপ্রহার শব্দেফাড়িগেলকান ※ কোপ
মারি রহে কুঠারের দণ্ডধরি॥ খোণ্ডাজেফেলায় কাষ্ঠ দুইখণ্ড
করি ※ কাষ্ঠফাড়িকুমারযেআনন্দিতমনে॥ সহস্রপ্রণাম কৈল্য
খোণ্ডাজ চরণে ※ কাষ্ঠ দুই খণ্ড হৈল নৃপতিগোচর॥ হেট
মাথেবৈসে রাজা চিন্তিত অন্তর ※ কুমারবিক্রমদেখিধন্দনর-
পতি॥ বলিল এ কর্ম্ম নহে মনুষ্য শকতি ※ ক্ষিতী মাঝে হেন
নাই বলবন্ত জাতি॥ সত্য জানিনু এই জোলকর্ণ সন্ততি ※
এ কাষ্ঠ ফাড়ের হেন নাহি ক্ষিতীপরে ॥ মহিমার বলে কাষ্ঠ
ফাড়িল কুমারে ※ বড়ের তনয় বীর ভুবন বিখ্যাত॥ এহি সে
জোলকর্ণ সাহা সয়ালের নাথ ※ জম্মিলঔরশে জার এহেন
কুমার॥ ভুবন শাসিতে সন্দ নাহিক তাহার ※ যেকহিলমোর
আগে হুতাশনসম॥ নয়নে দেখিনু আমি তেহেন বিক্রম ※
কুমার বিক্রম দেখি হেন লয় মনে॥ সসৈন্যআমাকে একাশ্বর

জিনে রণে❋মোর আগেযে কহিল জোলকর্ণসন্ততি॥নাহয় প্রলাপবাক্যসত্যসেভারতী❋এহেনভাবিয়ামনেএত্রাণনৃপতি প্রসংশিল ধন্যং সাহার সন্ততি❋ অধিক বিষাধনৃপ হরিষ কিঞ্চিৎ॥কুমারেবিদায়করিপ্রবেশেপুরিত❋নৃপতিরমনবুঝি মহাদেবীসতী॥করজোড়েজিজ্ঞাসয় কহ প্রাণপতি❋ আজি দ্বারে কি শব্দ শুনিনুপ্রাণেশ্বর॥আশ্চর্য্যিতেপড়েযেন ঠাঠা ভয়ঙ্কর❋হেনআস্বাদনদেখি কি হয় প্রমাদ॥বিনা মেঘে কভু নাহি শুনিমেঘনাদ❋সিংহের চিৎকারযেন শুনিনু শ্রবনে॥ কম্পিত হইল পুরি ভয় পাইনু মনে❋কিহেতু মিলিল দ্বারে সৈন্য অগনন॥ মহাহুলস্থুলিহৈল কিসের কারণ ❋ নৃপতি বলিলপ্রিয়াকহিযেতোমাত॥শাহাসেকান্দর জান সয়ালের নাথ❋ একা বর্ত্তেসেকান্দর সয়ালেরপতি॥সয়ফলমুলুকনাম তাঁহার সন্ততি❋মাতাপিতাছাড়িএথাকরিলগমন॥ভ্রমিকেত শুনি লালমতিবিবরণ এসপ্ত সমুদ্র হয় অথবি গম্ভির॥ সে সমুদ্রের তরনি কাণ্ডারী নহেস্থির❋মনুষ্যেরগতাগেস্বনাহি কদাচন ॥ না জানি কিরূপে আইলজোলকর্ণনন্দন❋ বিনা মহিমার বলে আসিতে নারয়॥ শূন্যেউড়ে আসিয়াছেহেন মনে লয়❋দমাতে করিল শব্দ গর্ব্বে আপনার॥দুতসবেজাই ধরি আনিল কুমার❋মোর আগে ভয় কিছু না রাখিলা মনে পহুত্তর দিল মিষ্ট কটুরবচনে❋শুনিতেমান্যতা বাক্য কর্ণে মধু ভরে॥ বীরদর্পকথা শুনিপ্রাণ কাঁপে ডরে❋সেকান্দর মান্য ভাবকল্যবারেবার॥ বাক্য না রাখিল মতীগর্ব্বে আপ নার ❋ ইচ্ছিলেক এশক্তপরীক্ষা পালিবার॥আদেশিনু মহা কাষ্ঠ ফাড়িতে কুমার❋সহস্র মনের হয় কুঠারপ্রধান॥দ্বারে

মোর মহা কাষ্ঠ পর্ব্বত সমান ❋ কুঠার চড়কেতুলি আনিল মাতঙ্গে॥ বামহাতেধরিবীর তোলে মন রঙ্গে❋কুঠার ঘুরায় বীরেমস্তকউপর॥শুনিলাসে শব্দযেন ঠাঠা ভয়ঙ্কর ❋ এক কোপে মহা কাষ্ঠ কৈল দুইখান॥কৌতুকদেখিনু আমি চক্ষু বিদ্যমান ❋ তাদেখি আশ্চর্য্য গুণি যত সৈন্য গণে॥ মহা হুলস্থুলিকৈল শুনিলাশ্রবনে❋কুমারেরপদ ভরে মহি টল-মল ॥ ধরাহর সমেপুনি কম্পিত সকল❋নৃপতিরমুখেবাক্য শুনি দেবী সতী ॥ জিজ্ঞাসে নৃপতি আগে কহ প্রাণ পতি সাহা সেকান্দর হয়কেমননৃপতি॥পৃথিবীতে ভ শক্তিকেমন প্রকৃতি❋কোনবংশ জন্মতারকোনজাতিকুল॥হয় কি নাহয় জাতিতে মাসমতুল❋রূপেগুণেহয়তারকেমনতনয় ॥ লাল মতিযোগ্য বর হয় কিনা হয়❋নৃপতিবলিল কহি শুনতত্ত্ব সার॥ সেকান্দর সম নাইভুবনেতেআর❋ এমহিমণ্ডল মাঝে প্রভু নিরঞ্জন ॥ সেকান্দরতুল্য সাহানা কৈলশৃজন ❋পৃথি-বীতেযত ইতিরাজারাজ্যেশ্বর॥সেকান্দরনৃপতিরআগেভেটে কর❋ যত ইতিনৃপ সবএমহীমণ্ডলে ॥সেকান্দরে প্রণাময় মুণ্ড কর তলে ❋ যত দুর প্রকাশয় শশী দিবাকর ॥ সপ্ত আক্লিমেরপতিসাহাসেকান্দর॥দেওপরিজক্ষ্যযতগন্ধর্ব্বদানব সেকান্দরনৃপতিরকিঙ্করএসব❋নবীবংশেউৎপত্তি ধর্ম্মব্যা-হার ॥ সেকান্দরমহাশয়রসুলআল্লার❋মহ কুলশিল জাতি প্রচণ্ড ক্ষিতীত॥তাহান সমান আমি নহিকদাচিত্ত❋তুলন। তাহানমোর কহিতোমাপাশ॥মৃত্তিকা সদৃশ আমিজোলকর্ণ আকাশ❋রূপেগুণেতাঁহার কুমার সমস্বর ॥ লালমতি বিনা নাইভুবনেতেনর❋ভুবনমোহণ রূপ সাহার কুমার॥রূপের

প্রসংশা যত কহিতে অপার॥ দ্বিতীয় ইউসুফ যেন ভুবনের মাঝ॥ রূপা করি সৃজিয়াছে ত্রিজগৎরাজ॥ তেহেনপরমরূপ সাহার সন্ততি॥ সেই অনুরূপেরূপ কন্যা লালমতি॥ সম সম রূপবর বালা দুইজন॥ অনেক জতনে সৃজিয়াছে নিরঞ্জন॥ মহা বীর্য্যশালী বীর কৈনু অনুমান॥ নাগণে কাহাকে শ্রেষ্ঠ আপনা সমান॥ স্তুতি বাক্য সম্ভাসিল মোকে বহুতর॥ ইষ্ট নিন্দা বাক্যে গঞ্জি দেখাইল ডর॥ বচনে চতুর অতি সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥ ভুবনে জন্মিল সিংহ সিংহের তনয়॥ মহারাণী বলে যদি হয় হেন জন॥ লালবানু কন্যা প্রভু কর সমর্পন॥ নৃপতি বলিল বাক্য শুনহ আমার॥ লালমতি বিনা পুত্র কন্যা নাহি আর॥ দূরদেশে বিভা দিতে কন্যা লালমতি॥ তে কাজে আমার চিত্ত দহে প্রতি নিতি॥ নৃপতির বাক্য শুনি কহে দেবী সতী॥ বিবাহের যোগ্য হৈল কন্যা লালমতি॥ পুরিল কন্যার প্রতি সম্পূর্ণ যৌবন॥ কন্যা রাখিবারে যুক্ত নহে কদাচন॥ যৌবন উন্মত্তরিত বিরহে হুতাশ॥ নাচাহে প্রতিষ্ঠা নাহি গণে জাতি নাশ॥ আপ্তপ্রায় কিবা নাহি জানে বাপমায়॥ শরীর পিড়ীলে ব্যাধি ঔষধ জুয়ায়॥ লালমতি যোগ্য বর বিধির ঘটন॥ এই কুমারেতে কন্যা কর সমর্পন॥ বিবাহ না দিলে কন্যা পাই যোগ্য বর॥ অকৃতি ঘোষিবে লোকে দিগ দিগান্তর॥ বলিবে এত্রাণ নৃপ ধনের কাতর॥ মানিক্য মুকুতা লোভে হইল বর্ব্বর॥ দুহিতা মুখেতে শ্রবে মানিক্য মুকুতা॥ তে বাজে জামাতা হস্তে না সমর্পে সুতা॥ মহারাণী বাক্য শুনি হাঁসে নৃপবর॥ নিজ প্রিয়া সম্বোধিয়া দিলেক উত্তর॥ নৃপতি বলিল প্রিয়ে শুন চন্দ্রমুখি॥ কন্যা বিবাহের যোগ্য অনুমানে দেখি॥ তবে কি প্রতিজ্ঞা মোর

করিতে পালন ॥ অঙ্গীকার করিয়াছে সাহা রনন্দন ❀ প্রথম্ম পরীক্ষা এক জিনিল কুমার ॥ অদ্যপি আছয় পঞ্চ পরীক্ষার তার ❀ প্রথম বিক্রমদেখিকৈনু অনুমান॥ জিনিবে পরীক্ষা সব বীরগুণবান ❀ যদিবা এ সব কর্ম্ম করিতে নারয় ॥ তথাপি করিব বিভা সাহারতনয় ❀ যারসনেবলে নাশি জিনিকদাচিত বৈরিভাবতারসঙ্গে নাহয় উচিত ❀ তবেকিআশ্চর্য্যকর্ম্মবলে করিবার॥ কৌতুকদেখিতেশ্রদ্ধ মনেতেআমার ❀ পৃথিবীতে এসব পরীক্ষা কোনজনে॥ গিয়াছে কাহাকে কেবা করিয়াছে কোনে ❀ এহেনঅসাদ্ধকর্ম্মবলয় করিতে॥ কিরূপেকরয়শ্রদ্ধা কৌতুকদেখিতে ❀ নহে কোন রূপে মোর কন্যালালমতি বিবাহ করিবে সত্যজোলকর্ণ সন্তুতি ❀ মাগিল জেহেন বর প্রভুর বিদিত॥ মিলিল জোলকর্ণ সূতপুরিল বাঞ্ছিত ❀ এই মতে অন্তঃস্পুরে এত্র ণনৃপতি॥ উত্তরপাদত্তরনিজপ্রিয়ারসঙ্গতি কুমারেরহেন বার্ত্তা শুনি লালমতি॥ পরম হরিষে বালা মন রঙ্গ অতি ❀ তথা মালিনীরঘরেগেলগুণবান॥ মালিনীযে পুছে বার্ত্তা কুমারের স্থান ❀ একে একে কুমার কহিল যত ইতি শুনিয়ামালিনীহৈল আনন্দিত অতি ❀ সাহাবদ্দিনমোহাম্মদ করুণাসাগর॥ সেদেকসিদ্দিকসমবিচারেউম্মর ❀ শাস্ত্রেবিদ্যা গতঅতিজেহেনউশ্চমান॥ দানেধ্যানেপুন্যরাশিআলীরসমান সাহার জেকের গুণ কহিতেঅপার॥ সর্ব্ব শাস্ত্রেবিশারদ ধর্ম্ম ব্যাবহার ❀ তেঁহপদে আবদুল হাকিম মন হিত॥ ইহলোকে পর লোকেপরম বাঞ্ছিত ❀ দ্বিতীয়পরীক্ষা এবেশুনহপ্রকার আবদুল হাকিম ভনে রচিয়া পয়ার ❀ দ্বিতীয় পরীক্ষা॥

আরদিন সিংহাশনেবসিনৃপবর॥ কুমার চলিয়া গেল নৃপতি

গোচর ❀ সম্ভ্রমেমান্যতা অতিকল্য বহুতরে॥ সুবর্ণ কেদারা দিলবসিবারতরে ❀ কুমারবসিলসেইকেদারারম্ঝ॥বাবুরচি গণেরে ডাকিআনে মহারাজ ❀ বাবুরচি প্রতিতবেকহিলা বচন॥শহস্রমনেরঅন্ন করিতে রন্ধন ❀ তণ্ডুল শহস্রমনউপ-স্থার অতি॥শতেক ব্যাঞ্জনে অন্নরান্ধশীঘ্রগতি ❀ রন্ধন করিয়া অন্ন অতি তুরমান॥ অবিলম্বে আনহকুমারবিদ্যমান ❀ উট গাভী মৈস মেড়া দুম্বা অজা খাসি॥ অন্নেরসহিত মাংসরান্ধ রাশি২ ❀ গউজ গয়াল সণ্ডা মৃগ কবুতর॥ খরগোষ রাজ-হংস বুক্কুটকৈতর ❀ দধিদুগ্ধ ঘৃত ননি নানা উপহার॥ আনি লেক শহস্র২ভারেভার ❀ শহস্র মনের অন্ন এদ্রব্য নানান উদ্যানে রাখিলপুঞ্জপর্ব্বত সমান ❀ কহেমার্ত্তবকি সবে কুমা রের প্রতি॥ বিবাহ করিতে যদি চাহ লালমতি ❀ কিরূপে ভক্ষিবা অন্ন করহভক্ষণ॥করিতেনারিবা কর্ম্ম ইচ্ছকি কারণ মার্ত্তবকি প্রতিদিল কুমারে উত্তর॥প্রথমকর্ম্মেরগম্যে নাবুঝ বর্ব্বর ❀ গগণ চরিত্রেবুঝেবরিশনঅতি॥বাক্য আলাপনে বুঝে মুরখ্য পণ্ডিতি ❀ বড়ই নৃপতি তোমামহাগুণবন্ত॥ তুমিসব রাজ্য বাসীতেনমতিমন্ত ❀ তোমাসব আগে এই অন্ন বহুতর আমা অগ্রেউটমুখে জিরা সমস্বর ❀ রাক্ষসমাছই শূন্যস্থলে খাইবার॥ শীঘ্র আসি বান্ধ টাটি অন্ন চারিধার ❀ শুনিমার্ত্ত-বকি সবে কুমারবচন॥নৃপতি অগ্রেতে জাই কহিল তথন নৃপতিকহিলসৈন্য জাওশতে২॥সে অন্ন বেড়িয়া টাটিবান্দ চারি ভিতে ❀ সৈন্যগণেনৃপতি আজ্ঞা অনুমান॥ অন্ন চারি দিগেটাটিবান্ধিলপ্রধান ❀ হেনকালেদিনশেষেপ্রবেশেরজনী সন্মুখে লইয়া অন্নবৈসে গুণমণি ❀ কুমার বলিল অস্তুহও

সৈন্যগণ॥ নাকরিবতোমাদেরসাক্ষাতেভোজন॥ তোমাসবদৃষ্টে অন্ন করিলে আহার॥ এহাতেউদর ভঙ্গহইবে আমার॥ বিদায় করিয়া যত সৈন্য সেনাপতি॥ পর্ব্বত সমান অন্ন দেখিচিন্তে অতি॥ মনেতে ভরসা অতিসঙ্কটেরভার॥ ছিঃমোরোগ বিনা আর নাহিক নিস্তার॥ প্রভুকে প্রণাম করি স্মরি পক্ষীরাজ দুইপক্ষ কুমার তাপয় অগ্নীমাঝ॥ আঁখির নিমিশে দুইপক্ষী ততৈক্ষণ। কুমারগোচরে আসি জিজ্ঞাসে বচন॥ কি কর্ম্মে আরাধমে কেনাহারস স্তুতী॥ যদিবলসসৈন্যে এত্রাণ নরপতি পাখছাটে উড়াইয়াসমুদ্রেভাসাই॥ নতু নখে বিদারী বুকের মাংস খাই॥ নহে কন্যা সমে পুরিগ্রহিয়া চুঙ্গলে॥ মসরিকে নিতেপারিমন কুতুহলে॥ এহেন কিঙ্কর আমিতোমা আজ্ঞা কারী॥ আদেশ পাইলেকিবাকরিতে নাপারি॥ কিকর্ম্মে স্মরহ মোকে কহ যুবরাজ ॥ করজোড়েপক্ষী আগেনিবেদয় কাজ করিলে এত্রাণ নষ্ঠধর্ম্ম পরিহরি॥ স্বসৈন্য কাটীতেপারিহস্তে খড়্গধরি॥ চিন্তিলেতাহার মন্দ আমাকে অধর্ম্ম॥ করিবারে যুক্ত যেবা আদেশয় কর্ম্ম॥ মম নিবেদন এইশুন খগপতি অন্ন লই সঙ্কট হইলমোর প্রতি॥ কৃপাবাসী কর যদি এ অন্ন আহার ॥ তোমারকৃপায়পুরেবাঞ্ছা যে আমার॥ পরিহাস্য কহে পক্ষী কুমারেরস্থান ॥ পাগল চরীত্রতোমা স্বশুর এত্রাণ প্রভুর মহিমা মনে নহেঅনুমানি॥ একর্ম্ম আদেশেতোমানা পারিবে জানি॥ যেইব্যাধি সৃজিয়াছেপ্রভুকরতার॥ অবশ্য সৃজিছেপ্রভু ঔষধ তাহার॥ এহার শতেক গুণ অন্ন যদি হয় তথাপিহকর্ম্ম তোমানারহেনিশ্চয়॥ ভুবনেতেসেকান্দরজগৎ ঈশ্বর॥ তান বস যত ইতি গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ আল্লার রসুল সাহা

শয়ালের পতি ॥ ভুবন দুর্ল্লভ তুমি তাঁহানসন্ততি❀ ভুজঙ্গ পতঙ্গ কিবাপশুপক্ষীগণ ॥তোমাকাজেকেবানাহিকরেপ্রাণ পান❀এত্রাণ মন্ত্রনা প্রায় এতন্নবহুল॥ আমার অগ্রেতে জল পান সমতুল❀এতেকতোমাকে বাপু শিশু বুদ্ধি দেখি॥এক জন ভক্ষ্য নহে ডাক দুই পাখী❀এত্রাণঅতিথিআইনুক্ষুধায় বিকল॥নারিল উদর ভরি দিতে অন্ন জল❀খাইলসেসবঅন্ন দুইতিন গ্রাসে॥কুমারেসম্ভাসিপক্ষীউড়িল আকাশে❀রজনী সমাপ্তভেলপ্রভাতসময়॥ বসিয়া তম্বুল খায় সাহার তনয়❀ তথায় দেখয় সব দুতগণ জাই॥ দেখে পিপিলিকা হেতুএক অন্ননাই❀মহাপাত্রপ্রভৃতিযতেকসৈন্যগণ॥ বিচারি চাহিল অন্ন প্রতি জনে জন ❀ দর্শন না হৈল এক অন্নের সহিত আশ্চর্য্য হইয়া গেল নৃপতি বিদিত❀নৃপতি অগ্রেতেজাই কহে দুতগণ॥খাইল সেসব অন্ন জোলকর্ণ নন্দন ❀ বিচারী প্রহর পন্থ চাহিনু বিশেষ॥ নাপাইনুএকটিও অন্নের উদ্দেশ তবে নৃপেআদেশিলপাত্রেরবচন॥আনিবারে শষ্যসব সহস্রেকমন ❀ সে সকল শষ্য আনি বিদিতে আমার॥ গ্রামেং ছিট নিয়া নগরেবাজার❀তবেপাত্রনৃপতির আজ্ঞা অনুমান ছিটিলেক শষ্য সব নিয়া স্থানে স্থান❀এত্রাণনৃপতিরাজ্যে গ্রামে কোটিং ॥ একএকগ্রামে ছিটে শষ্য এক মুঠি❀পাত্র বলেশুন কহি সাহার নন্দন॥ রাত্রিতে ছিটিনু শষ্য সহস্রেক মন❀এসকল শষ্য নিবে করি একস্থান॥ মাপিয়ালইবএথা আসিয়াবেহান❀যদিসে করিতে নার শষ্য এক ঠাঁই॥ তবে কহিতোমাকে বিবাহ কাজ নাই❀করিতেনারিলে শষ্যসব একান্তর॥প্রভাতেপাইবেজজ্ঞানৃপতিগোচর❀একর্মসামান্য

নহেজানতত্ত্ব সার॥এইসেসঙ্কটেবাপুঠেকিলেবিস্তার॥কুমার বলিল পাত্রেতুমিসে পণ্ডিত॥বড়ই বিচিত্র কর্ম্মেদেখাইলা ভিত॥ যেহেতু নৃপতিতোমা বুদ্ধিরপাথার॥এহিমাত্র জ্ঞান তোমা ধড়ের অন্তর ॥জারজেবা যশ গুণ ধড়েরমাথারে॥ চিনিতে নারিলা দুই কর্ম্ম অনুসারে॥ দেখিয়া বিক্রম মোর নাবুঝিলামনে॥নৃপতিরপাত্রনামধরঅকারণে॥দেগেরতণ্ডুল মথি চাহে যেবা এক ॥ সেইমত অনুরূপ জানায়যতেক ॥ পাগলচরিত্রযেবাপশুসমতুল॥সেগবেহগোটে২নামথেতণ্ডুল দুইকর্ম্মকরিলাম কৃপায়আমার॥এইকর্ম্ম করিতে কিবাবিলম্ব আমার॥পাত্রে বলে শষ্য সব কর একঠাঁই॥মাপিয়ালইতে কল্যআসি যেন পাই॥কুমারে বলিল সত্য জানমোরবানী শষ্য সব দিব যে ভাণ্ডার হতে আনি॥ তবে যদিপাত্রনিজ স্থানেকৈল গতি ॥ কুমার চিন্তয় মহা সাহার সন্তুষ্টি॥ মনে ভাবে সাধিতেনারিবএইকাজ॥যদিবানাহয়কৃপা পিপিলিকা রাজ॥এবলি অনলেপঙ্খতাপিতেলাগিল॥ শীঘ্রপিপিলিকা পতি আসিয়া মিলিল ॥ কুমারকে জিজ্ঞাশয় পিপিলিকা নাথে॥কিহেতুস্মরহমোকে কিকর্ম্ম আমাতে॥আদেশসমুদ্র হেটে পন্থ দিব কাটী॥ কন্যা সমে দেশে চল তড়পঙ্খে২টী নতু আজ্ঞা মোকে যদি কর অধিকারী॥ এত্রাণরাজ্যের নষ্ট করি শষ্য মারি॥ভিক্ষুককরিবরাজ্যেশষ্য সবহরি॥মরিবেক যত লোক হাহা শব্দ করি ॥না পাইয়া অন্ন লোকে জাবে জথা তথা ॥ খাইবে মনুষ্য সব মনুষ্যেরমাথা॥তোমাআজ্ঞা মাত্রযদিপাইগুণধাম॥ এরাজ্যে নারাখি ধান তণ্ডুলেরনাম নহে জাম তরেযেবা করহ আদেশ॥প্রাণপনেতোমা কর্ম্ম

করিববিশেষ৷৷কুমারবলিলমন্দ নাচিন্তিতাহার॥কিকরিতে পারি বাহু বলে আপনার৷৷করিতে তাহার নষ্ট মোকে না জুয়ায় ॥ আমা প্রতি যুক্ত তার বুঝি দিতেদায়৷৷তবে কি তোমাতেমোর এহি নিবেদন॥নৃপতিছিটিল শষ্য সহস্রেক মন৷৷এহি সবশষ্য করি দিতে একান্তর॥মোরতরেআদেশ করিলনৃপবর৷৷মনেতেভাবিয়াবহুনাদেখিপ্রকার॥তুমিবিনা এহি কর্ম্মে নাদেখিস্সুসার৷৷তোমাইতে যদিবানাতরিএসঙ্কট লয্যায়ত্যাজিবপ্রাণমরণনিকট৷৷হাঁসিয়াকহেন্তবাক্যপিপি-লিকা পতি॥ভুবন দুল্লভ তুমিজোলকর্ণ সন্ততি৷৷এবাকোন কর্ম্ম হয় তোমার বিদিত॥হেনকর্ম্মেকেন বাপু এমন চিন্তিত পরিহাস্যে কহেশুন নৃপতি নন্দন॥এগ্রাণযে বড়টিট বাইট বিচক্ষণ ৷৷ গ্রামে২ ছিটাঁয়াছে শষ্য মুঠি২ ॥ নিমিশেএকত্র করি ভাঙ্গিব ফাকুটি৷৷কুমারেরস্থানেকহে পিপিলীকারাজ আদেশিলা মোকেএই কতবড় কাজ৷৷সঙ্কটমাঝেতোমাকে নাগুণিসঙ্কট॥বটকের কর্ম্ম নহে আমার নিকট৷৷তেকারণে চিন্তাকেন নৃপতি নন্দন॥নাপাইবেএকশষ্য প্রতিজনে জন বিচারী শতেকজনেনাপাইবএক॥এ কর্ম্মে বিলম্বমোরনহে মুহুর্ত্তেক৷৷শশুর প্রভাবে তোমামনেতেগৌরব॥ তেকাজে এগ্রাণনৃপএড়ায় লাঘব৷৷নহেতোমাআজ্ঞাযদিপাইতনিশ্চয় শাস্তি তাকে দিতেমোর মনে যেবা লয় ৷৷এবলিয়াআজ্ঞা দিলনিজ সৈন্যে জাই॥নিমিষে এসব শষ্য কর একঠাঁই৷৷ এক গোট শষ্য যদি রহেকোনস্থান ॥ সত্য জান সেনাপতি হারাইবেপ্রাণ৷৷পিপিলিকাপতিয়দিকহিল দাঁড়াই॥দণ্ডেকে সকল শষ্য কৈল একঠাঁই ৷৷ প্রভাত সময় পাত্র আসিয়া

মিলিল॥ সহস্রেকমনশষ্য মাপিয়ালইল ✽ সহস্র মন হতে বাড়িল কিঞ্চিত॥ পাত্রেজাইজানাইলনৃপতিবিদিত✽একত্র করিয়া শষ্য দিলেক বিশেষ॥ বাগানের যতলোক আছেনৃপ দেশ ✽এত শুনি মহা নৃপ সাহা এব্রাণ॥আদেশিল সুরভী আনিতেবিদ্যমান✽সুরভীবান্ধিয়াপাত্রেনৃপতিগোচরে॥যুব রাজ আগে কহে মহাপাত্রবরে✽সুরভীদুহিয়াতুমিনৃপবিদ্য মান ॥ তাঁহার সাক্ষাতে নিয়া দুগ্ধ কর‌পান✽তাশুনিয়াযুব-রাজ স্বহরিষমন॥সুরভি নিকটেশীঘ্র করিলগমন✽যুবরাজে দেখি গাভী আস্ফালে সঘন॥চারিপায় মৃত্তিকাছিটয়ক্রোধ মন✽কদাচিত করয় গ্যাভী মনেক্রোধবাসি॥পদাঘাতেউয়ঠ মৃত্তিকা রাশি২✽ গাভীর আটোপ দেখি জোলকর্ণ সন্ততি মনেতেভাবিল বীরে কন্যা মালমতি✽সুরভী প্রণাম করি নৃপতি কুমার॥গাভীর অগ্রেতেবহুমাগেপরিহার✽লালবাহু নাম স্মরি বীর গুণবান॥রাখিল কন্যার কেশ গাভীবিদ্যমান দেখিয়া কন্যার কেশ গাভী সঙ্কুচিত॥নিশব্দে রহিলগাভী কুমার বিদিত✽কেশদেখি কন্যা অনুভবউঠেমনে॥ সুশীল উড়িল দুগ্ধ প্রেম হুতাশনে✽পরমআনন্দে দুগ্ধ দুহি বীরবর দুগ্ধ লই চলিগেল নৃপতি গোচর✽নৃপতি বলিলএথামোর বিদ্যমান ॥ অবিলম্বে এহিসবদুগ্ধ করপান✽নৃপতিআদেশ পাই অতি শীঘ্রগতি ॥ নৃপ আগে দুগ্ধপান কৈল রঙ্গ মতি কুমার বিক্রমদেখি ধন্দ নরপতি॥জানিলগুণেরসিন্ধুজোল-কর্ণ সন্ততী✽মহিমারবলেদুগ্ধকরিলনিঃশেষ॥যতেকদুহিল দুগ্ধ সব হৈল শেষ ✽ এতেক ভাবিয়া নৃপ নিজ মনেমন ॥ আদেশিল তুরঙ্গমে হৈতে আরোহণ✽নৃপতির বাক্য শুনি

জোবকর্ণ সন্ততি॥অশ্ব আগে গদ২ভাসেকৈলগতি৪৯অশ্বের নিকটে জাই সাহার তনয়॥তুরঙ্গম দুষ্টদেখি মনেলাগে ভয় মাতঙ্গ জিনিয়া উচ্চসিংহ জিনিবল॥দুইচক্ষু জলেযেন প্রচণ্ড অনল৪৯মহাতেজময় অশ্ব চঞ্চল অস্থির॥বিকট মুরতী দেখি কাঁপয় শরীর ৪৯ অশ্বমেদ যজ্ঞরাজ হেন তুরঙ্গম॥ তাহাতে অধিকউগ্রঘোটক বিসম৪৯ঘোটকদেখিয়ে বীরহইলকাতর বিনয় করয়বীর প্রভুরগোচর৪৯আয়প্রভুঅনাদিরনাথকর-তার॥কেনমোর প্রতিহেনদিলে দুক্ষ্যভার৪৯বাপমাও ছাড়ি ইষ্টমিত্রবন্ধুগণ॥বিদেশে আসিয়া হৈল আমার মরণ৪৯অনাথের নাথপ্রভু তুমি দয়াময়॥ তুমি সে পরম বন্ধু সঙ্কটসময় তোমা ভরসায়প্রভু ছাড়িনু সকল॥সহস্রসঙ্কট পারকরিতে কুশল৪৯এদুষ্ট তুরঙ্গ হয় অতি ভয়ঙ্কর॥নিকটেপাইলেমাত্র ধরি খায় নর৪৯পরাক্রমে শিংহব্যাঘ্রপারিপরাজিতে॥পরম সঙ্কটসিংহব্যাঘ্রআরহিতে৪৯নৃপতিআদেশ অশ্বেনাকরিতে ক্ষ্যান্ত॥এতেক অশ্বের আগে আমার নিপাত৪৯তুমি যদি কৃপানাহওপ্রভুকরতার॥ঘোটকনিকটআগেআমারসংহার তুমিবিনা সহায়মোর নাহিসর্ব্বথায়॥নিলক্ষ্যজনেরমাত্রতুমি সেউপায়৪৯নির্লক্ষ্যেরলক্ষ্যতুমিত্রিলোক্ষ্যেরপতি॥তুমিবিনা দুর্গতি জনের নাই গতি৪৯মৃত্যুভয়মনে মোর নাই কদাচিতে লজ্জা প্রতিভয় নরলোকেরবিদিত৪৯জোলকর্ণতোমারনবী ভুবনেরমাঝ॥আমারলজ্জায়তানমুখেনাহিলাজ৪৯ তেকাযে বিনয়প্রভুমাগিযেতোমাত॥আজি লজ্জা রক্ষা কর ত্রিজগৎ নাথ৪৯ আমি সে পুরুষ যদি হইকদাচিত॥ লজ্জামোকেনা দেওপ্রভুএত্রাণ বিদিত৪৯কাহাতেপাইব শুদ্ধ উপদেশ হিতে

খোওাজখেজিরবিনানাহি ইষ্টমিত্র ॐ খোওাজচরণে আশা অতিসেআমার॥তাঁহারচরণ বিনাগতিনাহিআর ॐ খোওাজ শুনিল হেন কুমারবিনয়॥কাতর হইয়া ডাকে ভ্রাতার তনয় গৌরবভাবিয়াস্নেহমনেবহুতর॥খোওাজখেজেরআইলকুমার গোচর ॐ পিরদস্তগীর সঙ্গেপাইলদর্শন॥ অধিক আনন্দ হৈল কুমারেরমন ॐ দণ্ডবতেখোওাজের চরণ বন্দিল॥ করজোড়ে নিবেদন করিতে লাগিল ॐ বাপমাও ছাড়ি আইনু বিদেশ মাঝার॥তোমাপদ জুগ বিনা লক্ষ্যনাই আর ॐ এইঅশ্বদেখি ভয় জন্মিল বহুল॥ সত্য এই অশ্ব নহে দুর্জ্জয় সার্দ্দুল ॐ সংগ্রামে এহেনঅশ্বহাজারেহাজার॥সংহারিতেপারিবাহুবলে আপনার ॐ নৃপতিআদেশঅশ্বক্ষ্যান্ত নাহইতে॥ অকস্মাতে জাই অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিতে ॐ জনমঅবধি এইঅশ্বেকদাচন মনুষ্য নাহইয়াছে পৃষ্ঠে আরোহন ॐ এতেক হইনু খুড়াঅতি সে কাতর॥উপদেশদেওমোকেকৃপারসাগর ॐ ভরসাআমার তোমা চরণ সহায় ॥ তোমার চরণ বিনা না দেখি উপায় ॐ কুমারের মুখে শুনি এহেনবিনয়॥কুমারকে বহু সম্ভাসিল দয়া, ময় ॐ পরিহাস্যে কহেন্ত খোওাজ গুণবান ॥ মহামতিমন্ত তোমা শশুর এপ্রাণ ॐ আছয় এহেন ভর্সা এপ্রাণেরমনে॥ এ অশ্ব আরহেহেন নাহিকভুবনে ॐ যদিবলেসিংহপৃষ্ঠেহৈতে আরোহন॥আরোহিতেপারতুমিজোলকর্ণ নন্দন ॐ মিলিল শশুরতোমাবাঞ্ছিতকপাটি॥ভাঙ্গিবাম এমপ্রাণেরযতেকভিকুটি পরিহর এবেবাপুমনেরসঙ্কট॥আমার সহিতে আইস অশ্বের নিকট ॐ আরোহিবে এহিঅশ্বেমনসহরিষ॥কাতরহইবে অশ্ব অজার সদৃশ ॐ এলিয়া হস্তে আসা লই গুণবান॥ কুমার

সঙ্গত্তি গেল অশ্ব বিদ্যমান ❀ খোওাজে দেখিয়া অশ্ব হইল লজ্জিত ॥ স্থির হই রহে অশ্ব খোওাজ বিদিত ❀ ইহা দেখি যুবরাজ সহরিষ মন ॥ অশ্বপৃষ্ঠে জিন বান্ধে জোলুকর্ণ নন্দন খোওাজ খেজেরনবী আনন্দিত মন ॥ কুমার সঙ্গতি অশ্বে হৈল আরোহন ❀ অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিয়া আপনি খোওাজ ॥ সম্মুখে বসাইল ভ্রাতুঃস্পুত্র যুবরাজ ❀ অলক্ষিতে খোওাজ ছাপিয়া রহে অঙ্গ ॥ মন রঙ্গে যুবরাজ ক্ষেপয় তুরঙ্গ ❀ খোওাজ বলিল শুন যাহার সন্ততি ॥ না রাখিও ভয় কদাচন অশ্ব প্রতি ❀ তুরঙ্গমে প্রতিনিত প্রহার চাবুক ॥ ঘোটকে কাতর করি ভাঙ্গ নৃপমুখ বিকট অশ্বের পরে দেখিয়া তোমাকে ॥ এ প্রাণের মনে যেন লাগি যায় তাকে ❀ সঘন প্রহারে অশ্ব সাহার কুমার ॥ মহা কোপে তুরঙ্গম অগ্নী অবতার ❀ বাহিরে নেকলি অশ্ব করিল দাপট খোওাজের গর্ব্বে বীরে যা গুণে সঙ্কট ❀ উছলিল মহা অশ্ব আকাশ ভুমিত্ত ॥ অশ্বপাদ দর্পে হৈল পৃথিবী কম্পিত ❀ খোওা জের কোলে বসি কুমার রহিল ॥ দণ্ডকে মগ্রিব দেশ চৌদিগে ফিরিল ❀ সিংহাশনে বসি নৃপ দেখয় কৌতুক ॥ বিজলী ছটকে যেন সয়ফলমুলুক ❀ দেখে বা না দেখে কেহ অশ্ব তেজময় ॥ কুম্ভকার চক্র যেন চৌদিকে ঘুময় ❀ করপদে কুমারে প্রহারে প্রতিনিত ॥ পবনের আগে অশ্ব চলে চারিভিত ❀ মহা বলবন্ত অশ্ব দপট প্রখর ॥ কুমার আটোপে মহি হইল কাতর ❀ অশ্ব পৃষ্ঠে বীর দর্প করে বীর্য্যশালী ॥ অশ্ব পাদদর্পে উঠে গগনেতে ধুলি ❀ বিসম দপটে অশ্ব হইল কাতর ॥ ঘোটকের মুখে রক্ত বহে নিরন্তর ❀ অগ্নীকনা খসি পড়ে রক্তের সঙ্গতি ॥ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত অশ্ব ভ্রমে বায়ু গতি ❀ প্রখর মারুত যেন শব্দ ভয়-

ক্ষর॥ কুমার বিক্রমে নৃপ হৈল চমৎকার ❋ এহেন আশ্চর্য্য কর্ম্ম শুনি সৈন্যগনে॥ হুলস্থুলি করি রঙ্গ দেখে সর্ব্ব জনে ❋ ভূমি পৃষ্ঠে অশ্ব পদ লাগে বা না লাগে॥ শূন্যেভরকরিউড়ে পবনেরবেগে❋তাদেখিয়াসৈন্যমনেউপার্জ্জিলভয়॥কেহবলে সত্য এই মনুষ্য না হয়❋ দেবকি গন্ধর্ব্ব হয় কিম্বা বিদ্যাধর নহে মায়ারূপেবুঝিতাইলনিশাচর❋কেহবলেএম্রাণনৃপতি নষ্ট হেতু॥ মগ্রিবে প্রবেশকৈলএহি কালকেতু ❋ শতে২ নৃপসুত কৈলবিড়ম্বন॥ তেকারণেবিধাতাতাকেহইল বিমন ছলিতে আইলকোনদেব নাহি জানি॥এই কন্যা মুলে নৃপ হারাইবেপ্রাণী❋পৃথিবীতেহেনকন্যজন্মিয়াছেকোথা॥এম্রাণ বিনাষহেতুএহেনদুহিতা❋এমরাণজেহেন হয়কুমন্ত্র বিদণ্ড॥ কুমারেরহস্তেতেহইবেলণ্ডভণ্ড❋কুপিতহইলেবীর কৃতান্ত সমান॥একারথেসংহারিবেসসৈন্যএম্রাণ❋জ্ঞানহীননরপতি যৈনপশুসম॥ সমর্পয়সক্রহস্তেহেনতুরঙ্গম❋বহুঘৃত পাইলে অনলমনে আশ॥অধিকপ্রচণ্ডহইদহিতে আকাশ❋ বিক্রমে কেশরীবীরপ্রচণ্ড অনল॥ তেহেন বাহন পাই বলে বাড়ে বল❋দেখেবানাদেখেঅশ্ববিজলী সঞ্চার॥ তার আগে খড়্গ ধরেহেনবীর্য্যকার❋সসৈন্যসহিতেনৃপমনকুতুহলে॥ জনেং কাটিবেকনিজখড়্গাতলে❋সসৈন্য এম্রাণনৃপেপরাজিয়া রণে স্বন রঙ্গে আসিয়া বসিবে সিংহাশনে❋ এহিমতেসৈন্য সবে করে হাহাকার॥প্রাণলইসৈন্য সব ধায় চারিধার ❋কুমার আটোপ দেখি নৃপতিএমরাণ॥ যমেরদর্শনেযেনদেহ কম্পামান ❋ সিংহের দর্শনে যেন কম্পিতমাতঙ্গ॥ অস্থিরতা অশ্ব দর্পে কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ ❋ ধাইবারে পন্থহেরেএমরাণ নৃপতি॥

তাহারচরিত্রবুঝিখোওাজস্থমতি❀কুমারকেকহিলখোওাজ গুণবান॥দেখবাপুতোমাভয়ে কম্পিত এম্রাণ❀এম্রাণেরধড় মাঝে প্রাণ নহে স্থির॥ধাইবারে চাহেযেন পদ্ম পত্রে নির সিংহাশনে কম্পেনৃপসচকিতমন॥যেহেনকুরঙ্গে ব্যাঘ্রহেরে ঘনং❀শাসনদর্শনে পক্ষীযেহেনফাফর॥ তোমাভয়েএমরাণ কম্পিতকলেবর❀চারিদিকে ধায়সৈন্যপরিহরিরঙ্গ॥ এমরাণ নির্ভয় কর সম্বরিতুরঙ্গ❀খোওাজআদেশপাই সাহারনন্দন বান্ধিলতুরঙ্গযেনগোহালেগোধন❀সাহাবদ্দিনমোহাম্মদপীর গুণবান॥সে পদ পঙ্কজরেনু করি শিরত্রান❀ শিরধার্য্য বন্দি সাহা জনক চরণ ॥ আবদুল হাকিম কহে শুন গুণি গণ ❀ খোওাজ খিজির পীর আল্লার নিকট ॥ তান পদ ভক্তি ভরে ভবের সঙ্কট❀নরকেতরিতে আশা নবীমোহাম্মদ॥খোওাজ ভরসা ভবে তরিতে আপদ ❀ রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

❀ ধুয়া ❀ ওগো স্বজনিলো নিবেদন শুন মনদিয়া ❀

কুমার আটোপ অতি,দেখি সহরিষ মতি,পরম আনন্দপদ্মা বতী॥মহা হরষিত অতি,চলিলেক পদ্মাবতীনৃপঅন্তঃস্পুরে কৈলগতি❀অন্তঃস্পুরেপ্রবেশিয়া,লালবানুআগেগিয়া,কুমা রের বার্ত্তা যত ইতি॥ কর্ম্ম সব অসম্ভব,জিনিল পরীক্ষা সব, একেং কহে পদ্মাবতী❀পঞ্চম পরীক্ষা ভার,সন্দেহ না গুণি তার,হেলায় জিনিলবীরবর॥কুমার আটোপঅতি, টলমল বসুমতীকম্পিতনৃপতীকলেবর❀ আছয় পরীক্ষা এক, ধনে কুপ ভরিবেক, এ কর্ম্ম বিলম্ব কি তাহার॥সেকুপ ভরিতে ধনে, সন্দ কি কুমারমনে, বিলম্ব নাহিক বিবাহের❀ শুনি কুমারের জয়, মন রঙ্গ অতিশয়, আনন্দিত নৃপতী নন্দিনী

লালমতি ॥

কুমারের বার্ত্তা দিয়া, লালবানু প্রণামিয়া, ঘরেগেল বিচিত্র মালিনা ❀ রাগ ধানসি ❀

কুমারেদেখিয়া তবে এমরাণ নৃপতি॥মন ভয় পরিহরিস্থির কৈল মতি❀জোড় হস্তে মহা পাত্র গিয়া ততেক্ষণ॥ কুমার অগ্রেতেকহেমধুরবচন❀পঞ্চমপরীক্ষাযেবাজিনিলা বিশেষ কুপভরিদিতেধননৃপতিআদেশ❀খোওাজচরণেপড়িনিবেদে কুমার❀ পঞ্চম পরীক্ষা গেল আছে এক আর❀নৃপতিবচণ মোকে কহেন্ত বিরূপ॥ধনেভরী দিতে তান উদ্যানেরকুপ কুমারের মুখে শুনি খোওাজ বিস্মিত ॥ বলিল নাবুঝ বাপু কহবিপরিত❀অখাদশহস্রগজদীর্ঘ পাসআতি॥সেকুপভরিতে ধনে কাহার শকতি❀সেকুপভরিতেধনেনাহিহেনজনা॥ যে কর্ম্ম নাহবেতাহাকহকিকারণ❀তোমারজনকসপ্তআক্লিমের পতি॥ সেকুপ ভরিতেনাহি তাহান শকতি❀কারুণসঞ্চিত ধন আছিলযতেক॥সেসকলধনেকুপনাপুরেতার্দ্ধেক❀ কেন বাপুহেনমোকেআদেশ বিরূপ॥কুবেরেরধনেনারি ভরিতে সেকুপ❀কুমারেবলিলতেজিবাপেরভরসা॥বাঞ্ছিত তোমার পদে পুর্ণ হতে আসা ❀ খোওাজ বলিল বাপু শুনহ বচন কদাচন আমার অধীন নহেধন❀ কুমার বলিল শুন কৃপার সাগর ॥ নাহয়গোপতভেদতোমারগোচর❀কহিতেনারিবা কর্ম্ম বুঝিহেনভেদ ॥ আগেকেন আমাপ্রতিনাকৈলেনিশেধ জ্ঞাতাআগেদয়াহতেনিষ্ঠুরউচিত॥নারিবকর্ম্মেতেভর্শানাদে কদাচিত❀ করিতে নারিবা যেবা কর্ম্মের সুর্শার ॥ সে কর্ম্ম ইচ্ছিলেলজ্জা ভুবনমাঝার❀তোমাভরশায়কৈনু কর্ম্ম আরম্ভন॥লজ্জা হতে পৃথিবীতেউত্তমমরণ❀প্রভু সখা পরগাম্বর

তুমিপৃথিবীতা॥করিস্তেনৈরাশমোকেন্নাহয়উচিত॥তোমাকে
শৃজয়প্রভুত্রিজগ ঈশ্বর॥ প্রলয় পর্য্যন্তকৈলঅক্ষয় অমর ॥
প্রভুর শৃজন যত আছেপৃথিবীত॥পুরাইস্তেসেসবেরমনের
বাঞ্ছিত ॥ যে সব অগ্রেস্তে বহু সঙ্কট সকল॥সেসব সঙ্কট
তুমিকরিস্তেকুসল॥সঙ্কটেরপরিত্রাণতুমিমহামতি॥তোমার
প্রভাবেপুরেমনের আরতি॥সঙ্কটআমারযেবাকরপরিত্রাণ
তুমি বিনাদুখেরবেথিতনাহিআন॥কাতরজনের মাত্র তুমি
সেভরসা॥তোমাবিনে নিলক্ষ্যজনেরনাপুরেআশা॥স্তেকারণে
তোমাপদেমাগিবারেবার ॥ কঠিনসঙ্কটেমোকেকরহউদ্ধার
যদি সে একর্ম্মহেতু বৃথা লজ্জাপাই॥সেকান্দরতোমা ভাই
কি রবেবড়াই॥খোওাজ বলিলশুননৃপতিকুমার॥মেহস্তের
ইলিয়াসজানধনঅধিকার॥মেহতেরইলিয়াসবিনানাই অন্য
জন॥ভুবনেতেনাইকুপভরিদিতেধন॥খোওাজ চরনেপড়ি
কহেন্তকুমার॥তোমারচরণবিনা নাহিক নিস্তার॥ ইলিয়াস
নবী হৈস্তে যদি কর্ম্মহয়॥তাঁহানসহিতেমোরনাহিপরিচয়॥
কুমারবিণয়শুনিখোওাজখেজেরে॥কুমারেলইয়াগেলসমুদ্রের
তীরে॥খো ওাজেবলিলবাক্য কুমারেরপ্রতি॥অলক্ষিতেরহ
এথাজোলকর্ণ সন্ততি॥সমুদ্রেরতীরেএকঝোপেরমাঝার॥
নির্জনেরহিলতথাশাহারকুমার॥খোওাজেবলিলশুনসাহার
তনয়॥মোর সঙ্গে আসিবেন্ত একমহাশয়॥ তুমি তাঁরে বহু
মান্যে করিয়াপ্রণাম ॥ মাগিবা তাঁহারআগে নিজ মনস্কাম
কহিস্তেসঙ্কোচকিছুমনেনারাখিবা॥আমারসমানহেনুতাঁহারে
জানিবা॥সেকান্দরইলিয়াসআমি তিন ভাই ॥ আমা তিন
জনমাঝেভিন্যভেদনাই॥ক্ষনেকবিলম্বেতাঁরপাইবেদর্শন ॥

তোমা কাজে ইলিয়াস নাহবে বিমন ❋ এত বলি হজরত খোওাজখেজের॥কুমারেরাখিয়াগেলসমুদ্রেরতীর❋মেহতের ইলিয়াসউদ্দেসেগমন॥ইলিয়াস সঙ্গতিহইল দরশন❋ বসিছেন্ত ইলিয়াসআপনাআসনে॥হেনকালেদরশনখোওাজের সনে❋পরস্পর সামাম২ পদ্ধুত্তর॥দোহমধ্যেমান্যতাহইলবহুতর❋দোহমহাত্মনবৈসেএকই আসনে॥আলাপনেহরষিত দোহ মনে২ ❋ এহিমতে আনন্দেতেবৈসেদোহজন॥ইলিয়াস প্রতি কহেখোওাজ বচন❋চলভাই কৌতুক দেখিতে পৃথিবীত॥কৌতুকদেখিয়াপুনি আসিব তুরিত❋ ইলিয়াসে বলে জাইতে নারিগুণবান॥সমর্পিবপ্রভুরখাজানাকারস্থান প্রভুরধনেরআমিজানহভাণ্ডারী॥ছাড়িয়াধনেরগঞ্জ জাইতে নাপারি❋ যদিসে ভ্রমিতে জাইতোমাসঙ্গেকরি ॥ এথাতে রহিবেকেবাধনেরপ্রহরী❋খোজবলিলভাই শুনবাক্যমোর॥ হরিতেপ্রভুরধনকেবাআছেচোর❋চলভাইপ্রভুঘরেনাহইবে চুরি॥ যটিলেপ্রভুরধনআমিদিবপুরি ❋ এহিমতে হাস্যরস হৈলবহুতর॥কৌতুক চাহিতেজায় দুইপয়গাম্বর❋ইলিয়াসে আগে করি চলিলখোওাজ॥এহিমতেচলিগেলযেথাযুবরাজ ঝোপহৈতেনেকলিয়াজোলকর্ণসন্ততি॥ইলিয়াসচরণবন্দিল শীঘ্রগতি❋ ইলিয়াস বলেনকেবা তুমি মহামতি ॥ কাহার তনয় হও কোথাতেবসতি❋খোওাজবলিল কহি শুনমহাশয় ॥এ কুমার ভাই সাহাজোলকর্ণ তনয় ❋ ইলিয়াস বলে বৃথাহেনমনেলয়॥সেকান্দরনৃপতিরনাহিকতনয়❋খোওাজে বলিল বৃথা না কহি বচন ॥ পুর্ব্ব কথা তোমা মনে নাহিক স্মরন❋জখনেজোলমাতেগিয়াছিলনরপতি॥তখনরৌশনক

দেবীছিল গর্ভবতী ❀ মহারাণী গর্ভে জন্মিয়াছে এ কুমার॥
সয়ফলমুলুক নাম রাখিল ইহার ❀ খোওাজ মুখেতে শুনি
স্মরি মহামতি॥সম্ভাসা করিল বহু কুমারেরপ্রতি ❀ ইলিয়াস
বলে বাপু কহসত্য করি॥কিকার্য্যে ভ্রমিতেআছ হই দেশা-
ন্তরি❀ইলিয়াসেরবাক্যশুনিমনকৌতুহল॥খোওাজে কহিল
যতবৃত্তান্তসকল❀লালমতিউদ্যেশিয়া আইলকুমার॥এপ্রাণ
নৃপতি দিল পরীক্ষার ভার ❀ শষ্ঠম পরীক্ষা ছিল প্রতিজ্ঞা
রাজার ॥ পঞ্চম পরীক্ষা জিনিয়াছে একুমার❀শষ্ঠম পরীক্ষা
বাক্য অধিক বিরূপ ॥ সম্পুর্ণ ভরিতে ধনে উদ্যানের কুপ
সরাল সংশারমাঝেনাহিহেন জন ॥সেইকুপ সম্পুর্ণ ভরিয়া
দিতেধন❀করিনুআমাতেকর্ম্মযে সকল হয়॥ ধন অধিকারী
মাত্র তুমিদয়ামমা ❀ কুমারেরএহিকর্ম্মসঙ্কট অপার ॥ তুমি
বিনাকুমারেরনাহিকনিস্তার❀তেকারণেতোমাপদ উদ্দেশে
এথাত॥আইলজোকর্ণ সুত হইয়া অনাথ ❀ নিকটেনাহিক
এথা জনক তাহার ॥ মনেতে ভরসামাত্রতোমারআমার ❀
এথায়রহিতেতুমি আমিদুইজন॥তযুক্তপাইতেলজ্জাজোল-
কর্ণনন্দন❀তুমিআমিসেকান্দরএইতিন ভাই॥একজনঅপ-
জশে সবে লজ্জাপাই❀ইলিয়াস বলেভাইএ চক্রতোমার॥
মোকেলজ্জাদিতেহেতাআনিলাকুমার❀বুঝিয়ানাবুঝ ভাই
আপে মহাশয় ॥ এসকল ধন মোর অধীন না হয় ❀ মোর
স্থানেপ্রভুরএসবস্থাপ্যধন ॥ বিনাপ্রভুরআজ্ঞা দিতে নারি
কদাচন❀খোওাজেবলেস্তহরএকর্ম্মপ্রভুর॥ সেকান্দর কর্ম্মে
প্রভুনাহবেনিষ্ঠুর❀তোমাতরেকহিভাইশুনদিয়াচিত॥খাই
বারেধনপ্রভুনারাখেসঞ্চিত❀পৃথিবীতেতোমা আমাকর্ম্মের

কারণ ॥ সত্যতা জানহ প্রভু সৃজিয়াছে ধন ❋ লোভিত যে নহে প্রভু ধনের উপর ॥ ধনের কাতর নহে ত্রিজগঈশ্বর ❋ মাতা পিতা প্রভুর নাহিক অন্য জন ॥ বল ভাই প্রভুর কি কর্ম্মে লাগে ধন কৃপার সাগর প্রভু ত্রিজগতপতি ॥ প্রভুর সঞ্চিত ধন দেখ যত ইতি ❋ সঙ্কটে স্মরয়ে যেবা প্রভু করতার ॥ জার যেবা যোগ্য কর্ম্ম করিতে উদ্ধার ❋ তরিতে সঙ্কটে এই জোলকর্ণনন্দন ॥ প্রতি শ্বাসে অভিরত স্মরে নিরঞ্জন ❋ এহেন সঙ্কটে প্রভু না কৈলে উদ্ধার ॥ ত্রিজগে বাখানে কনে মহিমা আল্লার ❋ অতুল মহিমা প্রভু কির্ত্তি অনুপম ॥ পুরয় ভকত জন প্রতি মনস্কাম ❋ যে সকল শুদ্ধমতি ধার্ম্মিক সুজন ॥ করিলে তাহার কর্ম্ম তুষ্ট নিরঞ্জন কুমতি যে সব মূঢ় আচার কুচ্ছিত ॥ সে সবের কর্ম্ম কৈলে প্রভু বিষাদিত ❋ ধন আরিয়তে তোষ সব ফলমুলুক ॥ নরকুলে না রহুক এত্রাণের মুখ ❋ কুমন্ত্রের ভাও এহি এত্রাণ নৃপতি ॥ কুমন্ত্রণা করি বিভা না দেয় লালমতি ❋ এহেন আছয় গর্ব্ব এম্রাণের মনে ॥ একুপ ভরিতে কেহ না পারিবে ধনে ❋ একুপ ভরিতে ভবে নাহি কোন জন ॥ কন্যা বিভা কাহাকে না দিব কদাচন ❋ এমরাণ নৃপতি হত বুদ্ধি অল্প জ্ঞান ॥ প্রভুর মহিমা কিছু না বুঝে এম্রাণ নাবুঝয় প্রভুর মহিমা অনুপম ॥ প্রভুয়ে করিতে নারে নাহি হেন কাম ❋ কুপ ভরি ভাঙ্গ তার মনের ফখর ॥ জানুক এ কর্ম্ম নহে প্রভু হতে দুর ❋ কুমারের কর্ম্ম যদি হইল সুসার রাখিবে প্রভুর ধন শক্তি আছে কার ❋ যথা হৈতে জাই কুপ ভরিবেক ধন ॥ তথা আনি দিবে পুনি গিয়া জক্ষগণ ❋ আসিবে আল্লার ধন ভাণ্ডারে আল্লার ॥ এহাতে কি জাবে ভাই তোমার আমার ❋ এহি কর্ম্ম করি তোষ জোলকর্ণনন্দন ॥ অসন্তোষ তোমাকে

নাহবেনিরঞ্জন❀খোওাজমুখেতেশুনিএমত বচন॥ প্রতিজ্ঞা করিল কুপ ভরিদিতে ধন❀ইলিয়াসেআদেশয়গঙ্গাভাগিরথি॥সেইকুপ ভরিধন দিতে শীঘ্রগতি❀ইলিয়াসপয়গাম্বর আজ্ঞা অনুমান❀সহস্রগজেরকুপ ভরেতুরমান❀ কুমারের তরেহাঁসি কহিলখোওাজ ॥ শুনকহি প্রাণ ধন বীরযুবরাজ এমরাণপ্রতিজ্ঞা যেবা সঙ্কট সকল॥ জিনিলাপরীক্ষাসবমন কৌতুহল❀করিলাএসবকর্ম্মতৃণহেন জানি ॥ পুনি কহিবেক হেন মুখে নাহি বাণী❀ ভাঙ্গিল তাহার গর্ব্ব ছিল যত ইতি কন্যা বিভাকরজাইঅতিরঙ্গমতি❀দেশে জাইতোমারজনক নৃপ ঠাম ॥ জানাবা আমাদোহানেরদোওাসালাম ❀ কুমার দোহারপদে করিয়া প্রণাম ॥ নিজ স্থানে চলি গেল দোন গুণধাম❀ভবেজানমনরঙ্গেজোলকর্ণনন্দন॥এম্রাণের পাত্রে ডাকি কহিল বচন❀ভরিনুঅখাদকুপআনি বহুধন ॥ নৃপতি অগ্রেতেজাইজানাওবচন❀নৃপতিপ্রতিজ্ঞা পুর্ণ কৈনুএকে এক॥কুপভরিদেখধননয়নপ্রত্যেক❀ নৃপতিঅগ্রেতেযেবা ছিল বহুদুর॥ সেসব নিকট অতি কৃপায়প্রভুর❀ পাত্র জাই দেখিলেকআপনানয়নে॥উদ্যানেরমহাকুপ ভরিয়াছে ধনে পাত্র জাই নৃপআগে কহিল তখন॥কুপভরিদিল ধন সাহার নন্দন❀নৃপতি কহিল বৃথা কহকি কারণ॥এমহিমণ্ডলে হেন আছেকোনজন❀পাত্রবলেঅদ্যাপিনা ছিলনরপতি॥আছয় এহেনজনজোলকর্ণসন্ততী❀অল্পবহুকর্ম্মেতাকেনাহিধিকাধিক ॥ পঞ্চ কর্ম্ম হতে কিবা এ কর্ম্ম অধিক❀দেখিলাএসব কর্ম্ম দৃষ্টে আপনার ॥ দেখিয়া না দেখ কেন বিক্রম তাহার করিলএসবকর্ম্ম নাভাবি সঙ্কট॥ এ কর্ম্ম বিচিত্র কিবা তাহার

নিকট॥যদিসেআমারবাক্যরথালয়মনে॥ উদ্যানে আসিয়া দেখ আপনা নয়নে॥পাত্রমুখেশুনিনৃপ এসববচন॥ সসৈন্য চলিলনৃপদেখিবারেধন॥চলিলেকপাত্রমিত্রসৈন্যসেনাপতি চতুরঙ্গদলচলেস্বকৌতুকমতি॥সহস্রে২চলেগজ পাটওার অনন্ত পদাতিকোটী২অশ্ববার ॥ শতে২ ঢাকঢোল বাজায় তরল॥সারি২ দমা বাজে শুনিকৌতুহল॥ সঘন পড়য় কাড়া শব্দ ভয়ঙ্কর॥ ধাসরি মুরারি বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁজর ॥ সিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল বহুতর ॥ সানাই বিগুলমধু শুনিতেসুস্বর নানাশব্দেবাদ্যধ্বনিকাসকরতাল॥উদ্যানেচলিলনৃপকৌতুক বিষাল॥ আপনা নয়নে নৃপ দেখে রন্দামাঝ ॥ মহা কুপ ধনে ভরিয়াছে যুবরাজ॥কুপভরিদেখেনৃপধন উপরাজ ॥ প্রসংশিলধন্যলালমতিযোগ্যকাজ॥নারীমাঝে প্রসংশি যে হেন লালমতি॥প্রসংশিপুরুষমাঝেজোলকর্ণসন্ততি॥ ভুবন মোহনরূপ জিনি নবকাম॥গুনেরসাগর বীর যশ অনুপম ॥ নিজ পাত্র প্রতি কহে মহা নরপতি॥পালিল প্রতিজ্ঞা মোর সাহার সন্ততি॥এহাতে সঙ্কট যদি আদেশিতকর্ম্ম॥হেলায় করিতে পারে বুঝিনু সে মর্ম্ম ॥ তাহার অশাদ্ধকর্ম্ম নাহিক ভুবনে॥সকলিকরিতেপারেযেবালয়মনে॥সত্যহয়সেকান্দর রসুল আল্লার॥প্রভু আগে মনোরথরথানহেতার॥নৃপতির বাক্য শুনি যত সৈন্য গণ ॥ ধন্য ধন্য প্রসংশিল জোলকর্ণ নন্দন॥সাফল্য জনক জার ঔরসে জন্মিল॥ সাফল্য জননী যেবা গর্ভেতেধরিল॥সাফল্যপ্রজারযেবাহেন রাযেশ্বর ॥ সাফল্য কামিনী জার পতিহেন বর ॥ কেহবলেহেন কর্ম্ম আশ্চর্য্যভুবনে॥নয়নেদেখেছেকেবা শুনেছেস্বপনে॥ষষ্টম

পরীক্ষা হেন অপরূপ কথা॥ একর্ম্ম করিতে নারে দেবের দেবতা
হেন জনকের পুত্র বীর যুবরাজ॥ করিতে না পারে কিবা ভুবনের
মাঝ॥ নরেন্দ্র মণ্ডল কিবা জোলকর্ণ নৃপতি॥ ভুবনে আছয়
কেবা হেন মহামতি॥ খোওাজ খেজের ইলিয়াস গুণবান॥
হেন দুই ভাই জার জগতে প্রধান॥ বাহুবলে জিনিলেক শয়াল
সংসার॥ শলিল সমুদ্র গিরী মহিমা অপার॥ কোহকাফ ভ্রমে
আবহায়াত জথাত॥ সমুদ্রের সংখ্যা কৈল প্রবেশী জোলমতি॥
এহি মতে সর্ব্ব জনে প্রসংশে কুমার॥ নৃপতি ডাকিয়া নিজ পাত্রে
আপনার॥ কহিল কুমার যথা জাও শীঘ্র গতি॥ দেখিবা কতেক
সৈন্য কুমার সঙ্গতি॥ নৃপতি আদেশ পাই মহা পাত্র বর॥
যথায় কুমার বাসা চলিল সত্তর॥ তথা জাই দেখিলেক মহাপাত্র
বরে॥ একেশ্বর যুবরাজ মালিনীর ঘরে॥ যুবরাজে দেখি পাত্র
প্রণাম করিল॥ নৃপতির আসির্ব্বাদ গৌরবে কহিল॥ কর জোড়ে
মহাপাত্র করে নিবেদন॥ কোথা রাখিয়াছ তোমা নিজ সৈন্য
গণ॥ কোথা ধ্বজ ছত্র কোথা অশ্ব ঐরাবত॥ কেশ আড়েপলা-
ইলা সুমেরু পর্ব্বত॥ অনন্ত মহিমা তোমা গুণ অতুলিত॥
তোমার অসাদ্ধ কর্ম্ম নাহি পৃথিবীত॥ গোপনে রাখিলা কোথা
সৈন্য সেনাপতি॥ মোকে তাহা দেখিবারে আদেশে নৃপতি॥
পাত্র মুখে শুনি বাক্য সাহার নন্দন॥ ঈসৎ হাঁসিয়া কহে নিজ
বিবরণ॥ যেই মতে ভ্রমিকেত শুনিল বচন॥ একাকি মৃগয়া
ছলে করিল গমন॥ সঙ্গতি সেবক এক আছিল বিশেষ॥ অশ্ব
সঙ্গে পাঠাইল তাকে নিজ দেশ॥ যোদ্ধা সৈন্য না আনিনু নৃপতির
দেশ॥ দয়া ধর্ম্ম হেতু আইনু বৈরাগীর বেশ॥ প্রিয়ার জনক
সঙ্গে অযুক্ত সংগ্রাম॥ সন্ধান করিতে আইনু আপনার কাম॥

আপনি যে কামকৈনুগুণে আপনার॥ একর্ম্ম নাপারে কোটি সৈন্য করিবার❀সত্যই জানহহেন কর্ম্ম ক্ষিতীতলে॥প্রভুর সাহায্য বিনানারেসৈন্য বলে❀ প্রথমে নৃপতি সনে জবে দরশন॥ কহিয়াছি নৃপ আগে সব বিবরণ❀একেশ্বরযুবরাজে দেখি পাত্রবর ॥ জাইয়া কহিল তাহা নৃপতি গোচর❀পাত্র বলে কুমারেদেখিনুএকেস্বর॥কুমারসহিতএক নাহিককিঙ্কর লইয়া আপন গুন সঙ্গে আপনার ॥ আইল বৈরাগী বেশে জোলকর্ণ কুমার❀নৃপতি বলিল প্রভু গর্ব্ব ধরিমনে॥করিল এসবকর্ম্ম সাহার নন্দনে❀মনেতেপ্রভুরভর্শারাখি ভ্রম মতি ছাড়ি আইলজনকের সৈন্য সেনাপতি❀যে কর্ম্ম করিতে নারে সৈন্য অক্ষহিনী ॥ একেস্বর সেইকর্ম্ম কৈল গুণমণি এহি ভাবে পরীক্ষার কৈল অঙ্গিকার ॥ করিল এসব কর্ম্ম বাক্য সিদ্ধি জার❀পরম সাহস বীর মহা যশ রাশি॥এইসব কর্ম্ম কৈলমনেউপহাসি❀পুনিঃআদেশিলনৃপপাত্রেরেবচণ উদ্যানেনির্ম্মাওপুরিকুমারকারণ❀বন্দাতে এহেনপুরি করহ নির্ম্মান॥দেখিয়ে যেতুষ্ট হয় সাহার সন্তান❀রজত কাঞ্চন যতমুকুতা জড়িত ॥ অবিলম্বেগিয়াপুরিনির্ম্মাও ত্বরিত ❀ রচিয়া অমূল্যসাজেমনোত্তমঅতি॥ভুবনমোহনযেনদেবের বসতী❀যেইরূপবরবালাভুবনমোহন॥নির্ম্মাওদোহারযোগ্য পুরি সুলক্ষণ❀নৃপতি আদেশপাই মহাপাত্রবর ॥ উদ্যানে নির্ম্মায়পুরিদিব্যমনোহর❀নিলাকাঁসাজমরূদআকিকপ্রবাল হিরাওএরাকুতেপুরি নির্ম্মায় বিশাল❀সুবর্ণের চালবেড়া দেখি অনুপম ॥ হিরা মণি মানিক্ক দোলায় ঠামে ঠাম ❀ অধিক প্রচণ্ডজ্যোতিকরে ঝলমল॥হিরাচুণীপান্না ইয়কুত

আরলাল॥ স্ফাটিকেরস্তম্ভ ঘর মুকুতাজড়িত॥ দেখিতেকনক পুরি পরম শোভিত॥ রতনের ঝাঁকা সবদোলে চারিপাশে অতি দিপ্তমান পুরি অন্ধকার নাশে॥ রজতপ্রাচীরশোভে কনক কাঙ্গুরা॥ জড়িতশোভয় চুনী মনোহর হীরা॥ ঝলকয় পুরি যেন হিরার দর্পন॥ দেখিতে সুন্দর যেন অমরাভুবন ব্রন্দাতেনির্ম্মাইপুরিভুবনমোহন॥ নৃপতিঅগ্রেতেপাত্রনিবে-দে বচন॥ তোমা আজ্ঞা অনুরূপ নৃপগুণবান॥ নির্ম্মাইনুদিব্য পুরি অতি দিপ্তমান॥ এতশুনিনরপতিহরষিত মন॥ আদে শিল সৈন্য সেনা মিলিতে তখন॥ পাত্রমিত্র যতইতিসৈন্য সেনাপতি॥ চৌদ্য লক্ষ অশ্ববার অসংক্ষ্য পদাতি॥ শহস্রং গজেধরেপাটওার॥ নাচয় নর্ত্তকীসবহাজারেহাজার॥ বাজায় চৌরাশি বাজা উঠে নানা ধ্বনি॥ দেখিতেউদ্যানপুরি চলে নৃপমণি॥ স্বসৈন্যসহিতনৃপআনন্দিতমন॥ ব্রন্দাতে প্রবেশী পুরি দেখে সুলক্ষণ॥ স্বচিত্র বিচিত্রপুরি পরম সুন্দর॥ নানা বর্ণ অনুরূপা অতিমনোহর॥ বেহেস্তের অনুরূপটুঙ্গিপৃথিবীত শাদ্দাদআদেশেযেনলোকমানেনির্ম্মিত॥ কাষ্ঠ কার্য্য হৈলবিশ্ব কর্ম্মা সমতুল॥ কর্ম্মিকের প্রতিনৃপপ্রসংশেবহুল॥ পুরি দেখি মহারাজ আনন্দিতমন॥ নিজ পাত্রপ্রতি নৃপ আদেশেবচন কুমারকে এই পুরি সঞ্চারহ আনি॥ রহুককুমার সঙ্গে অর্দ্ধেক বাহিণী॥ লইয়া অর্দ্ধেক সৈন্য নৃপতিতখনে॥ মন রঙ্গে চলি গেল আপনা ভবনে॥ অর্দ্ধেকবাহিনী লই মহাপাত্রবর॥ মনসুখেচলিগেলকুমারগোচর॥ কুমারঅগ্রেতে কহে পাত্র মহামতি॥ অর্দ্ধসৈন্য নিয়ুজিনু তোমার সঙ্গতি॥ নির্ম্মিয়াছে দিব্যপুরিনিমিত্তেতোমার॥ শুভক্ষণেআসিপুরিকরআবিকার

কুমার শুনিয়া বাক্য সহরিষ মন ॥ মনরঙ্গে গজ পরে হৈল আরোহণ ❈ উদ্দেশি উদ্যান পুরি চলিল কুমার ॥ পাত্রমিত্র সৈন্য সেনা চলে চারিধার ❈ এহিমতে চলি গেল সেই পুরিদ্বার স্বসৈন্য প্রবেশ কৈল পুরির মাঝার ❈ দেখিয়া উত্তম পুরি কুমার মোহিত ॥ মনে ভাবে হেন পুরি নাহি পৃথিবীত ❈ সয়ালের অধিপতি পিতা গুণবান ॥ কদাচিত হেন পুরি নাহিক তাহান এহিমতে স্বসৈন্য সহিতে যুবরাজ ॥ পরম আনন্দে রহে সেই পুরি মাঝ ❈ এথা মহারাণী তরে কহে নরপতি ॥ জিনিল পরীক্ষা সব সাহার সন্ততি ❈ যেহেন কহিল গর্ব্ব ধরি নিজমনে ॥ করিল সেসব কর্ম্ম দেখিনু নয়নে ❈ এসব আশ্চর্য্য কর্ম্ম কৈল একে এক কৌতুক দেখিনু আমি নয়নে প্রতেক ❈ লালমতি বিভা দিতে উচিৎ আমার ॥ কন্যা দানে সন্তাসিব সাহার কুমার সাধুর রমণীগণ আছে যত ইতি ॥ আমন্ত্রিয়া পুরি মাঝে আন শীঘ্রগতি ❈ অন্তঃপুরে উৎসবের যে হয় উচিৎ ॥ নারীগণ লই কর্ম্ম কর ত্বরিত ❈ মহারাণী তরে আজ্ঞা করি মহারাজ ॥ বাহিরে আসিয়া বৈসে সিংহাশন মাঝ ❈ বসিলেক মহানৃপ সহরিষ মন ॥ চারিদিকে বসিলেক সৈন্য সেনাগণ ❈ তবে নৃপ আদেশিল পাত্রেরে বচণ ॥ লালমতি বিভা দিতে কর আয়োজন ❈ শাহাবদ্দিন মোহাম্মদ পীর গুণধাম ॥ তাঁহান চরণে মোর শহস্র প্রণাম ❈ আবদুল হাকিম শাহা রজ্জক তনয় ॥ রচিল পাঁচালি এহি বাক্য মধুময় ❈

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

আদেশিল মহারাজ, লালমতি বিভা কাজ, পাত্রমিত্র মিলিল সকল ॥ আসি মহা পাত্রগণে, আজ্ঞা দিল জনে২, করিবারে উৎসব মঙ্গল ❈ কাড়াদামা ঢোল ঢাক, দ্বারে বাজে লাখে লাখ,

সিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল॥ মৃদঙ্গ কর্ত্তালকাস, বিনা বেনু কবি-লাস, শহস্র যন্ত্রেতে বাজে তাল॥ দোতারা রোবাব যেনু, শুনি পুলকিত তনু, সানাই বিগুল সুললিত॥ সারিঙ্গি ডুম্বরু চুঙ্গ, শুনি অতি মনরঙ্গ, শহস্র গাহক গায় গীত॥ শতে২ কান্ধে বেনু, ঝাঁঝরের রুনুঝুনু, দোসরি মোহরি বহুতর॥ যতেক নাটুয়াগণে, রঙ্গ করে জনে২, নানান কৌতুক মনোহর॥ শতে২ তাফা নারী, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি, নৃত্য গীত প্রতি স্থানে স্থান॥ উৎসব নৃপতি দ্বারে নানা শব্দে বাদ্য করে, সঘন তবলে পড়ে সান॥ নবত বাজায় নিত, সৈন্য মনে আনন্দিত, নানা রঙ্গে উঠয় ঝুমকি॥ টিকরা বাজায় ঘন, ডঙ্কা পড়ে অনুক্ষণ, শতে২ নাচয় নর্ত্তকী॥ পঞ্চ শব্দে করে বোল, সৈন্য করে কোলাহল, না কারি চিৎকার মাঝে মাঝ ॥ মহাবাদ্য অনুপম, রাম-সিঙ্গা ঠামে ঠাম, পিনাক ঢোলক পাখওাজ॥ তথা অন্তঃস্পুর মাঝ, পিন্দি অপরূপ সাজ, যত সাধুর রমণীগণ॥ নানা অলঙ্কার পরি, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি, জনে২ সহরিষ মন॥ সুবর্ণ কাটোরা ভরি, প্রতি জনে হস্তে ধরি, চন্দন ছিটর চারি পাশ॥ আবিরে ভরিয়া বাটি, নিত্য করে ছিটাছিটি, নারীগণে করে হাস্যোল্লাষ॥ মাড়ওার চারি ধার, অতিশয় শোভাকর, অপরূপ করিল আলায ॥ এজয় জোগাড় করি, সুবর্ণের ঘট ভরি, নানা সাজ কৈল অনুপম ॥ অতি মন কৌতুহলে, রাখিল মাড়ওা তলে, এঘট প্রদীপ মন-হর॥ সাধুর রমণীগণে, মহা আনন্দিত মনে, নাচেন্ত গায়েন্ত নিরন্তর॥ লালবানু পাটে তুলি, সকলে তেহলস্তুলি, নারীগণ হলদি দিল গায়॥ দিব্য২ নারীগণে, পরম আনন্দ মনে, গায় তৈল হরিদ্রা চড়ায়॥ কেহ মন কুতুহলে, হস্তপাদ অঙ্গ মলে

কেহ ডালে ভৃঙ্গারের জল ॥ কোন২ সাধুবালা, হস্তেতে বরন ডালা, আগে কন্যা মন কুতুহল ॥ এহিমতে নারীগণে, অতিসে আনন্দ মনে, স্নান করাইল লালমতি॥ বহু মূল্য গজমতি বসন অঞ্চলে গুথি, কনককিনারী শোভে অতি॥ অতিদিব্য মনোহর, পরাইল পিতাম্বর, সিথাপাটী শিরেতে শোভয় ॥ ঝারাত্রিলোক্যেরমূল, নাচয় জাদের ফুল, মদনমোহন জ্যোতিম্ময়॥ বেশর নাসিকা মাঝ, ভুবনমোহন সাজ, দেখিতে পরম শোভাকর॥ শ্রবনেত্তে পিন্ধু তারা, অতিশয় মনোহরা, গলে শোভে নব লক্ষহার॥ কেজুর কঙ্কন করে, দেখিমুনিমনহরে, ত্রিলোক্যমহিণীরাজসুতা॥ আভরণ শোভে অঙ্গ, দেখিমুনিতপ ভঙ্গ, অঙ্গে জড়িকনক মুকুতা ॥ আঙ্গুলে অঙ্গুরি শোভে, ব্রহ্মা আদিদেবলোভে, বাহুতে কনকবাজুবন্দ॥ দেখিনানা আভরণ যত্তেকরমনীগণ, কন্যা হেরে পরম আনন্দ॥ সিংহজিনিমধ্য দেশ, কটিতেপরমবেশ, কনকেরনির্ম্মিত কিঙ্কিনি॥ চরণচম্পক মাঝ, শোভে অপরূপ সাজ, নেপুরমোহন বাদ্যধনি॥ পরি নানা আভরন, সঙ্গে লই নারীগণ, আনন্দেরহিললালমতি যত্তেকসুন্দরীগণ, অতিসেআনন্দমন, রহিলেককন্যারসঙ্গতি মহিমারঅনুপম, রূপেকামগুণেশ্যাম, ভুবনেতেপ্রচণ্ড প্রতাপী পীর সাহাবদ্দিননাম, জিহ্বাস্থলে অবিশ্রাম, আবদুল হাকিম প্রতি জাপ॥ রাগ জমক ছন্দ ॥ কুমারপুরিতেযত্ত পাত্রমিত্রগণ॥ কস্তুরিকুঙ্কুমআদিতাগুরুচন্দন॥ নানানবীপদে অগ্রেকরিআরম্ভন॥ স্নানদান করাইল সাহার নন্দন॥ সুবর্ণ সেহরামাথেশোভিতবিষাল॥ পায়েতেপিন্দিলাবহুমূল্যস্বরূ আল॥ জরবাপ্পকাবাইগায়অতিমোনহর॥ কোমরেকোমরব

কনক অম্বর❀বহুমূল্যঅপরূপ দিব্য চারুচির ॥ দেবা চিনী রুমিবস্ত্রপুর্ণিয়াহরির❀কণ্ঠেতেশোভয়অতিদিব্যপুষ্পমালা অঙ্গেতেশোভয়নবলক্ষেরদোশালা❀সুবর্ণ সেহারা শোভে আমামা উপর ॥ সাজিলজোল্লকর্ণ সুতজিনিপঞ্চস্বর❀পাত্র মিত্ররাজ্যের যতেকপৌরজন॥হিন্দীরুমিসামিচিনীনসরানী বসন❀নানাবস্ত্র পরিধানআতলাস সয়ফুক॥দেখিচিত্রবিচিত্র পরম অপরূপ❀নানানবরনবস্ত্র অলঙ্কারপরি॥কুমার সভাতে বৈসে দিব্য শোভা করি ❀ এহিমতে সাজি বীরজোলকর্ণ সন্ততি ॥ মন রঙ্গে সাজে যত সৈন্য সেনাপতি ❀

রাগ দীর্ঘ ছন্দ সহলা ॥ সাজয় কুমার বর, নানাবাদ্য নিরন্তর,নৃত্য করে নাটুওা সুন্দর॥ স্থানে২ তাফা গণে, নাচয় আনন্দ মনে,নানানকৌতুকমনোহর❀নানাবস্ত্র আভরণ,পিন্দি সহরিষ মন,পরম আনন্দে যুবরাজ❀ মহা২ পাত্রগণ,যতইতিপৌরজন,বসিলেনকরিয়া সমাজ ❀ লক্ষ২ অশ্ব গজ,এমেঘডম্বরুধ্বজ,নানামতেকরি মহাসাজ॥ অধিক আনন্দ অতি, যুবরাজ মহামতি, চড়ে গজ আম্বারির মাঝ পাত্রমিত্র কুতুহলে,জোগান ধরিয়া চলে, চতুর্দোলেপ্রতি জনে২॥চলিল কুমারমণি,উঠেনানাবাদ্যধ্বনি,হুলস্থূল করি সৈন্যগণে❀চলেসেনাপতিগণ,গজপরেআরোহন,চলিলঅনন্ত রথ রথি॥লক্ষ২ অশ্ববার,জুড়িচলেচারিধার,চলিলেক অনন্ত পদাতি❀ নিশিথে চলিল বরে, বাজি উড়েথরেথরে,রজণী দিবস সমস্বর ॥ রথ চক্র ফুল ছড়ি, পুষ্প পড়ে ঝরি ঝরি, চরকভ্রময়নিরন্তর❀ হাওাই উড়য় নিত, দেখি মন হরষিত, চিত্রভুজ পরম সুন্দর॥গন্ধিনানাকাশফুল, গন্ধরাজ বেলফুল,

মন্দিরানারিঙ্গীমনোহর৷ ভুমিচম্পা বেঙ্কা আর, বৃক্ষ বাজি
সীতাহার,বৃক্ষেঅগ্নিদোলে ঠাঁইঠাঁই॥ মাহ্‌তাবি লাখেলাখ
জল হংস পানি কাক, থরেং ওড়য় হাওাই৷ ফন্দিল চাদর
দেখি সৈন্য মনে অতিসুখী, পোলবন্দি অতি শোভাকার
ছুচুক কুম্ভির সাজে,উড়েপড়ে জলমাঝে,প্রচণ্ডদ্বিপক অনি-
র্ব্বার৷ ভেড়াচুস নিরন্তর,চুসাচুসিপরস্পর, দেখিতে পরম
শোভাকর॥ শতজোজনের পন্থ,হৈল অতিদিপ্তীমন্ত, নার-
হিল নিশি অন্ধকার৷ অতিমন কুতুহলে,শহস্র ধনুকি চলে
ব্রহ্মাঅস্ত্র নিজকান্ধে তুলি॥ যত বৃন্দামালিগণ, মাথে পুষ্প
বৃন্দাবন, বাগেবাগে করে চুলা চুলি৷ যেহেন নক্ষত্র সমে
গগনে চন্দ্রিমাভ্রমে,ঘোরনিশি করিয়ানির্ম্মল॥তেহেনভুবন
মাঝ, চলি জায় যুবরাজ, মণ্ডিব করিয়া নির্ম্মল৷ ইলিয়াস
মনরঙ্গে,খোওাজখেজের সঙ্গে,নৃপ দ্বারে করিলগমন॥ নৃপ
তিও মান্য করি, অধিকগৌরবধরি,ছাড়ি দিলনিজসিংহা-
শন৷ মন সুখে যুবরাজ, বৈসে সিংহাশনমাঝ, চারিদিকে
বৈসেপাত্রগণ॥সৈন্যসঙ্গেসেনাপতি,বৈসে আমন্দিতমতি,
আনন্দে বসিলা সর্ব্বজন৷ গৌরব ধরিয়া অতি,ইলিয়াস মহা
মতি,খোতবাপড়য়রঙ্গমন॥খোওাজপ্রসন্নঅতি,কুমারকুমারী
প্রতি,আশীর্ব্বাদকৈলততেক্ষণ৷ তবেঅন্তঃস্পুরমাঝ,প্রবেশিল
যুবরাজ,মিলিলেক কন্যারসঙ্গতি॥অতি মন কুতুহলে, সুবর্ণ
মাড়ওা তলে,দাণ্ডায়কুমার লালমতি৷ যুবতী যতেক জনে
পরমআনন্দমনে,একত্রেকরিলবরবালা॥দোহানরূপেরজ্যোতি
দ্বিপ্তীমন্তহৈলক্ষিতী,অন্তঃস্পুরকৈলউজিয়ালা৷ নারীগণেএকে
অন্ন,প্রসংশয়ধন্য২,কুমারকুমারীমুখহেরি॥হেনরূপকদাচিতে

না জন্মিল পৃথিবীতে, ইউসুফ বিনা জগ, ভরি ❋ ধন্য২
লালমতি,নিজঅনুরূপপতি, পুন্যফলে ঘটে অনুপম॥ নৃপ
সুত বীরমণি, সারদী কার্ত্তিক জিনি,সুরশশি হৈল একঠাম
অন্তঃস্পুরে নারীগণ,আশীর্ব্বাদ জনেজন, কন্যা প্রতিকরে
পুরি মাঝ ॥ জুগে২ সোহাগিনী, হইয়া নৃপ নন্দিনী, মন
সুখেভুঞ্জপতিরাজ❋স্বর্গহুরবিদ্যাধরি,প্রভুর যেস্তুতিকরি,
পুষ্পাঞ্জলিক্ষেপেকন্যাপ্রতি॥কন্যালইযুবরাজ,নাটমন্দিরের
মাঝ, প্রবেশিল সহরিষ মতি ❋ পাত্রের রমণীগণে,অধিক
আনন্দমনে, জুলুয়া গায়েন্ত মনরঙ্গে॥ অতি মহ।মন সুখে,
সয়ফলমুলুকে, গেঁড়ুয়াখেলায়কন্যা সঙ্গে❋ যতসাধুনারী
গণ,রূপদেখি সুলক্ষণ,কামিনীমোহন বীরবর॥ কাম ভাবে
মগ্ন মন, হই সব নারীগণ, দুইউরু কাঁপে থর২❋নিজ জ্ঞান
পরিহরি,রহিল কুমারেহেরি,ত্যাগিনিজ কলঙ্কেরভিত॥মন
সুখে হাস্যোল্লাস,কুমারের চারিপাশ❋নারীসবউন্মত্তরিত,
জুলেখা নিমন্ত্রণ যবে,মেসেরেরনারীসবে,পরিস্মারি অঙ্গের
বেদনা॥ ইউসুফের রূপ ধ্যানে,কাটয়তোরঞ্জ জ্ঞানে, নিজ
হস্ত আপনে আপনা❋কুমারের দরশনে,তেহেনরমণীগণে
হারাইলজ্ঞানআপনার॥দেখিবীরযুবরাজে,ক্ষেপিলকলঙ্কলাজে
একদৃষ্টেহেরয়কুমার❋কেহবলেনিজপতি,ছাড়িসহরিষমতি
রহিনু কুমার মুখহেরি॥উন্মত্তরমণীধনি,মনেহাসে বীর মণি,
দেখি নারীজ্ঞানপরিহরি❋কুমারেররূপরঙ্গ, দেখি মন হৈল
ভঙ্গ,মগ্নহৈলরমণীরচিত॥বিভলহইয়াসবি,অপরূপমনেভাবি
ঘিরিয়াদাণ্ডায়চতুর্ভিত❋রাজউপহার ইতি,নিজহাতেলাল
মতি, তুলি দিল কুমারেরমুখে ॥ সয়ফলমুলুকেপুনি,অধিক

হরিষ গুনি, কন্যা মুখে দিল মনস্সুখে ❀ লালবানু মুখ চাহি প্রভুর অস্তুত কহি, পরম আনন্দ যুবরাজ ॥ স্বলজ্জাতেরাজ সুতা, বৈসেহেট করি মাথা, মনরঙ্গে কুমার সমাজ ❀ দেখি বরবালা মুখ, নারীগণ মনেস্সুখ, আশীর্ব্বাদ করে জনে২ ॥ যতেক যুবতীগণ, হরিষ বিস্মিতমন, চলিগেলআপনাভবনে কুমার হরিষমন, কন্যালইতৎক্ষণ, পালঙ্কেতে করিলশয়ন রতি পতি দোহমাঝ, জেবা ব্যাবহার কায, হরিষে পুরিল রঙ্গমন❀নববরনববালা, নানারসেকেলিকৈলা. পুরেরস লই লালবানু॥ রতিরস অনুপম, ষোলকলা পুরে কাম, যেহেন রাধার সঙ্গে কানু॥রসময় রসবতী, পরমআনন্দে অতি, রস রঙ্গে গোঙায় রজনী॥ সাহাবদ্দিনমোহাম্মদ, শিরে বন্দিতান পদ, আবদুলহাকিমেররচনি❀আয়াত্রিজতপতি, মহামন যত ইতি, আমি হীন অধীন সহিত॥এহেন সঙ্কটে অতি, তরাই ত্রিজগপতি, মনেজেবাপুরাওবাঞ্ছিত❀ইহলোকেপরলোকে মহামন সঙ্গে মোকে, কৃপা হউক খোওাজের পায় ॥ সঙ্কট সময় আসি, নিজ মনেকৃপা বাসি, কৃপা দৃষ্টেহইবে সহায়❀

শ্রী রাগ, পয়ার ॥ এহি মতে কাটি যদি গেল সে রজনী ॥ নিশিশেষে প্রভাতে উঠিল দিনমনি❀ করিলেক স্নান ওজু কন্যা যুবরাজ॥পরমআনন্দেপড়েদোগানা নমাজ করিয়াপরমযত্নকন্যালালমতি ॥রাজভোগউপহারদ্রব্য যত ইতি❀ফালুদামিসরীকন্দ লবানিশক্কর॥ প্রভৃতি এসব দ্রব্য মিষ্ট মনোহর❀কুমারঅগ্রেতেবালাদিলতৎক্ষণ॥মনস্সুখে যুবরাজকরিলভক্ষণ❀ভোজনকরিয়া বৈসে নিজপ্রিয়াসঙ্গে কর্পুরতাম্বুলখায়অতিমনরঙ্গে❀নানা বস্ত্রআভরণপিন্দিযুব রাজ ॥ মনস্সুখে চলিজায় নৃপতি সমাজ❀রত্নময় চতুর্দোলে

হই আরোহণ॥নৃপতির সম্ভাষনে করিল গমন❁অশ্ব গজ রথা রথি অলেখা পদাতি॥চলিলেক সৈন্যসব কুমার সঙ্গতি❁ বাজয় নানান বাদ্য পুলকিতমন॥শহণ্ড্র২ কাড়া বাজে ঘন২ ❁ হস্তি কান্ধে দমামা বাজে হাজারে হাজার॥নগরেতে দেয় সবে জয় জয়াকার মন সুখে পথে২ ছিটে বহুধন॥সৈন্যমাঝে হইল কাঞ্চন বরি-ষণি❁বাজয় দুন্দুভি শব্দ ঘোরতর অতি॥নৃপতি জানিল আইল সাহার সন্ততি❁পাত্র মিত্র সঙ্গে করি নৃপতি এগ্রাণ॥ কুমার গৌরব ভাবি হৈল আগুয়ান❁পদগতি ভেল দোহ নৃপ যুবরাজ কুমারকে আলিঙ্গন দিল মহারাজ❁কুমার ও গুরু মান্য করি আ-পনার॥নৃপতিকে প্রণামিল জোলকর্ণকুমার❁আদেশিল নরপতি সহরিষ মন॥গজপরে যুবরাজে হৈল আরোহণ❁চতুর্দ্দোলে আরোহিয়া চলিল নৃপতি॥আপনার স্থানে গেল কুমার সঙ্গতি অতি মহাহরষিত নৃপ মহামতি॥সিংহাসনে বসাইল সাহার সন্ততি ❁সয়ফলমুলুক মুখ হেরি নৃপবর॥হৈল অতি মন সুখী হরিষ অন্তর❁দুই কর জোড় করি মগ্রিবঈশ্বর॥কহিতে লাগিল নৃপ কুমার গোচর❁ তোমাকে কহি যে বাপু শুন যুবরাজ ॥ তোমার জনক তুল্য নাহি ক্ষিতী মাঝ❁কদাচিত নাহি আমি তান সমশ্বর॥সেকান্দর মহা নৃপ জগৎ ঈশ্বর❁শয়াল সংসার মাঝে এ সপ্ত ভুবন॥পর্ব্বত শিখর যত সমুদ্র গহন❁সর্ব্বত্রের অধিকারী সাহা সেকান্দর॥ভুবন দুর্ল্লভ তুমি তাঁহার কুমার❁আমি অতি ভাগ্যবন্ত পৃথিবী মাঝার॥ভুবনে জামতা তুমি সাহার কুমার তবে কি করিনু আমি দোষ বহুতর॥কহিনু নিষ্ঠুর বাক্য তোমার গোচর❁জোলকর্ণনন্দন তোমা না করি প্রত্যয়॥মনেতে ভাবিনু পরীক্ষিতে যুক্ত হয়❁জোলকর্ণ নন্দন যদি হয় গুণবান॥এস-

কল কর্ম্ম নহেসঙ্কটতাহান॥অন্যজনহইদিলেসেকান্দরনাম সাধিতেযোগ্যতাকিবাএসকলকাম॥তেকাজেপরীক্ষাসবলিনু তোমাআগে॥জানিনুজোলকর্ণসূতেতোমাকর্ম্ম ভাগে॥আছিল এহেনআজ্ঞা প্রভুকতার ॥ এহাতে যতেক দোষ ক্ষমিবে আমার॥মনেতেআমারশ্রদ্ধাছিলএহিঅতি॥সমর্পিতেতোমা হস্তেমোরলালমতি॥পুর্ণ হৈলআমাআগেনিজমনস্কাম॥মোর লালবানুবরতুমিগুণধাম॥অশ্ব গজ সৈন্যসেনারাজ্যসিংহাসন তোমা প্রতি ছাড়ি দিনু নিজ সুখমন॥পরম আনন্দে বসি রাজ্য সিংহাসনে॥ রাজ্য সুখ ভুঞ্জ এথা আনন্দিত মনে ॥ তাশুনিকুমারমনেহরিষঅন্তর॥করপুটেনিবেদয়নৃপতিগোচর যেনপিতাগুনবানসাহাসেকান্দর॥বাপেরসদৃশমোরতুমিনৃপ বর॥তৃতীয়জনকশাস্ত্রে আছয়লিখন॥পিতা গুরু শ্বশুরযে এহিতিনজন॥তোমাআগেদোষাদোষ কৈনু বহুতর॥কহিনু কটুর বাক্যতোমারগোচর॥নিজগর্ব্বে গুরু আগে বাক্য না জুওায়॥তেকারণেপরিহারমাগিতবপায়॥এহাতে আমার যেবা দোষ হৈল অতি ॥ অপরাধ আমারক্ষমহ মহামতি॥ উত্তমেরপদুত্তরনাদেযেইসব॥নরলোকেসেসবেরেবলয়গর্দ্ধভ এহেনকটুরবাক্যকৈনুতেকারনে॥ক্ষমিবেআমারদোষ কৃপা বাসিমনে॥রাজপাটআমাপ্রতিকরিলেআদেশ॥পাইনুপ্রসাদ তোমা পরম সন্দেস ॥ তোমা আগে রাজ্যপাটমোকে না শোভয়॥সেবিমুতেতোমারপদমোকেযুক্তহয়॥মন রঙ্গে বৈস নিজ সিংহাসনমাঝ ॥ রাজ কার্য্য করি আমি হই যুবরাজ॥ যেবা মোর প্রতি দিলা পরীক্ষার ভার ॥ মোর কর্ম্ম হেতু কৈলা এসব প্রকার॥ প্রতিজ্ঞা করিলা কর্ম্ম অসম্ভব অতি॥

তেকাজে আমার বান্ধা রৈল লালমতি ॐ প্রভু আজ্ঞা অনুরূপ করিলা আদেশ ॥ এহাতে তোমার দোষ নাহিক বিশেষ ॐ শুনিয়া কুমারে বাক্য হরিষ নৃপতি ॥ ডাকিয়া আনিল যতসৈন্য সেনাপতি ॐ অশ্ব গজ রথারথি পাত্রমিত্র গণ ॥ যুবরাজ হস্তে নৃপ কৈল সমর্পন ॐ কুমারের তরে নৃপ দিল রাজ্য ভার ॥ পাত্র মিত্র লই রাজ্য পালয় কুমার হইল এমত রাজ্য কুমার অধীণ॥ প্রধান মগধে নারে লঙ্গি-বারে হীন ॐ নৃপ পুত্র তুল্য যদি হয় কোন জন॥ লঙ্গিতে নারয় হীন জনের নন্দন ॐ যেহেন প্রভুর আজ্ঞা শাস্ত্র ব্যব-হার ॥ পালয় রাজ্যের প্রজালোক কুমার ॐ মালিনীকে মহা কৃপা করি গুণবান ॥ ধন রত্ন অশ্ব গজ রাজ্য দিল দান মালিনীর প্রতি বহু করিয়া সম্ভাসা ॥ পুরাইল মালিনীর মনে যেই আশা ॐ কহিতে লাগিল বীর শুন পদ্মাবতী ॥ আমা হেতু পরিশ্রম করিয়াছ অতি ॐ ধর্ম্ম ভাবে দিলা মোক্কে উপদেশ হিত ॥ সেই পুন্য ফলে তব পুরিল বাঞ্ছিত ॐ সেকান্দর পুত্র আমি কৈলা মোর কাম॥ এপ্রভাবে পাইলা প্রতিষ্ঠা অনুপম ॐ নিচ বংশ জন প্রতি যে করে ভালাই ॥ বিনা পরাভবে আর নাহিক রেহাই ॐ চিন্তিলা বহুল ভয় মোক্কে দিয়া বাসা ॥ না পাইলা দুঃখ তব পুর্ণ হৈল আসা ॐ মালিনী বলিল শুন সাহার নন্দন ॥ সাফল্য হইনু পাই তোমার চরণ ॐ সার্থক তোমাকে কৈনু পরম মান্যতা ॥ সার্থক পুজিনু যেন দেবের দেবতা ॐ সেবিতে বড়ের পদ যদি মুণ্ড ক্ষয় ॥ তথাপিও সেবিবারে অতি যুক্ত হয় ॐ বড়ের উচ্ছিষ্ট যুক্ত করিতে ভক্ষণ ॥ নাহিক

নিকৃষ্ঠ কান্ধে হৈতে আরোহণ ❋ তোমাহস্তে পাইলাম অপরূপ বর ॥ মনের বাঞ্ছিত যেবা পুরিল সত্ত্বর ❋ তবে নৃপ সহরিষ মন কৌতুহলে ॥ রাজ্যের ভিক্ষুক যত আনিল সকলে ❋ সে সবের প্রতিদান কৈল বহুধন ॥ কৃতার্থ হইল সবে পাইয়া যে দান ❋ কুমার প্রভাবে নৃপ মহা হরষিত ॥ পুরাইল রাজ্য বাসী ভিক্ষুক বাঞ্ছিত ❋ তবে মহা নরপতি সহরিষ মন ॥ কুমারকে বিদায় দিলেক সেইক্ষণ ❋ কুমার চলিয়া গেল আপনা ভবন ॥ লালবানু দরশন কৈলা রঙ্গমন নিজ প্রিয়া সঙ্গে বসি রসের নাগর ॥ লালমতি সঙ্গে রস রঙ্গ নিরন্তর ❋ এহি মতে নিজ প্রিয়া লালমতি সঙ্গে ॥ কেলি কৈলা নানা রস পুরে মন রঙ্গে ❋ নানা হাস্য রস বাক্য কন্যার সঙ্গতি ॥ কন্যা প্রতি কহে বাক্য মন রঙ্গে অতি ❋ জখনে মালিনী বেশে পরি অলঙ্কার ॥ আসিয়া বসিনু এথা নিকটে তোমার ❋ হাস্য পরিহাস বহু কহিলা বচন ॥ চিনিতে নারিলা মোকে পুরুষ লক্ষণ ❋ পুরুষের বস্ত্র যেবা নিজ অঙ্গে পরি ॥ ধরিয়া পুরুষ বেশ আইলে সুন্দরী ❋ এহাতে পুরুষ তুমি কিবা হও নারী ॥ দেখিয়া চিনিতে আমি পারি কিনা পারি ❋ শহস্র পুরুষ মাঝে নারী এক জন ॥ যদি সে পুরুষ মাঝে বৈসে কদাচন তোমাকে কহি যে সত্য প্রিয়া প্রাণেশ্বরী ॥ নিকালিতে পারি সেই নারী হস্তে ধরি ❋ কুমরী বলিল শুন প্রভু প্রাণেশ্বর ॥ রসের নাগর তুমি গুণের সাগর ❋ তোমার যতেক গুন দিতে নাহি সীমা ॥ বুঝিতে নারিনু প্রভু তোমার ভঙ্গিমা ধরিয়া কামিনী-রূপ প্রভু গুণবান ॥ হরিলা পুরুষ আঙ্গি

নারীগণ প্রাণ ❀ নারী ছলে যে কহিলা ভঙ্গিমা বচন ॥ মায়া বাক্য বুঝিতে নারিনু কদাচন ❀ গুণের সাগর প্রভু তুমি রসময় ॥ পুরুষ অনন্ত রূপি তুমি দয়াময় ❀ শূন্য ধড় হয় নারী যে হয় প্রতিমা ॥ না শোভে পুরুষ আগে নারীর ভঙ্গিমা ❀ নারী অঙ্গ পুরুষের বিহারের স্থল॥ পুরুষ ভ্রমর হয় নারী যে কমল❀ আসিব পুরুষ রূপে তোমার গোচরে কদাচিত হেন শক্তি নাই মোর তরে ❀ মায়া রূপে তোমা আগে কপট বচনে॥ তোমাকে ভাণ্ডয় হেন নাহিক ভুবনে সত্য বিনা নাহি জানি আচরিতে বাম॥তোমা বিনা অন্য কেহ নাহি মোর শ্যাম ❀ কুমার-বলিল ধন্য তুমি রাজ সুতা ॥ কাঞ্চন মুখেতে তোমা বচন মুকুতা ❀, কহিলা আমাকে যেবা জানিয়া মালিনী ॥ মোর বার্ত্তা বিনা আর না পুছিলা বানী ❀ মালিনীর বধু মোকে জানি তত্ত্ব সার বহু সম্ভাসিয়া বার্ত্তা পাইতে আমার❀এহিমতে নিজপ্রিয়া সঙ্গে হাস্যোল্লাষ ॥ নানা রঙ্গে কেলি কৈল পরম উল্লাষ ❀ পরম আনন্দে বঞ্চে নৃপতি ভবনে॥মৃগয়া করিতে শ্রদ্ধা উপজিল মনে❀ মৃগয়া করিতে জায় সাহার নন্দন ॥ সঙ্গতি চলিল বহু সৈন্য সেনাগণ❀ শ্রদ্ধা অনুরূপে নানা জন্তু বহুতর ॥ মন সুখে মৃগয়া করিল বীরবর ❀ মহিষ গণ্ডার আর গউজ কুঞ্জার ॥ সিয়া গোষ খরগোষ আদি গোরখার ❀ বিহঙ্গম রাজ হংস ময়ূর ছবাস ॥ দেখিয়া নানান পক্ষী পরম উল্লাষ ❀ কোলঙ্গ গগনভেড় ঘোঙ্গল ঘগেশ ॥ এসব প্রভৃতি পক্ষী দেখিতে সুবেশ ❀ খয়রাল গলগট পতকা আগ্রন ॥ পরম শোভিত যত ইতি পক্ষীগণ ❀ মোর্গ বি

ছরাব্রি কোড়া ডাহুক তিতর ॥ এসব প্রভৃতি যত পক্ষী লৈক্ষান্তর ❀ বন্দি করি জীববন্ত রাখিল সঙ্গতি॥ ভেটিবারে নিজ প্রিয়া কন্যা লাল মতি ❀ ব্যাঘ্র আর গণ্ডার ধরিয়া বাহু বলে॥ বন্দি করি সঙ্গতি লইল কৌতুহলে ❀ অতি মন রঙ্গে বীর মৃগয়া করিয়া ॥ নানা পক্ষী জন্তু সব স্বজীবে ধরিয়া ❀ মন সুখে কৌতুক দেখিতে লালমতি॥ সঙ্গে করি লৈল বীর মন রঙ্গে অতি ❀ মৃগয়া করিয়া বীরে চলে রঙ্গ মন ॥ পন্থ ভ্রমি অন্য প্রান্তে করিল গমন ❀ সম্মুখে মিলিল এক পুরি মোনহর ❀ পুরি মাঝে টুঙ্গি সব পরম সুন্দর ❀ পুরিতে শোভয়এক দিব্য সরোবর॥ তাথাতে পুষ্পের বৃন্দা অতি মনোহর ❀ পুরি দেখি মন রঙ্গে সাহার নন্দন॥ সেই পুরি প্রবেশিল সহরিষ মন ❀ যতেক রক্ষক দেখি উদ্যান অন্তর ॥ পুরি মাঝে দেখিলেক পাষানের ঘর ❀ রক্ষিগণ স্থানে পুছে বীর যুবরাজ ॥ এ সকল কেবা পাষানের গৃহ মাঝ ❀ রক্ষি সবে বলে শুন সাহার নন্দন॥ পাষান গৃহেতে বন্দি বন্দিয়ানগণ ❀ কুমার বলিল এহি সব বন্দিয়ান ॥ কি হেতু করিল বন্দি নৃপ গুণবান ❀ রক্ষিগণ বলে এহি রাজ পুত্র সব ॥ নৃপতি নন্দিনী হেতু পায় পরাভব ❀ শুনিয়া কন্যার বার্ত্তা আইল রঙ্গ মনে ॥ পরীক্ষা না জিনে হেতু পড়িল বন্ধনে ❀ যে হেন আহার লাগি পক্ষী হতজ্ঞান ॥ ব্যাধ হস্তে বন্দি হয় আসি তুরমান ❀ পরিণাম ক্ষেপি গুণ হীন এহি সব ॥ বন্ধনে পড়িয়া পায় মহা পরাভব ❀ রক্ষক বচন শুনি সাহার নন্দন ॥ সেই গৃহে গিয়া প্রবেশিল ততেক্ষণ ❀ কুমারে দেখিয়া

সে সকল বন্দিয়ান ॥ অধিক ত্রাশিত মনে হইল কম্পবান ❀ কেহ বলে যুবরাজ চাহিলে ক্রোধ মন ॥ মোসবার যাও প্রতি দিবেক লবন ❀ কেহ বলে ছাড় আজি জীবনের আশ ॥ যুবরাজ হস্তে হৈব সমুলে বিনাশ ❀ কেহ বলে প্রাণে না বধিব সর্ব্বথায়॥বড়ের সন্তানহৈতে নাহয় অন্যায় মহা ভাগ্যবন্ত এহি বীর গুণমণি ॥ পুন্য ফলে পায় বালা ত্রৈলুক্ষ মহিনী❀ এসকল কর্ম্ম কৈল নব কলেবর ॥ অবশ্য প্রভুর কৃপা তাহার উপর ❀ কদাচিত সে সবে না হিংসে হীন বর ॥ নিবেদিব সবে দুখ তাহার গোচর ❀ এহি মতে যতেক নৃপতি সুতগণ ॥ ভাবয় চিন্তয় অতিহত্রাশিত মন যুবরাজে বলে কেবা হও তোমাসব ॥ কোন অপরাধ হেতু এহেন লাঘব❀ কহিলেক মোরা সব রাজার সন্ততি॥তোমা আগে অগোচর নহে মহামতি ❀ সাগরে সহস্র ঝাপ দিনু অকারণ ॥ না ঘটিল মোর হস্তে বাঞ্ছিত রতন ❀ সমুদ্রের দোষ দিতে নারি কদাচন ॥ বাঞ্ছিত পুরিতে নাই ললাটে লিখন ❀ বৈজন্ত যদিবা চাহে সহস্র প্রকারে ॥ ললাট নির্ব্বন্ধ যেবা খণ্ডাইতে নারে ❀ মোরা সব ভাগ্য হীন জন প্রথিবীত ॥ অযোগ্য জনের প্রতি না পুরে বাঞ্ছিত❀ ভুবনেত ভাগ্যমন্ত তুমি গুণধাম ॥ অবিলম্বে তোমার পুরিল মনস্কাম ❀ জনক তোমার সপ্তদ্বীপ অধিকারী ॥ ঘটিলেক তোমা অনুরূপ যোগ্যনারী❀ জোলকর্ণ নৃপতি পুন্য প্রভাব কারণ ॥ আমা সবাকার কর বন্ধন মোচন ❀ করুণা করিয়া তবে সাহার নন্দন ॥ বন্দি মুক্ত সবানের কৈল সেই ক্ষণ ❀ রক্ষিগণ তরে আজ্ঞা দিল গুণবান ❀ পরম জতনে সবে লালমতি ॥

করাইতে স্নান ❁ রক্ষিগণে পাইল যদি কুমার আদেশ ॥ বন্ধ মুক্তি করি স্নান করাইল বিশেষ ❁ কুমার সেসবপ্রতি কৃপবাশি অতি ॥ বস্ত্র আভরন দিলসে সবের প্রতি❁পন্থের সম্বলযেবা দিল বহুধন॥ আদেশিল যথা শ্রদ্ধা করহ গমন ❁ সেসবেরে বন্দি মুক্ত করি ততেক্ষণ॥ নিজ পুরে চলি জায় আনন্দিত মন ❁ এহিমতে চলি গেল আপনা ভবনে ॥ লালমতি সঙ্গে বৈসে আনন্দিত মনে❁ জীব জন্তু পক্ষী সব আনিল যতেক ॥ সে সব ভেটিল কন্যা দৃষ্টি পরাতে ❁ পরম বিচিত্র পক্ষী নানা জন্তু সব ॥ দেখিয়া কন্যার মনে পরম উৎসব ❁ জীব জন্তু পশু পক্ষী ছিল যত ইতি ॥ দুই অংশ করিলেক মন রঙ্গে অতি ❁ কৌতুকে রাখিল অর্দ্ধ দৃষ্টের উপর॥ অর্দ্ধ নিয়ুজিল বালা জননীগোচর❁নৃপমহা দেবী দেখি পশু পক্ষীগণ ॥ অধিক সানন্দ ভেল দোহানের মন ❁ নানা পক্ষী বিচিত্র পরম মনোহর॥ দেখিতে নানাম জন্তু বড়ই সুন্দর ❁ দেখিয়া হাঙ্গর ব্যাঘ্র নৃপ দেবী সতী ॥ প্রসংশিল ধন্য ধন্য সাহার সন্ততি ❁ এথা প্রিয়া সনে বসি বীর গুণধাম ॥ নানান কৌতুক রস রঙ্গ অনুপম ❁ বন্ধন মোচন কৈল নৃপ সুতগুণ ॥ কন্যা আগে কহিল সে সব বিবরণ ❁ শুনিয়া এসব বাক্য রাজ বালা সতী ॥ কুমারকে প্রসংশিল অতি রঙ্গ মতি ❁ বন্দির রক্ষক সব আসি তুরমান ॥ কহিল এ সব বাক্য নৃপতির স্থান ❁ নৃপতি শুনিল যদি এ সব বচনে ॥ বহু প্রসংশিল নৃপ জোলকর্ণ নন্দনে ❁ এই মতে কত দিন সাহার সন্ততি ॥ এস্নাণ ভবনে বঞ্চে মন রঙ্গে অতি ❁

বসন্ত রাগ ॥ এক দিন পুষ্প বৃন্দে প্রবেশি কুমার॥ বসিয়াছে নিজ মনোসুখে আপনার ❀ নানাপুষ্প বিকশিত দেখিতে সুন্দর ॥ সৌরভে হইয়া মত্ত গুঞ্জরে ভ্রমর ❀ নানা পক্ষী নাদ করে সুললিতধ্বনি॥শুনিয়া স্মরয় বীরে জনক জননী ❀ জননী বিচ্ছেদে মর্ম্ম দহে হুতাশন ॥ বিস্মিত অন্তরে গেল কন্যার ভবন❀ কুমারে বিস্মিতদেখি রাজবালা সতী ॥ কন্যার মর্ম্মেতে দুঃক জন্মিলেক অতি ❀ না জানি করিনু আমি কোন অপরাধ ॥ নহে কার সঙ্গে হইয়াছে বিসম্বাদ ❀ আমার মর্ম্মেতে ঘাও দিল কোন জন ॥ কি হেতু বিস্মিত আছে মোর প্রাণ ধন ❀ এহেন ভাবিয়া মনে চিন্তিত অন্তর ॥ কর জোড়ে নিবেদয় কুমার গোচর ❀ আজি কেন বিরস বদন প্রাণ নাথ ॥ তোমার বিস্মিতে মোর মর্ম্মে বজ্রাঘাত ❀ নারী প্রতি কর্ণ ছেদ শত গুণে ভাল ॥ বিরস বদন পতি দেখিতে জঞ্জাল ❀ যে নারী রাখিতে নারে পতি কৌতুহলে ॥ সে নারী দহিবে প্রভু নরক অনলে❀ নারী প্রতি পতি যদি নারহে হরিষ ॥ সে নারী মরিতে যুক্ত ভক্ষি কালবিষ ❀ মতিভ্রম যদি দোষ কৈনু অতিশয় ॥ নিজ দাসী জানি দোষ ক্ষম দয়াময় ❀ যদি সে না ক্ষমে প্রভু দোষ কদাচন ॥ সতত আমার অঙ্গ নরকে দাহন ❀ যদি বা ক্ষমিতে দোষ না হয় উচিত॥ সেই ভাল শাস্তি মোকে দেও পৃথিবীত ❀ ভবের জীয়ন অল্প নিশির স্বপন॥এথা মোকে পাপ শাস্তি দাও প্রাণধন ❀ চিরকাল পরিণাম নরকে দাহন ॥ ইচ্ছিনু ভবের শাস্তি আমি তেকারণ ❀ সর্ব্ব অর্থে হই আমি

অধীন তোমার॥যেই শ্রদ্ধা কর মন রঙ্গে আপনার ❋ মোর জনকের রাজ্য হেন কদাচিত ॥ মনেতে সঙ্কট কভু না রাখ কিঞ্চিত ❋ মশরিক মগ্রিব তোমা দহিদ্রের স্থান॥নিঃশঙ্কায় শান্তি মোর কর গুণবান❋আমি না করিলে দোষ কে করিবে আর ॥ মগ্রিব দেশেতে হেন শকতি কাহার❋ এদেশেতে এহেন আছয় কোন জন ॥ কোন রূপে বিস্মিত করিতে তোমা মন ❋ শত খণ্ড করি তাকে জনক নৃপতি॥কাটিবে তোমার আগে অতি শীঘ্রগতি ❋ কি হেতু চিন্তিত অতি কহ প্রাণ ধন ॥ কুমার বলিল প্রিয়ে শুনহ বচন ❋ নাহি করিয়াছ না করিবে অপরাধ ॥ না হইল না হইবে তোমাতে বিবাধ ❋ পুষ্প মাঝে তিক্ত কভু নহে মকরন্দ সুগন্ধিপুষ্পেতে সত্য নারহে দুর্গন্ধ ❋ তেনমতে তুমি পুষ্প অতি সুবাসিত ॥ গুণ বিনা দোষ তোমা নাহি কদাচিত ❋ যদি সে দুর্ব্বাক্য মোকে কহ কদাচন ॥ অমৃত সদৃশ জান তোমার বচন ❋ তোমা অপরাধে মোকে নহে অপরাধ॥ যদি সে বলহ মন্দ সেহ আশীর্ব্বাদ ❋ পণ্ডিতে কটুর কৈলে শাস্ত্র নিত জানি ॥ কঠিন না হয় হিতউপদেশবাণী ❋ যদি মোর মুখেবিষ দেও খাইবার ॥ কদাচিত মুখে তিক্ত না লাগে আমার ❋ যদি সে পণ্ডিত মোকে হানে অশিধার ॥ কদাচিত মুখে শব্দ নাহি হাহাকার ❋ জীবের জীবন মোর তুমি কণ্ঠ মণি ॥ প্রাণের দুর্ল্লভ প্রিয়া তুমি প্রাণ ধনি ❋ তোমার আমার মধ্যে ভিন্য ভেদ নাই॥এক ধড় প্রাণ মাত্র জন্ম দুই ঠাঁই❋ তোমা প্রতি বিস্মিত নাহয় মোর মন ॥ গুণ বিনা দোষ তোমা নাহি কদাচন ❋ পরম উত্তম কীর্ত্তি

তোমাকে বাখানি ॥ আমার অস্তুত বিনা মুখে নাহি বানী ❋ কদাচিত তোমা প্রতি না হৈনু বিমন ॥ বিষাধ করিতে এথা নাহি অন্য জন ❋ তবে কি মর্ম্মের বেথা শুন দিয়া চিত ॥ প্রাণ প্রিয়া প্রতি দুঃখ কহিতে উচিত ❋ তোমা প্রেমে মজি মন হইল উদাস ॥ মাতা পিতা পরিহরি আইনু তোমা পাশ ❋ পিতা নবী অবতার মাতা দেবী সতী মোর লাগি শোকানলে দহে প্রতি নিতি ❋ তিলেক না দেখি আমা ত্যাগে বাড়ীঘর ॥ কিরূপে বঞ্চিতে আছে অবধি অন্তর ❋ আমা হেতু বাপ মায়ে তেজিলে জীবন ॥ মোর সম পাপিষ্ট নাহিক অন্য জন ❋ করজোড়ে লালমতি কুমার অগ্রেতে ॥ নিজ পতি সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে ❋ মন দুঃখ পরিহর স্নুন প্রাণেশ্বর ॥ আপনার নিজ দেশে চলহ সত্বর ❋ তোমা বিনা অন্য মোর নাহিক বাঞ্ছিত ॥ মন রঙ্গে জাব প্রভু তোমার সহিত ❋ তোমা সনে পড়ি যদি অনল মাঝার ॥ সে অনল পুষ্প বৃষ্টি মনেতে আমার ❋ যদি বা সমুদ্র জলে মজি তোমা সনে ॥ সেই জল মধুপান লয় আমা মনে ❋ তোমা সনে পড়ি যদি গহন কাননে ॥ সে অরণ্য পুষ্প বৃন্দা লয় মোর মনে ❋ তোমার হারষে মোর হরিষ বিসাল ॥ দেখিলে বিমর্শ তোমা মোকে মৃত্যু ভাল ❋ জনক জননী প্রভু উদ্দেসি চরণ ॥ মনসুখে চল নাথ আপনা ভবন, কুমার বলিল প্রিয়া শুন মোর বানী ॥ কেমনে জাইব নৃপ না দিলে মেলানি ❋ নৃপ মহা দেবী পদে কর নিবেদন ॥ আদেশ পাইলে দেশে করিব গমন ❋ পতির আদেশ পাই নৃপতি নন্দিনী ॥ মাও অন্তঃস্পুরে জাই বন্দিল জননী ❋

সহস্র প্রণামকরিজননী চরণে॥ বসিল মায়েরকোলে বিরস বদনে ❁ লালমতি দেখি মায় বিরস বদন॥হৃদয়ে হানিয়া কর জিজ্ঞাসে বচন ❁ আজি কেন চন্দ্র মুখী বিরস বদন॥ স্বজল হইল কেন কমল নয়ন ❁কোনমেঘে আবরিল মুখ শশধর॥ মলিন হইল কেন রঙ্গিন অধর ❁কি দোষ করিনু আমি জননী যে তোর ॥ বিরস বদনেমর্ম্মে শেল হানে মোর ❁ সেকান্দর পুত্রবধূ প্রাণ নন্দিনী ॥ বিরস বদন তুমি কোন দুখে শুনি ❁ ভুবনে তোমার পতি জোলকর্ণ নন্দন॥ পরম বিক্রম বীর কামিনী মোহন ❁ পুরুষ মাঝেতে তোমা পতি গুণবান ॥ কামিনী মণ্ডলে কেবা তোমার সমান ❁ পুরুষের শক্তি কিবা সাধে ষষ্ঠ কাজ॥ তোমা সম নারী কেবা ভুবনের মাঝ❁ পৃথিবিতে তোমাসম আছেকোন জন॥ কোন দুখে প্রাণ সুতা বিরস বদন ❁ তোমার বেদনে মোর বিদরয় প্রাণ ॥ কি হেতু চিন্তিত বালা কহমোর স্থান ❁ কুমারী বলিল পদে নিবেদী জননী॥ তোমার প্রসাদে দুঃখ বার্ত্তা নাহি জানি মোর প্রতি যে কহিলে মাও দেবী সতী ॥ সত্য আমা সম আর কেবা ভাগ্যবতী❁প্রভুর কৃপায় ক্লেশ নাহি কদাচিত সর্ব্ব অর্থে পুর্ণ হৈল আমার বাঞ্ছিত ❁ জননী উদরে জন্মি ভবে পুর্ণ আশা ॥ পরকালে প্রভু পদ মনেতে ভরশা ❁ পুন্যেরপ্রভাবেতোমাকৃপায় আল্লার॥ সকল মনের আশা পুরিল আমার ❁ জননীগো, পদে তব করি নিবেদন ॥ দেশের বিদায় মাগে সাহার নন্দন❁জনক জননী পদসেবিতে কারণে ॥ না লিখিল আমার কপালে নিরঞ্জনে॥জনক

জনন্নী ঘরে না হৈল কুমার ॥ পরের অধীন কন্যা জনম আমার ❋ পতি হৈতে বিমুখ হইলে ধর্ম্ম নাশ ॥ তেকাজে রহিতেনারী জনন্নী সম্পাস❋ এতেকতোমার পদে মাগি যে মেলানি ॥ জনকেরে কহমোর নিবেদন বানী❋ মহা দেবী কন্যা মুখে শুনি এ সকল॥কন্যা কোলে করি রাণী কাঁদিয়া বিকল ❋ সত্যই জাইবে বালা প্রাণ নিবা হরি ॥ রাখিব মায়ের প্রাণ কেমনেতে ধরি ❋ কাঁদিতে২ দেবী বিস্মাদিত মন ॥ নৃপতি অগ্রেতে জাই কহিল বচন❋ দেশেতে জাইতে আজ্ঞা মাগয় কুমার॥কন্যার বিচ্ছেদে প্রাণ দগধে আমার❋নৃপতিকহিলপ্রিয়া নাহিভাবক্লেশ॥ নাচিন্তকন্যার হেতু না কর আবেশ❋ কন্যা রাখিবারে কৈনু যতেক প্রকার ॥কেবারাখিয়াছেহেনভুবনমাঝার ❋ কেবা করিয়াছে হেন কর্ম্ম অসম্ভব ॥ লিলায় জিনিল বীরে পরীক্ষা এসব ❋ পুরাইতেললাট নির্ব্বন্ধ নিরঞ্জনে ॥ শহস্র সঙ্কট প্রভু ভাঙ্গয় আপনে ❋ সকল করিতেপারে যেবা মনে লয় ॥ প্রভুসনে বাদ মাত্র নাজানি নিশ্চয়❋ প্রভুর আদেশ যেবা খণ্ডাইতে নারী ॥ মশ্‌রেকে সৃজিল বর মগ্‌রেবেকুমারী❋নির্ব্বন্ধ প্রভাবে প্রভু আপনা সাহায্য ॥ তরাই সঙ্কট বাট সাধে ষষ্ট কার্য্য ❋ নিজ মহিমার বলে প্রভুনিরঞ্জন॥একত্র করিল বর বালা দোহ জন ❋ জবে সমর্পিনুকন্যাকুমারসম্পাস॥তখনে ত্যগিনু নিজ দুহিতার আশ ❋ কন্যা হেতুশোক দুক্ষ পরিহর মনে ॥ কুমারী জন্মিলপরপুত্রের কারণে ❋ জখন হইল কন্যা মা বাপ নৈরাশ ॥ রাখিতে নাপারে কন্যা আপনার পাশ ❋ জাহার গৃহেতে প্রভুদুহিতা সৃজয় ॥ প্রভুর প্রসাদ

সেজে প্রসাদ না হয় ❀ এতেক কন্যার হেতু অযুক্ত কাঁদন
মন শোক পরিহর রাখহ বচন ❀ অকাজে কন্যার লাগি
স্নেহ ভাব মনে ॥ সৃজিল দুহিতা প্রভু জামতা কারণ ❀
আপে কেন জনক জননী পরিহরি ॥ মন রঙ্গে আমা সঙ্গে
বঞ্চ প্রাণেশ্বরি ❀কোথাতে জনকতোমাকোথাতেজননী ॥
কোথাতে আপনি বঞ্চ কহ প্রাণ ধনি ❀ পৃথিবীতে যে
সকল আপনে পণ্ডিত॥আপনার নিজপ্রায় বুঝিতে উচিত
হরিষ বিসাধে কহি এসব বচন॥ডাকিয়া আনিল নিজপাত্র
মিত্রগণ ❀ পাত্র মিত্র সঙ্গে করি নৃপ ততেক্ষণ ॥ কুমার
কুমারী কাছে করিল গমন ❀ কুমার সুনিল নৃপ আইসে
পুরি মাঝ ॥ আগু বাড়ি নৃপে প্রণামিল যুবরাজ❀গৌরবে
কুমারে কোলে লই নরপতি ॥ কুমারের তরে পুছে মধুর
ভারতী❀ আমাহৈতে কিবা দোষ বল কি কারণ ॥কিহেতু
আমাকেবাপু হইলা বিমন❀করজোড়েনৃপ আগে নিবেদে
কুমার ॥ নিজ পুত্রহৈতেমোকেগৌরবতোমার❀ সর্ব্ব অর্থে
শুভ মতে আছি রঙ্গমন॥তবেকি চরণ জুগে করি নিবেদন
পুত্র হীন ছিল বাপ সাহা গুণবান ॥ বহু দান ধ্যান করি
মাগি প্রভু স্থান ❀ পাইল আমাকে নৃপ বহু যত্ন করি ॥
এথায় রহিনু মাও বাপ পরিহরি ❀ মাতা পিতা প্রতিনাহি
দ্বিতীয় তনয় ॥ এথায় রহিনু আমি কঠিন হৃদয় ❀ মনুষ্য
হইয়া পশু পক্ষীর লক্ষণ॥ মাতাপিতা ছাড়িকৈনু বিদেশে
গমন ❀ উড়ায় ডিম্বের ছাঁও কতেক সঙ্কটে ॥ উড়িলে
না রহে মাও বাপের নিকটে ❀ অকাজে পালয় পক্ষী সে
বংশে কঠিন॥ জনক জননী সঙ্গে নহে পরিচিন❀ সেই অনু-

রূপ নৃপ আমি সে নিশ্চয় ॥ মাতা পিতা প্রতি হৈনু কঠিন হৃদয় ❋ বাপমাও অদর্শনে সান্তনহে মতি ॥ দেখিতে বাপের পদ আদেশ নৃপতি ❋ নৃপতি বলিল সুন সাহার নন্দন ॥ না পারি রাখিতে দেশে করিলে গমন ❋ এথাতে রহিলে মোর নয়ন অঞ্জন ॥ দেশে গেলে নিশেধিতে নারি কদাচন জাইবে আপনা দেশে মন কৌতুহলে॥ দহিবে আমার অঙ্গ বিচ্ছেদ অনলে ❋ লালমতি হতে তোমা দয়া লাগে মনে ॥ কিরূপে রহিব বাপু তোমা অদর্শনে ❋ দহিবেক অঙ্গ মোর এথা প্রতিনীত ॥ প্রাণ উড়ে জাইবেক দোহান সহিত ❋ তবে নৃপে আদেশিল মহা পাত্র স্থান॥আনিতে দেহাজ দ্রব্য যত বিদ্যমান ❋ তিন লক্ষ মহা অশ্ব আনিল এরাক ॥ মহা মহা ঐরাবত গজ এক লাখ ❋ রত্ন সব আনি-দিল হাজারে হাজার॥দিলেক মুকুতা সব আনি ভারেভার উট গাভী মৈষ আদি দিলেক অসংখ্য ॥ দাস দাসী বিদিতে আনিল লক্ষলক্ষ ❋ পুঞ্জে পুঞ্জে আনি দিল রজত কাঞ্চন॥ তাম্র পিতলের সংখ্যা নাহি কদাচন❋কনককাঞ্চন মুদ্রা কটি কটি লাখে ॥ নৌকা রথ কত শত কি কহিব মুখে ❋ কনক জড়িত দিল শতেক পালঙ্কি ॥ শতেক চলন ঘর সুবর্ণের টুঙ্গি ❋কনক নির্ম্মিত হীরা মানিক্য মণ্ডিত ॥ নানা অলঙ্কার দিল পরম শোভিত ❋ পুঞ্জে২ আনি দিল অমূল্য অম্বর॥ রাখিলসে সব দ্রব্য কুমারগোচর❋ এসকল রাখিয়া কুমার বিদ্যমান ॥ বিনয় করিয়া কহে নৃপতিএত্রাণ তর্থ আমা অনুরূপ ভেটিনু সাক্ষাত ॥ তোমা যোগ্য এ সকল নহে দ্রব্য জাত ❋ তোমার জনক নৃপ সাহা সেকা-

লালমতি ॥

ন্দর ॥ হাঁসিবে আমাক বহু বিক্রুপ অন্তর ❋ কুমার বলিল নৃপ স্থন নিবেদন॥ তোমার কৃপায় যেই ধন পাইনু দান❋ তোমার বটেক মোর শহস্র রতন॥ প্রিয়ার জনক তুমি গুরু মান্য জন ❋ ধন রত্ন রাজ পাট জতেক তোমার ॥ মনেতে ভরসা মাত্র সকল আমার ❋ জনক প্রসাদে মোর জতেক সঞ্চিত ॥ সকল তোমার হেন জানিও নিশ্চিত ❋ ধন রত্ন প্রতি মোর নাহিক বাঞ্ছিত ॥ লক্ষ লক্ষ গুঞ্জ মোর আছে পৃথিবীত ❋ যেই ধন কাজে ছিল বাঞ্ছিত প্রধান॥ তোমার প্রসাদে সেই ধন পাইনু দান❋ প্রাণের দোসর প্রিয়া লাল-মতি আগে ॥ কুবের কারুণ ধনকোন কর্ম্মে লাগে ❋ এহেন শহস্র কোটি লক্ষ মুক্তামণি ॥ দেশে জাই বিলাইব প্রিয়ার নিছনি ❋ আশীর্বাদ কর মাত্র মোকে মহামতি॥ অক্ষয় হউক মোর ধন লালমতি ❋ যে সকল দেহাজ দ্রব্য প্রসাদ পাইনু পরম জতনে দ্রব্য প্রণামি লইনু ❋ জতেক প্রসাদ ধন পাইনু সকল ॥ নিবারে নারিব গোচরিনু পদতল ❋ এ সপ্ত সমুদ্র পার হয় মোর রাজ্য ॥ এসব সঙ্গতি মোর নাহি কোন কার্য্য নৌকা তারহিয়া গেলে অকুল সাগর ॥ অধিক সঙ্কট অতি পন্থ দুরান্তর ❋ সমুদ্র উন্মত্ত ঢেউ পবন বিশাল ॥ পলকে বহিত্র ডিঙ্গা হই জায় তল ❋ লালমতি প্রিয়া সমে পক্ষি আরহনে॥ অবিলম্বে চলি জাব আপনা ভবনে❋ তাস্থনিয়া নৃপতি দিলেক অনুমতি ॥ জাইতে আপন দেশে সাহার সন্মতি ❋ তবে যুবরাজ গিয়া হরিষ অন্তরে ॥ তাপিল পক্ষির পর অনল উপরে ❋ ভক্তি ভাবে পক্ষি নাম স্মরে মনে২ ॥ হুহুঙ্কার শব্দে পক্ষি উড়িল গগনে ❋ বিনা মেঘে

যেন মহা ঠাঠা ভয়ঙ্কর ॥ সুনিয়া আশ্চর্য্য গুণে মগ্রেবের নর কেহ বলে গিরি সৃঙ্গ ভাঙ্গিল পর্ব্বত ॥ সমুদ্রে পড়িল শব্দ ভুমি কম্পবৎ ❁ কেহ বলে অর্দ্ধেক পৃথিবী হৈল তল ॥ কেহ বলে ভাঙ্গি পড়ে গগন মণ্ডল ❁ কেহ বলে গড়ুর পক্ষিতে দিল উড়া ॥ কেহ বলে সমুদ্রে পড়িল গিরি চুড়া তপন ঢাকিল পক্ষি দিবা অন্ধকার ॥ মহা পাক ছাটে উড়ে শব্দ ভয়ঙ্কার ❁ নিঃশব্দে রহিল যত মগ্রেবের নর ॥ উড়ি পড়ে দুই পক্ষি কুমার গোচর ❁ দুই পক্ষি দেখি সৈন্য করে হাহাঙ্কার ॥ সান্তাইল সর্ব্ব সৈন্যে নৃপতি কুমার ❁ নৃপতিকে প্রণাম করিল বীর মণি ॥ কন্যায় প্রণাম কৈল জনক জননী ❁ লালমতি সঙ্গে জাই সাহায় সন্তুতি ॥ বসিল পক্ষির পৃষ্ঠে মন রঙ্গে অতি ❁ মন সুখে বর বালা হরিষ অন্তর ॥ যেহেন বসিল দোন পালঙ্কের পর ❁ কুমার সম্বরি কন্যা লই কোল মাঝ ॥ মশ্‌রিক উদ্দেসি উড়ে মহা পক্ষি রাজ ❁ লালবানু সনে জায় জোলকর্ণ নন্দন ॥ পক্ষি আরোহনে কৈলা দেশেতে গমন ❁

❁ রাগ একাবলি, ছন্দ বিলাপ ❁

না দেখিয়া লালমতি ॥ শোকে কাঁদে নরপতি ❁ আহা মোর প্রাণ সুতা ॥ মোকে ছাড়ি গেলি কোথা ❁ কতেক সহিব দুখ ॥ পুনি না দেখিব মুখ ❁ উপায় না দেখি মোর পাসরিতে শোক তোর ❁ আমি ভাগ্য হীন জন ॥ ছাড়ি গেলি তেকারণ ❁ ভাগ্যবন্ত সেকান্দর ॥ পুত্র বধু গেল ঘর ❁ কাঁদে মহারাণী সতী ॥ আহা কন্যা লালমতি ছাড়ি মাও অভাগিণী ॥ কোথা গেলা সুতা ধনি ❁ মোর

অভাগ্যের কাজ ॥ এথা আইল যুবরাজ ❀ ষষ্টম পরীক্ষা জিনি ॥ হরি নিল মোর প্রাণি ❀ আমি ভাগ্য হীন অতি॥ ছাড়ি গেল লালমতি❀নাদেখি দর্শনতোর ॥ বিফল জীবন মোর ❀ রওশনক ভাগ্যবতী॥ পুত্র বধূ লালমতি ❀ দেখি পুত্র বধূ মুখ ॥ খণ্ডিবে জন্মান্ত দুঃখ ❀ মোর দুঃখ অখণ্ডিত না ছাড়িল কদাচিত ❀ লালবানু কন্যা আর ॥ না দেখি পুনর্ব্বার❀ আহা প্রাণ সূতীধমি ॥ নাসা চঞ্চু খঞ্জ জিনি❀ মুখ পূর্ণিমার শশি ॥ না দেখিব মধু হাঁসি ❀ কুরঙ্গ নয়নি বালা ॥ মায়ের কণ্ঠের মালা ❀ তোমা কেবা নিল হরি ॥ আমি মাত্র প্রাণ ধরি ❀ নাই তোমা দরশন ॥ জীব ধরি অকারণ ❀ গিউ দীর্ঘ মৃগ জিনি ॥ নাসা তিল কুসম্বিনী ❀ অধর ভঙ্গিমা পাত ॥ জিনি পুষ্প পারিজাত দর্শন যে শোভাকর ॥ দোসরি মুকুতা হার ❀ এ হেনো দুহিতা মোর ॥ ছাড়ি গেল কার ঘর ❀ জিনি কাঞ্চ হেম রঙ্গ ॥ ঝলকে তোমার অঙ্গ ❀ শূন্য করি গেলা বুক॥মরমে না সহে দুঃখ ❀ হেন কন্যা সুচরিতা ॥ ভবে জন্মিয়াছে কোথা ❀ চন্দ্র মুখ সুবদনি ॥ হাঁসিতে শ্রবয় মণি ❀ কাঁদিতে মুকুতা ঝরে॥ হেন কন্যা মোর ঘরে❀বিধিহৈল মোকে বাম॥ গেল কন্যা কোন ঠাম ❀ অভাগী জননী এথা ॥ প্রান সুতা গেল কোথা ❀ দুখিনী মায়ের প্রাণ ॥ গিয়ারৈলকোন স্থান❀বাহু লতা কমলিনী ॥ কমল মৃণাল জিনি❀ দুইকরশোভা অতি॥ নৌথ মুকুতার পাঁতি❀কনক চম্পক জাঁতি ॥আঙ্গুল শোভয় অতি ❀ দেখি ভুরু জুগ্ম ধনু ॥ পলকে মারয় তনু ❀ গধিনি শ্রবন জিতি ॥ শ্রবন

শোভয় অতি ❀ নাভি শোভে অপরূপ॥যেন সুবর্ণেরকূপ॥ মধ্য দেশে সিংহ জিনি॥ উরু রাম কদলিনী❀ হেন কন্যা জায় ছাড়ি ॥ জননীর প্রাণ কাড়ি❀ এহি মতে প্রতি নীতি কান্দি মহা দেবী সতী ❀ তবে নৃপ অধিকারী॥ সম্বোধয় নিজ নারী ❀ শুনপ্রিয়া কহিতোমা॥ পরিহর শোক রমা কেবা রাখিয়াছে সুতা॥ হেন শুনিয়াছ কোথা ❀ সংসারের ব্যবহার॥ কন্যা নহে আপনার❀জার প্রিয়া তারসঙ্গে চলি গেল মন রঙ্গে ❀ পতি সে নারীর দেবা॥ পতি বিনা ইষ্ট কেবা ❀ তুমি কাঁদ অকারণ॥ শান্ত কর নিজ মন ❀ শুনিয়া নৃপতি বানী॥ শান্ত হৈল মহারাণী ❀ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ॥ তাহান জুগল পদ ❀ করি নিজ শিরস্ত্রান ॥ আবদুল হাকিম কন ❀

রাগ পয়ার ছন্দ ॥

এথাতে শান্তয় নৃপ আপনার নারী॥ পক্ষি আরোহনে জায় কুমার কুমারী❀ এ সপ্ত সমুদ্র পার করি পক্ষিবরে॥ রখিল কুমারকন্যা সমুদ্রের তীরে ❀ কুমার অগ্রেতে কহে পক্ষি দুই জন॥ সম্মুখে সমুদ্র আর নাহি কদাচন❀মনুষ্য কুলেতে আর জাইতে না পারি ॥ মন রঙ্গে চলি জাও কুমার কুমারী ❀ দুই পক্ষি চলি গেল অপনার স্থান॥ লালবানু সঙ্গে রহে বীর গুণবান❀সমুদ্রের কুলে হাঁটি জায় দুই জন মনুষ্যের সঙ্গতি নাহিক দরশন ❀ দিবা অবশেষে যদি হইল রজনী॥ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিল গুণমনি❀ বন হতে কুমার আনিল মিষ্ট ফল॥ লালমতি সঙ্গে খায় মন কৌতুহল ❀ দোঁহনের রস রঙ্গকৌতুক অধিক॥ কুমারী হাঁসিতে

মুখে প্রবিল মানিক ❋ উপজিল জ্যোতির্ম্ময় মহা মূল্য মণি ॥ অরন্যেতে দিপ্তিমান হইল রজনী ❋ মন সুখে অর্দ্ধ নিশি দ্বিতীয় প্রহর ॥ কুমার কুমারী দোহে ছিল সজাগর শয়ন করিল তবে সাহার সন্ততি ॥ সজাগে রহিল তবে কন্যা লালমতি ❋ হেন কালে নিশাচর পাপিষ্ট দুর্ম্মতি ॥ গেলামে গাথিয়া মৈস আইল শীঘ্রগতি ❋ সমুদ্রেতে মহা২ মৎস্য ভাল ভাল॥ তুলিবারে শ্রদ্ধা অতি রাঘব বোয়াল❋ সমুদ্রের তীরে২ ফিরে দুরাচার ॥ মানিকের দিপ্তি দেখে বনের মাঝার ❋ ভাল মতে নিরক্ষিয়া চাহে দুষ্ট মতি ॥ নিদ্রাতেকুমারেদেখে সজাগে যুবতী❋ফেলাই হস্তের বড়্রি রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥ কন্যার নিকটে দুষ্ট আইল শীঘ্রগতি ❋ শয়নে দেখিয়া তবে নৃপতি কুমার ॥ অকস্মাতেকন্যা লই ধায় দুরাচার ❋ কন্যায় ভাবয় মনে ব্যক্ত নহে ভাল ॥ জাগিলে পতির প্রতি ঠেকিবে জঞ্জাল ❋ হেন সমে হইল কুমার নিদ্রা ভঙ্গ ॥ যেহেন অনলে আসি পড়িল পতঙ্গ ❋ নিদ্রার অলসে জাগি উঠি আশ্চম্বিতে॥ জিনে কি না জিনে জুদ্ধে রাক্ষস সহিতে❋ ভাল ব্যাবহার নহে কর্ম্ম অকস্মাতে অপ্রমর্ণ বিসন্ধানে ঠেকয় নির্ঘাত ❋ অবিলম্বে কর্ম্ম কৈলে নারদ চরিত॥ সুসার না হয় সেই কর্ম্ম কদাচিত❋ কুমারে বধিলে এহি দুষ্ট অকস্মাৎ॥ সর্ব্বনাশ হয় মোর হইব অনাথ সতী নারী হই যদি প্রভুর বিদিত॥ লক্ষ্যতে নারুক মোরে দুষ্ট কদাচিত ❋ মোর ভাগ্যে প্রাণ পতি রৈলে জীবন্ত॥ প্রকারে বধিবেএই রাক্ষস দুরন্ত ❋ চিন্তিলেক প্রাণ পতি এতেক প্রকার ॥ শূন্যাকারেএসপ্ত সমুদ্রহৈল পার❋ষষ্টম

পরীক্ষা হেন আশ্চর্য্য বচন ॥ করিল এ সব কর্ম্ম মহিমা কারণ ❋ সে প্রভু অবশ্য মোকে করিবে উদ্দেশ॥এহিদুষ্ট নিশাচরে বধিবে বিশেষ ❋যদি মোকে উদ্দেশিয়া নাকরে উদ্ধার ॥ সত্য সত্য নিজ প্রাণ ত্যাজিব আমার ❋ জাউক আমারপ্রাণপ্রভুর নিছনি॥কুশলে রহুকমোরপ্রভু গুনমণি মোর এক প্রাণ এহি হয় কি বিষয়॥ ত্যাগিতে শহস্রপ্রাণ তাতে কি সংশয় ❋ এতেক ভাবিয়ামনে রাজি কন্যা সতী জাগাই না দিল বার্ত্তা কুমারের প্রতি ❋ নিজ অঙ্গ প্রভু স্থানে স্থাপ্য সমর্পিয়া ॥ চলিজায় রাজবালা কান্দিয়া২ ❋ নিবেদে প্রভুর পদে জুড়ি দুই কর ॥ আমার মনের ভেদ তোমার গোচর ❋ ভাল মন্দ ভাব যেবা মনেতেআমার ॥ ভাব সিদ্ধি কর মোর প্রভু করতার ❋ অপমানে কান্দি২ জায় রাজসূতা ॥ নয়নের জল বহি শ্রবয় মুকুতা ❋ কুমারী কাঁদয় শোকে হইয়া বিকল ॥ পন্থেপন্থে পড়ি জায় মুকুতা সকল❋নিশাচরে লইজায় রাজবালা সতী॥অরন্য ছাড়িয়া সুড়ঙ্গেত কৈল গতি ❋ উদ্যেশি পাতাল পুরি জায় নিশা চর ॥ পাতালপুরিতে এক পুরি মনোহর ❋ সুবর্ণের দিব্য ঘর শোভাকর অতি ॥ সেইঘর মাঝে নিল কন্যা লাল-মতি ❋ সুবর্ণের খাট এক পরম সুন্দর ॥ বসিলেক নিশা চর সে খাট উপর ❋ নিশাচর বলে কন্যা না কর কান্দন॥ সৃজিল তোমাকে বিধি আমার কারণ ❋ আপনার মোন সুখে কর মোকে পতি ॥ আনন্দে বঞ্চিবা রমা আমার সঙ্গতি❋ ভুঞ্জাইব রাজ ভোগ নানা উপহার॥পুরিব নানান রস কৌতুক বিহার ❋ কন্যায় মনেতে ভাবে লঘুর সহিত

কদাচিত হয় মোর কর্ম্ম বিঘটিত ❀ যদি সে মধুরে হয় শক্রু রসাতল ॥ যুক্ত নহে সক্রু আগে দিবারে গরল❀ বলবন্ত শক্রু আগে অযুক্ত দুর্ব্বাক্য ॥ মিষ্ট বাক্য বাম যুক্ত পরিহরি সাক্ষা❀ এহেন ভাবিয়া বালা নিজ মনে২ ॥ নিশাচর তরে কহে মধুর বচনে❀বান্দিবারে নিশাচরে মহাশক্রু জানি ॥ আরম্ভিল মায়া মন্ত্রে মধু মিষ্ট বানী ❀ কুমারী বলিল কহি শুন মহাশয়॥ তোমাকে অসাদ্ধ মোকেনাহিক নিশ্চয় ❀ তবে এহি নিবেদন করি তোমা পাশ ॥ কাম ভাবে না লঙ্গিবা মোকে ছয় মাস॥ নিজ পতি হতে ভিন্য হইলে যুবতী ॥ ছয় মাস যুক্ত নহে লঙ্গিবারে পতি ❀ ছয় মাস মাঝে যদি ধৈর্য্য পরিহরি ॥ মন রঙ্গে যদি অন্যপতি এক করি ❀ বিধবা হইতে পুনি নাহিক বিলম্ব॥আকস্মাতে ভাঙ্গি পড়ে পতি আয়ুস্তম্ভ ❀ পর্য্যাক্রমে আন গোত্রে ব্যাবহার জানি ॥ ছয় মাস ধৈর্য্য ক্ষেমি হয় পতি হানি ❀ তোমা হিত চিন্তি জান সর্ব্বথায় ॥ ছয় মাস ধৈর্য্য ভঙ্গ মোকে না জুয়ায় ❀অন্য ভাব আমাপ্রতি না রাখিবামনে সত্য জান কহি তোমা হিতের কারণে❀ছয়মাসতোমাকে যে বরিতে কারণ ॥ বিধবা হইলে পুনি বিফল জীবন ❀ ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ ধরি রৈছু ডাল ॥ সে ডাল ভাঙ্গিলে মোর জীবন বিশাল ❀ দুখের উপরে দুখ প্রাণে কত শয় ঘাও পরে লবন মাখিতে যুক্ত নয় ❀তোমা সঙ্গে বঞ্চিতে না পারি যদি কাল ॥ এছার জীবন হতেমোকে মৃত্যু ভাল এহাতে সে যদি বল করো কদাচন ॥ অভি শাপ দিয়া তোমা ত্যাজিব জীবন ❀ তোমা ভস্ম করি আপে হইব

বিনাশ ॥ কদাচিত্ত না পুরিবেতোমা মোন আশ॥ সত্যত্ত কহিনু আমি তোমাকে বচন॥ প্রাণের কাতর আমি নহি কদাচন॥ যদি মোর প্রতি আছেতোমা মন আশ॥ দুহিতা সদৃশ মোকে পাল ছয় মাস ॥ লোভেতে কালের বাসা জান তত্ত্ব সার ॥ ক্ষমা ধৈর্য্য মুলে রাখ প্রাণ আপনার ॥ যদি সে নিকটে মৃত্যু জান তত্ত্ব সার॥ ক্ষমহ ব্যাধির হাতে মুণ্ড আপনার॥ এত শুনি নিশাচরে ভাবি নিজ মোন ॥ লঙ্ঘিলে সত্যর বালা ত্যাজিবে জীবন॥ এহেন সুন্দরবালা হইলে নিধন ॥ নিশ্চয় জানিবেমোর বিফল জীবন॥ এহেন আশ্চর্য্যরমানাহিক ভুবনে॥ কান্দিতেমুকুতা ধারা ঝরেদুই নয়নে ॥ চরিত্র দেখিতে মোর হেন লয় মন ॥ বৃথা নহে কন্যা বাক্য সত্য এ বচন ॥ ছয়মাস হেতু কেন দোহার বিনাষ॥ পালিতে কন্যার বাক্য যুক্ত ছয়মাস॥ মন লোভে যদি করি কন্যা প্রতি বল ॥ না জানি কি ভাল মন্দ হয় ফলাফল ॥ এতেক ভাবিয়া কহে লালমতি পাশ॥ একুই নিদ্রায় মোর জায় ছয় মাস ॥ ছয় মাসতোমারপ্রতি ক্ষমিনু বিহার ॥ শান্ত হই রহ মন রঙ্গে আপনার ॥ এ বলিয়া শয়ন করিল দুরাচার॥লোহার মুদ্গর দিল হস্তেতেকন্যার বলিল মুদ্গর এই ধরি নিজ করে ॥ প্রহারিতে রহ মোর চরনের পরে ॥ শয়ন করিনু আঁখি নিদ্রা হোক ভার ॥ মর্দ্দন করহ রমা চরণ আমার ॥ কন্যায় চিন্তয় নিজ উপদেশ হিত ॥ নিশাচর মৃত্যু ভেদ লইতে উচিত ॥ সন্ধানে জিনয় শত্রু বলবন্ত অতি॥করিব কপট মায়া দুষ্টের সঙ্গতি ॥ মোনে ভাবে বৃথা বাক্য করিয়া প্রকার॥বধিলে

বিধর্ম্মী শত্রু দোষ কি তাহার॥ পরধন পর নারী হরে যেই ছার॥ শাস্ত্রেতে প্রভুর শত্রু সেই দুরাচার॥ জারকর্ম্মে বিষাধিত ত্রিজগত পতি॥ চিন্তিলে তাহার মন্দপুন্য বাড়ে অতি পাপিষ্ট দুষ্টের মন্দ পুন্য অনুমানি ॥ রাক্ষসের মায়া কন্যে কহে মধু বানী ॥ গদ গদ ভাষে কহে মহারাজ সুতা ॥ বচন রচনে, যেন ঝরয় মুকুতা ॥ কহেন্ত রাক্ষস আগে জুড়ি দুই কর ॥ নিবেদী মোনের ভেদ তোমার গোচর ॥ এথাক্তে আনিলে মোকে পাতাল ভুবন॥ তুমি বিনা এথা মোর নাহি ইষ্ট জন ॥ নিদ্রাতে তোমাকে কেহ করিলে সংহার ॥ আমি অভাগিণী প্রতি লক্ষ্য নাহি আর ॥ ভ্রাতৃ বন্ধু ইষ্ট তোমা না দেখি এথাত ॥ সে জন্য তোমার হেতু মর্ম্ম হয় পাত ॥ নিশাচর বলে মৃত্যু নাহিক আমার ॥ মোকে সংহারিত্তে হেন শক্তি আছে কার ॥ কন্যা বলে হেন বাক্যে সান্ত নহে মন॥ কোনমতে নাহি বল তোমার মরণ ॥ বৃথা মোকে ভর্সা দেও কিবা সত্য বানী॥ কোন রূপ কহ বাক্য নির্ণয় না জানি॥ জাহার জনম তার অবশ্য মরণ ॥ মৃত্যু হেন নাইতোমা বল কি কারণ ॥ আদি অন্ত বাক্য যেবা কহ তত্ত্ব সার ॥ শুবেসে মনেতে ভর্সা উপজে আমার ॥ যদিবা গৌরব মোকে আপ্ত হেন জানি ॥ ভিন্ন ভেদ পরিহর কহ তত্ত্ব বানী ॥ চিন্তিতে মরণ তোমা মর্ম্ম খান খান ॥ পাইলে-স্বরূপ ভেদ সান্ত হয় প্রাণ॥ মিত্রভাব লাভেপুছি মর্ম্মের বেথায় ॥ শত্রু ভাবে মোকে না রাখিবা সর্ব্বদায় ॥ কন্যার বচন সুনি সকরুণ মন ॥ কপট ছাড়িয়া কহে সত্য বিবরণ॥ কন্যা স্থানে আদি অন্ত কহে নিশাচর

জখনে পুজিনু দেব দ্বাদশ বৎসর ❋ আমাকে হইয়া তুষ্ট দেব মহামতি॥ প্রসন্ন বদনে বর দিল মোর প্রতি ❋ এহি পুষ্পতরুদেখরন্দারমাঝার ॥ সেইবৃক্ষ মাঝে প্রাণ রেখেছি আমার ❋ এহাতে যদিবা কেহ আসি এহি স্থান ॥ এক্ক কোপে কাটি বৃক্ষ করে দুই খান ❋ এহি বৃক্ষ কাটি তিন দিন অবিশ্রাম ॥ মোর সঙ্গে করে যেবা বিষম সংগ্রাম ❋ সেই বীর হস্তে মোর নিশ্চয় মরণ ॥ সয়াল মাঝারে হেন আছে কোন জন ❋ এ বৃক্ষ না কাটে জবে কহি তত্ত্ব সার প্রলয়পর্যন্তমৃত্যুনাহিকআমার❋এবৃক্ষকাটীতে হেন আছে কোন জন॥ তিনদিনমোরসঙ্গেকরে মহা রণ❋এমহিমণ্ডলে যত নর নিশাচরে॥ জুঝিতে আমার সঙ্গেকেবা বীর্য্য ধরে আমি বিনা অন্য কেহভেদ নাহি জানে॥কেবাআসি কাটি-বেক বৃক্ষ এহিস্থানে❋এসববৃত্যান্ত কেহ না জানে সুন্দরী পরম আনন্দে রহ সন্ধ পরিহরি ❋ পাতাল নগর পুরি নির্ম্মিল বিশেষ॥ নর নিশাচরেকেহ নাজানেউদ্দেশ❋চিন্তা পরিহর সত্য কহিনু বচন ॥ কদাচিত নাহি জান আমার মরণ ❋ যতেক মনের ভেদ কৈনু আদি অন্ত ॥ এই পন্থ বিনানাইমরনেরপন্থ❋ নিদ্রায় পিড়িল আঁখি রহিনু শয়নে লোহার মুদ্‌গর মোর প্রহার চরণে ❋ এথা নিদ্রা হৈতে জাগি উঠিল কুমার ॥ না দেখয় লালমতি প্রিয়া আপনার প্রাণেরদুর্ল্লভ প্রিয়া না দেখি সাক্ষাৎ ॥ মর্ম্মেতে সহস্রসেল ফুটে অকস্মাৎ ❋ আশ্চর্য্যিতে বজ্রাঘাত ভাঙ্গি পড়ে শিরে আহা শব্দে বিহারেন্ত সমুদ্রের তীরে ❋

❋ রাগ দীর্ঘ ছন্দ বিলাপ ❋

বিকল হইল অতি, স্থিরতর নহে মতি, প্রিয়াশোকে ব্যাকুলিত মন॥ কান্দয় নৃপ সন্ততি, আহা প্রিয়া লালমতি তোমা হরি নিল কোনজন ॥ নতুমোকে পরীক্ষিতে, প্রিয়া মোর অবিদিতে, অলক্ষিতে চাহ মোর অঙ্গ ॥ কেন প্রিয়া মায়া ছলে, বিরহের তুষানলে, দহি ভস্ম কর মোর অঙ্গ ॥ বিনয় করিয়া অতি, নাম ধরি লালমতি, উচ্চৈস্বরে ডাকে ঘনঘন ॥ কোথা গেলে প্রাণ ধন, দিয়া মোকে আলিঙ্গন, ধড়ে রাখ আমার জীবন ॥ তোমা বিনা প্রাণ ধড়ে, যেন মিনে বঞ্চে তড়ে, সেই রূপ হইল আমার ॥ জোড় ভাঙ্গি পক্ষি ধরি, যেন রাখে বন্দী করি, তেন রৈনু বনের মাঝার কোন দুষ্ট হরিনিতে, বল প্রিয়া কি নিমিত্তে, নিদ্রা মোর না করিলা ভঙ্গ ॥ ভাঙ্গি তার বীরদাপ, সংহারিতে সেই পাপ, সিংহে জেন বধয় মাতঙ্গ ॥ তোমা হেন রাজ সূতা সপ্নে কেবা পায় কোথা, অপরূপ পরম সুন্দরী ॥ তোমা হেন সুবদনী, আর কভু নাহি সুনি, লিলায় জিনিলা হুর পরি ॥ শতে শতে নৃপ সুত, রূপে জিনি অদ্ভুত, পরাভব পাইল তোমা আশে ॥ পাইনু তোমা হেনধন, আমি ভাগ্য হীন জন, হারাইনু নসিবের দোষে ॥ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র জিনি কহ মিষ্ট মধু বানী, সুধারস অমৃতের ধার ॥ হেন রূপ রঙ্গ জ্ঞান, ভুবনেতে নাহি আন, নারী মাঝে সদৃশ তোমার আহা ত্রিজগৎপতি, কৃপাকরি হীনোপ্রতি, দিয়া ছিলা আকাশের শশি ॥ পুরাইয়া মনস্কাম, কেন বিধি হৈয়া বাম, গলে দিলা বিরহের ফাঁসি ॥ যদি প্রিয়া নাহি পাই, মরিব গরল খাই, নতুবা সাগরে দিব ঝাঁপ ॥ আহা প্রিয়া প্রাণ ধনি,

আমার কণ্ঠের মণি, দিলে মোরে বিরহে সন্তাপ ॐ তোমার গৌরব ধরি, বাপ মাও পরিহরি, ইস্থিলাম অতি দুঃখ ভার ॥ এতেক প্রকারে দুন, তোমকে পাইয়া পুন, হারাইনু বনের মাঝার ॐ এ সপ্ত সমুদ্র তরি, আইনু বানিজ্জ করি, ঘাটে আনি ডুবাইনু ধন ॥ নিদ্রা মোর হৈল বৈরী, তেকারণে নিল হরি, লালমতি জীবের জীবণ ॐ না জানি কেমন চোরে, কোথা প্রিয়া নিল তোরে, মর্ম্ম সেল হানিল আমার ॥ সত্যত প্রতিজ্ঞা মোর, উদ্দেসিয়া সেই চোর, প্রাণে বধি করিব সংহার ॐ পত্নী মোর নিল হরি, বিফল জীবন ধরি, প্রাণ দিব তোমার কারণ॥ কান্দি২ যুবরাজ, প্রবেশে অরন্য মাঝ, বিচারেন্ত গহণ কানন ॐ

রাগ জমক ছন্দ ॥

যেই পন্থে নিশাচর হরিল কুমারী ॥ পন্থে২ পড়িয়াছে মুক্তা সারি সারি ॐ জানিল এ পন্থে হরি নিল রাজ সূতা কান্দিতে নয়নে ঝরে আছয় মুকুতা ॐ সেইপন্থে চলিজায় বীর গুণবান ॥ পন্থেতে দেখিল এক পাষান প্রধান ॐ পাষান পর্য্যন্ত দেখে মুকুতার ধার ॥ পাষান ধরিয়া তোলে নৃপতি কুমার ॐ পাষানের তলে দেখে সুড়ঙ্গ প্রধান ॥ সুড়ঙ্গেতে প্রবেশিল বীর তুরমান ॐ সুড়ঙ্গের পথে দেখে মুক্তা থরে থরে ॥ সেই পন্থে হাঁটি বীর চলিল সত্যরে ॐ সম্মুখে দেখিল বীরে দিব্য২ পুরি ॥ সুবর্ণের ঘরদ্বার সুবর্ণ উয়ারি স্থানে স্থানে সুবর্ণের শোভয় প্রাচীর ॥ প্রিয়া উদ্দেশিয়া চলে নির্ভয় শরীর ॐ দর্শন না পায় এক মনুষ্য সহিত ॥ সুবর্ণের দিব্য পুরি দেখিল বিদিত ॐ সেই পুরি

মাঝে কান্দে রাজ বালা সতী ॥ নিজ কর্ণে শুনিল কুমার মহামতি ✽ পুরি মাঝে শুনি বীর কান্দনের ধ্বনি॥ পুরির দ্বারেতে দাণ্ডাইল গুণমণি✽ মনেতে ভাবয় বীরে বুঝিতে উচিত ॥ কান্দয় কাহার নারী কেন সন্তাপিত ✽ যদি হয় প্রিয়া এহি কন্যা লালমতি ॥ চরিত্র বুঝিব বালা কেমন প্রকৃতি✽ অপমানে কান্দে কিম্বা কান্দে মোর শোকে॥ বুঝিব কেমন বালা ভজমান মোকে✽ সতিত্বে আছয় প্রিয়া এপ্রাণ নন্দিনী ॥ নহে কিবা মতিভ্রমে হৈল দ্বিচারিনী✽ গোপতে মনের ভেদ গোঁয়ে যেই মতে ॥ কান্দন বিনয় প্রায় বুঝিব বেকতে✽ এতেক ভাবিয়া মনে জোলকর্ণ নন্দন॥ গলক্ষেত্রে সুনে বীর কন্যার কান্দন ✽ রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

নিসাচর দুরাচরে, পড়িয়াছে নিদ্রা ঘোরে, নিদ্রাজায় মহা ঘোরতর ॥ যদি ভাঙ্গে ঢোল ঢাক, শব্দ নাই কর্ণে তাক, নিদ্রায় অচেতন কলেবর ✽ নিজমনে শোকে অতি, কান্দে বালা লালমতি, আহা বিবি কেন হৈলা বাম ॥ আশচম্বিতে বজ্রমাথে, ঠেকিনু রাক্ষস হাতে, কোথা রৈল পতি গুণ-ধাম ✽ আহা প্রভু প্রাণেশ্বর, গগনের শশধর, জোলকর্ণ নন্দন গুণশ্যাম ॥ তোমাহেন যুবরাজ, নাহিক ভুবনমাঝ, রূপে গুণে জিনি নব কাম✽ তপাজপা করি অতি, পাইনু তোমা হেন পতি, দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন ॥ বিধাতা বিমন কাজ, হারাইনু পতি রাজ, প্রাণদিব প্রভুর কারণ ✽ আহা পতি প্রাণ ধন, বিনা তোমা দরশন, অষ্ট অঙ্গে বরিসে অনল ॥ তোমা অদর্শনে মোর, দশদিক লাগে ঘোর, মোর প্রতি জীবন গরল ✽ পতির বিচ্ছেদ শোক, হতে অতি

ভয়ানক, কর্ণ ছেদ দেহ শত খণ্ড ॥ যে নারী কুক্ষণে জন্ম, শত চিন্তা হয় মর্ম্ম, জনম তাপিনী নারী ভণ্ড ❋ ভঙ্গ হতে ধিক তাপ, পর হস্তগত পাপ, অধোগতি নারী দ্বিচারিনী॥ আহা প্রভু নিরঞ্জন, কেনহেন বিড়ম্বন, কোন দোষ কৈল অভাগিনী ❋ পতি হতে করি ভিন, কৈলা মোকে পরাধীন, দুষ্ট হস্তে কৈলা সমর্পন ॥ কুলটা যুবতী নই, কুলবতী নারী হই, সত্য ভাবে ত্যাজিব জীবন❋জীবধারি ধর্ম্ম নাশ, ছাড়িনু জীবন আশ, প্রাণের কাতর নহে সতী তুমি বিনা প্রাণ নাথ, জীব ধরি অজথাত,ভিন্ন হৈলপ্রাণ মোর পতি❋ আহা প্রভু যুবরাজ, আমি অভাগিনী কাজ, নানা দুক্ষ পাইলে অপার ॥ মরিব সন্দেহ নাই, এই সে সন্তাপ পাই, না সেবিনু চরণ তোমার ❋ ভ্রমিকের মুখে সুনি,মোরপ্রেম মনেগুণি, দণ্ডেক না রৈলা নিজ দেশে ॥ মাতা পিতা পরিহরি, মোকে অন্বেশন করি, চলি আইলা বৈরাগীরবেশে ❋ নিজ সিংহাসন ত্যাগি, আমি দুখিনীর লাগি, একাকি হইলা দেশান্তরী ॥ জীব আশা পরিহরি, ভ্রমিলা সমুদ্র গিরী, যত্নে মোর প্রেম মোনে ধরি❋মোর প্রেমে মজি মোন, প্রাণ পনে দরশন, কৈলা জাই আমার সঙ্গতি ॥ মোর মায়া রূপ ধরি, নারী বেশ অঙ্গেপরি,অন্তঃপুরে গেলা মহামতি ❋ আমার জনক যম, জেন ব্যাঘ্র সমস্বর, তান প্রতি না গুনিয়া ভয়॥ প্রেমরসে মজি মন, গিয়া দিলা দরশন, রসের নাগর দয়াময় ❋ আমাকে প্রসন্ন করি, প্রাণ মোর নিলা হরি, কামিনী মোহনজ্যোতি খনি ॥ তোমা রূপ গুণবান, সহস্র কামিনী প্রাণ, নিতে

শ্রদ্ধা তোমার নিছনি ❋ তোমা সম গুণবান, ভুবনেনাহিক আন, গুনের সাগর প্রাণ পতি ॥ করিলে যে ষষ্টকাম, হেন কর্ম্ম অনুপম, করিতেনা পারে সুরপতি ❋ এতেক প্রকারে অতি, আমি নারী অধোগতি, বিবাহ করিলা প্রাণেশ্বর ॥ মোর খণ্ডবত ফলে, ভাসিনু সমুদ্র জলে, বধিতে নারিনু তোমা ঘর ❋ এহি সে দারুন শোকে, বিধিয়ে নাদিল মোকে পতি পত্নী শর্য্যা করিবার ॥ বিষম সন্তাপে অতি, মোর লাগি প্রাণ পতি, ত্যাগিবেক প্রাণ আপনার ❋ আহাপতি প্রাণধন, পুনি তোমা দরশন, না পাইব এপাপ নয়নে ॥ দেখি তোমা রূপ রঙ্গ, পুলকে রতির অঙ্গ, পরিহার মাগয় মদনে ❋ আমি ভাগ্যহীন নারী, সপ্ত দীপ অধিকারী, পতি মোর জ্যোলকর্ণ নন্দন ❋ গগনের চন্দ্র হতে, দিয়া ত্রিজগত নাথে, পুনি হরি নিলা নিরঞ্জন ❋ স্বামী হেন যুবরাজ, পুরিল মনের কাজ, মনেতে করিনু বহু আশ ॥ বিধী নিদারুন হৈল, পতি হৈতে ভিন্য কৈল, বহু আশে হইনু নৈরাশ ❋ হারাই এহেন কান্ত, কেমনে হইব শান্ত, ধড়েতে না রহে মোর প্রাণি ॥ আহা প্রভু নিরঞ্জন, আম্রাসম কদা-চন, না সৃজিল ভবে বিরহিনী ❋ নিশাচর দুষ্ট মতি, কপট প্রকার অতি, ভাণ্ডিয়া রাখিনু ছয় মাস ॥ যদি ছয় মাস মাঝ, না ঘটয় যুবরাজ, আপ্তঘাতী হইব বিনাশ ❋ আবদুল হাকিম ভমে, শোকপরিহর মনে, ত্রিলোক্যমোহিনী রমা সতী ॥ সতী ভক্ত নিরঞ্জন, দুঃক তোমা বিমোচন, অবিলম্বে মিলিবেক পতি ❋ রাগ পয়ার ॥

এহেন শুনিল যদি রোদন প্রনতী ॥ জানিলেক সত্য

ভঙ্গ নহে লালমতি❀কন্যার মুখেতে বীরে স্তুনিয়া কান্দন শোকে ক্রোধে প্রজ্জলিত সাহার নন্দন ❀ ঘৃত তৈল পাই যেন উছলে আনল ॥ তেহেন বাহাম পাই বলে বাড়ে বল❀পবনসাহায্যে যেন জলে করে আশ ॥ নিজবলে ভাঙ্গি বার সুমেরু কৈলাস ❀ স্তুনি রাক্ষসের নাম গুণি অপমান কুপিত জোলকর্ণ সূত কৃতান্ত সমান ❀ ভুবন বিখ্যাত বীর সাহার সন্ততি ॥ মাতঙ্গ সৌরভ পায় যেন পশুপতি ক্রোধে চতুর্গুন বল আপনা পাসরি ॥ গ্রাসিতে মাতঙ্গ যেন চলিল কেশরী ❀ মহা ক্রোধে সিংহ নাদ করে মহা বীর ॥ পদের প্রহারে ভাঙ্গে পাষান প্রাচীর ❀ মহা কোপে চলে যেন মত্ত ঐরাবত ॥ নিজ দন্তে ধ্বংশীবারে সুমেরু পর্ব্বত ❀ তেহেন সাপোটে জায় মেঘনাদ ছাড়ি ॥ চুর্নবত করিয়া রাক্ষস-ঘর বাড়ী ❀ পদের প্রহারে মহী- হইল অস্থির॥শিকল প্রহারে ভাঙ্গে পাষানপ্রাচীর ❀ পুরি মাঝে প্রবেশিয়া নির্ভয় শরীর ॥ দেখিল সুন্দর এক কনক মন্দির ❀ সে দিব্য মন্দিরে এক পালঙ্ক উপর ॥ দেখিল শয়নে দুষ্ট মহা নিশাচর ❀ লোহার মুদ্গর হাতে লই লাল মতি ॥ অবধি অন্তরে কান্দে রাজ বালা সতী ❀ লালমতি মুখ দেখি বীর গুণবান ॥ মৃত অঙ্গে পুনি যেন সঞ্চারিল প্রাণ❀কন্যা মুখেদেখি নয়নের জল ধার ॥ ক্রোধে প্রজ্জ্ব লিত বীর অগ্নি অবতার ❀ খড়্গ হস্তে করি ধায় বীর গুণ ধাম॥ রাবনে দেখিয়া যেন কুপিত শ্রীরাম❀কিচকে দেখিয়া যেন গতি কৈল ভীম ॥ বীর দর্পে আস্ফালয় তার নাই সিম ❀ মহা ক্রোধে নৃপ সূতা যেন হুতাশন ॥ দহিতে

খাণ্ডব যেন করিল গমন ❀ সিংহনাদ করি হাতে লই অশিধার ॥ চলিল রাক্ষস শত্রু করিতে সংহার ❀ কুমারে দেখিয়া কন্যা হরিষ অন্তর ॥ নিবেদে প্রতির আগে জুড়ি দুই কর ❀ সুন কহি দয়াময় প্রভু গুণবান ॥ দরশনে পুনি মোকে প্রাণ দিলা দান ❀ নয়নে দেখিনু আমি চরণ তোমার তোমা আগে হৈলে মৃত্যু সাফল্ল আমার ❀ মৃত্যুকালে তোমা পদ দেখিতে নয়নে ॥ বাঞ্ছিত মাগিনু পুরাইল নিরঞ্জনে ❀ তবে হিত উপদেশ সুন প্রাণপতি ॥ করিনু কপট মায়া দুষ্টের সঙ্গতি ❀ কহিল আমাকে ভেদ তত্ত্ব আপনার ॥ মৃত্যুর প্রকার এক আছয় তাহার ❀ সেই রূপে তাকে যদি না করে সংহার ॥ কদাচিত আর রূপে মৃত্যু নাহি তার ❀ দ্বাদশ বৎসর দেব পুজি নিরন্তর ॥ দেব আগে পাপিষ্ঠ পাইল এহি বর ❀ ওই পুষ্প বৃক্ষ দেখ বন্দার মাঝার ॥ ওই বৃক্ষ মাঝে প্রাণ রাখিল তাহার ❀ ওহি বৃক্ষ স্বজীবে রহিতে পৃথিবীতে ॥ পাপিষ্ঠের প্রতি মৃত্যু নাহি কদাচিতে ❀ ওই পুষ্প বৃক্ষ মাঝে পাপিষ্ঠের প্রাণ ॥ এক কোপে কাটী বৃক্ষ কর দুই খান ❀ সেই বৃক্ষ না কাটে রাক্ষস আয়ু মুল ॥ রহিলেক মুল ছেদ বৃক্ষ সমতুল ❀ কন্যা মুখে বার্ত্তা পাই জোলকর্ণ নন্দন ॥ বিপাক বুঝিয়া বীর ভাবে মনে মন ❀ ভাবিতে লাগিল বীর মনে আপনার ॥ নিদ্রাতে বধিলে শত্রু অধর্ম্ম আমার ❀ তবে মহা ক্রোধে গিয়া মশরেকের নাথ ॥ প্রহারিল রাক্ষসের মুখে পদাঘাত কুমারের পদাঘাত বজ্র সমস্বর ॥ খাইয়া মর্ম্মান্ত ঘাও উঠে নিশাচর ❀ জাগিয়া কহেন্ত বাক্য কুপিত অন্তর ॥ সুনহ

মনুষ্য জাতি ক্ষুদ্র কলেবর ❈ কোন গর্ব্বে আসিয়াছ পাতাল নগরে ॥ কোথা শূকরের দর্প শার্দ্দুল গোচরে ❈ এথাতে আসিতে নারে মনুষ্য শকতি॥ মৃত্যু হেতু এথাতে আইলা দৈব গতি❈ মরিতে আইলে ভূমি বিদিতে আমার ঘটাইল বিধি তোকে আমার আহার ❈ কোন গর্ব্বে মুখে মোর প্রহার চরণ ॥ ব্যাঘ্র মুণ্ডে হস্ত দাও মরিতে কারণ ❈ কুমার বলিল সুন নিশাচর পাপ ॥ ব্যাঘ্র আগে শূকরে করহ বীর দাপ ❈ দেখহ আপনা অঙ্গ মহা গুরুতর ॥ ক্ষিণ অঙ্গ দেখ মোর নয়ন গোচর ❈ জেন মহা বৃক্ষ তেন না হয় কুঠার॥ কাটী পাড়ে মহা মহা বৃক্ষ অনিবার ❈ অতি ক্ষিণ মহা মুল্য খড়্গ খরশান❈কাটি পাড়ে মহা মহা পর্ব্বত পাষান ❈ অকাজে শক্তির গর্ব্ব ধরহ দুর্ব্বার ॥ ক্ষুদ্র সিংহে বধে গজ পর্ব্বত আকার ❈ প্রতিজ্ঞা করিনু যদি করে কর-তার ॥ কাটিব তোমার মুণ্ড কদলি আকার❈বিদারিব মর্ম্ম তোর বুকে হানি সেল ॥ কাটিব স্কন্ধতে মুণ্ড জেন পড়ে বেল❈ নিদ্রাতে হরিলা নারী মোর অগোচর ॥ সেকারণে তথা না দেখিলা যম ঘর ❈ জখনি দেখিনু তোকে নয়ন গোচর ॥ অবিলম্বে পাঠাইব যমরাজ ঘর ❈ চোর হই কোন মুখে দর্প কর অতি॥ মুখেত নাহিক লজ্জা পাপিষ্ট দুর্ম্মতি❈ অবিলম্বে পাপ শাস্তি দিব এইক্ষণ ॥ তবে সে জানিবে মোকে জোলকর্ণ নন্দন ❈ বকাবকি কর্ম্ম নহে সুন দুরাচার ॥ সংগ্রামে বুঝিবে জেবা বিক্রম জাহার ❈ নিশাচর বলে জেবা নারে ধাইবার ॥ মৃত্য কালে মুখে বাক্য কটুর তাহার ❈ রাক্ষস মুখেতে হেন সুনিয়া বচন ॥

ক্রোধে প্রজ্জ্বতি বীরজেন হুতাসন❋ হস্তেতে ধরিয়া বীর খড়্গ খরশান ॥ বিজলির সম ভেল জুদ্ধে আগুয়ান ❋ তা দেখিয়া রুষিলেক পাপ নিশাচর॥ মহাসিলা ধরি মারে কুমার উপর ❋ অলক্ষিতে খড়্গ হানে বীর গুণবান ॥ পাষান কাটিয়া পাড়ে করি দুইখান❋তাদেখিয়া লালমতি রাজ বালা সতী ॥ প্রভুকে সমর্পে স্থাপ্য আপনারপতি❋ আয় প্রভু ত্রিজগৎ তুমি অধিকারী ॥ তোমা আগে সত্য যদি হই সতী নারী ❋ পতির বিজয় বর মাগি তোমাপাশ কুমারের হস্তে হউক রাক্ষস বিনাষ ❋ তোমার আদেশ জথা ধর্ম্ম তথা জয় ॥ অবিলম্বে রাক্ষসের মুণ্ড হউক ক্ষয়❋ পরধন ভিন্ন নারী মনে লোভ জার ॥ পড়ুক তোমার বজ্র মুণ্ডতে আহার ❋ পাষান কাটিল যদি সাহার কুমার ॥ মহা ক্রোধে নিশাচর করে হাহাঙ্কার ❋ উখাড়ি সালের তরুপাপি দুরাচার ॥ কুমারউপরে মারে পর্ব্বত আকার ❋ কুমার হানিল নিজ খড়্গ খরশান ॥ অবিলম্বে বৃক্ষে খড়্গ ভেদে তুরমান ❋ দেখিয়া ক্রোধেতে প্রজ্জলিত নিশাচর ॥ দুই চারি বৃক্ষ ধরি উখাড়ি সত্বর ❋ ভ্রমাইয়া সেসব বৃক্ষ মস্তক উপর ॥ কুমার উদ্দেশী ক্ষেপেপাপি নিশাচর❋ অল-ক্ষিতে খড়্গ হানে জোলকর্ণ-সন্ততী ॥ সে সকল খড়্গাহানী কাটি লিলাগতি ❋ তা দেখিয়া নিশাচর অতি ক্রোধমন ॥ কুমারের পরে করে সিলা বরিশন ❋ লিলাগতি নৃপসুতে হানি অশিধার ॥ চারি দিকে কাটি পাড়ে সিলা অনিবার সঘন পাষানে খড়্গ হানেন্ত কুমার ॥ খড়্গের প্রহারে উঠে গগনে ঝঙ্কার ❋ অগ্নি কনা খসি পড়ে খড়্গের প্রহারে ॥

অগ্নি গড় হৈল রন ভুমি চারি ধারে ❋ কাটা সিলা বৃক্ষ দহি উঠে নিরন্তর॥অগ্নি মাঝে দুই বীরে জুঝে পরস্পর ❋ নর নিশাচর দোহ যুদ্ধ অনুপম ॥ ইন্দ্রজিতে লক্ষণের যেহেন সংগ্রাম ❋ মেঘনাদ ছাড়ে যেন রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥ সিংহনাদ করি উঠে সাহার সন্ততি ❋ ঠাঠা ভয়ঙ্কর যেন দোহান গর্জ্জন ॥ কর্ণেতে লাগয় তালি শব্দ বিচক্ষণ ❋ আষাঢ় মাসেতে যেন বরিষে নির্ঝর ॥ ঠনাঠনি শব্দ উঠে অতি ভয়ঙ্কর❋সিলা বৃষ্টি নিরন্তর কুমার উপর ॥ দোহান আটোপে মহি কাঁপে থর থর❋মারুতে ভাঙ্গিয়া যেন পাড়ে গিরী চুড়া ॥ সমুদ্রে পড়য় যেন পর্ব্বতের মুড়া ❋ দুই বীরে যুদ্ধ করে মহি টলমল॥অধিক চিন্তিত বালা চিন্তায় বিকল আল্লাকে অস্তুত বহু করি কন্যা সতী॥ প্রভুর চরণে মাগে করিয়া প্রনতি ❋ জোলকর্ণ নৃপতি রোসনক দেবী সতী সে দোহ প্রভাবে রক্ষা কর মোর পতি ❋ সে দোহান পুন্যের প্রভাবে নিরঞ্জন॥ কুমার হস্তেতে কর রাক্ষস নিধন বীরে বীরে যুদ্ধ করে দোহ বলবন্ত ॥ শিক্ষা গুণ দুই বীরে আপনা রাখেন্ত ❋ এহিমতে যুদ্ধ করে দুই মহা বীরে॥ তিল প্রায় ক্ষত্ত কার না হৈল শরীরে ❋ বিক্রমে বিষম সম সম দুই বীর ॥ মহা বীর্য্যশালী দোহ নির্ভয় শরীর❋পরাজিতে নারে বীরে রাক্ষস চিন্তিত ॥ হাতেতে লইয়া গদা ভ্রমাই তুরিত❋তা দেখিয়া কুমার-মনি বীরগুণবান॥হস্তেতে লইল মহা গুরুজ প্রধান ❋ ভুবন বিখ্যাত দোহ নর নিশাচর ॥ দোহানের গদা যুদ্ধ বিষম সমর ❋ মহা আর্ত্তনাদে যেন গর্জ্জয় গগন ॥ আটোপ তেহেন পুর্ব্বে সুরাসুর রন❋গুরুজ

গদার উঠে শব্দ ঠনাঠনি ॥ দোহানের পদ দর্পে কাতর মেদিনী ❀ গুরুজ গদার যুদ্ধ হৈল বহুতর ॥ প্রহারয় নিবারয় দোহ নিরন্তর ❀ কুমারে ক্ষেপিয়া গদা মারে নিশাচর ॥ কুমার লয়েন্ত গদা গুরুজ উপর ❀ কুমার গুরুজ হানে বজ্র সমস্বর ॥ গদা আড়ে নিবারয় পাপী নিশাচর ❀ গদায় গুরুজে উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ প্রহারিতে নারে কেহ কাহার উপর ❀ এহিমতে দুইবীরে জোঝে অবিশ্রাম ॥ জয় পরাজয় নাই বিসম সংগ্রাম ❀ রাখিল গুরুজ গদা দুই মহা বলি ॥ দুই বীর মধ্যে যুদ্ধ কহ ঠেলাঠেলি ❀ পদে পদে জড়াজড়ি গুজা গুজি রন ॥ রাক্ষসে সহিতে নারে কুমার তাড়ন ❀ কিন্তু অবসর পাই পাপী নিশাচর ॥ মহা বৃক্ষ ক্ষেপি মারে কুমার উপর ❀ সেই বৃক্ষ নিবারিয়া মশরেকের নাথ মহা ক্রোধে কাটি পাড়ে রাক্ষসের হাত ❀ কাটিল দক্ষিণ হস্ত কোপে দুরাচার ॥ কুমারকে মারে দুষ্ট হস্তের প্রহার ॥ মারিয়া কুমার অঙ্গে অস্ত্রের প্রহার ॥ ভাবিতে লাগিল পাপী মনে আপনার ❀ অক্ষয় শরীর মোর ক্ষত কি কারণ ॥ কাটিয়াছে পুষ্প বৃক্ষ হেন লয় মন ❀ এতেক ভাবিয়া মনে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি ॥ দেখিবারে পুষ্প বৃক্ষ ধায় শীঘ্রগতি ❀ পুষ্প বৃক্ষ না দেখিয়া ছাড়ে প্রাণ আশ ॥ আর্ত্তনাদ ছাড়ে যেন গর্জ্জয় আকাশ ❀ যেহেন রামের বান না সহে শরীরে ॥ হাহা শব্দে ডাক ছাড়ে কুম্ভকর্ণ বীরে ❀ তেন মহা শব্দে কান্দে মুণ্ডে দিয়া হাত ॥ আহা বিধি মোকে হেন ঠেকালে নির্ঘাত ❀ মানব কুলেতে হেন বিখ্যাত কুমার ॥ পাতালে প্রবেশি মুণ্ড খাইল আমার ❀ এহেন ভরসা মোর

ছিল মনে অতি ॥ কাটিতে এ বৃক্ষ নাহি কাহার শকতি❀ হেন মহা বৃক্ষ কাটী পাড়ে অলক্ষিত ॥ কাটীল আমার বাহু আমার বিদিত ❀ মুণ্ডে করাঘাত হানী কান্দে বহু তর ॥ সংগ্রামে আইল পুনি কুপিত অন্তর ❀ লালমতি সংহারিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ কন্যা প্রতি কহে দুষ্ট তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ❀ দেখায়ে আমাকে মায়া মধু-মিষ্ট বানী ॥ মিত্র রূপে শত্রু হই লৈলা মোর প্রাণি ❀ কপটে লইলা মোর মৃত্যুর বৃত্তান্ত ॥ কহিলা সে সব ভেদ পাই প্রাণকান্ত❀ আমা হৈতে মৃত্যু ভেদ লইলা আমার ॥ মোর অস্ত্রে মোর প্রাণ করিলে সংহার ❀ খাইলে আমার মুণ্ড বসি মোর পাশ ॥ মধু বাক্যে কৈলা তুমি মোর বুদ্ধি নাশ ❀ তোর বাক্যে না রহিল বুদ্ধি মোর স্থির ॥ মায়া যুদ্ধে পরাজয় আমা হেন বীর ❀ এতেক ভাবিয়া মনে পুনঃ ছয় মাস ॥ পুরিতে না দিলা মোকে রতিরঙ্গ আশ❀ ভাণ্ডিয়া না দিলে মোকে করিতে বিহার ॥ উদর পুরিব তোকে করিয়া আহার❀ পতির সাক্ষাতে তোকে ভক্ষিব এইক্ষণে ॥ মৃত্যু কালে দুখ তবে না রহিবে মনে ❀পাপিষ্ঠ প্রতিজ্ঞা সুনি কুমারী ত্রাসিত ॥ ধাইগিয়া দাণ্ডাইল কুমার বিদিত❀ নিশাচর বাক্য সুনি ত্রাসে রাজবালা ॥ নয়নে শ্রবয়ে বিন্দু বিন্দু মুক্তা মালা❀কুমারীচিন্তিতদেখি সাহার কুমার ॥ বীর দর্প করি ওঠে সিংহের আকার❀ কন্যা প্রতি সম্বোধিয়া কহে বীর মণি ॥ ধন্য২ সতী তুমি ত্রিলোক্ষমহিনী এহেন প্রচণ্ড জ্ঞান তুমি কুল জসি ॥ গ্রহিতে নারিল রাহু তোমা হেন শশী ❀ রাক্ষস মুখেতে সাক্ষী পড়িল তোমার

প্রকারে রাখিলা সত্য ধর্ম্ম আপনার॥ জনকি হরিল পুর্ব্বে লঙ্কার রাবনে ॥ উদ্ধারি আনিল সীতা শ্রীরাম লক্ষনে ॥ প্রত্যয় না করে রামে জানকি বচন ॥ বিনা পরীক্ষায় কভু শুদ্ধ নহে মন ॥ যদি সে রাবন মুখে শুনে হেন বানী॥ না ক্ষেপে অনল কুণ্ডে পতিব্রতা জানি ॥ সে পরীক্ষা হৈন্তে এহি পরীক্ষা নির্ম্মল ॥ রাক্ষস মুখেতে সাক্ষী পুরিল সকল ॥ লঙ্ঘিতে নারিল তোমা কভু দুষ্টমতি ॥ সত্যত জানিনু তুমি পতিব্রতা সতী ॥ নিশাচর প্রতি মনে ভয় পরিহরি ॥ নিঃসঙ্কায় আমা সঙ্গে রহ প্রাণেশ্বরী ॥ কি করিতেপারেতোমাপাপি দুরাচার॥ আমার সাক্ষাতেকিবা আসঙ্কা তোমার॥ সকৌতুক রঙ্গে চাহ না গুন সঙ্কট ॥ আসিতে না দিব শত্রু তোমার নিকট॥ সত্যত জানহপ্রিয়া আমার বিদিতে॥ দেবাশূরে আসি নারেতোমাকে লঙ্ঘিতে নিদ্রাতে আছিনু হেতু এহেন বিপাক ॥ সাক্ষাতে পাইলে যেন বঞ্চিত বরাক ॥ বৈরি হেতু যুদ্ধ মোর সঙ্গে তিনদিন আজি তাকে করিদিব যমের অধীন ॥ সাক্ষাতে রহিতে আমি না ভাব সংশয় ॥ সহরিষে রঙ্গ চাহ পরিহরি ভয় ॥ নিজ প্রিয়া সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥ নিশাচর সংহারিতে করিল গমন ॥ সিংহনাদ করি জায় ধরিয়া কৃপান॥ রাক্ষ- সের বাম হস্ত কাটে তুরমান॥ দুই হস্ত কাটা গেল পদে করি ভার ॥ মেঘনাদ করি চলে রাক্ষস দুর্ব্বার ॥ সুমেরু ভেদীতে যেন ঐরাবত কাঁপে॥ দুই হস্ত শূন্য পাপী চলিল আটোপে ॥ কুমার দেখিল ক্রোধে আইল নিশাচর ॥ চলিল কুমার-মনি কুপিত অন্তর ॥ যে হেন কুপিত

ভীম কৃষ্ণ অনুসারে॥ দুর্যোধন উরু ভাঙ্গে গদার প্রহারে॥ তেহেন আটোপে বীর হানে অশিধার ॥ রাক্ষসের দুই উরু কাটিল কুমার ॥ দুই উরু কাটিলেক সাহার সন্ততি॥ গিরী সৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন পড়িল দুর্মতি ॥ আকাশ পাতাল পাপি মুখপ্রসারিয়া॥ বুকে হাঁটি চলে কন্যা খাইতে ধরিয়া তা দেখি ত্রাশিত হই কন্যা লালমতি॥ কুমার নিকটে ধাই আইল শীঘ্রগতি ॥ কুমার দেখিল কন্যা গ্রাসিতে আইসয় শরজালে আবরিল সাহার তনয়॥ রাক্ষসের দুই ওষ্ঠে হানি তিক্ষ্ণ শর ॥ দুই ওষ্ঠ বিন্ধীয়া করিল একান্তর ॥ যেহেন আটোপে রাম কুপিত অন্তর ॥ রাবনের বুকে হানে তিক্ষ্ণ তিক্ষ্ণ শর ॥ তেন মহা কোপে ধরি সরফল ফুলুকে॥ তিক্ষ্ণ তিক্ষ্ণ বান হানে রাক্ষসের বুকে॥ পাতালে প্রবেশি বাল্মি যে হেন আটোপে ॥ মৈসা-সুর ধরি মুণ্ড ছিড়ে মহা কোপে॥ তেহেন আটোপে অতি বীর গুণবান॥ রাক্ষসের মুণ্ড কাটে ধরিয়া কৃপান॥ পর্ব্বতের চুড়া যেন ভাঙ্গে অকস্মাত॥ ভুমেতে পড়িল পাপি হইয়া নিপাত॥ রাক্ষসের মুণ্ড হস্তে ধরি বীরবর ॥ লালবানু পদ নিম্নে ফেলায় সত্ত্বর ॥ চলিল কন্যার ব্যাধি লইয়া মস্তকে ॥ পড় গিয়া ছার মুণ্ড অঘোর নরকে ॥ পরধন পর নারী লোভে জার মন ॥ ইহ লোকে পর লোকে অবশ্য লাঞ্ছন॥ বিচ্ছেদ সন্তাপে অতি সাহার নন্দন॥ সহরিষে নিজ প্রিয়া দিল আলিঙ্গন॥ নয়নে নয়ন দিয়া অধরে অধর ॥ হৃদে২ আলিঙ্গিল রসের নগর॥ নিভিল বিরহ অগ্নি প্রেম মধু পানে॥ প্রিয়া লইগমনকরিল স্থানে ॥ লালবানু সঙ্গে রঙ্গে সাহার নন্দন ॥ শুড়ঙ্গের লালমতি ॥

পথে চলে আনন্দিত মন ❀ লালমতি আগে করি সাহার কুমার ॥ হাঁটয় অরন্য পন্থে সিংহ অবতার ❀ এই মত্তে কত দিন হাঁটী বনে বনে ॥ ক্ষুধায় বনের ফল খায় দুইজনে এইমতে কত দিন হাঁটী দুইজন॥ সন্মুখে দেখিলএকবিচিত্র ভুবন ❀ পরম উত্তম পুরি অতি মনোহর॥ পুষ্পের উদ্যান তথা দিব্য সরোবর❀ নগরেতে দিব্য দিব্য সারি সারি ঘর মহা হরষিতে রহে সাধু সদাগর ❀ দেখিতে শোভয় যেন অমরা ভবন॥ দেখিয়া আনন্দ অতি নৃপতি নন্দন ❀ নগর মাঝেতে এক চৌয়ারী সুন্দর ॥ নির্ম্মিয়াছে পরম উত্তম মনোহর ❀ নগরে আইসয় যত পুরবাসীগণ ॥ সে দিব্য মন্দিরে করে সাধন ভজন❀শতেক কলসি ভরিয়াছে দিব্য জল ॥ জল পান করিবারে বিদেশী সকল ❀ নগর অন্তরে এক পাষানের ঘর ॥ তপশ্বিনী রূপে কন্যা গৃহের অন্তর❀ পাষান প্রাচীর ঘর পাষানের দ্বার ॥ কপাট মেলিতে নারে গজ পাটওার ❀ দ্বারেতে কুলুফ কুঞ্জি করি কন্যা সতী ॥ নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান করে নিজ পতি ❀ সঘন বিকল রমা বিরহে তাপিত ॥ গবাক্ষে হেরয় মুখে জপে প্রতিনিত ❀ বিদেশী ভ্রমিক যত নগরে আইসয় ॥ অবধি অন্তরে কন্যা গবাক্ষে হেরয় ❀ সেই গৃহ সমিপে চৌয়ারি শোভাকর ॥ লালমতি সঙ্গে গৃহে প্রবেশে কুমার ❀ ঘর দেখি কুমারী কুমার গুনবান॥ প্রসংশিল দিব্য পুরি রাজ যোগ্য স্থান ❀ দেখিয়া উত্তম স্থান আনন্দিত মন ॥ বিশ্রাম করিল তথা সাহার নন্দন ❀ রাজ ভোগ উপহার জতেক নানান॥ মুদি সবে আনিয়া ভেটিল ভুরমান ❀ কন্যা তরে আজ্ঞা দিল

সাহার নন্দন ॥ নানা উপহারে অন্য করিতে রন্ধন ❀ রন্ধন করিল বালা সহরিষ মন ॥ পরম আনন্দে দোহ করিল ভোজন❀ রহস্য কৌতুকে অতি হরিষ অন্তর ॥ বর বালা দোহ কৈল উত্তর পত্তুত্তর ❀ হাস্য পরিহাস অতি সহরিষ মন ॥ অর্দ্ধ নিশি আনন্দে গোঙাইল দুই জন❀ হরিল অবধি রমা রাক্ষস দুর্জ্জনে ॥ নিসিথে নাহিক নিদ্রা কুমার নয়নে সাক্ষাতে রাখিয়া প্রিয়া নয়নের পর ॥ বসিয়া গোঙায় নিশি হস্তে ধনুশ্বর ❀ হেন কালে পাষানের গৃহের অন্তর ॥ তপশ্বিনী রোকবানু কান্দে একেশ্বর ❀ নিরবে বসিয়া বর বালা দোহ জন ॥ মন সাবধানে সুনে কন্যার কান্দন ❀ আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার ॥ হুদেস্তে আত্মমা দেহ পরম বেহার ❀

রাগ দক্ষিণা বসন্ত ❀

বসন্তের রিত, বৃন্দা বিরাজিত, নানা পুষ্প বিকশিত ॥ প্রিয়া দুর দেশে, বিরহের ক্লেশে, দহে রমণীর চিত ❀ কোকিলের ধ্বনি, সুনি বিরহিনী, অঙ্গে বরিষে অনল ॥ নবীন যুবতী, বিনা প্রাণ পতি, ভবে জীয়ন গরল❀ আহা করতার, আমা সম আর, নারী নাই বিরহিনী ॥ কেন নিরঞ্জন, করিলা সৃজন, আমা হেন অভাগিনী ❀ দিবস জামিনী, কান্দি একাকিনী, পতির বিচ্ছেদ শোকে॥ জীবের জীবন, পতি প্রাণধন, কান্ত সয়ফল মুলুকে ❀ গুনের সাগর রসের নাগর, সাহা ছেকান্দর সূত ॥ ভুবন মাঝার, তোমা সম আর, রূপ নাহি অদ্ভুত ❀ রৈলা মোকে ছাড়ি, প্রাণ নিলা হরি, আর না দেখিব মুখ॥ বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সহে না২, কারে কহিব সে দুখ❀ সাফল্য জীবন, পশু পক্ষিগণ, না জানে বিরহ

যেথা॥ মন রঙ্গে অতি, সঙ্গে নিজ পতি, রঙ্গে জায় জথা তথা॥ সংসারে দুক্ষিত, হেন কদাচিত, নাই আমা সম নারী॥ আমি অভাগিনী, জনমদুখিনী, হৈনু কলঙ্কের ভারি॥ নারী অধগতি ছাড়ি জার পতি, সে নারী জীবন অকাজ॥ আহা নিরঞ্জন মোকে বিস্মরণ, হই রৈলা যুবরাজ॥ জীবন যৌবন, মোর অকারণ, সদায় তাপিত মন॥ বুঝিনু বিশেষ, আয়ু হৈল শেষ শোকে তেজিব জীবন॥ ত্যাগিলে জীবন, তবে কদাচন, খণ্ডয় বিরহ দুখ॥ যতু জীব ধরি, সহিতে না পারি, সদায় বিদরে বুক॥ আহা প্রাণপতি, কি হেতু বিমতী, হৈলা অভাগিনী প্রতি॥ জানি নিজ দাসী, মনে কৃপা বাসি, উদ্দেশি না কৈলা গতি॥ তোমার বিরহে, প্রাণে কত সহে, মরিব ভক্ষি গরল॥ জীব আসা ত্যাগি, প্রভু পদে মাগি, হউক তোমা কুশল॥ তোমার বাঞ্ছিত, যেবা মনহিত, পুরাউক প্রভু আগে॥ এ বলিয়া সতী, করিয়া প্রনতী, নিরঞ্জন ধ্যানে জাগে॥ যুবরাজ প্রতি, কন্যা লালমতি, প্রভুঘট র তুরিত॥ পতিপ্রাণকানু, লইলালবানু, সদা রহ আনন্দিত॥ সঙ্গে লালমতি, চির জীব অতি, হইয়া সংসার মাঝ॥ হরিষ অন্তর, বঞ্চ প্রাণেশ্বর, ভুঞ্জাই সম্পদ রাজ॥ পতি আর জসে, বঞ্চ মন রসে, ভবে অবধি অন্তর॥ আছিল ললাটে, প্রাণ দিব ঝাটে, তোমা ভাবে প্রানেশ্বর॥ যদি ধৈর্য্য ধরি, তোমা ভাবে মরি, তবেই সাফল্য মোর॥ মৃত্যু লইনু ইছি, তোমা পদ নিছী, প্রাণ ফেলিব মোর হই প্রেম জ্বালা, কন্যা রোকবালা, কান্দয় করি প্রনতি॥ যত একে এক সব শুনিলেক, বসি কন্যা লালমতি॥

কন্যার বিনয়, শুনি মর্ম্মদয়, নয়নে শ্রবয় জল॥ উস্তুমের রিত, দুক্ষের বেথিত, শুনি হইল বিকল ❋ পতির গোচর জুড়ি দুই কর, পুছে কন্যা লালমতি ॥ কহ প্রাণ নাথ, কি হেতু এথাত, নারী শোকাকুল অতি❋নারী একাশ্বরি, বহু ভক্তি করি, কান্দে তোমা নাম ধরি ॥ স্মরি জগ পতি সাহা মহা মতি, কান্দে কুহরি২ ❋ কন্যা কেবা হয়, কেন বিলাপয়, সত্য কহ প্রাণ কান্ত॥ কহে বীরমনি, শুন প্রাণ ধনি, পন্থ কৌতুক বৃত্তান্ত ❋ রাগ জমক ছন্দ ॥

তোমা উদ্দেশিয়া আমি যদি কৈনু গতি॥পন্থেতেমিলিল এক মহা নরপতি ❋ তার পুত্র বিভা হেতু করিলজোড়নি মহা নরপতি সাহা আমীর নন্দিণী ❋ আছিল কুচ্ছিত রূপ নৃপতি কুমার ॥ ভজমান নাই বালা তাকে করিবার ❋ পন্থেতে পাইয়া মোকে সেই নরপতি॥ করিল আমাকে বহু বিনয় প্রনতী ❋ আমি জাই এই কন্যা বিভা করি দিতে দেশে আনি দিসে রমা তার পুত্রে নিতে❋এড়াইতে নৃপ হাতে নারি কদাচন॥সেইদেশে কন্যা বিভা কৈনুতেকারণ যেইমতে এই কন্যা নাহি পরসিনু ॥ যেইমতে সদৃষ্টেতে মুখ না চাহিনু ❋ যেন মতে পন্থে গেনু কন্যা পরিহরি ॥ যেন মতে পিছে২ ধাইল সুন্দরি❋ যেন মতে কন্যা ছাড়ি ফারেস নৃপতি॥ সসৈন্যে সহিতে নিজ দেশে কৈলগতি ❋ যেন মতে কন্যার বিনয় বহু সুনি॥ যেন মতে অশ্বে তুলি লৈনু প্রেম গুণি ❋ যেন মতে পন্থেতে কৌতুক ব্যাবহার॥ যেন মতে হরিল ধিবর দুরাচার❋ একে২ সে সকল কহিল বৃত্তান্ত॥জালবানু বলে কহি সুন প্রাণ কান্ত❋বিমতি কর্ম্ম

প্রভু করিল সুসার ॥ হারাই পাইলা পুনঃ রত্ন আপনার ❀ এক বাক্য কহিতে মনেতে শ্রদ্ধা অতি ॥ যদিব্য বিস্মিত প্রভু না হও মোর প্রতি ❀ উচিত কহিতে প্রভু আগেমনে ভিত ॥ পতি সঙ্গে সম যুক্ত নহে নরঙ্গিত ❀ পতির অস্মত বিনা বাক্য কদাচন ॥ পতি আগে যুক্ত নহে কহিতে বচন কুমার বলিল স্থুন প্রিয়া কণ্ঠমনি ॥ অমৃত লহর তোমা মুখে মিষ্ট বানী ❀ হিত ভাবি কহ যদি বচন কটুর ॥ অমৃত সদৃশ রস যেহেন মধুর ❀ জদ্যপী আমাকে প্রিয়া কই কু-বচন ॥ আমা প্রতি মধু পান হেন লয় মন ❀ তোমা বাক্যে মনে মোর না জম্মে বিকার ॥ মন রঙ্গে কহ বাক্য সঙ্গতি আমার ❀ কুমারী বলিল কহি স্থুন সুদ্ধ মতি ॥ তুমি প্রভু এহেন কন্যার প্রাণ পতি ❀ নিজ সতা রক্ষাহেতু ভাবেতে তোমার ॥ রহিলেক পাষানের গৃহে বান্ধী দ্বার ❀ তোমা জপতপ ধ্যান করে নিরন্তর ॥ তপস্বিনী রূপে গোসা ম যে একেশ্বর ❀ তোমার বিচ্ছেদ শোকে কান্দে কন্যা সতী ॥ সহরিষে আছ প্রভু তুমি রঙ্গমতি ❀ কন্যার কান্দনে হয় পাষান বিদার ॥ তথাপি মনেতে বেথা না জন্মে তোমার পতি সে নারীর দেব ধর্ম্ম যত ইতি ॥ পতি বিনা নারীর নাহিক অন্যা গতি ❀ জনক জননি পরিহরি নারীগণ ॥ মন রঙ্গে ভজে নারী পতির চরণ ❀ পতি দৃষ্টে সতীর নয়ন নিরন্তর ॥ পতির নয়ন অন্য নারীর উপর ❀ ভ্রমর প্রকৃতি সত্য পুরুষের মন ॥ এক পুষ্পে মকরন্দে শান্ত নহে মন ❀ বিচারেন্ত অন্যে অন্যে পুষ্প মধুময় ॥ পুরুষ ভ্রমর জাতি কঠিন হৃদয় ❀ নারীর ছাড়িতে পতি সঙ্কট অধিক ॥ পুরুষে

ছাড়িতে নারী নাহি দিগ্বিদিক ❋ পুরুষ নারীর গতিপতি প্রাণ ধন ॥ তপস্বিনী হই সতী ভাবে এক মন ❋ দেখএছি রাজ বালা ত্যেজি অন্ন জল ॥ তোমার বিচ্ছেদ শোকে কান্দিয়া বিকল ❋ তোমা স্মরি কান্দে শোকে সতী বিরহিনী কদাচিত না স্মরিল জনক জননী ❋ যতেক বিনয় কৈল রাজ বালা সতী ॥ সুনিলা আপনা কর্ণে তুমি প্রাণ পতি নিজ প্রাণ দিতে তোমা পদের নিছনী ॥ তোমা অবিদিতে কৈল সুন গুণমণি ❋ বিদিতে করিলে নারী বলে মারা ছল ॥ অজ্ঞাতে সুনিলে যেবা বিনয় সকল ❋ সতীনিপ্রভাবে মোকে না গুণি প্রমাদ ॥ তোমা প্রেম লাভে মোকে কৈল আশীর্বাদ ❋ নতুবা ইষ্টতা কিবা আমার সহিত ॥ অনু-দ্দেসে কহে মোকে বাক্য গৌরবিত ❋ শুনিয়া কন্যার যত বিনয় সকল ॥ সত্য জান পাষান কঠিন হয় জল ❋ তথা-পিও করুনা না হৈল প্রাণ কান্ত ॥ নিজ দরশনে কন্যা না করিলা শান্ত ❋ এতেক বুঝিনু তুমি কঠিন হৃদয় ॥ এহেন নিষ্ঠুর কেন তুমি দয়াময় ❋ কন্যার বচন সুনি কহেন্ত কুমারে ॥ এতেক কটুর প্রিয়ে বলহ আমারে ❋ মধু জিনী বাক্য তোমা অমৃত লহরী ॥ স্তুতি বাক্যে নিন্দ মোকে প্রাণের দোসরী ❋ তোমার কটুর বাক্য মধু বরিষন ॥ শুধারস মুখে তোমা অমৃত বচন ❋ এই কন্যা কেবা নহে জানি তত্ত্ব সার ॥ কান্দয় কাহার হেতু বনিতা কাহার ❋ কোন রাজ্যে বিভা কৈল এহি কোন দেশ ॥ কোথায় রহিল রমা না জানি উদ্দেশ ❋ হয় কি না হয় বালা না জানি প্রত্যয় জদ্যপিও হয় তোমা প্রতিমনে ভয় ❋ কি রূপে সন্তোষি

বল সে কন্যার মন ॥ তোমা ভয়ে ধড়ে প্রাণ নাহি কদাচন সতীনির অরিভাব মনেতে আচরি ॥ যদি সে বিমন মোরে হও প্রাণেশ্বরী ❋ তবে সত্য কহি প্রিয়ে শুনহ বচন॥ বিফল হইল মোর এ পাপ জীবন ❋ কুমারী বলিল প্রভু বাক্য বিপরিত ॥ নিজ দাসী প্রতি কেন মনে বাস ভীত ❋ বন্ধু হতে কৃপা বাসে শত্রু হতে ভয় ॥ শত্রু ভাব মনে তোমা কেন দয়াময় ❋ তোমা প্রেম রসে মোর হৃদয় পুর্ণিত ॥ বৈরিভাব মনে মোর নাহি কদাচিত ❋ তোমার হরিষে মোর হরিষ অপার॥ তোমা অসন্তোষে বৃথা জীবন আমার তোমা শত্রু যেবা মোর শত্রু সেই সব ॥ তোমা বন্ধুগণ হয় আমার বান্ধব❋ যদিবা সতীনি শব্দে মনে ক্লেশ পাই॥ দিব্য কৈনু আপনি আপনা মুণ্ড খাই ❋ তবে নিবেদয় প্রভু রাতুল চরণে ॥ সেই কন্যা নহে হেন বল কিকারণে কন্যা রোকবানু যদি কহে কদাচিতে ॥ জোলকর্ণ শশুর কারে বলে পৃথিবীতে ❋ যদি সে জোলকর্ণ নামে আছে অন্য জন ॥ জগৎ ঈশ্বর হেন বলে কি কারণ ❋ সেই বিনা জগ পতি নাহি ক্ষিতী মাঝ ॥ সয়ফল মুলুক অন্য নাহি যুবরাজ ❋ জগৎ ঈশ্বর সাহা জোলকর্ণ সন্ততি ॥ সয়ফল মুলুক বলে এ নারীর পতি ❋ যদি মোর তরে আজ্ঞা কর দয়াময় ॥ তথা জাই কন্যা সনে করি পরিচয়❋ আদেশিল যুবরাজ জাও প্রাণ ধনি ॥ কি হেতু কান্দয় কন্যা কাহার রমণী ❋ কুমারের আদেশ পাইয়া লালমতি ॥ কন্যার নিকটে জায় রাজবালা সতী ❋ গবাক্ষ দ্বারেতে দাণ্ডাইল গুণবতী ॥ রোকবালা প্রতি পুছে মধুর ভারতি ❋

অমৃত জিনিয়া বাক্য আরম্ভিল বালা ॥ বচনে গাঁথয় নব লক্ষ মুক্তা মালা ॥ কাহার দুহিতা তুমি কাহার যুবতী ॥ সত্য করি কহ রমা কেবা তোমা পতি ॥ নিকুঞ্জ পাষান গৃহে কেন একেশ্বরী ॥ কি হেতু কান্দিতে আছ কুহরিং সয়ফল মুলুক কেবা কাহার কুমার॥জোলকর্ণ কাহার নাম কহ তত্ত্ব সার ॥কি রূপে বিচ্ছেদ হৈল তোমা নিজ পতি॥ কিমিতে প্রকার কিবা তাঁহান সঙ্গতি ॥ তোমার বিনয়ে মোর দগধয় প্রাণ ॥ তেকাজে মিত্রতা ভাবে পুছি তোমা স্থান॥ কহিবা মনেরবেথা আমাকে নিশ্চিত॥ পুছি আমি তোমা দুঃখে হইয়া বেথিত॥ লালবানু মুখে বাক্য সুনি রোকবালা ॥ গদ২ভাসে কহে গাঁথি মুক্তা মালা ॥ গাঁথয় মুকুতা হার অমৃত বচনে॥ কহ পদুত্তর বানী সচকিত মনে তুমি কোন জোন হও কহ প্রাণ সখী॥ কি হেতু আমার দুখ পুছ চন্দ্র মুখি ॥ নাহি জানি শত্রু মিত্র তুমি কোন নারী॥ তোমাকে মনের ভেদ কহিতে না পারি ॥ সয়ফল মুলুক কথা পুছ কি কারণ ॥ কহিতে না পরি বিনা পতি দরশন মুণ্ড হীন স্কন্ধ মোর দেহ জীব হীন ॥ সজীবে রহিতে মোর মৃত্যুর অধীন॥ জীব হীন দেহ প্রতি কি পুছ বচন ॥ প্রাণ বিনা বাক্য না নিঃশ্বরে কদাচন ॥ ওলি হীন পুষ্প আমি বিরহে তাপিত ॥ বিরহ বেদনা প্রতি পতি সে বেথিত ॥ পতি বিনা মর্ম্ম ভেদ না কহি কাহাতে॥ কদাচিত প্রাণ সখী না পুছ আমাকে॥ জাহাকে কহিলে খণ্ডে মনেরবেদন॥ তাহাকে কহিব যটাইলে নিরঞ্জন॥তোমাকে কহিতে দুঃখকোন প্রয়োজন॥ তেকারনেঅজথাতেনাকহি লালমতি ॥

বচন ❋ লালমতি বলে কহ নহে অন্যথাত ॥ অবিলম্বে মানস পুরিবে সহসাত ❋ অনুশোক-পরি হর পুর্ণ ভেল আশা ॥ খণ্ডিবে তোমার যত ছিল দুঃখ দশা ❋ ছাড়হ বীরহ ক্লেশ সান্ত কর চিত॥ তোমা অন্ধকারে চন্দ্র হইল উদিত ❋ প্রভুর কৃপায় সিদ্ধ তোমা মন কাজ ॥ শীঘ্রহ মিলিবে তোমা পতি যুবরাজ ❋ যদি সে আমাকে বালা আদেশ বচন ॥ কণ্ঠ গতে প্রাণ তোমা দিব এইক্ষণ ❋ যুব-রাজ সয়ফল মুলুক যে কুমার॥অবিলম্বে আনিদিববিদিতে তোমার ❋ রোকবানু বলে বৃথা কহ কিকারণ ॥ গঙ্গা জল ছাড়ি কোথা কুপে মজে মন ❋ যথা কন্যা লালমতি ত্রিলোক্ষ মহিনী ॥ তথায় রহিলমোর প্রভু গুণমনি ❋ লালমতি পরি-হরি আমার কারণ ॥ মোনেতে না লয় এথা করিবে গমন লালমতি দাসী তুল্য না হই নিশ্চয় ॥ তেকারণে পাসরি রহিল দয়াময় ❋ মায়া রূপে কহ কিবা এ সত্য বচন ॥ সত্য হেন মনেতে না লয় কদাচন ❋ সত্য বাক্য কহ যদি এক কায় চিত ॥ পুরুক প্রভুর আগে মনের বাঞ্ছিত ❋ যদি সে কপটে মোরে ভাণ্ড কদাচন॥ হইবে তোমার প্রতি বিধাতা বিমন ❋ দুতী হই যদি নিজ ধর্ম্ম কর নাশ॥ হারাইবে দোহ কুল হইবে নৈরাশ ❋ পৃথিবীতে দুতী নারী বড় অপরাধি॥ পুর-ধর্ম্ম নাশে আপে হই মিথ্যা বাদী ❋ বচণে চতুর দুতী জিনিয়া পণ্ডিত॥ না রুচে দুতীর বাক্য সতীর বিদিত ❋ যোদ্ধাগণ প্রতি জেন দীব তনুত্রান ॥ সতী নারী প্রতি তেন ক্ষমা ধৈর্য জ্ঞান ❋ সুনিলে না করে প্রত্য সত্য কিবা হয়॥ বিলম্বে করয় কর্ম্ম বুঝি পরিণাম ❋ বেহেস্তে আদম

নবী পিতা গুণধাম॥ ইবলিসের বাক্যে পাসরিল প্রভু নাম
খাইল গন্দম শীঘ্র বিলম্ব না করি ॥ তেকাজে পাইল দুখ
স্বর্গ পরিহরি ❋ ইবলিসের বাক্যে কর্ম্ম করিল অকাজ ॥
তেকাজে প্রভুর আগে পায় মহালাজ ❋ আদম বংশেতে মোর
জন্ম পৃথিবীত ॥ আদ্ধ্য পরিণাম কাম বুঝিতে উচিত ❋
ভাণ্ডিল আদম নবী পূর্ব্বে দুরাচার ॥ ভাণ্ডিতে নারয় পুনি
জ্ঞান আছে জার ❋ অকস্মাত কর্ম্ম নহে ভাল ব্যবহার॥ধর্ম্ম
নাশ জনে করে কর্ম্ম অবিচার ❋ তেকাজে সমর্থ দুতী নহে
সতী আগে॥ সতীর অগ্রেতে দুতী পরিহার মাগে ❋ পতি
ভাবে পৃথিবীতে যদি রহে সতী॥ সতীরে সাহায্য করে ত্রিজ-
গৎ পতি ❋ নিজ ধৈর্য্য পালি যদি রহে প্রভু আগে॥ সহস্র
দুতীর বাক্য মনেতে না লাগে ❋ সত্যের হরিষ বৃথা না গুণি
সংশয় ॥ পুরিলে মনের বাক্য করিব প্রত্যয় ❋ যদি এথা
আসিয়াছে মোর প্রাণ কান্ত॥ কহিবে আমার আগে পুর্ব্বের
বৃতান্ত ❋ সুনিয়া কন্যার মুখে এসব বচন॥ কুমারে ডাকিয়া
বালা আনিল তখন ❋ হইল যে সব কথা কন্যার সঙ্গতি॥
কুমারকে সকল কহিল লালমতি ❋ প্রত্যয় না করে রম্য
আমার বচন ॥ আপনার পরিচয় দেহ প্রাণধন ❋ লালমতি
বাক্য শুনি সাহার নন্দন॥ গবাক্ষের দ্বারে দাণ্ডাইল রঙ্গমন
নিকটেতে গেল যদি জোকর্ণ সন্তুতি॥ আশচম্বিতে প্রেম-গন্ধ
পায় কন্যা সতী ॥ দক্ষিণ পবনে জেন হৃদেতে ভুজঙ্গ ॥
মন মত্ত হইয়া উপজে মন রঙ্গ ❋ গগনে দেখিয়া মেঘ বরি-
ষন রিত ॥ জল হীন মিন যেন অঙ্গ পুলকিত ❋ পত্র
হীন বৃক্ষ পাই বসন্ত পবন ॥ জেহেন তরুণ হই উঠে

তরুগণ ❋ অষ্ট অঙ্গে রোকবানু হৈল পুলকিত॥ অঙ্গেতে পুরিল সাক্ষী বুঝি অঙ্গ রিত❋তথাপি মনেতে ত্রাস ভাবে কন্যা সতী॥ সত্য হয় কিবা নহে এহি প্রাণপতি❋যৌবন প্রভাবে মত্ত হৈল মোর মন ॥ নতু কিবা টোনা মোকে করিল এ জন ❋তেকাজে জন্মিল কিবা উন্মত্তের রিত॥নহে কিবা প্রাণ পতি বুঝিতে উচিত❋আগেজেবা না সম্ভবে কর্ম্ম বিঘটিত ॥ পরিণামে অনুশোচ কভু নহে হিত ❋ না হয় ভালের কর্ম্ম কর্ম্ম অবিচার ॥ অবিচারে কর্ম্ম কৈলে পশু ব্যবহার❋তবে পুনি রোকবানু ভাবি নিজ মন ॥ যদিস্বাৎ হয় নিজ পতি প্রাণ ধন ❋ বিবাহ রাত্রিতে জেবা ছিল ব্যাবহার ॥ সেই আমি বিনা নাহি জানে কেহ আর❋যে রূপে হইল বিভা তাহান আমার॥এহেন বিরূপ বিভা হই য়াছে কার ❋ একে২ কহে যদি সে সব বৃত্তান্ত॥ তবেসে জানিব সত্য এহি প্রাণকান্ত ❋ রোকবানু তরে পুনি কহে লালমতি॥তোমাকে কহিযে সত্য রাজকন্যা সতী❋কহিলে আমার বাক্যে না কর প্রত্যয়॥দুতিনারী জানিমোকেমনে কর ভয়❋ কুমন্ত্রের প্রাগ আমি চতুরবচনে॥কপটে আগিতে আইনু হেন তোমা মনে ❋ তেকাজে না কহি তোমা প্রবোধবচন॥ দর্পনে না চাহেকেহ হস্তের কঙ্কন ❋ সত্য বাদী হই কিবা কহি বৃথা বাণী ॥ অবিলম্বে ব্যক্য মোর লও পরিমানী ❋ অঞ্চলের রত্ন পুনিপাইলা হারাই॥ চিনি লও নিজ রত্ন গবাক্ষে দাণ্ডাই ❋ প্রাণ হীন অঙ্গে তোমা সঞ্চারিল প্রাণ॥ শূন্য স্কন্ধে মুণ্ড তোমা করিনু নির্ম্মান ❋ ওলি হীন পুষ্পে দিনু সঞ্চারী ভ্রমর ॥ সত্য মিথ্যা

দেখ নিজ দৃষ্টির উপর ❋ কন্যা বলে সত্য মিথ্যা তবে বুঝি সার ॥ পুর্ব্বের বৃত্তান্ত যদি কহেন কুমার ❋ কুমার সুনিল যদি কন্যার বচন ॥ কহিতে লাগিল সব পুর্ব্ব বিবরণ ❋ জেনমতে ফারেস নৃপতি নিল ধরি॥ তার পুত্রপ্রতি কন্যা দিতে বিভাকরি ❋ জেনমতে কন্যা বিভা করিল কুমার ॥ বিবাহ রাত্রিতে জেবা ছিল ব্যাবহার ❋ জেন মতে হেট মুণ্ড রৈল ধর্ম্ম ভয় ॥ হইয়া কন্যার প্রতি কঠিন হৃদয় ❋ জেন মতে বিভারাত্রি ভাবি ভিন্ননারী॥শয়ন করিল মাঝে রাখিয়া কাটারী ❋ জেন মতে কন্যা পরিহরি পন্থ মাঝ॥ অশ্ব ক্ষেপি ধাইতে লাগিল যুবরাজ❋জেন মতে চতুর্দ্দোল পিছে পিছে ধায় ॥ সে সব প্রকাশ করি কহিল কন্যায়❋ জেনমতে ধাইল সেসব চতুর্দ্দোলি॥ প্রাণ ভয়ে কন্যাসমে চতুর্দ্দোল ফেলি ❋ জেনমতে নিজ চতুর্দ্দোল পরিহরি ॥ কুমারের পিছে২ধাইল সুন্দরী ❋ জেন মতে ফিরে গেল ফারেস নৃপতি ॥ জেন মতে অশ্বে তুলি লইল যুবতী ❋ জেন মতে প্রবেশিল অরন্য অন্তর ॥ হইল দোহার মধ্যে উত্তর পত্যুত্তর❋ জেনমতে অরন্যের মহা বৃক্ষ তলে॥ করিলেক রসরঙ্গ মনকৌতুহলে❋জেনমতেনিশি গতেঅরন্যের মাঝ॥সমুদ্রেতে স্নান করিপড়িল নমাজ ❋জেনমতেধীবরে হরিল রাজ সূতা ॥ একে২ কহিলেন্তসেসকল কথা❋ জেন মতে লালমতি উদ্দেশে গমন॥সমুদ্র তরিলপক্ষিইইআরো-হণ ❋ যেরূপে পরীক্ষা নিল এত্রাণ নৃপতি॥পরীক্ষাজিনিয়া বিভা কৈল লালমতি ❋ একে একে কহে যদি এ সব ভারতী ॥ কন্যা বলে যদিতোমা সঙ্গে লালমতি❋হাঁসিতে

মাণিক্য ঝরে কান্দিতে মুকুতা ॥ তবে জানি সত্য এহি
এব্রাণের সূতা ❀ ধরিলে এসবগুণ কন্যা লালমতি॥নাহয়
প্রলাপ বাক্য সত্য এ ভারতী❀ নহে এসকল কথা প্রত্যয়
না করি ॥ জানিয়া কহিতে পার ধর্ম্ম পরিহরি❀রোকবালা
মুখে সুনি মধুরস ধার॥কিরূপেহাঁসিবেরমা চিন্তয় প্রকার
কুমার মনেতে বহু ভাবে আপনার ॥ লালমতি মুখ চাহি
হাঁসিল কুমার ❀ নিজ নারী মুখ চাহি যদি হাঁসে পতি ॥
না হাঁসিলে শাস্ত্রেসেইনারীঅধঃগতি❀পতিরদেখিলেযদি
মুখ বিকাশীত॥ যে নারী না করে নিজ বদন হর্শীত❀পর-
কালে নরকেতে অগ্নির দাহনে ॥ চিরদিন রহিবেকবিরস
বদনে ❀ যদি বা মনের দুখে নারী সন্তাপিত ॥ তথাপি
স্বামীর হাঁস্যে হাঁসিতে উচিত❀ যদি হাঁসেপতি কিবা না
হাঁসে কামিনী॥ সে নারী পাপিষ্টা অতি হৃদয় পাষাণী ❀
পতি মুখে হাস্য দেখি হাঁসে লালমতি ॥ অবিল মানিক্য
মনি জ্যোতির্ম্ময় অতি ❀ তবে নিজ মনেভাবে সাহার
কুমার ॥ কি রূপে কান্দয় রমা চিন্তয় প্রকার ❀ নিশ্বাস
ছাড়িয়া পুনি জোলকর্ণ নন্দন॥ স্বজল নয়নেকহে আশ্বাসী
বচন❀ হত বুদ্ধি হই আমি কি কর্ম্ম করিনু ॥ নৃপ মহারাণী
মনে বহু দুখ দিনু ❀ লালমতি বিনা পুত্রকন্যা নাহি আর
সে কন্যা আনিনু সপ্ত সমুদ্রের পার❀ নাদেখিল্লা বাপ মায়
পুনিঃ নিজ সূতা ॥ লালমতি না দেখিবপুনিঃমাতাপিতা❀
এ বলিয়া কুমার নয়নে বহে জল ॥ তা দেখি কন্যার মনে
জন্মে শোকানল ❀ জনক জননী শোক নাহি ধিকাধিক॥
কুমার রোদন মর্ম্মে সন্তাপ অধিক ❀ পতি মন দুখে নারী

না হৈলে ব্যেথিত ॥ সে নারী মনুষ্য নহে ডাকিনা চরিত পতির বিরস মুখ দেখিয়া নয়নে ॥ না জন্মে অধিক শোক যে-নারীর মনে ❁ পরকালে অনুদিন নরক গহ্বরে॥ডুবিয়া রহিবে নারী অনল উদরে ❁ পতির কান্দনে যদি না কান্দে যুবতী ॥ কঠিন হৃদয় সেই নারী দুষ্টমতী ❁ পতির নয়নে জল দেখি নারীগণ ॥ স্বজল না হয় যদি নারীর নয়ন ❁ যদি বা কঠিন হয় সে সব যুবতী॥ সে সকল নারীর ইবলিস গুপ্ত পতি ❁ সে নারীর প্রতি প্রভু অধিক কুপিত॥ রহিবে নরকে প্রভু ইবলিস সহিত ❁ মনের হরিষে যদি নারী আনন্দিত ॥ পতির কান্দনে তার কান্দিতে উচিত ❁ পতির কান্দনে কান্দে মহারাজ সূতা ॥ নয়নের জল সঙ্গে স্রবয় মুকুতা ❁ তা দেখিয়া রোকবালা আনন্দ অপার ॥ সত্যত জানিল নিজ পতি আপনার ❁ কন্যা মুখে দেখি মণি মুক্তা অপরূপ ॥ কুঞ্জি দিয়া খুলিলেক পাষান কুলুপ ❁ বাহির হইয়া রুমা সহরিষ মনে ॥ দণ্ডবতে প্রণামিল পতির চরণে ❁ পতির চরনে কৈল সহস্র প্রণতি ॥ কন্যা প্রতি আলিঙ্গন দিল হর্ষ মতি ❁ আলিঙ্গনে নিজ প্রিয়া মন সন্তোষিল ॥ আগ্রহে সহস্র চুম্ব অধরেতে দিল ❁ দণ্ডবত করি রুমা পতির চরণ ॥ লালবানু সম্ভাষনে করিল গমন ❁ পরস্পরে মান্যতা করিল বহুতর॥ উভয়েতে গৌরবিত দোঁহ সমস্বর ❁

রাগ দীর্ঘ ছন্দ॥

কন্যা লালমতি আগে, শত পরিহার মাগে, বিনয় সম্ভাষে রোকবালা ॥ প্রাণ পতি যুবরাজ, তাহান কণ্ঠের মাঝ, মব লক্ষ তুমি কণ্ঠ মালা ❁ রসময় প্রাণ পতি, তুমি তান

রসবতী, তুমি মোর জীবের জীবন॥ প্রাণ কান্ত গুণমনি, তাহান দুল্লর্ভ ধনি, তুমি মোর নয়ন অঞ্জন ❋ হরিষের হরষিত, মিত্রের পরম মিত, তোমাসমনাহি বন্ধুজন॥ আমার আঁখের আঁখী, তুমি কন্যা চন্দ্র মুখী, জেন মোর জীবের জীবন ❋ প্রানের দুল্লর্ভ পতি, তাহান দুল্লর্ভ জাতি আ াখির পুতলি সমস্বর॥ তোমা সম বন্ধু নাই, তোমার ছিননিজাই তোমা রূপে ভক্ত প্রাণেশ্বর ❋ অতি সে কৌতুক মনে, সৃজিলেক নিরঞ্জনে, তুমি কন্যা পরম সুন্দরী॥ তোমা সম কন্যাচিত, রূপনাই পৃথিবীত, লিলায় জিনিলে হুর পরি ❋ ভুবনেতে সুলক্ষণ, যুবতী যে তোমা হেন, কদাচিত নাই রাজ সুতা॥ হেন গুণ তোমা তরে, হাঁসিতে মানিক্য ঝরে কান্দিতে যে শ্রবয় মুকুতা ❋ যবে হরষিত অতি, ছুটকে নুরের জ্যোতি, উপজয় অমূল্য রতনে॥ হৃদেতে সন্তাপ যদি, উথলয় মহা নদী; মুক্তা মণি বরিষে নয়নে ❋ রূপে গুণে বিলক্ষণ, তোমা হেনকদাচণ, কন্যা না জন্মিল ক্ষিতী মাঝ॥ প্রভুর মহিমা অতি, সৃজিলেক পত্নী পতি, জেন তুমি তেন যুবরাজ ❋ তুমি বালা সুবদনী, পতির কণ্ঠের মণি, আমি পতি পদের কিঙ্কিণী॥ তুমি দিপ্তী দিবা অতি, প্রচণ্ড উজ্জ্বল ক্ষিতী, আমি ঘোর তিমির রজনী ❋ ভাল সঙ্গে মন্দ রবে, ভালের প্রতিষ্টা তবে, মন্দ মুলে বেকত উত্তম॥ রঙ্গিন সুগন্ধি অতি, তুমি পুষ্পহার জিতি, আমি কদলির ছটা সম ❋ কনক কাঞ্চণ তুমি, গুঞ্জরা সদৃশ আমি সুবর্ণ সহিত এক ঠাম॥ সত্য মতে তেকারণে, ঘৃণা না রাখিও মনে, তোমাকে সেবিব অবিশ্রাম ❋ প্রীতি ভাবে

তোমা প্রতি, মান্যতা করিব অতি, গুরু ভাবে জেহেন মান্যতা ॥ ভক্তি রূপে অবিশ্রাম, পুজীব দেবীর সম, জেন পুজে দেবের দেবতা ❋ তোমা সনে প্রাণপতি, সেবিব হরিষ মতি, প্রাণ পনে দোহান চরণ ॥ তোমা দাসী তুল্য হই, সতিনী সদৃস নই, দয়া না ছাড়িও কদাচন ❋ উত্তমের যুক্ত হয়, হীন প্রতি দয়াময়, কৃপা মোরে না ছাড় সুন্দরী॥ হৃদে মুখে এক জানি, তোমাকে কহিব বাণী, মনের কপট পরি-হরি❋ ধর্ম্মসাক্ষী জেবা কহি, সত্য কিবা বৃথা এহি, যতেক কহিনু তোমা পাশ ॥ কপট জাহার বানী, সেই পাপি হয় জানি, বৃথা বাক্যে আপনা বিনাস ❋

রাগ জমক ছন্দ ॥

তা সুনিয়া লালমতি করুণা সাগর ॥ কহেন্ত মধুর বানী অমৃত লহর ❋ রোকবানু সম্ভাসয় মহারাজ সুতা ॥ বচনে গাথয় জেন অমূল্য মুকুতা❋ সুন বালা রোকবানু মহারাজ সুতা ॥ অসম্ভব কহ কেন না শোভয় কথা ❋ আপে হীন হইয়া আমাকে প্রসংশি ॥ তুমি আমি পতির সদৃস দুই দাসী তোমা সম জ্ঞানবন্ত ভুবনেতে নাই ॥ নিজ গুণ রূপ চাহ রাখিতে ছাপাই ❋ লুকাই রাখিতে নারে সুগন্ধে দুর্গন্ধ ॥ নাসিকা অগ্রেতে ব্যক্ত হয় ভাল মন্দ❋ প্রকৃতি উত্তমজার জ্ঞানেত পণ্ডিত ॥ লুকাই রাখিতে নারে গুণ কদাচিত ❋ ফলে ব্যক্ত মিস্ট তিক্ত বৃক্ষ ব্যবহার॥ মুর্খ ও পণ্ডিত ব্যক্ত বাক্যে আপনার ❋ বড়ের দুহিতা তুমি প্রধান যুবতী ॥ জ্ঞানের প্রভাবে তুমি হেট জন অতি❋ মেদিনী আকৃতি হন কৈনু অনুমান ॥ হীন হই চাহ তুমি হইতে প্রধান ❋

প্রধান হইয়া মহি হৈল অতি হীন ॥ পদ তলে রৈল হই পরের অধীন ❋ তেকারণে অনাদিনাথ শেকরতার॥ দিলেক মেদিনীপ্রতি প্রতিষ্টা আপার ❋ দণ্ডবতে করে সবে মেদিনী প্রণাম ॥ হীন হই হৈল মহি শ্রেষ্ট অনুপম ❋ তেহেন হইয়া হীন তুমি গুণবতী ॥ জ্ঞানের প্রভাবেতেন শ্রেষ্ট হৈলা অতি তেন তুমি নৃপ সূতা ত্রিলক্ষ্য মহিনী ॥ তোমা রূপ দেখি মোহ ইন্দ্রেদেব মণি ❋ আপনার রঙ্গরূপ না দেখ আপনে তুমি সম রূপবতী নাহিক ভুবনে ❋ আমার প্রভুর প্রিয়া তোমা চন্দ্র মুখী ॥ তোমাপ্রতি প্রিয় মগ্ন মোর মন সুখী ❋ বন্ধুর বঁধুয়া তুমি পরম বান্ধব ॥ তেকাজে তোমাকে মোর পরম গৌরব ❋ মোর প্রাণ নাথের যে তুমি প্রাণধন ॥ তেকারণে তুমি মোর জীবের জীবন ❋ আভরণ প্রতি মোর তুমি অলঙ্কার॥ শোভিত উপরে শোভে নয়ন আমার ❋ বেসরে শোভয় জেন অমূল্য মুকুতা ॥ প্রাণ পতি সনে তেন তুমি রাজ সূতা ❋ পরিধান দিব্য বস্ত্র চারু পাটম্বর ॥ সুবর্ণ কিনারী বুটা দেখিতে সুন্দর ॥ তেন তুমি রসময়ি পতির সহিত ॥ শোভিত উপরে মোর পরম শোভিত ❋ জেন ছুটি বন্দ খোপে কনক কুটরি ॥ প্রাণ পতি সঙ্গে তুমি পরম সুন্দরী ❋ কেজুর কঙ্কন জেন কনকে নির্ম্মিত॥ পরম শুভিত অতি হিরায় জড়িত ❋ শ্রীমন্ত জেমন তোমা দেখি সীতা সঙ্গে ॥ নিকটে বঞ্চিত তোমা অতি মন রঙ্গে ❋ অঙ্গুলে অঙ্গুরী জেন কাঞ্চনে নির্ম্মিত ॥ তাহাতে নগিনা হেতু পরম শোভিত ❋ তেহেন আমার প্রাণ নাথের সঙ্গতি ॥ নয়ন শোভিত মোর তুমি রূপবতী ❋ বড়ের কুমারী তুমি জ্ঞানেতে

পাণ্ডিত ॥ রূপে গুণেতোমা সম কেবা পৃথিবীত ❋ আপে হীন হই মোরে প্রসংশ বহুল ॥ কদাচিত নাহি আমি তোমা সমতুল ❋ কান্দিতে মুকুতা মোর হাঁসিতে রতন ॥ তোমা শুভক্বতি মোর নহে কদাচন ❋ রত্ন হতে মহা ধন হয় শুভ জ্ঞান॥কদাচিত ধন নহে জ্ঞানের সমান❋ছিপিতে মুকুতা ভেল উপর্ধ্যে মানিক॥ সেসবেরপ্রতিকিবাপ্রতিষ্টা অধিক ❋ ভুবন মোহন রূপ যেবা বেশ্যাগণ ॥ তুমি হেন রূপ বল কোন প্রয়োজন ❋ রূপেতে পদ্মিনী রম্ভা সতী প্রতি ব্রথা॥ তোমা সমকেবা আছে নারী সুচরী তা❋মোর মহা ভাগ্য হেতু তুমি হেন নিধী ॥ একত্রে সেবিতে পতি মিলাইল বিধী ❋ তোমাতে পাইব পতি সেবার উদ্দেশ্য গুরু ভাবে তোমা মান্য করিব বিশেষ ❋ যুবরাজেতোমা বিভা করিল প্রথম ॥ তেকারণে তুমি আমি নাহি সমাসম ধর্ম্মান্তেত আমা হতে তুমি জ্যেষ্ট অতি॥ আমারমান্যের যোগ্য তুমি রূপবন্তী❋মান্যতা করিবজেবাশক্তি ব্যাবহার কনিষ্ঠের প্রতি দয়া উচিততোমার❋মোরপ্রতি অন্যভাব না রাখিওমনে॥ পণ্ডিত জনের শত্রুনাহিক ভুবনে❋আপনে উত্তম হৈলে উত্তম সংসার ॥ বিনা দোষে কেবা মন্দ করে কেবা কার ❋ তুমি আমি দুই পুষ্প এক বৃন্দাবনে ॥ সৃজিলযে প্রভুএক ভ্রমর কারণে ❋ তুমি আমি হেন পুষ্প অনন্ত অপার ॥ বিকশি আছয় পুষ্প বৃন্দার মাঝার ❋ প্রতি পুষ্পে কেলি করে একই ভ্রমর ॥ মধু প্রেমে মগ্ন মন পুষ্প লৈক্ষান্তর❋ত্রিজগঈশ্বর প্রভু এক নিরঞ্জন॥ এক প্রভু সেবয় যতেক বান্দাগণ ❋ গগন মণ্ডলে জেন একা নিশা-

পতি ॥ অনন্ত নক্ষত্রগণ চন্দ্রের সঙ্গতি ❋ নিশাপতি প্রেম রসে মনকৌতুহল॥সহস্রে সহস্রেউড়েচকোর সকল❋সেই চন্দ্র প্রতি মগ্ন হইপ্রেম রসে॥ জলেতে অনন্তকোটি কুমুদ বিকশে ❋দিবাকর প্রতিপ্রেম রসকৌতুহল॥জল মাঝে লক্ষ লক্ষ বিকশে কমল ❋ এক সঙ্গে প্রেম রস আচরে অনন্তে প্রেম বস্তুজন নাহি হয় প্রেমবন্তে ❋ কমলের পরে যদি অম্বু বিকশিত ॥ তবে কেনে শুর সঙ্গে না বর্জ্জে পিনীত পতিপ্রেমরস পরিহরি যে সকল॥ সতিনী সহিত নিত্য বাদ কোলাহল❋যে সবের কণ্ঠে লাগিয়াছেপ্রেমাগুণ॥সেসবের কক্ষা বাদ নাহিক পিশুন ❋ যেই ঘটে মজিয়া আছয়প্রেম রস ॥ মধুতে ভরিল জেন সম্পুর্ণ কলস ❋ কলসি সম্পুর্ণ রাখিলেক মধুভরি ॥ রাখিলেও শুরাকুম্ভে সকল সম্ভরি❋ অমৃত বৃক্ষের কভু তিক্ত নহেফল॥ নহে কন্যা বাদি নারী সতী যে সকল ❋ চন্দন কাষ্টেতে কভু দুর্গন্ধ নারহে॥সতী পতিব্রথা নারী দুর্ব্বাদি যে নহে❋ গহিন সমুদ্রে কভুনহে জল হীন॥ মন রঙ্গে সতাস্তেরে বঞ্চে কুম্ভ মিন❋সতীপতি ব্রথা নারী নয় জ্ঞানাধীন ॥ সৌভাগ্য স্তহিতে মন রঙ্গ শুভ দিন ❋ সতিনী ননদী যত ইতি দাস দাসী ॥ পতির অশ্রমে যত রাখয়ে সম্ভাসি ❋ যে সব সন্তোষ মন পরি-হরেরোষ॥সেসব সন্তোষে পতি অধিক সন্তোষ ❋ প্রকৃতি উত্তম হয় যে সব রমনী॥সম্ভরয় যত ইতি জেহেন মেদেনী কৃপাময় যুক্ত দিবাকর সমসর॥ সত্রু মিত্রদের সবানের ঘরে ঘর ❋ কস্তুরি কুমকুম কভু না হয় দুর্গন্ধ ॥ পুষ্প মাঝে তিক্ত কভু নহে মকরন্দ ❋ না হয় উচ্ছগ রব কোকিলের

ধ্বনি ॥ চঞ্চল নাহয় কভু সুভার্য্যা রমনী ❋ মণি নাকি হয় কভু প্রবাল মুকুতা ॥ কপট কঠিন নহে নারী সুচরিতা ❋ সুজনের অপমানে নহে অপমান॥অনল দাহনে বাড়ে কাঞ্চনের মান❋অগুরু চন্দনপাষানের ঘরষনে ॥ সুগন্ধপ্রসংসা হেতু দুখ নাহি গনে ❋ কাষ্ঠের তাড়নে ইক্ষু নাছাড়েপ্রকৃতি প্রচণ্ড অনল মাঝে মিষ্ট বাড়ে অতি❋সুর্য্যমুখী পুষ্প শুর প্রেমে ভজিমন॥ রৌদ্র তাপে বিমুখ নাহয় কদাচন❋দিপ সঙ্গেপ্রেম রঙ্গে মজিয়া পতঙ্গ॥অনল দাহনেনাহিছাড়েমন রঙ্গ ❋ মক্কা মদিনার পন্থে যে করে গমন ॥ পন্থশ্রমে সঙ্কট নাগনে কদাচন❋পতিভক্ত নারী জেবা পতির নিকট॥সতীনির অপমানে নাগনে সঙ্কট❋মন রঙ্গে জেবা করে প্রেমশুরা পান॥ অপমানেসে সব নাগনেঅপমান❋যদি বল হৃদেতে কপটনাই কার ॥ কালির আকার দিব্যচন্দ্রের মাঝার❋সে কালি প্রভাবে কভু চন্দ্র নহে কালা॥ তথাপিও দিপ্তীমান চন্দ্র উজিয়ালা❋শুজনমুকুর মন না হয় মলিন॥উত্তম নাহয় পাপ কর্ম্মের অধীন❋ সতীনি সহিতেবাদজেবা বেশ্যানারী কুকুরঅগ্রেতেতিক্তভ্রমিকভিখারী❋কুমাত্রি কুভাণ্ডেকুক্ষণে জারজন্ম॥পৃথিবীতেসে সকলেছাড়েদয়া ধর্ম্ম ❋ পৃথিবীতে দয়া ধর্ম্ম যেন মধু পান ॥ বৈরবিতা কন্যা বাদ গরল সমান পৃথিবীতে সত্যত জিয়নপঞ্চদিন॥ অযুক্ত শরীর গর্ব্ব জম্মের অধীন ❋ সংসারেতে জম্মিলেক যতেক সুন্দরী ॥ জেহেন ডালিমপুষ্পগেল ঝরি২❋ অসার সংসার এই নিশার স্বপন মিছা২ এরূপযৌবন অকারণ❋সজীবে রহিতেপুন্যকরিতে উচিৎ॥ বিনাপুন্যেপরকালেনাপুরেবাঞ্ছিত❋নারীগণ প্রতি

পতি সেবা পুন্য অতি॥স্বামী বিনানারীপ্রতিতারনাইগতি
দুই নারী দুই কোস হই রঙ্গ মনে ॥ লাগিয়া রহিব প্রাণ
পতির চরণে ❋ রাগ পয়ার ॥

লালমতি মুখে বাক্য অমৃতের ধার॥শুনি কন্যারোকবালা
আনন্দ অপার❋লালবানু সম্ভাষিলাপুনিরোকবালা॥ গদ২
ভাসেকহেগাঁথিমুক্তামালা❋বলিলেকধন্য২তুমিরাজসূতা
ভুবনেনাহিকতোমাসমসুচরিতা❋সাধুসাধজগপতিসাহার
নন্দন ॥ সাফল্যতোমারহেতুকরিলগমন❋সাফল্য ত্যাগিল
তোমা হেতু অন্ন জল॥সাফল্য পন্থের দুক্ষ পাইল সকল
সাফল্যকুমারে যত করিল সাহস॥জিনিলপরীকাসব বধিল
রাক্ষস ❋ সাফল্য কুমারেকৈলতোমারমানস॥তোমারূপে
তাহান পুরিল মন রস❋কুমার নয়নেকৈলসাফল্য আরতি
দেখিল তোমার রূপ পুর্ণ নিশাপতি ❋ দেখিতে তোমার
রূপ এ চন্দ্র বদন॥নয়নের শ্রদ্ধা নাহি খণ্ডে কদাচন❋কুমা-
রের শ্রবনেসাফল্য মানস॥ সুনিল তোমারবাক্য জিনিমধু
রস ❋ সুনিতেতোমার মুখে সুধারস বাণী॥ নাখণ্ডে শ্রবন
শ্রদ্ধা হিত অনুমানি ❋ চন্দ্রমুখে মধু বানিকোকিলের স্বর
হিত উপদেশ বাক্য অমৃত লহর❋সাফল্য তোমাকে বিভা
করিলকুমরে॥ধন্য২উৎশবপড়িলরাজদ্বারে❋জেনছিল বিভা
সগ উৎসব মঙ্গল ॥ বরবালা দোহ প্রতি মন কৌতুহল ❋
সে উৎসবতোমাদোহ মনে প্রতিনীত॥ জীবন অবধিহৈলা
প্রেম অখণ্ডিত❋তোমাদেখি কুমারেরমনকৌতুহল॥কুমার
দেখিতে তোমা উৎসব মঙ্গল ❋ মুখ বর বালাপ্রতিউৎসব
মঙ্গল ॥ বিবাহ দিবসে মাত্র মনকৌতুহল❋ পরিণামে পরি-

ইরে মনের হরিষ ॥ চঞ্চল দুর্ব্বাদি নারী পুরুসের বিষ ❀ নারীর অগ্রেত নিজপুরুষ গরল ॥ যতেক মনের রঙ্গ হরয় সকল❀ মানবী জন্মেত জ্ঞান বহু মূল্য ধন॥ভুবনে প্রতিষ্টা শুভ কীর্ত্তির কারণ❀অতিমনরঙ্গহেতুপ্রভুকরতারে॥ মানব কুলেতেপ্রভুসৃজিলতোমারে❀জ্ঞান জিনীরুপেতোমারুপ জিনী জ্ঞান॥ ভুবনেনাহিক রমা তোমার সমান ❀ সাফল্য জনমমোরহৈলপৃথিবীত॥বঞ্চিবতোমারসঙ্গে পুরিল বাঞ্ছিত তোমা রূপ দেখি নয়নেরপাপ ছাড়ে॥ শুনিতোমা মধু বাণী হৃদে জ্ঞানবাড়ে❀পণ্ডিত সহিতমেলা মন রঙ্গে নিত॥হিত উপদেস বাক্যেমনপুলকিত❀জেহেন বসিলে গন্ধি সাধুগণ পা.শ.॥নাদিলেওপায়চুয়াচন্দনের বাস❀মুখে রসহিতেমেলা সদায় বিস্মিত॥সুনিতেকুচ্ছিত বাণীমরম তাপিত❀জেহেন বসিল্লে কর্ম্ম কারগণ সঙ্গে॥না দিলেও অগ্নি কনা খসিপড়ে অঙ্গে❀শাস্ত্রেবিদ্যাগত তুমি পণ্ডিতযুবতী॥মিলিল আমার ভাগ্যেতোমার সঙ্গতি❀ শুসঙ্গি সহিত বাড়ে অতি মনরঙ্গ সমুদ্রেবহিত্র যেন তরিতে তরঙ্গ❀কুসঙ্গি সঙ্গতিগতীমনরঙ্গ ঘটে॥সমুদ্র তরিতেনৌকাযেন ডুবে ঘাটে❀মোরমহাভাগ্য হেতু পুন্য ফলে অতি॥তোমার সঙ্গতীহৈল আমার বসতী যুবরাজ হয় যেন পণ্ডিত নৃপতি॥ তেহেন সুমন্ত্র পাত্র তুমি গুণবতি ❀ তোমার রাজ্যেতেজেবা প্রজার বসতী॥সে সব ললাটে ভাগ্য লিখিয়াছে অতি❀ভুবনমোহন যেন নৃপতি কুমার॥সেইরূপে রূপপ্রভুসৃজিলতোমার❀ তোমার মুখের জ্যোতি দেখিলে চকোরে॥ পুর্ণিমার চন্দ্রের অমিয় পুরি হরে ❀ ভ্রমর যদিবা তোমা দেখেস্বন্দামাঝ॥ পুষ্প মধু প্রতি

অলি পরিহরে কাজ॥অন্ধকারেদেখে যদি তোমা রূপ রঙ্গ
প্রদিপ সহিতে প্রেম বর্জ্জয় পতঙ্গ ॥তোমারূপদেখিপক্ষি
উড়া পরিহরি॥ পক্ষিসবেরূপতে মাচাহে দৃষ্টিভরি॥তোমা
রূপ দেখে যদি জলেরস্রোতায়॥ উজান ধরিয়ারূপনিরক্ষে
তোমার॥তোমাদেখি জীবন্ত জন হতে প্রাণ॥মৃত্যুঅঙ্গে
তোমা দেখিপায়প্রাণদান॥তোমা মুখে মধুবাণীসুনিশুল-
লিত॥ক্ষুধায় ত্যাগিয়াপ্রেমঅন্নেরসহিত॥সুনিতেতোমার
মুখে বাক্য এ সকল॥তৃষ্ণা কুল পরিহরে ভিঙ্গারের জল॥
সুনিতেএসবতোমা অমৃতবচন॥ দরিদ্র আশ্রয়েযেন বরিষে
কাঞ্চন॥সুনিতেতোমারমুখেমধুর ভারতী॥ রতিয় ত্যাগে
কামকামেত্যাগেরতি॥হৃদেতে বসিলতোমাগুরুবৃহস্পতি
কণ্ঠগতেবৈসেতোমালক্ষি স্বরস্বতী॥ সাকল্যবসিল তোমা
পঙ্ক নিরক্ষিয়া॥পাসরিনু সব দুখ তোমাকেদেখিয়া॥কুমার
বিচ্ছেদে এথা ত্যাগি অন্ন জল॥ অনাহারে অনিদ্রায়সদায়
বিকল॥ তোমা চন্দ্র মুখে সুনি মধুর ভারতী॥পাসরিনুসে
সকল দুখ যত ইতি ॥দুইরমা মুখে সুনি এসব বচন॥পরম
আনন্দমনজোলকর্ণনন্দন॥আনন্দে পুরিয়ামত্ত হইলকুমার
সম্বরিতেনারে অঙ্গ আনন্দঅপার॥মনেরহরিষেঅতি মস-
রেকের নাথে॥দুইরমাগলেতেধরিলদুইহাতে॥অধিকগৌ-
রবে অতিনৃপতিকুমার॥আলিঙ্গনেতোসেদুইপ্রিয়াআপনার
সুবর্ণ বৃক্ষেতেলতামানিক্যমুকুতা॥জড়িত কুমার অঙ্গে দুই
রাজ সূতা ॥হৃদেতে আতমা তনু তিন এককায় ॥ কুমার
অঙ্গেতেদুইকুমারী মিসায়॥ যেহেন সোহাগ ফুলে বলয়
হেমাঙ্গ॥তেনতিনপ্রেমমুলেঅঙ্গে একঅঙ্গ॥তৃতীয় নদীর জল

তিন স্রোত বহৈ॥ সমুদ্রে পড়িলে বহে এক জল হই ❋ তেন দুই
রাজসুতা নৃপতি কুমার॥ প্রেম অনুভবে রহে হই একাকার ❋
প্রেম ডোরে গাঁথিলেক এ দুই রতন ॥ ভিন্ন ভেদ না রহিল
মনে কদাচন ❋ মন সুখে যুবরাজ পরম উল্লাসে॥ আলিঙ্গয়
দুই রমা রাখি দুই পাসে ❋ শত চুম্ব দোহানের অধর উপরে॥
মহা মন সুখে দিল রসের নাগরে ❋ দুই রমা প্রতি কহে সাহার
কুমার ॥ তোমরা দু'জনে প্রাণ সদৃশ আমার ❋ দুই প্রিয়া মুখে
শুনি বাক্য সুললিত ॥ হইল আমার মন আনন্দ পূর্ণিত ❋
শুনিনু দোহান যত উপমা ভারতী॥ জানিনু পণ্ডিত অতি দুই
গুনবতী ❋ বয়সেতে সম২ সদৃস যৌবনী॥ এনব নাগরী দোহ
মোর প্রাণ ধনি ❋ পরিশ্রমে শান্তি হও তোমরা দু'জন॥ তোমরা
দু'জন মোর নয়ন অঞ্জন ❋ অঙ্গের সর্ব্বস্ব মোর হৃদয় আত্মা
জীবের সর্ব্বস্ব মোর তোমা দোহ রমা ❋ এক জ্যোতি হও মোর
এ দোহ নয়নে॥ মুল এক দুই মাত্র শোভিত কারণে ❋ তে হেন
হৃদেতে মোর তোমা দোহ এক॥ শোভার কারণে দুই নয়ন প্রতেক
এক মুলে ভেদাভেদ নাহিক প্রচার ॥ দুই মুলে ব্যক্ত হৈল
মহিমা আল্লার ❋ এক হতে দুই জান দুত্রাবতে কাজ॥ নানাবিধ
অপরূপ রস দুই মাঝ ❋ সম্ভাসা প্রসংশা কৈলা দোহানে২॥
দোহ গুন ব্যক্ত হৈল মোর বিদ্যমানে ❋ একাশ্বর বৈসে জেবা
যদি সে পণ্ডিত॥ নিজ গুণ দোষ ব্যক্ত নয় কদাচিত ❋ জথাতে
বৈসয় দুই পণ্ডিত সুজন ॥ তথা যেন নবরত্ন সভা বিলক্ষণ
তোমা দুই প্রিয়া মোর হৈয়া একঠাম॥ তে কাজে বিচিত্র মোর
সভা অনুপম ❋ তুমি মোর জীবের জীবন দুই জন ॥ প্রানপনে
পাইনু দুই প্রিয়া প্রাণ ধন ❋ আমা হেন প্রেমের ক্ষুধার্ত্ত
জ্ঞানমতি ॥

জন প্রতি॥ অন্য উপহার মোর দুই রসবতী॥ সুর শশি যেহেন গনন কণ্ঠমালা ॥ মোর কণ্ঠমনি হার তোমরা দু'বালা ॥ ভুবনে দুর্ল্লভ যেন চন্দ্রিমা তপন॥ সে দোহ প্রভাবে পুর্ণসৃষ্টি উৎপন॥ তোমা দুই তেন মোর দুর্ল্লভ নিশ্চয়॥ তোমা দোহ মুলে মোর আনন্দ হৃদয়॥ প্রেমের দরিদ্র আমি ভিক্ষুক ভিখারী প্রভুতে মাগিনু দান তোমা দুই নারী॥ প্রভুর পাইনু দান মানিক্ক মুকুতা॥ প্রাণের দুর্ল্লভ ধন দুই রাজসুতা॥ তুমি পুষ্প অতি মহা রঙ্গিম সুবাস॥ ভ্রমর হইনু বন্দ তোমা দোহ পাস॥ পরম সুন্দরী দোহ প্রকৃত উত্তম॥ সদৃসেং গুণ রূপে সমসম অম্লের সহিত মধুরসে রস অতি॥ তেন মিষ্টে মিষ্ট তুমি দুই রসবতী॥ তোমা[ ]ছামের বাক্য অমৃত লহরি ॥ শুনিবার যুক্ত নারীগণে কর্ণভরি॥ হেন মধু যুক্ত ভরিবারে কর্ণঘট ॥ হৃদে তে লিখিতে যুক্ত যেন চিত্রপট॥ কহিল যতেক ধর্ম্ম উপদেশ হিত ॥ এহি ধর্ম্মে পুরে দোহ কুলের বাঞ্ছিত॥ শুনিলে নারীর হরে কাল কুট বিষ ॥ পাষাণ হৃদয় হয় মোমের সদৃস ॥ এ সকল শুনি যেই নারী পৃথিবীতে॥ বিসম্বাদ আর ভয় সতিনী সহিতে॥ সতিনী সহিতে বাদ নহে কদাচিত॥ নিজ পতি মর্ম্মে সেহ হানে প্রতিনীত॥ পতি সঙ্গে বৈরি রিতকোন গর্ব্ব বাসি সেসকল নারী সত্য ই বলি সের দাসী॥ সাফল্য জনম মোর হৈল পৃথিবীতে ॥ ঘটে হেন দুই প্রিয়া পুরিল বাঞ্ছিতে॥ আবদুল হাকিম কহে শুন যুবরাজ॥ মহেন্দ্র ক্ষনেতে তোমা জন্ম ক্ষিতী মাঝ ॥ সাহা সেকান্দর নবী আল্লার রসুল॥ তাঁহান ঔরসে জান মহা জাতি কুল॥ হত্তি ভাগ্য কুলশিল ভুবন মাঝার॥ বড় মহা ভাগ্যে হয় নৃপতি কুমার॥ অতি ভাগ্যে গুরু বাক্য

খেইভঙ্গে চিতে॥ অতি মহা ভাগ্যে রঙ্গে কামিনীসহিতে॥
রাগ অস্ওয়ারী॥ লালমতিরোকবালা

জোলকর্ণ নন্দন॥ এহিমতে মন রঙ্গে রঙ্গে তিন জন॥ সেই নগরেতেবাক্যহইল প্রচার॥ নগরমাঝেতেরঙ্গেসাহারকুমার দুই রাজবালা সঙ্গেসাহার নন্দন॥ নগরে রঙ্গুর বীরে বিদেশী লক্ষণ॥ নগরেরকোতওালে সুনি এবচন॥ জানাইলনৃপতির আগে ততক্ষণ॥ মসরেকেররাজ্যেনৃপসাহা সেকান্দর॥ সয়-ফল মুলুকনামে তান পুত্রবর॥ মগ্রেব রাজ্যের সাহা এম্রাণ নৃপতি ॥ তাহান দুহিতা বালা কন্যা লালমতি ॥ বিবাহ করিয়া রমা বীর গুণধাম ॥ কন্যা সহ আসি কৈল নগরে বিশ্রাম॥ শুনি সে দেশের নৃপ এহেন বচন॥ অধিক সন্তোষ হৈল নৃপতির মন ॥ কোতওাল প্রতি নৃপ কহিল বচন ॥ জখনে কুমার কৈল বিদেশেগমন॥ প্রতিদেশে দেশে সাহা লেখেন লিখন॥ দেশে২ বিচারিতে সাহার নন্দন॥ সংসারের নৃপসবেকরিল বিচার॥ কোনদেশে না ঘটিল সাহারকুমার পর্ব্বত শিখরে কিবা নগরে২॥ বিচারিলপ্রতিদেশেসাগরে২ একতৃণদুইকরি চাহিল বিশেষ॥ করিতে নারিলকেহ কুমার উদ্দেশ॥ নিজপুত্র নাপাইয়া সাহা সেকান্দর॥ পুত্র শোকে কান্দেনৃপঅরবিঅন্তর॥ আমারভাগ্যেরহেতুজানিনু নিশ্চয় তেঁই এদেশেতে আইল সাহারতনয়॥ নৃপ আগেজাইযদি কুমার সহিত॥ পাইব প্রতিষ্টা বহু সাহার বিদিত॥ এতেক ভাবিয়ামনেসেইনরপতি॥ আদেশিলশজ্ঞা হৈতেসৈন্যসেনা পতি ॥ নৃপতি আদেশ পাই মন কুতুহল॥ শীঘ্র সাজাইল পাত্রবাহিনী সকল॥ সাজিলেকচতুরঙ্গ কটক বিশাল॥ সৈন্য

পদ ভরে মহি হৈল টল মল ❀ সহস্র২ গজ অশ্ব লক্ষ লক্ষ ॥ পদাতি সাজিল যত কহিতে অসংখ্য ❀ সাজিলেক মহা নৃপ সহরিষ মতি ॥ আগুবাড়ি আনিবারে সাহার সন্ততি ❀ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ চরণ বন্দিয়া ॥ সাহারজকের পদ শিরেতে ধরিয়া। আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার ॥ লালবানু বিবরণ অমৃতের ধার ❀ রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

সেই মহা নরপতি, চলিলেক পদগতি, সসৈন্য সহিতে আপনার ॥ চলে মহা সৈন্যগণ, দুমদুমি বাজায় ঘন, তাসুনিয়া সাহার কুমার ❀ জিজ্ঞাসয় একজনে, কি বাজনা সুনি কানে, কহে সে এদেশের রাজন ॥ নিজ সৈন্য লই সঙ্গে, এথা আসে মন রঙ্গে, ভেটিবারে তোমার চরণ ❀ বীর কহে লালমতি, এদেশের নরপতি, আইসে নৃপ মোকে ভেটিবার ॥ কহ প্রিয়া প্রাণধনি, সন্তোসিতে নৃপমণি, কি দ্রব্য প্রসাদ যোগ্য তার ❀ রোকবালা লালমতি, এক যুক্ত দুই সতী, স্ব-প্রমর্শে দিল পদুত্তর ॥ শুন কহি প্রাণপতি, ভুবনে দুর্লভ অতি, ধন নাই রত্ন সমস্বর রাজার প্রসাদ ধন, বহুমূল্য এ রতন, এহাতে কি দ্রব্য ভাল অতি ॥ এহেন মানিক্ক ধন, দিয়া তোষ নৃপ মন, সন্তোষ হইবে নরপতি ❀ হেনকালে আশ্চম্বিত, আসিভেল উপস্থিত, স্ব সৈন্য সহিতে নৃপবর ॥ বহুমান্য ভাবে অতি, দণ্ডবত নরপতি, পড়িলেক চরণ উপর ❀ যুবরাজ হাতে ধরি, বহুল গৌরব করি, তুলি বসাইল রঙ্গ মন ॥ সন্তোষ হইয়া অতি, সন্তোসিয়া নরপতি, দিল বহু অমূল্য রতন ❀ কুমারকে পুনি২ প্রনমিয়া নৃপমণি, কহে গলে বান্ধিয়া বসন ॥ আজ মোর ভাগ্য অতি, আমার দেশেতে গতি, করিলেন ঈশ্বর নন্দন ❀ যুগল করিয়া

ক্ষর, নিবেদয় নৃপবর, সয়ফল মুলুক চরণে ॥ তোমা পদ পরবেসে, মহাপদ পাইনু দেশে, যদি কৃপা লয় মোকে মনে নিজ দাস মনে করি, প্রবেশ আমার পুরি, পুরি মোর কল্লহ সফল ॥ নৃপতির বাক্য শুনি, মনেতে হরিষ গুণি, যুবরাজ মনকুতুহল ❋ অতিমনকুতুহলে, নৃপ অন্তঃস্পুরে চলে, সঙ্গে রোকবানু লালমতি ॥ গজের আম্বারিমাঝ, আরহিল যুবরাজ চতুর্দ্দোলে দুই রূপবতী ❋ অতি সে আনন্দ মনে, চলে নৃপ পদাসনে, লই নিজ সৈন্য সেনা গণে ॥ এহিমতে মনরঙ্গে দুইভার্য্যা করি সঙ্গে, প্রবেশিল নৃপতি ভবনে ❋ তবে নৃপ রঙ্গ মনে, আপনার সিংহাসনে, বসাইল সাহার কুমারে ॥ বহুমান্য মনে ধরি, পাত্রমিত্র সঙ্গে করি, দাণ্ডায় কুমারে সেবিবারে ❋ রোকবানু লালমতি, অন্তস্পুরে কৈলগতি, অন্তঃস্পুরে মহা দেবীগণ ॥ পাত্র বালা সাধু নারী, রূপে গুণে বিদ্যাধরি, দিব্য২ একশত জন ❋ এহি সব লই সঙ্গে, দুইকন্যা ভেটেরঙ্গে প্রণমিয়া দুই রাজ সূতা ॥ রোকবানু লালমতি, দেবী সম্ভাসিয়া অতি, দিল বহু মানিক্য মুকুতা ❋ দুই কন্যা কুতুহলে, দিল মহা দেবী গলে, অপরূপ নবলক্ষ হার ॥ নৃপতির মহারাণী, দেবী তুল্য অনুমানি, পরিচর্য্যা করে দু'কন্যার ❋ অস্তগেল দিবাকর, তবে সেই নৃপবর, কুমারকে নিল পুরি মাঝ ॥ এহিমতে মন রঙ্গে, দুইরমা লই সঙ্গে, অন্তঃস্পুরে রহে যুবরাজ ❋ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বান্দি তান পদ, রচিলেক হাকিমে পয়ার ॥ রাজসম্পদ জার প্রতি, জথা তথা করে গতি. সঙ্গে রঙ্গে সম্পদ অপার ❋ রাগ পয়ার ছন্দ ॥

এহিমতে তিন দিন সেই পুরি মাঝ ॥ দুইপ্রিয়া সঙ্গতি বঞ্চয়

যুবরাজ❀আরদিননৃপস্থানে বিদায়চাহেন ॥ আপনারনিজ রাজ্যে করিতেগমন❀এতশুনিনরপতিহরষিতমন॥ আদেশিলসঙ্গেতাহ'তেসৈন্যসেনাগন❀সত্তুরহাজারঅশ্ব সমেঅশ্বার ॥ পঞ্চ শতগজচলেধরি পাটওার❀পদাতি চলিলযত সংখ্যা নাইতার॥ উট গাভি বৃষ চলেশতেক হাজার❀সাধু সদাগরচলেসঙ্গতিরাজার॥কুমারেরসঙ্গতিদিলপুত্র আপনার পাত্রমিত্রসৈন্যসেনসঙ্গতিবাহিণী॥কুমারের সঙ্গাত দিলেক নৃপমনি❀করজোড় করি নৃপকরেস্ত বিনয়॥তোমার সঙ্গতি দিনু আপনাতনয়❀যদিসেকরিনুদোষতোমারচরণ॥অপরাধ ক্ষমমোর ঈশ্বর নন্দন ❀ যুবরাজনৃপতিকে সম্ভাসে বহুল॥ প্রসাদ করিল পুনি রতন অমুল❀রাজপুত্রচলিলেকস্বসৈন্য সঙ্গতি ॥ মনরঙ্গে যুবরাজদেশেকৈল গতি❀যেই দেশেজায় বীর সাহার সন্ততি॥ সেদেশী নৃপতি মিলে স্বসৈন্য সঙ্গতি, নৃপসব যুবরাজেকরে সম্ভাষন ॥কুমারেপ্রসাদ দেন্ত অমূল্য রতন❀কোন২নৃপ চলে আপনি সঙ্গতি॥কেহকুমারেরসঙ্গে নিয়োজেসন্ততি❀এহিমতেচলিজায়সাহার সন্ততি॥স্বসৈন্য সহিতেতিনশত নরপতি❀লক্ষলক্ষ অশ্বগজ বাহিণী অপার যতেক চলিলসৈন্যসংখ্যানাইতার❀বিস্তারিলিখিলেসৈন্য কোটিকোটিলাখে॥পুস্তকবাড়য় অতিলিখিলেতাহাকে❀ঢাক ঢোলতবলবাজায়নিরন্তর॥অতি ঘোরতর উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর সহস্র২বাজে কাশ করতাল ॥ সৈন্য করে কলরব মহি টল মল ❀ সিঙ্গা বাজে সখ বাজে মৃদঙ্গ মাদল॥ সৈন্যপদভরে হৈল মহি টল মল ❀ সারি২ধ্বজ সব হাজারেহাজার॥লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়য়শোভাকর❀ কোটি কোটি সৈন্য করে

শব্দ হাহাকার ॥ লক্ষ লক্ষ অশ্ব তবে করয় চীৎকার ❀ সহস্রং২ গজ গর্জ্জয় সঘন ॥ শুনি ভয়ঙ্কর শব্দ কাঁপে নরগণ শুনি মহা কোলাহল শব্দ বিচক্ষণ॥ অরণ্যেছাড়িয়াজায়পশু পক্ষিগণ ❀ শুনিয়া এহেন মহা শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ সমুদ্রের মিন কুম্ভ হইল কাফর ❀ এহিমতে আইল নিজ দেশের অন্তর॥ সৈন্য দেখি কম্পমান নগরিকেরনর❀তাদেখিয়াকোতওাল ত্রাসিতমন॥ সাহার সাক্ষাতে ধাইগেল ততক্ষণ❀জোড় হস্তেকোতওাল সাহারগোচর॥নিবেদয় শুননাথজগৎঈশ্বর সৈন্য পাদ ভরেহৈল মহি টলমল ॥ দেশেতে আইল বুঝি বিপক্ষেরদল ❀ কোটী২ অশ্ববার লক্ষ২গজ ॥ সহস্র২ উড়ে সারি২ধবজ❀ সৈন্যেরনাহিকঅন্ত অনন্তবাহিনী॥ আসিয়াছে অক্ষিনী কিবা শত অক্ষহিনী❀নানা শব্দে বাদ্য ধ্বনি উঠে পরস্পর॥ শুনিতে কাঁপায় প্রাণ শব্দ ভয়ঙ্কয়❀স্বসৈন্যসহিত তিন শত নরপতি ॥ সারিসারি ধ্বজ সব শোভাকর অতি পৃথিবী জুড়িয়া আইসে মহা পরদল॥ গগন ছাইয়া মেঘ যে হেন বাদল ❀ মহা বায়ু মেঘে যেন সমুদ্র হিল্লোল॥ সৈন্য মাঝে উঠে তেন মহাকোলাহল❀ভুবনেতেনৃপনাইতোমা সমতুল ॥ অনুক্রমেদেখি তোমা কটক বহুল ❀ কভু নাহি দেখিহেন বাহিনী অনন্ত॥ সৈন্যদেখি মতি ভ্রম হয় মতিমন্ত কি আজ্ঞা করিবে নৃপ করহ আদেশ॥ আজ্ঞা করসৈন্যসব হৈতে যুদ্ধ যেস❀গজেতেআইল সৈন্য অনন্ত অপার॥ সেনা পতিগণে যুক্ত গজধরিবার❀নতু নিজমনেসাহা যেবা দেখ হিত॥ অবিলম্বেসেইকার্য্যকরিতেউচিত❀কোতওালেরমুখে নৃপ শুনি এবচন ॥ ক্রোধে প্রজ্জলিতভেল যেন হুতাসন❀

বলিলেক যদি কৃপা করেক তারে ॥ শত অক্ষহিনী সৈন্য কি করিতে পারে ॥ শত্রু মনে গর্ব্ব লই বহু সৈন্যগণ ॥ পরমভরসা মোর প্রভু নিরঞ্জন ॥ মহা২ শত্রু প্রতি না গুনিনু ভয় ॥ প্রভুর কৃপায় কৈনু ভুবন বিজয় ॥ দারাশমবীর নাই আছিল প্রচণ্ড সমরে কম্বিনু তারে ধরিল গুণ্ডভণ্ড ॥ পাত্রগণে তবে সাহা আদেশিল বানী ॥ দেখ গিয়া আসিয়াছে কাহার বাহিনী ॥ শীঘ্র চল পাত্রগণ স্বসৈন্য সহিতে ॥ অবিলম্বে বান্ধি আন, আমার বিদিতে ॥ যদিবা আইল মোকে ভেটিতে কারণ ॥ সম্ভাসা করিবা বহু গৌরব বচন ॥ নৃপতি আদেশ পাই শীঘ্র পাত্রগণ স্বসৈন্যে গড়ের দ্বারে করিল গমন ॥ তথা জাই মহাপাত্র প্রমর্প চিন্তয় ॥ পাঠাইয়া দূতে যুক্ত লৈতে পরিচয় ॥ কেবা এহি নৃপ গতি কিসের কারণ ॥ অনন্ত বাহিনী সঙ্গে এথাতে গমন ॥ তবে পাত্র দূত পাঠাইল ততেক্ষণ ॥ উচৈঃস্বরে ডাকি দূত জিজ্ঞাসে বচন ॥ তুমি সব কিবা হেতু অশ্বব্যবহার ॥ হারাইতে আইলে কেন প্রাণ আপনার ॥ কেবা না হি জানে নৃপ সাহা সেকান্দর ॥ শত্রু আগে কালান্তক সিংহসমশ্বর ॥ জদ্যপি মনেতে ভর্শা সৈন্য বহুতর ॥ শুখনা অরন্য দহি ব্রহ্মার গোচর ॥ ভুবন বিজয় সাহা প্রচণ্ড হুতাশ ॥ তৃণরাশি হই কিবা হইলা বিনাশ ॥ পরিনাম না গুনিয়া কিসের কারণ ॥ মৃগ গোটে কৈলে সিংহ অগ্রেতে গমন ॥ মৃত্যু হেতু পাসরিলা আপনা প্রতাপ ॥ অগনিত মাঝে হেন পতঙ্গের ঝাপ ॥ নিজ নাম গ্রাম আগে কহ কোন জন সংগ্রামে আইলা কিবা ভেটিতে কারণ ॥ কোথা তোমা নিজ রাজ্য কি নাম তোমার ॥ সত্য করি কহ তুমি কুমার কাহার দূত মুখে হেন বাক্য সুনিয়া কুমার ॥ হাঁকিয়া কহিল বাণী

অমৃতের ধার॥ এতেক কহিলা তুমি বাক্য তত্ত্ব সার॥ ভুবনে বিক্রম কেবা না জানে সাহার॥ নৃপতির জশ কীর্ত্তি কহিল যতেক॥ সহস্র অংশের অংশ না কহিল এক॥ সেকান্দর নবীবর আল্লার রসুল॥ এসপ্ত আক্লিমে নাহি তান সমতুল॥ প্রভুর পরম মিত্র সাহা সেকান্দর॥ সপ্ত দীপে এক বর্ত্তে জগৎ ঈশ্বর॥ পৃথিবীতে হেন বীর্য্য ধরে কোন জন॥ যুদ্ধ সাজে আসি সাহা সনে করে রণ॥ মানব কুলেতে হেন বীর্য কেবা ধরে॥ আছুক মনুষ্য দেও-পরি কাঁপে ডরে॥ কার শক্তি সংগ্রামেহ ইতে আগুয়ান গন্ধর্ব দানব জক্ষ্য ভয়ে কম্পবান॥ সিংহের অগ্রেতে আগু কোথা রহে মাতঙ্গ॥ ব্যাঘ্র আগে স্থির নহে কোথাতে কুরঙ্গ বরুণ অগ্রেতে কোথা অনলের দর্প॥ আস্ফালে গড়ুর আগে কোথা হেন সর্প॥ ভুবন বিজয় সাহা সয়ালের নাথ॥ শোভয় কাহার দর্প তাঁহার সাক্ষাৎ॥ পৃথিবী মাঝেতে দর্প হেন কেবা ধরে স্বেচ্ছায় আসিয়া যুদ্ধ সাহা সনে করে॥ তোমা সবে নৃপতির হই পরিজন॥ অনুমানে হেন মনে নাহি কি কারণ॥ নৃপতির দাস বিনা আসিবারে হেথা॥ পৃথিবী মণ্ডলে বল কাহার যোগ্যতা তব নৃপতির মোরা সত্য যে কিঙ্কর॥ মনরঙ্গে জাই নিজ ঈশ্বর গোচর॥ নাম গ্রাম পরিচয় কহি তত্ত্ব সার॥ মশরিক রাজ্যেতে সত্য বসতী আমার॥ জনক আমার সেকান্দর গুণধাম॥ সয়-ফলমুলুক সত্য জান মোর নাম॥ শাহা সেকান্দর সপ্ত আক্লিমের পতি॥ সয়ফলমুলুক আমি তাঁহার সন্তুতি॥ জননী আমার রোশনক দেবী সতী॥ সত্য নিজ পরিচয় দিনু তোমা প্রতি কুমারের মুখে শুনি এসব বচন॥ জানিল দেশেতে আইল শাহার নন্দন॥ কুমারের পরিচয় পাই দুতবর॥ মন রঙ্গে ধায় দুত লালমতি॥

শাহারগোচর❋শাহাসেকান্দর নাম ধরি রঙ্গমন॥ নৃপতিকে সেইদুতেডাকে ঘনেঘন❋শুন কহি নৃপমনি কুশল সংবাদ পুরিলরাজ্যেতেতোমাজয়জয়বাদ❋মনসাবধানেশুনসংবাদ কুশল॥ ঠেকিল দ্বারেতেতোমাউৎসবমঙ্গল❋হারাইঅমূল্য রত্ন পাইলা আপনার ॥ প্রভুর কৃপায় হস্তে ঘটিলতোমার জোড় হস্তেপাত্রবর করে নিবেদন ॥ শীঘ্র উঠ নৃপবর করহ গমন❋তোমাপ্রতি ভক্তহৈল প্রভুকরতার॥ হারাইপাইলা পুনঃকণ্ঠমনিহার ❋তোমা প্রতি অন্ধকার নিশির প্রকাশি॥ পুনঃতোমা দিব্যচন্দ্র উতরিল আসি❋তোমাপরিহরিগেল যত মন দুখ॥দেশেতেআইলতোমাসয়ফসমুলুক❋দুতমুখে হেনবাক্যশুনিআশ্চর্যিত॥অধিকআনন্দেনৃপহৈলবিভুলিত ক্ষনেধায়অন্তস্পুরমনকুতুহল॥মহাদেবী তরে কৈল সংবাদ কুশল❋ক্ষনেক দুতেরগলে ধরে রঙ্গমতি॥ক্ষনেপুত্র উদ্দে শিয়া ধায় শীঘ্রগতি❋ক্ষনেকহাঁসয়নৃপমনকৌতুহল॥অধিক হরিষে স্রবে নয়নের জল❋ক্ষণেপুত্রবলিধায় নৃপগুনবর ॥ বিভোলহইলঅতিহরিষ অন্তর❋ ক্ষনেক্ষনেগড়ি পড়েউঠে ততেক্ষণ ॥ উর্দ্ধ মুখেহেরে নৃপপুত্র প্রাণধন ❋ পাত্র গনে বুঝিলেক নৃপতিরমন॥বুদ্ধিস্থির নাহি আইসেহরিষকারণ বিসম সন্তাপে যবে উপয্যে আনন্দ॥হরিষে বিভোলঅতি বুদ্ধিহৈলধন্দ❋নৃপতিকে কোলে করি মহাপাত্রবর ॥ বসা- ইল নৃপতিকে চতুর্দ্দোলপর❋মহাদেবী প্রতি শীঘ্র জানান বচণ॥ দেশেতে আইলরাণীতোমারনন্দন❋ পাত্রমুখে মহা রাণী শুনি হেনবানী॥ আশ্চর্যিতে মৃত অঙ্গেসঞ্চারিলপ্রাণি রাণীবলেকোথা মোর পুত্রপ্রাণধন ॥ পুত্র উদ্দেশিয়া দেবী

ধায় রঙ্গমন❁পদগতি ধায় দেবী হরিষ অন্তর॥ ক্ষনেক্ষনে গড়ি পড়েমেদিনীউপর❁শতে২ধায়সখীদেবীর সহিত॥সখী সবেদেখেদেবী বিভোল চরিত❁সখী নেকুতুহলেমনরঙ্গে অতি॥ চতুর্দ্দোলেতুলিদিল মহাদেবীসতী❁মহাদেবীদেখি নৃপে স্বহরিষমন॥ প্রিয়া সঙ্গে কৈল পুত্র উদ্দেসে গমন❁ আদেশিল মহারাজপাত্রগণ প্রতি॥চলিতেদেশেরযতযুবক যুবতী❁ যার যেই রমনীকে করিয়া সঙ্গতি॥ যুগলে২চলে ভার্য্যা সঙ্গেপতি❁কেহগজকান্ধেকেহঅশ্বআরোহণে॥কেহ চলে চতুর্দ্দোলে অতি রঙ্গমনে❁ কেহসুখপালেকেহ অশ্ব আরোহণে॥ডুলিআরোহণেচলেকোননারীগণে❁বাজয়নানান বাদ্য অতি সে মঙ্গল॥ ঢাকঢোল কাড়াদমা মৃদঙ্গ কর্ত্তাল❁ বাজয় নহবত বাদ্য অতি মোনহর॥ সঘনপড়য় ডঙ্কাবাজয় ঠিকর❁সিঙ্গাবাজেসাঙ্গাবাজে শুনিমনরঙ্গ॥ বেনাবাজেবেনু বাজে কবিলাস চুঙ্গ❁ভেউর কর্ণাল বাজেকাশ-করতাল॥ নানা শব্দে বাদ্য বাজে কৌতুকবিষাল❁ বাজয় দোতারা বাদ্য শব্দ রুনুঝুনু॥ ঝাঁজরিমন্দিরা বাজে আর মহাবেনু❁ বাজয় নানানবাদ্যশব্দঘোরতর॥ এইমতে মহাধুমে হরিষ অন্তর ❁ চলিলেক চতুরঙ্গেকৌতুক বিষাল॥পরম হরিষে সেকান্দর মহিপাল ❁ নানা বস্ত্র পরিধান বিচিত্র-বাহিনী॥ আতলেসফেরাঙ্গিরুমিবস্ত্রদেবাচিনী❁নানাঅলঙ্কারেসৈন্য অপরূপ সাজ॥চলিলনৃপতিযেনদেবেন্দ্রসমাজ❁ এহিমতে মহারাজ মহারাণীসতী॥স্বসৈন্যসহিতে জায় মহা রঙ্গমতি❁ শুনিলেকযুবরাজবীরগুণমনি॥ আগুবাড়িনিতেআইসেজনক জননী❁তাশুনিয়াযুবরাজকুমারসুমতি॥চলিল জনক আগে

দুই পদগতি॥ নৃপতি দেখিল পুত্র আইসে পদব্রজে॥ চতুর্দ্দোল বাড়ি নৃপ আনিল যুবরাজে॥ দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দ নৃপতি দুই হস্ত প্রসারিয়া চলে পদগতি॥ আইস২ যুবরাজ পুত্র প্রাণ ধন॥ আসি মোর মৃত অঙ্গে সঞ্চার জীবন॥ আখির পুথলি মোর জীবের মরম॥ ভুবনে দুর্লভ মোর নহে তোমা সম॥ তুমি বিনা সয়াল সংসার মোর বিষ॥ পুত্র সে বাপের ধন প্রাণের সদৃস॥ পুত্র বিনা রাজ্য পাট বাপের গরল॥ পুত্র সে বাপের দৃষ্ট উৎসব মঙ্গল॥ পুত্র বিনা বাপের ঐশ্বর্য্য অকারণ॥ সহস্রেক রত্ন নহে পুত্র হেন ধন॥ আইস২ যুবরাজ পুত্র প্রাণ ধন॥ শোকানলে জল ঢাল দিয়া আলিঙ্গন॥ গলেতে বসন বান্ধি কুমার সুমতি॥ পিতা পদে পড়ি কহে মধুর ভারতী॥ না করিনু আপনা ইচ্ছায় অপরাধ॥ ললাট নির্ব্বন্ধ হেতু ইচ্ছিনু প্রমাদ॥ তোমা পদ পরিহরি পাইনু দুখ ভার॥ চরণ প্রভাবে তোমা হইনু উদ্ধার॥ অপরাধ ক্ষম নিজ দাস ভাবি মনে॥ আইনু সেবিতে পদ পরম যতনে॥ তোমা মনে দিনু বহু বিচ্ছেদ সন্তাপ॥ কঠিন হৃদয় হই কৈনু বহু পাপ॥ নৃপতি বলিল বাপু কৈলা শুভকর্ম্ম॥ এ কর্ম্মে তোমার বাপু নাহিক বিধর্ম্ম॥ শুভকর্ম্ম কৈলা প্রভু নির্ব্বন্ধের প্রায়॥ ললাট নির্ব্বন্ধ যেবা খণ্ডন না জায়॥ তুমি ত গঞ্জিলা দুখ একাকি বিদেশ॥ গঞ্জিনু আমিও তব বিচ্ছেদ ও ক্লেশ॥ ধন্য২ পুত্র তোমা পরম সাহস॥ পরীক্ষা লইলা নিজ ভাগ্য বল যশ॥ মোর ভাগ্য তোমা ভাগ্য নহে কদাচিত॥ সিংহের ঔরষে সিংহ জন্মিল স্বীতিত॥ ত্যাগি অশ্ব গজ ধন বসন টকার॥ একেশ্বর হেন কর্ম্ম করিলা সুসার॥ বিবাহের কার্য্যে কিবা বীর্য্যবন্ত জন॥ ভিতমান জন হয় শাস্ত্রেতে নিস্পন

বাপের অসংখ্য ভবে সম্পদ যাহার ॥ ভুবনেতে ছিদ্র হয়
দুর্গতি তাহার ❁ সাফল্য ঔরষেমোরজন্মিল কুমার॥স্বজীবে
দেখিনু গুণ যতেকতোমার ❁ পুত্রপাই মহা নৃপ আনন্দিত
মন॥কোলেতেলইলতুলিপুত্রপ্রাণধন ❁ অধিকগৌরবেপুত্রে
দিল আলিঙ্গন॥ললাটে শহস্রচুম্বদিলরঙ্গমন ❁ শহস্রপ্রণাম
কৈলা জনকচরণে॥জননীকেপ্রণাম্মিলতুরিতগমনে ❁ জননী
চরণেপড়িমাগে পরিহার॥বহুদোষকৈনুমাতাচরণেতোমার
নির্ব্বন্ধ প্রভাবেতোমা চরণ বিমুখ॥ভিন্ন দেশে গিয়া তোমা
মনে দিনু দুখ ❁ তোমামনেদুখ দিয়া দুখ পাইনু অতি ॥ মহা
মহা প্রমাদঘটিলমোরপ্রতি ❁ পুন্যের প্রভাবেতোমাআমার
বিজয়॥ স্বরূপে জানিনু আমি সতীর তনয় ❁ তোমারউদরে
জন্ম বহু পুন্য ফলে॥ অনলেতে না জলিনু না ডুবিনু জলে
পক্ষি পৃষ্ঠে এ সপ্ত সমুদ্র হৈনু পার॥ কেবা করিয়াছেহেন
দুষ্কর্ম্ম সুসার ❁ মশরিক মগরিব কর্ম্ম কৈলকোনজন॥এহেন
নারীরগর্ব্ভে জন্মিলনন্দন ❁ গর্ব্ভেতেজন্মিনু তোমাআমিতেকা
রনে॥তেকাজেআমাকেহেনকৃপানিরঞ্জনে ❁ সঘন নিবেদী
তোমা চরণযুগল॥ তেকারনে সর্ব্বত্রে হৈল আমার কুশল ❁
শহস্রেকমুক্তমোকেতোমাআশীর্ব্বাদ॥তেকাজে খণ্ডিলমোর
সকলপ্রমাদ ❁ পুত্রপাইমহাদেবী হরিষে বিহ্বল॥ শত চুম্ব
দিয়া পুত্র প্রতিদিলকোল ❁ পুত্রকোলেলইদেবীহরিষ মধুর
শহস্রেক চুম্বদিলললাটউপর ❁ স্বজলনয়নহইকহে হজননী॥
কোথাতে আছিলা পুত্রমোর কণ্ঠমণি ❁ অন্যেশনসেকান্দর
করিয়া বিশেষ ॥ মোর চাঁদ দিপ্তমান কৈল কোন দেশ ❁
ঘরের প্রদিপ মোর গিয়া কোনস্থান॥মোরগৃহ ছাড়িকোথা

কৈল দিপ্তমান❈পরম জননী-পুত্র নিবাস ঘরে কার॥আর যশে বঞ্চ বাপু ভবনমাঝার❈পুত্রসান্তাইয়ারাণী করিলগমন সহরিষে দুই বধু দিল আলিঙ্গন❈পরম আনন্দেরাণী হরিষ অন্তর॥শহস্রেক চুম্ব দিল ললাট উপর❈গৌরবেকহেন্তদেবী মধুর বচন॥তোমাদুইবধুমোর জীবেরজীবন❈দুর্লভপুত্রের বধু সাশুড়িরপ্রাণ॥ শহস্র দুহিতা নহে বধুর সমান❈পরের ঘরের দীপ দুহিতা সকল॥ বধু মুলে নিজগৃহপ্রচণ্ড উজ্জ্বল জননী পালয় কন্যা বহু যত্ন করি॥সাশুড়ি নিকটেবধূকে বহু মান্য ধরি ❈ নিরন্তর দেখি বধু জুড়ায় নয়ন ॥ বৃদ্ধ কালে পুত্রবধুকরয়পালন❈মৃত্যু হইলেপুত্রবধুপরম যতনে ॥ গুরু মৃত্যু কর্ম্ম করে কায় চিত্ত মনে ❈ দুধেতে শর্করযেন পুত্র সঙ্গেবধু॥উপজিলেপৌত্রযেনতাতেপড়েমধু ❈ দুহিতাবধুর সম নহে কদাচন॥জীবনে মরনে বধু সাশুড়িরপ্রাণ❈তাশু-নিয়াদুইকন্যাহরিষবিস্তর॥করজোড়েনিবেদয়সাশুড়িগোচর তোমাসমগুরুমোরনাহিকসর্ব্বথা ॥ তুমিসেপরমদেবদেবের দেবতা❈জন্মিল উদরেতোমামোরপ্রাণেশ্বর॥শতমুণ্ড নিছি ফেলি তোমার উদর ❈ তোমার সদৃশ মোর না হয় জননী তেকাজেজাইতেশ্রদ্ধাতোমারনিছনি❈তথাতেবঞ্চয়কন্যা জননী সম্পাস ॥ সাশুড়ির যুগ পদ তলে গৃহবাস❈ জননী উদরেজন্মিবিরহেতাপিত॥সাশুড়িপ্রভাবেপুরেমনেরবাঞ্ছিত পতি সে নারীর দেব ধর্ম্ম যত ইতি ॥ পতিবিনা নারীপ্রতি অন্য নাহি গতি❈সাশুড়িপতির জন্ম স্থিতিদিব্যস্থান॥গুরু গৌরবিত নহে সাশুড়ি সমান❈সাশুড়িবিমুখেপতিসম্ভাসে অকাজ॥ মক্কা ঘর পৃষ্ঠে রাখি যেহেন নমাজ❈যতেকসেবয়

পতি কায়চিত্ত মনে॥ সাশুড়ি সেবিতে যুক্ত তার চতুগুনে
দুই বধুর মুখে বাক্য অমৃতে স্রধার॥ শুনি মহাদেবী মনে আনন্দ
অপার॥ তবে দুই বধু লই মহারাণী সতী॥ মনরঙ্গে নিজ অন্ত-
স্পুরে কৈল গতি॥ দুই বধু লই রাণী বৈসে চতুর্দ্দোলে॥ দুই
হস্তে ধরি দুই বধু লৈল কোলে॥ দেখিয়া সাশুড়ি মনে বহু
গৌরবেতে॥ মন পুলকিত বালা হাঁসিল ইশ্বিতে॥ হাঁসিতে২ রমা
ত্রিলোক্ষ মোহিনী॥ সাশুড়ি কোলেতে চন্দ্র মুখে স্রবে মনি
যদিবা স্রবিল মনি জোতির্ম্ময় অতি॥ তাদেখি আশ্চর্য্য হৈল
মহাদেবী সতী॥ মহাদেবী চরিত্র বুঝিয়া ততেক্ষণে॥ জোড়
হস্তেরোকবা মুনিবেদে চরণে॥ কন্যালাল মতি এহি মহারাজ
সুতা॥ হাঁসিতে স্রবয় মণি কান্দিতে মুকুতা॥ পরম কৌতুকে
প্রভু সৃজে লালবানু॥ অন্ধকার নাশে বালা যেন প্রভা ভানু
রূপ জিনী গুণবালা গুণ জিনী রূপা॥ রাজমূল্য ধন যে শহস্র
গজ কুপ॥ দয়াধর্ম্ম কল্প তরু পরম ভকত॥ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র
বানী জার কণ্ঠগত॥ তাশুনিয়া মহাদেবী অতি কুতুহলে॥ চতু
র্দ্দোলে দুই বধু লৈল নিজকোলে॥ ভিন্য দোলে বসি নৃপ
শাহা সেকান্দর॥ বসাইল নিজপুত্র কোলের উপর॥ এহি মতে
অন্তস্পুরে জায়েন্ত চলিয়া॥ মহারাজ মহাদেবী পুত্র বধু লৈয়া
পুত্র পাই জোলকর্ণ পরম উল্লাষ॥ ইউসুফ ঘটিলয়েন এয়া-
কুবের পাস॥ নির্ব্বলি জনের যেন উপজিল বল॥ হারাই হস্তের
ডণ্ড পাইল অন্ধল॥ দরিদ্রে পাইল যেন অমুল্য রতন॥ পত্র
হীন বৃক্ষ পাইল বসন্ত পবন॥ জলহীন মৎস্য যেন পায়
নব জল॥ পুত্র বধু পাইয়া নৃপ তেন কুতুহল॥ পুত্র বধু লই
মহাদেবী মহারাজ॥ মোন রঙ্গে প্রবেশিল অন্তস্পুর মাঝ॥

কুমারেররথগুেবধু লইগেল সতী॥ পুত্র লই সিংহাসনে বৈসে নরপতি❋পুত্রপ্রতি মহারাজ জিজ্ঞাসেবচন॥ কোন২রাজ্যে ভ্রমিয়াছ প্রাণধন ❋ বিবাহ করিলা বল কাহার নন্দিনী ॥ শুনিবারে শ্রদ্ধামোরসে সব কাহিনী❋ নৃপতির বাক্যশুনি কুমার সুমতি॥ একে২ কহিলেক সে সব ভারতী❋যেইমতে সর্প পৃষ্ঠে হই আরোহণ ॥ সমুদ্র তরিল বীর সহরিষ মন❋ যেইমতেতঅরন্যে রহিলম্বন্দামাঝা॥ যেইমতে ফারেস নৃপতি আগে কাজ❋ যেইমতেপন্থে সাহা আমির নন্দিনী॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ বিভা কৈল বীরমণি❋ যেইমতে বধে মহা সর্প অজাগর॥ যেনমতেসিমোরগপৃষ্ঠে তরিল সাগর❋ যেইমতেমগ্রি- বেতে করিল গমন ॥ এত্রাণ পরীক্ষা সব দিল বিচক্ষণ ❋ যেইমতেখোওাজখেজেরগুণবান॥ ইলিয়াসসমেআসিকৈল পরিত্রাণ❋যেইমতেইলিয়াসেআসি রঙ্গমনে॥ শহস্র গজের কুম্ভ ভরি দিল ধনে❋যেইমতে বিভাকৈল কন্যা লালমতি একে২কহেবীরসে সব ভারতী ❋ কহিল কুমারীযেবা রূপ গুণধরে॥ হাঁসিতেযে মানিক্য কাঁদিতে মুক্তা ঝরে❋যেই মতে পক্ষীরাজ পিপিলিকা পতি॥ করিল কুমার কর্ম্ম কৃপা বাসি অতি❋ যেইমতে ইলিয়াস খোওাজসুমতি॥ কহিছে সালামদোওানৃপতিরপ্রতি❋যেইমতে শতে২নৃপতিকুমার পরীক্ষাজিনিতেনারি রৈলবন্দিঘর❋ যেইমতেসেসকলনৃপতি সন্ততি ॥ বন্ধন মোচন করি দিল রঙ্গমতি❋ যেইমতে পুনি পক্ষীহই আরোহণ॥লালমতি সমেদেশে করিলগমন❋যেই মতে পাতালে প্রবেশি গুণধাম॥নিশাচর সংহারিলকরিয়া সংগ্রাম❋ যেইমতেরোকবালানগরেগমন॥ যেইমতেদুইকন্যা

হৈল দরশন ❀ যেইমতে নৃপ সবে মান্য করি অতি॥ যেই মতে চলি আইল কুমারে সঙ্গতি❀ একে২ কহিলেন্ত বৃত্তান্ত সকল ॥ তা শুনিয়া মহা নৃপ মন কৌতুহল❀যে সব নৃপতি আইল কুমার সঙ্গতি॥জনে২ আলিঙ্গন দিল মহামতি❀ তিন শত নৃপ ছিল স্বসৈন্য সহিতে॥সে সবেরে অন্নভুঞ্জাইল ভাল মতে❀নৃপতি সবেরে নানা বস্ত্র অলঙ্কার ॥ প্রসাদ করিল যাহা যোগ্য যে যাহার❀প্রেমনন্দ হই অতি স্বহরিষ মতি অন্ন বস্ত্র প্রসাদ করিল সবা প্রতি❀ প্রণামি সাহার পদমে সব নৃপতি॥স্বহরিষে স্বার যেই দেশে কৈল গতি❀তবে বৈসে মহা নৃপ স্বহরিষ মন॥ যে দেশের আইল যত ভিক্ষুকেরগণ যে সব ভিক্ষুক আনি সেই গুণবান॥ পুর্ব্বপ্রায় কুমার কন্যার কৈল দান❀ কিবা অশ্ব কিবা গজ রজত কাঞ্চন॥নৃপ আগে যে দ্রব্য মাগয় যেই জন❀সেই দ্রব্য নৃপ তারে দিল ততক্ষণ এই মতে সন্তোষিল ভিক্ষুকেরগণ❀পুত্র বধু পাই নৃপ মন হরষিত॥পুরাইল জার যেই মনের বাঞ্ছিত❀সহরিষে নরপতি মন কৌতুহলে॥ মনরঙ্গে প্রবেশিল আপনা মহলে❀তবে দুই বধু আনি মহাদেবী সতী॥ নৃপতিকে প্রণাম করয় রঙ্গ মতি দুই বধু দেখি নৃপ হরিষ অপার॥ অষ্ট অঙ্গে দুই বধু লক্ষ্মির আকার❀পরম আনন্দে অতি হরিষ অপার॥প্রভুর তাস্তুত বহু কৈল নিরন্তর❀দোহ প্রতি আশীর্ব্বাদ কৈল বহুতর॥ আর তা মাগিল দোহা প্রভুর গোচর❀ তবে দুই কন্যা পুনি মহাদেবী সতী ॥ কুমারের খণ্ডে নিয়া দিল শীঘ্রগতি❀দুই কন্যা দিয়া দেবী পুত্রের গোচর॥ নৃপতি অগ্রেতে গেল হরিষ অন্তর❀কন্যার মুখের মনি মুকুতা যতেক॥নেকালিয়া দিল দেবী নৃপতি লালমতি ॥

মনা খ❀নৃপতিদেখিয়া সেই মানিক্য মুকুতা॥ বহুপ্রসংশিল নৃপএগ্রাণিদুহিতা❀কন্যারমুখেতেমনিতমূল্যরতন॥ এক২ মুকুতা মূল্যসপ্তরাজধন❀রোকবালালালমতিপ্রকৃতি উত্তম রাখিলনৃপতিদোহ কন্যা সমসম❀সাহাবদ্দিনমোহাম্মদপীর গুনধাম॥ তাঁহার চরণেকরি সহস্রপ্রণাম❀আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার॥সুভব্যকুমারসেই কন্যা ব্যাবহার ❀ শুভক্ষণেজন্মেযেবাপুরুষ যুবতী॥সে সবের প্রতিজানউত্তম প্রকৃতি❀দয়া ধর্ম্মেপ্রেম রসে নাবঞ্চেযে সব ॥ সেসব পুরুষ নারী শুকর গর্দ্দব ❀ পরিতাল দীর্ঘ ছন্দ॥

দুই কন্যা লই সঙ্গে,বঞ্চেঅতিমনরঙ্গে, পরম আনন্দে যুব রাজ॥দুইবালা দুইপাশ,রাখি কহে হাস্যোল্লাষ,মনরঙ্গেনিজ পুরি মাঝ❀রোকবালালালমতি,সঙ্গে মন রঙ্গেঅতি,আনন্দিত সয়ফল মুলুক॥যেনরতি সঙ্গেকাম, রস রঙ্গে অনুপম কেলিকলা সঘন কৌতুক❀সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যাগত,রতিশাস্ত্রে বিশারদ,রসের নাগরগুণধাম॥রস রঙ্গে অবিশ্রাম,কামিনীর প্রাণ সম, রতি নহে যুদ্ধ অনুপম❀রসময়গুণমণি,সন্তোষে যুগল ধনি, দুইপ্রিয়া প্রাণ সমস্বর॥ভিন্যভেদ দুই মাঝ, না রাখিল যুবরাজ,দুইকন্যা এককলেবর❀পতিআগেরসবতী সত্য ভাবে মহামতি, দয়া ধর্ম্ম অমৃত লহর ॥ এক যুক্ত দুইসতী, সঘন সেবয় পতি, দণ্ড পল অবধি অন্তর❀নিত্য দুই চন্দ্র মুখী,পতি আগে মন সুখী,পুজে অতিদেব সমশ্বর॥ কাম সিংহাসনপরে,বসাইপতির তরে,চামরেকরয় শ্রমদূর পতির কণ্ঠের মালা, পদ্মমণি দুইবালা,পতিআগে হর্ষিত বদনি॥ পতির আস্তুত ঘন,নিত্য করে দুইজন, বাক্য জিনি

ককিলের ধনি ॥ তিন মধ্যে রস রঙ্গ,প্রতিবাক্যে রঙ্গ ঢঙ্গ অধিকআনন্দেযুবরাজ॥যেহেন মমিনহুরে,কেলি করে স্বর্গ পুরে,তেন রস রঙ্গ ক্ষিতীমাঝ॥নিত্যকরিপ্রাণপন্ন,সান্ত্বনায় গুরুজন,গুরুভক্তদুইরাজসূতা॥এক মন এক চিত, শশুর সাশুড়ি নিত,পুজেযেন দেবেরদেবতা ॥ নিজপুত্রবধু দেখি শশুর সাশুড়িসুখী,আশীর্ব্বাদ করেপ্রতিনিত ॥ আয়ু যশে ক্ষিতী মাঝ,ভুঞ্জিতে সম্পদ রাজ,দুইকুলে পুরিতে বাঞ্ছিত দোহনৃপ সুনন্দিনী,যোগেযোগেসোহাগিনী,হইয়াপুজিতে পতিরাজ ॥ দুই বধু সুভাকৃতি,দেখিহরষিতমতি,আনন্দিত দেবীমহারাজ॥দুই মহারাজ সূতা, সর্ব্বগুণে সুচরিতা, দুখ হীন প্রজার জননী ॥ যুবরাজ গুণধাম, দয়াধর্ম্মে অনুপম, প্রজার জনক গুণমণি॥বান্ধবকৃপারসেতু,শত্রু আগে কাল কেতু, দানে দাতা অমৃত লহর॥শুভাকৃতি শুভরিত,দেখি পুত্রআনন্দিত, পরমহরিষসেকান্দর॥পুর্ব্বে যোশিগণ আসি কুমারের গনি রাশি,কহিছিলযত ফলাফল॥সেসকল একে এক,দেখিনৃপ পরতেক,গুণ দেখি নৃপ কুতুহল॥এহিমতে যুবরাজ নিত্য করেরাজ কাজ, মৃগয়া করয় শ্রদ্ধা যবে ॥ রাজ্যেরশতেক সৈন্য,নিত্যকরেধৈন্যং,কুমারকেরাজ্যবাসি সবে ॥ শুন কহি গুণিগণ, দুই কন্যা প্রশোভন;রত্নহতে মুকুতা বিকাশে ॥ সুবর্ণ প্রতিমা সম,মাতৃ পিতৃ মনরম, প্রভুরনির্ম্মিতবৃন্দারসে॥সেই বৃন্দাবনমাঝ, বিকশিত পুষ্প রাজ, অতুল উপমা দুইফুল ॥ আয় প্রভুগুণধাম,পুর্ণ কর মনস্কাম,বিকশিতকরহকমল॥সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ,তাহান যুগল পদ, আবদুল হাকিম শিরত্রান॥সেপদ পঙ্কজ বিনা

ভব সিন্ধু কিবা ধীনা, তরিতে ভরসা নাহি আন ❋

পয়ার ছন্দ ॥ শুভে মহেন্দ্র ক্ষণও শুভ লগ্ন ক্ষিতী॥ রোকবানুলালমতি হৈল গর্ভবতী ❋ এক সম গুণ দোহে একই পরান॥ একই দিবসে দুই আচরিল স্নান❋দণ্ড দিনপক্ষমাসেক্রমেং হয়॥কলা যদি পুর্ণ হৈল চন্দ্রেরউদয়❋ এক দুই তিন চারি পাঞ্চ ছয়মাস॥ দুইরাজ সূতাগর্ভহইল প্রকাশ ❋ শুনি হরষিত রাজা ভুবনেরপতি॥মহাদান কৈল শাহাপুন্যেরআরতি❋পুত্রবধুকুসলেরহিতেপৃথিবীতে॥ ষষ্ঠ মাসেদানকৈল মনের বাঞ্ছিতে❋সপ্তমাসেসপ্তফল করাইল ভোজন॥ অষ্টমাসে অষ্টঅঙ্গেলেপিলচন্দন❋ নবমাসেতে রাজ ধাই নিযুজিল॥যত অনুচরিগণসামাইতেকৈল ❋ দশ মাস দশ দিন হইলপুরণ॥শুভলগ্নে জুম্মাবারে শিশু প্রসবন একই মন্দিরে দোহ অন্তস্পাট রয় ॥ এহি নিয়মেতে ছিল শাহারতনয়❋দুইভিতেদুইসয্যা মধ্যে অন্তস্পাট॥গভিভিন্য মত্তিমাত্র রহে সন্নিকট❋এহিজোগে একত্রেপ্রসবেদুইজন শুনিরোশনকদেবীআনন্দিতমন❋সুবর্ণকাতিয়া ধাই নাভি ছেদকৈল॥ক্ষৌরকর্ম্ম দুদকর্ম্মসবনির্বাইল❋ সেকান্দর মহা নৃপ হরিষ অন্তর॥আনন্দেপুর্ণিততনু ভুবন ঈশ্বর ❋ উজির নাজিরআদিহরিষবিশেষ॥আনন্দ নগরলোকমশরিকেরদেশ বাদ্যভাণ্ডঅসিম হইল অতুলন॥পুস্তক বিসালহেতু নাকরি রচন ॥ পাত্রমিত্র উজির নাজির সাধুনারী॥বালক দেখিতে আইল রাজ অন্তস্পুরী❋রোশনক মহাদেবী রাজার মহিষী আসন দিলেক মান্য পাত্রের প্রিয়সী❋অন্তস্পটখোসাইয়া প্রবেশে মন্দীর॥দুইপৌত্রকোলেদেবীআনন্দশরীর❋দোহ

সমস্বররূপ হরিষ বদন ॥ যেন মাতা তেন পুত্র একই লক্ষণ আকাশেরচন্দ্র সূর্য্য জিনিরূপরেক॥যেন পিতাতেন সূতা সমানপ্রত্যেক॥বাল-বৃদ্ধ-যুবা কিবা মহাদেবগণ॥ দেখিয়া বালক রূপ সানন্দিতমন ॥ রোকবালা লালমতি অধিক উল্লাষ॥দুইপুত্রমুখদেখি মনে স্বর্গবাস॥ এহিমতে পঞ্চ দিন যদি নির্ব্বাহিল॥ কোরাণপুরানদেখি নাম বিচারিল॥গনিতা ব্রাহ্মণআদিসভাগ্যসকল॥দোহাননক্ষত্রপাইলঅধিক নির্ম্মল নক্ষত্রপাইল লালমতি সূতেজ্যৈষ্ঠ॥রোকবালা সূতে পাইল নক্ষত্রকনিষ্ট॥পুরানেতেএহিমতেআগেপাছেগণি॥কোরা-ণেতে যপাইলশুনকহিপুনি॥আলেম সকলে মিলি চাহিল কোরাণ॥একেদুয়েতিনবারেপাইল জিম আয়ান॥জেওাল মুলুকথুইলছাওালের নাম॥কোরানেপুরানেদোহএকতনু-পম॥ অপরে নক্ষত্রআরকহিছেগনিতা॥কোরাণেতে পাই লেন্তসে সব ব্যবস্থা॥তিনবার চাহিলফালমসহাফ খুলিয়া পাইলেকতিন হরফ শুন মনদিয়া॥কাফ,মিম,লাম,এইতিন হরফ সার॥কামিলমুলুকনামরাখিলকুমার॥কোরাণেপুরানে দোহএকমতকয়॥কামিলমুলুকনামরোকবানুরতনয়॥জেওাল মুলুক লালমতির কুমার॥ অস্ত্রেশাস্ত্রে বিশারদদোহ সমশ্বর কামিল মুলুক হবে লোক অধিকারী॥ বাপ পিতামহারাজ্য রহিবে আবরি॥রাজ ছত্রপতি হই সংসার পালিবে॥ দুষ্টা স্তর শত্রু সব মারি খেদাইবে ॥ এহি শিশু হাতে রক্ষা মাতৃ পিতৃ কাজ ॥ জেওলমুলুক কথাশুন মহারাজ॥ মাও তান লালমতিরাজেন্দ্রবনিতা॥যেন মাতাতেনপুত্রতেপরূপ কথা॥শরীরেরকান্তিদেখিদেবমোহ যায়॥ভিন্ন্য কুলে রাজা

হবেবুঝিঅভি প্রায় ❋ কিবা দেব দানব নতুবা যক্ষ্য পরি শূন্য পথেএকুমারে লইজাবেহরি❋মিত্র ভাবিবেনাকরিবে শত্রু ভাব॥ভিন্যদেশে রাজা হবেএহি মাত্রলাভ❋এতশুনি সুকৌতুকে তুসি জশিগণে॥ পরম আনন্দনৃপপ্রসন্নবদনে❋ শৃষ্টি দিনে নাম মাত্র যদি নির্ব্বাহিল॥স্বহরিযে মহারাজ বহু দানকৈল❋এহিমতেঅষ্টাদশগোঞালদিবস॥ ষষ্টদশ রজ-নিতে হইলপ্রবেস❋দৈবাধীননিয়মিতফলিতেফলয়॥রোক বালা লালমতি স্বপনেদেখয়❋ এক সম যুক্ত দোহ দেখিল স্বপন॥কোলেতে লইয়া মায় ললাটে চুম্বন❋এম্রাণবনিতা দেবী শশি কলা নাম॥ ভুবনেতে নাহি তাঁররূপের উপাম আকাশে পুর্ণিমা শশি বাড়া টুটাহয়॥ মগ্রিবের শশি কলা সদয় উদয় ❋ মাতার সমান রূপ কন্যা লালমতি ॥ উৎ-সবে মিলি আসি মগ্রিবেরপতি ❋ মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র ভ্রাতৃ বন্ধুগণ ॥ নিশি যোগে রূপবতীদেখিল স্বপন❋ এবে শুনরোকবানু আমিরনন্দিনী॥ মাতাপিতা সুপ্পজোগেদেখিল জামিনী❋রোকবানুমাত হয় নামেচন্দ্রভানু॥ জাররূপেপরি স্থর মোহ গেল ভানু ❋ কত্তেক কহিব তাঁররূপের উপমা॥ যোড়সি হইল ধনি কান্তির গরিমা ❋ দুহিতা সহিত যদি বৈসে একান্তরে॥মাতাকোনসূতা কেবা চিনিতে না পারে এমনমোহিনীরূপ আমির রমণী ॥ যোল বৎসরের রমাস্নদয় বরনি❋আছিল বিস্তারবাক্য নিদ্রার প্রস্তাব॥চৈতন্যহারাই দোহ করয় বিলাপ❋ মাও বাপ নাদেখিয়া আর্ত্তনাদ করে তাপের তাপিতহইকান্দেউচ্চৈঃশ্বরে❋ পরিহরিবালকেনা দেয় দুগ্ধ ধার ॥ মন্দিরেকান্দন শব্দ হৈলহাহাকার❋অনুচরি

গনধাইজানাইলদেবী॥রোশনকদেবীগেল মনেদুখ ভাবি❁
অচেতনমোহগতদেখেদুইবালা॥কান্দয়বালক দুইসুখাইছে
গলা❁ দুগ্ধ না পাইয়া শিশু কান্দে উচ্চরোলে॥রাজপাটে-
শ্বরি আসি ধাইলৈলকোলে❁হুলস্থুলি পুরি মধ্যে কিহৈল
ন জানি॥ শুনিয়াজোলকর্ণ সাহা ধাই আইলপুনি❁কুমার
আইলসঙ্গেবলেননরপতি॥কিবারোলমন্দিরেতে দেখি শীঘ্র
গতি ❁ মহাদেবী আদি যত অনুচরিগণ ॥ মাথে তৈল দুই
রম্ভা করিল চেতন❁মাতৃ পিতৃ সোক তাপ বিচ্ছেদ জানিয়া
ক্রন্দন করয় সবে ভুমিতেপাড়িয়া❁স্বপনের বিবরণ কহিল
সকল॥ ধারা রূপে বহে দুই নয়নের জল ❁ যারা সবআসি
ছিল সঙ্গে নিজ নারী॥ আমীর এব্রাণ যারা দুই অধিকারী
উৎসব আনন্দ ছিলহেনদৈব গতি॥নিদ্রা হন্তে জাগিয়া না
দেখে সম্প্রতি ❁ এহি তাপ বিচ্ছেদেতে তেজি নিজ প্রাণ
উন্মত্ত হই কান্দে হারাইয়াজ্ঞান❁হেরিয়াবালকভিতেনাহি
চাহে বালা॥ রাজ রাণী বলে একি ঘটিলেক জ্বালা❁সয়ফল
মুলুক বীর হৈল স্তব্ধ মন॥ সঙ্কট বিকট হেন জানিল নিদান
দুগ্ধ মাতাধাত্রি আনি শিশু সমর্পিল॥দুই রাজসূতা হেতু
প্রকার চিন্তিল❁কেবা আসিদেখাদিলমায়ারূপধরি॥ কিবা
যক্ষ্য দেব নর প্রবেশিল পুরি❁ রজনী প্রভাতহৈল উদিত
ভাস্কর॥উজিরেডাকিয়ারাজাআনিলগোচর❁বলিল যতেক
আছে গনক ব্রাহ্মণ ॥ আনিয়া বুঝহ ভাই একি বিচক্ষণ ❁
রাত্রি কালেপ্রমাদঘটিলমোরপুরি॥আজ্ঞাকারী দৈবক আ-
নিল শীঘ্রকরি❁গনিয়াদেখিলসাহাআন্যকিছুনয়॥উৎসবেতে
দুই রাজা আসিবে নিশ্চয়❁বিংশ এক দিনমাত্রউৎসবহইবে

এস্রাণ আমীরসাহা আসিয়া মিলিবে❋এত শুনি নরপতি হইল আকুল ॥ বলিল গনিতা হেতু পাইয়াছ ভুল❋সপ্ত দশ দিন আজি হইয়াছে প্রবেশ❋তিন দিনাধিক মাত্র আর নাহি বেস ইতি মধ্যে কিরূপে আনিবে নরেশ্বর॥সপ্তম সাগর পার কতেক বৎসর❋পুনরপি চাহিলেক গনিতা গনিয়া॥নক্ষত্র গগন শশি একত্র জানিয়া❋যোশিগণে বলে রাজা করি নিবেদন॥উৎসবের কালে মাতৃপিতৃ দরশন❋বিংশ এক দিন মধ্যে এমত নাহয় ॥ মরিবেক দুই কন্যা কহিনু নিশ্চয়❋ যেমত পাইল রেখা গুনিয়া কহিল॥ এত শুনি সর্ব্বজন স্তব্দ মান হৈল❋তবে মহা নরপতি করিল স্মরণ॥খোওাজ আর ইলিয়াস ভাই দুই জন❋বিসম সঙ্কট দেখি ভাবে নরপতি॥ হেনকালে দুই পীর আইল শীঘ্র গতি ❋ আছিল বিসাধ মন শোকের অতুল ॥ দুই সখা দেখি হৈল আনন্দ বহুল❋হস্তে২ গলে২ মিলি দুই জন বিপদেতে হইল সম্পদ বরিষন❋ সয়ফল মুলুক শুনি পীর আগমন ॥ জানিল সদয় হৈল প্রভু নিরঞ্জন❋দুই পীর চরণ বন্দিল রাজ সুত ॥ আশীর্ব্বাদ দুই পীরে দিলেক বহুত ❋ পশ্চাতে কহিল নৃপপুরির বৃত্তান্ত॥সপ্ত যোগের কথা যত ইতি আদি অন্ত ❋ গনিতায় কহিলেক এ সকল কথা॥মাতৃপিতৃ না দেখি মরিবে রাজসুতা❋তুমি দুই অন্তর্য্যামি চাহ বিচারিয়া স্তব্দ মন আছি অ মিকুল না দেখিয়া❋ধ্যানেতে জানিয়া পীর বলিলেক হাঁসি ॥ অবশ্য আসিবে দোহে সঙ্গেতে মহিষী❋ বিংশ এক দিন মধ্যে আমীর এস্রাণ॥আসিয়া মিলিবে কন্যা পাবে পরিত্রাণ ❋ ইলিয়াস বলে শুন রাজার কুমার॥দেখি নাহি শুনিয়াছি মহিমা তোমার❋আমীর এস্রাণ দোহ মহিষী

গঙ্গতি॥কেমন জামতা তুমি আন শীঘ্রগতি❀শশুরবেভার
কর শুন যুবরাজ॥তিন দিন মধ্যেবাপুসাধ এহিকাজ❀প্রণাম
করিয়া বলে রাজার নন্দন॥বার্ত্তা না বিহিতপত্র করহলিখন
তুমিদুই পীর জার সাক্ষাতেসদয়॥সাধিব এক্ষুদ্র কর্ম্ম তাতে
কি সংশয়❀ এত কহি যুবরাজ পুরি প্রবেশিল॥ লালমতি
স্থানেগিয়া কহিতেলাগিল❀মন্ত্রিবেররাজসূতা স্থির করমন
আসিবে এত্রাণনাহাশুনহবচন❀অন্ধলেপাইলজানদিব্যচক্ষু
দান॥ দরিদ্রে পাইলধন ক্ষুধার্ত্ত:ভাজন❀বাপেরশুনিয়ানাম
মেলিল নয়ন॥অতিশোকে রাজসূতাকরয় ক্রন্দন❀ পতির
মুখেতেশুনিমন্ত্রিবেরকথা॥বাপের শুনিয়ানামসুস্থরাজসুতা
উঠিয়া বসিল বালা হেরে চারি পাশ॥ নাদেখিয়া বাপ মায়
ছাড়য় নিশ্বাস❀ কুমার বলিল কন্যা একি বিপরিত॥বালক
তেজিয়া কেনলোটাওভুমিত❀ ধারারূপেবহেদুই নয়নের
জল॥মনিমুক্তাহারবক্ষকরেঝলমল❀কুমারবলেনশুননৃপতি
কুমারী॥ দুইপক্ষীর পরমোকেদেওশীঘ্র করি❀না কান্দিও
মন শান্ত কর গুণমণি॥আসিবেক মহারাজা সঙ্গেতেজননী
পাত্র মিত্র আসিবে সংবাদ হেনপাই॥ দুইপক্ষীর পর শীঘ্র
আনি দিল ধাই❀তবে যুবরাজপার অনলে তাপিল॥ সেখা
নে:তদ ইপক্ষীখবরপাইল❀প্রভাতেভোজনপক্ষী কিছুনাই
করি ॥ কুমার স্মরনহেতু রহিতে নাপারি❀জানিলেক শুভ
দিন হইলউদয়॥তেকারণেবোল্লাক্লেন্ত জোলকণ্ঠনয়❀দ ই
পক্ষী শিশু সঙ্গে শূন্য করি ভর॥ মশরিক উদ্দেশিয়াচলিল
সত্যর❀ছয়মাসেরপন্থেছিল॥পক্ষীরগমন॥ছয়দণ্ডেমিলিলেক
সাহারভবন❀পক্ষীরগমনেভুমিকাঁপেথর২॥আকাশভাঙ্গিয়া

পড়েমেদিনী উপর ✽ চারিদিকেপৃথিবীসমুদ্রঘিরি আইল আকাশ সহিতেভুমিলাময়পাতাল✽পাখে২জুড়িপক্ষী ধরে পাটওার ॥ আকাশপৃথিবীক্ষিতীহৈল অন্ধকার✽ঝাঁঝাঁশব্দ বিখ্যাত হইলদেশ ভরি ॥ কুম্ভকার চক্রযেনফিরয় আবরি পড়িবারস্থলনাহিপৃথিবীসকল॥ভ্রমিতে২পক্ষী হইল বিখল পাত্রমিত্র নরপতি সবমোহশ্চিত॥ বাল-বৃদ্ধ যুবাযতপড়িল ভুমিত✽বসিয়াকৌতুকদেখে পীর দুইজন॥লালমতি সঙ্গে আরনৃপতীনন্দন✽এইচারিজনমাত্রসচকিতআছে॥অন্যান্য আর সবাইভুমি সয্যা হৈছে✽আস্তেব্যস্তেমেকলিলরাজার নন্দন॥পক্ষীর অগ্রেতে গিয়া দিল দরশন✽পক্ষীবলেস্থান দাওনৃপতিতনয়॥পরধৈর্য্যকরিবারেহইলসংসয়✽নদিতীরে সরোবরঅতিউচ্চতর॥পড়িবারেকহিলেকতটেরউপর✽পড়িলেক চারিপক্ষীসরোবরতীরে॥ভক্তিভাবেপ্রণামকরিলমহাবীরে✽ পক্ষী বলে কই শুনি রাজার নন্দন॥কিকারণেতুমি মোকে করিলা স্মরন✽কহিতেলাগিলবীরেআদিঅন্তকাজ শুনিয়া হাঁসিতেলাগে মহাপক্ষীরাজ✽ যদিবাকরিবা কার্য্য নৃপতি নন্দন॥শীঘ্র করিআনিদাও ক্ষুধার্ত্তভোজন✽এতেক শুনিয়া বীরেভয়পাইলমন॥চলিল যথাতে নৃপপীরদুইজন তথা পীর ইলিয়াসখোওাজ স্মমতি॥সান্তকরিবস্যাইল মহা নরপতি✽পাত্রমিত্র আদি যত করাই চেতন ॥ সভাসদ গণে কহে পক্ষীর বচন ✽ লালমতি সম্ভাসিল অন্তস্পুর নারী রোকবালাআদি যতকুমারকুমারী✽তবে যুবরাজগেলসবার গোচর॥পক্ষীরভোজনহেতু কহিল সত্যর✽দুই পীরে বলে রাজা এহিসেদারুণ॥রাক্ষসঅধিকপক্ষীকভুনহেউন✽কতেক

সামর্থ আছেহস্তিঘোড়াভৈস॥নিমিসেগ্রাসিতেপারেমশরিকের দেশ৷৷চারিপক্ষীআসিয়াছে চারিখণ্ডগিরী॥ কিরূপেভোজন দিবা উদরসম্ভরি৷৷এতেকশুনিয়া সাহা হৈল চমকিত॥ভাল উপজিলপুত্র বালক চরিত৷৷জাকেসম্বরিতে নারিতারসঙ্গে মেলা॥ সিংহ ব্যাঘ্র ভাল্লুক সহিত করেখেলা৷৷যেহৌকসে হৌকমোর তাতে কিসংশয়॥ভাণ্ডারেসম্বলযতআছয়নিশ্চয় হস্তিঅশ্বম্বেড়াদুম্বাখরগোশ গর্দ্দভ॥ উটখচ্চর বৃসগাভিদেও অসম্ভব৷৷শুনিয়ানৃপতি আজ্ঞাপাত্রমিত্রগণ॥ধৈর্য্য ধরি রহি লেক ভাবি মনেমন৷৷ তবে দুই পীর পদে কহে নরপতি॥ বিপদে তোমরা বিনা আর নাইগতি৷৷যেকালেপর্ব্বতমাপি লইলাম কর॥ সেইদিন মাপিলাম অগাধ সাগর৷৷চন্দ্রসূর্য্য বন্দিকরিলইনুখাজানা॥পাতালে বাসকিবন্দিকরিনুতাড়না পৃথিবীরদেওদৈত্ত করিনু অন্তর॥ ছয়মাস পন্থ জুড়িতোমা দিনু গড়৷৷ জোলমাতে ছিল যত মুর্খ নরপতি॥ সবপরাভব কৈনু তোমার আরতি৷৷বৃদ্ধ হৈনু পুত্র আগেপুর্ব্ব সন্মান॥ হইতে উচিততোমাদোহবিদ্দমান৷৷নৃপতিরশুনিহেনকাতর বচ॥হাঁসিয়া উত্তর দিলপীর দুইজন ৷৷ অসাদ্ধ আছয় কিবা বল নরপতি॥ সাগরান্ত পৃথিবী সাসিলা বসুমতী ৷৷ চারি পক্ষী করিবেক কতেকভোজন॥ এহার কারণে রাজা চিন্ত কি কারণ৷৷খোওাজবলেন যদি প্রভু আজ্ঞাপাই॥ সর্ব্বজীব ভক্ষ্য আমিএকত্রেযোগাই৷৷তুমিকি নাজান রাজাসেকার্য্য আমার॥ মোর হস্তে দিল প্রভু সবার আহার৷৷ইলিয়াস বলেননৃপবেভারের কালে॥দেখিবা আমার সাদ্ধ ধনে আর মালে৷৷পৃথিবীর মধ্যেআছে যত ধন কড়ি॥প্রভুরাখিয়াছে

মোকে একা যুক্ত করি৯সেসব কহিয়া কিছু নাহি প্রয়ো-
জন॥ কতবড় কার্য্য হৈল পক্ষীর ভোজন৯ডাহিনে বামেদুই
পীরসাহাহস্তেধরি॥উজিরন।জিরগনেচলেসঙ্গেকরি৯সৈন্য
সেনাগণ সঙ্গে আগেযুবরাজ ॥ চলিল সাজিয়াসবযথাপক্ষী
রাজ৯তথাতে জাইয়া সব হৈল উপস্থিত ॥ যুবরাজ বলে
মোর পুরিল বাঞ্ছিত ৯ দুইপক্ষীদেখি পীরেপ্রণাম করিল
মহারাজে সম্বোধিয়া কহিতেলাগিল৯কার্য্যের বুঝিয়াগতি
আদেশে রাজন॥বিলম্বের ফলনাহি করহ গমন৯জারিপক্ষী
পড়িয়াছেপর্ব্বতআকার॥অল্পেতেভোজন নহে জানিলেক
সার৯সাগরের তীরে পীরকরিলগমন॥ফেলিলহস্তেরআসা
সমুদ্র গহন৯খোওাজে বলেন্ত গঙ্গা শুন ভাগিরথী। সহস্র
জোজন এড়িলাম শীঘ্রগতি৯ আজ্ঞাপাইমহা মাই ভাসাইল
চর ॥ শুকুনার মধ্যে গড়ে এ মৎস্য মকর৯ইলিয়াস বলে
পক্ষী আর কিবা চাও ॥ মকর কুম্ভিরে গিয়া পেট ভরি খাও
এতেক আদেশযদিপক্ষীরাপাইল॥অপুর্ব্ব ভোজনসবদেখিতে
ধাইল৯ একং মিন জান একংগিরী॥খাইতেলাগিল পক্ষী
চুঙ্গলে বিদারী৯কাতলা,রোহিত,বোয়ালজলচরগণ॥রাঘা,
মের্গা আদি যত নাজায় গনন৯উদরপুরিয়াপক্ষীকরিল আহার
অবশিষ্টগেলনিরে যত জল চর ৯পক্ষীবলেমহারাজ এমত
ভোজন ॥ এহি জন্মে নাহি করিয়াছি কদাচন৯তবেরাজা
দুইলেখা সপ্রতুল করি॥বোলাইউজির হস্তেদিলেক আদরী
পক্ষী আরোহনে দুই উজির নন্দন॥শীঘ্রগতি চলেদুইনৃপতি
ভবন৯পীরপদে প্রণমি পাত্রের যুবরাজ॥ প্রণমিয়া আরো-
হয় পক্ষী পৃষ্ট মাঝ ৯ সভাসদ প্রণমিয়া পক্ষী দিল উড়া

পাখের প্রহারে পর্ব্বতের খসে চূড়া॥ দুইরাজ্যে মহা পক্ষী করিল গমন ॥ এক বৃদ্ধ এক শিশু এমত বরণ॥ কুপির সহরে গেল আমীরের দেশ ॥ শীঘ্র গিয়া দুই পক্ষী করিল প্রবেশ আকাশ পৃথিবী হৈল ঘোর অন্ধকার॥ ঝাঁঝাঁকার শব্দ হৈল লোক চমৎকার॥ অচেতন পুরবাসী রাজা প্রজাগণ॥ মালিক জাদা সাহা পরি আছিল চেতন ॥ সাহা পরি বলে শুন রাজার কুমার ॥ পৃথিবী হইল ঘোর শব্দ ভয়ঙ্কর॥ কিবা শত্রু কিবা মিত্র দেও পরিগণ॥ বাহেরে নিকলি শুন শব্দ বিচক্ষণ ধনুর্ব্বান হস্তে করি রাজার কুমার॥ শীঘ্র করি মহাবীর গেল পুরি দ্বার ॥ পর্ব্বত প্রকাণ্ড সম দুই পক্ষীরাজ ॥ আশ্চর্য্য হইল দেখি বীর যুবরাজ॥ পত্র হস্তে প্রনমিল উজির নন্দন॥ মালিক জাদায় বহু কৈল সম্ভাষন॥ কোথা হৈতে আসিয়াছ কি কার্য্য এথাতে॥ এত শুনি পাত্রসুত পত্র দিল হাতে॥ এক পত্র লিখি য়াছে সাহা সেকান্দর ॥ ছয়ফলমুলুক আর লিখিল পত্তর পত্র পাঠে যুবরাজ কিছু না বুঝায়॥ ভগ্নি সুতা উৎসবে যে নাজায় প্রত্যয় ॥ সয়ফল মুলুক হয় সেকান্দর সুত ॥ মোর ভগ্নি পতি হয় অতি অদভুত॥ না বুঝি পত্রের পাঠ ভাবে মনে২ মন যথা নৃপ যুবরাজ গেল ততেক্ষণ॥ দেখে রাজা পাত্র মিত্র সব অচেতন ॥ দেখি বিসাদিত হৈল নৃপতি নন্দন॥ একে২ জনে২ করি চেতাইল॥ প্রসন্ন বদনে রাজা উঠিলয়া বসিল॥ পাত্র মিত্র সম্ভাসিয়া দিলেক আসন ॥ পত্র পঠে মহারাজ লই পাত্রগণ সয়ফলমুলুক-পত্র প্রথমে পড়িল॥ আদি অন্ত সমাচার সকল পাইল॥ যেই মতে লালমতি কন্যার উদ্দেশ॥ যেই মতে যুবরাজ চলে ভিন্ন দেশ॥ যেই মতে হারে সে পাইল বন মাঝ॥ যেমতে

বর্ণনবরহৈলযুবরাজ❋ যেইমতেরোকবালা কৈল পরিণয়॥ যেইমতেবনপন্থেগেল মহাশয় ❋ যেইমতে চণ্ডালে হরিল রাজবালা॥ যেইমতে সর্প রাজ সংহারকরিলা ❋ যেইমতে মালি ঘরে করিলা বসতি॥যেইমতে বিভাকৈল কন্যালাল মতি❋যেইমতেপুনি দেশেকরিলগমন॥যেইমতেরোকবালা পুনি দরশন❋যেইমতেদেশেগেলবীরযুবরাজ ॥ পত্র মধ্যে পাইলেন্তআদি অন্তকাজ❋মালিকজাদায়শুনিবিস্মিতহইল এ সকল বাক্যসববুঝিতেনারিল❋যেইদিনরোকবালা কৈল পরিণয়॥সে দিন মালিকজাদা নাছিলদেশেয়❋সহররোখাম গেল পরির কারণ ॥ তেকাজে বৃত্তান্ত সব নাজানে ধারন পশ্চাতে জানিয়াবীর হয়ষিতমন॥সেকান্দরসাহারপপত্রঠে ততেক্ষণ❋শুনহআমীরসাহ উৎসবকথন॥ তোমার দুহিতা ঘরে জন্মিল নন্দন❋বিংশ একদিন হবে জুমাহ বাসর॥ উৎ-সবেরহৈবে লগ্ন শুন নরেশ্বর❋ মহাদেবী সঙ্গে রাজা করুহ গমন॥ নতুবা বিচ্ছেদে কন্যা হইবেনিধন ❋ স্বপনেদেখিল কন্যাতোমা দুইজন ॥ সে অবধিরাজসুতাউচাটনমন❋ যদি অনুগ্রহনাহিকরমহারাজ॥আমার বাঞ্ছিতসবনিস্ফলঅকাজ এইমতে পত্রেতে পাইয়া বিবরণ॥ আনন্দিত নরপতি মহা দেবী মন ❋মালিকজাদারে সাহা আদেশকরিল॥উৎসবের বাদ্যগীতহইতেবলিল❋আরপুছিলেকরাজা কেমতেজাইবা পক্ষী আরোহণে কিবাস্বরূপকহিবা❋মালিক জাদায় বলে কিরূপে জাইব ॥ অন্তঃস্পুর হতে 'আসি প্রত্যোত্তর দিব এবলিয়াগেলবীরঅন্তঃস্পুরমাঝ॥সাহাপরিস্থানেগিয়া পুছে যুবরাজ❋ভগ্নীসুতউৎসবেতেহইছেবার্থন॥কহদেখিসুবদনী

করিবকেমন❀পক্ষিপাঠয়া দিল শীঘ্র যাইবার ॥ মোরস্থানে
নৃপতিয় করিল প্রচার ❀ উত্তর না দিনু আমি তোমা প্রতি
আশা॥কিউত্তরদিব রাজা করিলেজিজ্ঞাসা❀সংক্ষেপেবুঝিল
রমা পরির নন্দিনী ॥ কহিবারে লাগিলেন্ত সহরিষ বানী❀
পরেরবাহনেজাইতে নারুচয়মতি॥বলিবেসামান্য হয় পরির
নৃপতি❀ তাঁহান বাহন পঙ্খী কহর বিদায়॥ আপনার শাখা
হইতে জাইব তথায়❀পরির বিমানে যদি জাইবারে মন॥বল
মোর নিজরথ আনিব এখন❀আবৈতচড়িয়া যদি যাইবারে
সাধ॥ হইতে হইবেশীঘ্রকিবা বিসম্বাদ❀বহিদ্রেজাইতেযদি
চাহ মহামতি ॥ সপ্তম সাগর বল বান্ধি শীঘ্রগতি ❀ হস্তি
ঘোড়ারথারথিহই আরোহণ॥ইচ্ছা যদিলয়নাথ চল এহিক্ষণ
কিন্তু এককথা কহি স্বরূপ বচন॥ ভগ্নি-পতি রথে চলউত্তম
আসন❀যেইমনে লয় প্রভু করহ আদেশ॥ নতু তান পঙ্খী
পাঠাইয়াদেওদেশ❀এতশুনিযুবরাজবাহিরে গমন॥ জানা-
ইলসর্বকথানৃপতিসদন❀আপনাবাহনে বাপু তথাতে যাইব
তাহারবাহনেগেলে অ-প্রতিষ্ঠাহৈব❀আমীর এম্রাণসাহাবড়
মহিপাল॥আর২ আসিবেকবিষালেবিষাল❀ সেকান্দর সাহা
হন্ত আক্রিমেরপতি ॥ তান সম মহিপাল না জন্মিল ক্ষিতী
নরসুরদেওপরি দানব রাক্ষস॥তাঁহানউৎসবে আসি মিলিবে
বিশেষ❀ বলিলে আমীর সাহা সামান্য নাহয় ॥ এনিমিত্ত্য
আসিলেক ভিন্ন বাহনায়❀এতশুনি নরপতিকয়াইভোজন
উজিরে বিদায় দিল জাইতে কারণ❀ বলিও আসিব তাঁরা
আপনা সাহায্যে॥পাত্র সূত চলিজায়আপনাররাজ্যে❀কত
দুরগিয়াতবেপাত্রেরনন্দন॥মনেভাবেদেশেজাইকোনপ্রয়জন

লেজে দুই পক্ষী গেছে মগ্রিবের দেশ॥ চল আমি সব তথা করিব প্রবেশ ॥ এত কহি নর পক্ষী চিন্তে তিন জন ॥ হুঙ্কারে প্রবেশ কৈল মগ্রিব ভবন ॥ চারি পক্ষী দুই নর হৈল একান্তর॥ বার্ত্তা পাই হরষিত মগ্রিব ঈশ্বর ॥ জার যেই ভক্ষ দ্রব্য দিল খাইবার মেষ, অশ্ব হস্তি রষ নানান প্রকার ॥ ভোজন করিয়া পক্ষী আনন্দিত মন॥ বড় তুষ্ট হৈল দুই উজির নন্দন ॥ পত্র পড়ি মহারাজ স্বচকিত মতি॥ দেবী স্থানে জানাইল মধুর ভারতী ॥ বিচ্ছেদ ভাবিয়া দেবী ভাবে মনস্তাপ॥ মাতা পিতা দুই জনে করয় বিলাপ॥ শোক চিন্তা ছাড়ি রাজা শান্ত কৈল মন ॥ পাত্রগণ বোলাই আনিল ততৈক্ষণ ॥ সেকান্দর মহারাজা ভুবন বিদিত॥ তাঁহান বোলানে পত্রে জাইতে উচিত ॥ শুনিলা মলাল বানু বড় চিন্তা পায় ॥ না গেলে মরিবে কন্যা বুঝি এহি দায় ॥ উৎসব হইবে তোমা ভগ্নি সুত কাজ ॥ বারে বার পত্র লিখিয়াছে মহারাজ ইষ্ট মিত্র বোলায়বে আর মোক্ষ জনে॥ অবিলম্বে জাইবাম পক্ষী আরোহণে ॥ এই মতে ইষ্ট মিত্র সব বোলাইল॥ তথাতে আমীর সাহা আদেশ করিল ॥ নর পক্ষী বিদায় করিয়া মহারাজ ॥ আজ্ঞা দিল করিবারে উৎসবের সাজ ॥ ওখানে মালিক জান সাহা পরিস্থান॥ আদেশিল আনিবারে পরির বিমান ॥ পরির কুমারী যদি আদেশ পাইল॥ আপনার নিজ সৈন্য স্মরন করিল হুঙ্কারে পুরিয়া যদি দিল এক টান ॥ শীঘ্র গতি রথ সাহাব্য হৈল অবিমান ॥ অস্ত্র বস্ত্র অলঙ্কার নানা আভরণ ॥ লক্ষ২ পরিগণ আইল ততৈক্ষণ ॥ মেঘ বন উড়ে যত অলেখা বিমান॥ শ্বেত বর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ গৌর বর্ণ জান ॥ কতেক কহিব যত পরিগণ ঠাট ॥ ভরিল আমীর রাজ্য নাহি ঘাট মাট ॥ সাহা

পরিবোলাইল সহচরিপরি॥ বার্ত্তাও কুশলপত্র দেনশীঘ্র করি
পরিস্থানে যত আছে রাজ রাজেশ্বরী॥ সকলেরে শাহা পরি
লিখিল বিস্তারি॥ লাল ও নীলমপরি আর সব্জপরি॥ শ্বেত
ও পোখরাজ আর ফিরোজপরি॥ কোহ-কাফে আছে যত পরির
ঈশ্বরী॥ তা'সবারে লিখিলেক সকল বিচারী॥ এহিমতে
স্থানে২ পত্র পাঠাইল॥ হূরবানু আদি যত দূত নিয়োজিল॥ দূতে
পত্র লইগেল গোলেস্তাঁ-এরম॥ সাহাবাল স্থানে দিল করিয়া
প্রণাম॥ সাহাবাল পরি যদি বার্ত্তাপত্র পাইল॥ পত্র পাঠে
মর্ম্ম সব অবগত হৈল॥ পাত্রমিত্র সঙ্গে যুক্তি করে মহা-
রাজ॥ সাহা পরি শ্রেষ্ঠ হয় পরির সমাজ॥ তানমোর এক
জাতি এক গতি হয়॥ না গেলে বিরূপ হবে সামান্য তানয়
এবলিয়া পত্র রাজা পাঠায় তৎকালে॥ সয়ফল মুলুক যথা
বদিওজ্জামালে॥ একই পুরির মধ্যে বিভিন্ন মন্দির॥ কন্যা সঙ্গে
বসিয়াছে হরষিতে বীর॥ অনুচরপরি যদি পত্র জোগাইলা
পত্রপঠে মহারাজ অর্থ না বুঝিলা॥ লিখিয়াছে লালমতি
উৎসব কথন॥ সাহা পরি পত্র মধ্যে কেন আগমন॥ রোক
বালা লিখিয়াছে পুত্র প্রসবন॥ সয়ফলমুলুক কেবা জোলকর্ণ
নন্দন॥ পত্রপাঠে রাজবালা বিস্মিত হইল॥ বদিওজ্জামাল
শুনি হাঁসিতে লাগিল॥ কুমার বলিল তুমি কেমন বর্ব্বর॥ না
বুঝিয়া হাঁস কেন পত্রের উত্তর॥ সেকান্দর সাহা সূত সয়ফল
মুলুক॥ সাহা পরি লিখিয়াছে এ বড় কৌতুক॥ বদিওজ্জামাল
বলে শুন প্রাণেশ্বর॥ আপনে না বুঝ বাক্য কহি পুনর্ব্বার॥
এবলিয়া বারে২ হাঁসে সুবদনি॥ হস্তহস্তে পত্র বীরে রাখিল
ধরনী॥ পুনরপি হস্তে লই পঠে বারেবার॥ কুমারী বলিল প্রভু
লালমতি॥

ঝাপাঠি ও আর❀পত্রমধ্যে লিখিয়াছেযে সবরতান্ত॥ একে২
নিবেদিহি শুনপ্রাণ কান্ত❀লালমতিরোকবালা এইদুইজন॥
পরিণয় করিয়াছেজোলকর্ণনন্দন❀দুইজন গর্ভে দুই বালক
জন্মিল ॥ তা সবার উৎসবের কর্ম্ম আরম্ভিল❀ রোকবালা
পিতা হয় আমীর নৃপতি॥ মালিকজাদা তানসূত সাহাপরির
পতি❀উৎসবের আমন্ত্রণ লিখেসাহাপরি॥ সাহাবাল আদি
যত পরির ঈশ্বরী❀ মোর পিতা স্থানে এহি পত্র পাঠাইল
আমাদের উভয়কে যাইতে কহিল❀কি আজ্ঞা করিবাএবে
কহ মহাশয়॥পত্রেলেখেএইবাক্য জানিও নিশ্চয় ❀এতেক
শুনিয়া বীরসন্তোষ হইল॥বুদ্ধিমন্তরাজসূতা তখনেজানিল
পুনিহ কুমার বলে শুন প্রাণধনি ॥ কিরূপে জানিলা তুমি
পত্রের কাহিনী❀কুমারী বলিল নাথপরি কুল আমি॥ চরাচর
সব জানি হই অন্তর্যামি❀লুকাইতেপারি আমিতৃণেরভিতর
উড়া দিতে পারি আমি শূন্যেকরি ভর ❀ সেসব লিখিতে
হয় বিষালপুস্তক॥পরিকুলবিস্তারিতকহিবকতেক❀পুনরপি
সাহাবাল দুত পাঠাইল॥ কুমার কুমারী দুইবিদ্যমানেগেল
বদিওজ্জামালকোলেমেহেরজামাল॥একাদশ দিনহয় কন্যা
রত্ন ভাল ❀ রতন প্রতিমা কোলে মানিক পুথলি ॥ মাও
কন্যা একরূপকান্তিঝলমলি❀হাঁসিয়া অধরে রাজাপুছিতে
লাগিল॥সাহাসেকান্দরকথাকহিতেলাগিল❀ প্রণাম করিয়া
বলে রাজার কুমার॥ আপনার আজ্ঞামোরানারিলজ্ঘিবার
সাহা সেকান্দর হয় নবী অবতার ॥ তাঁহান উৎসবে উচিত
যাইবার❀সাহাপরিআমন্ত্রিছেপরির রাজন॥সামান্য না হয়
পরি কুলে মান্য জন❀বদিওজ্জাল স্থানে পুছে নরপতি॥

তুমিকিযাইবাকহ আমারসঙ্গতি❁মুখেবস্ত্রদিয়া রমা হর্ষিত অধরা॥নৃপতিরবাক্যেকিছু নাদিল উত্তর ❁ মনে মাত্র ইচ্ছা আছে তথা জাইবার॥ লালমতি কন্যা সঙ্গে করিতেদিদার শুনিয়াছি লালমতিরূপেরগরিমা॥স্বর্গমর্ত্তপাতালে দিবারে নাহি সিমা❁কান্দিতেশ্রবয় মুক্তাহাস্যে ঝরেলাল॥এহাতে অপুর্ব্ব নাদেখিছেকোন কাল❁একাদশ দিন মাত্রপ্রসবিছে বালা॥বাপেরচরণেবালাউত্তরনাদিলা❁রোশনজামালনামে রাজার বনিতা ॥ বদিউজ্জামালেরমাতা রূপে সুচরিতা ❁ অন্তস্পট আড়ে থাকি দিল পত্যুত্তর॥ মোরা সব জাব কন্যা রবে একেশ্বর❁এমত উচিত নহে অনিষ্ট বেভার॥জামতা সহিতে কন্যা বল জাইবার ❁ এরেম গোলেস্তান সাহা তোমারবসতি॥শূন্যেতেরাখিছেআল্লাজগতেরপ্রতি❁এমত দুর্ল্লভ স্থান কেহ না পাইছে॥ নরসুর গন্ধর্ব যে কাকেনাহি দিছে❁যথাইচ্ছা তথা জাওমেঘ সমশ্বর॥এমনদেশেররাজা তুমিনৃপবর❁এহিঘর এহিদ্বার এহিসেমন্দির॥টুঙ্গিহতে কদাচিত না হৈব বাহির ❁ নহে বাক্য কচাকচি কর কিকারণ শূন্যেতে ঢালিয়া কন্যা কি বুদ্ধি ঘর্ষণ❁সয়ফুল মুলুকআর শুনেনরপতি॥যতেককহিতে আছে মহাদেবীসতী❁নৃপতি মহিষী আর কুমারীকুমার॥যাইবারে ইচ্ছা হৈলতামীরনগর রোশন জামাল বলে শুন নরপতি ॥ রাজ্য চলে আপনার যথা জায় মতি❁শূন্যপরেথাকেপ্রভু আপনারদেশ ॥ মন্দ ভুমেনরবঞ্চেনাজানেবিশেষ❁শব্দেকলরবশুনিবুঝিনররায় হেটেকেনেরাজ্যহয়দেখমহাশয়❁মহাদেবীবাক্যেরাজা সচকিত মন॥ দেখিল আনিছে রাজ্য আমীর ভুবন❁প্রভুকে

স্মরিয়া রাজা করে মোনাজাত॥ করিম রহিম আল্লা জগতের নাথ❋ কুমারকুমারীদোহ নিজ ঘরে রৈল ॥ সাহা পরিস্থানে রাজা দুতপাঠাইল❋ দুতে গিয়া কহিলেন্ত এ সব বৃত্তান্ত ॥ সাহাবালনরপতিএথাআসিছেন্ত❋ এতশুনি পরি জাদি হর ষিত মন॥ হেনকালে আইলেক আর পরিগণ❋ বিমান সমন ঘত ধরনি ভরিল ॥ দেখিয়া আমীর সাহা আনন্দিত হৈল সাজ২ বলিয়া নগরে দিল সাড়া॥ ঢোলদমামা নানা বাদ্যঘনবাজে কাড়া❋ সানাই বিগুলবাজাকাঁশীকরতাল॥ সারিঙ্গিদোতারা বাজে মৃদঙ্গ মাদল ❋ তম্বোবি কম্বুর আর চঙ্গ কবিলাষ ॥ নৃত্যকি নটুয়া সব নাচয় সম্পাস❋ দোতারা সেতার বাজে মুরচঙ্গবিষালে॥ আকাশেউঠিলধ্বনিসমুদ্রেউথলে❋ এহিমতে বাদ্য ধ্বনি সঘন পুরিয়া॥ পুরি হস্তে চলে রাজা হরষিত হৈয়া রোকবালা মাতা দেবী নামে চন্দ্রভান॥ আরোহণ হৈল সাহা পরির বিমান❋ রাজা মহাদেবী একবিমানে চড়িল॥ জনে২ সিংহাশন বিবর্জ্জিয়া দিল ❋ রাগ চন্দ্রাবলীছন্দ ॥

সাজে পরিরাজ, অপরূপ সাজ, শশি নক্ষত্র জিনিয়া॥ সাহা জাদা পরি, ভগ্নি সঙ্গে করি, সহচরিগণ লৈয়া ❋ শ্বেত পরিচলে, পুষ্পচতুর্দ্দোলে, ধবলকরি ভুষন ॥ লাল্পরি আর বার্ত্তা পাইয়া তার, সাজিল হরিষ মন ❋ চলে সাহা রোক, কোহকাফ মুখ, জাহার নিজ বসতি ॥ আগত নগত, চলে পরি যত, কহিতে কাহার শকতি ❋ চলে আসমা পরি- শার্কিস্থান ঈশ্বরী, ভুবনমোহন রূপ॥ চিত্র-মাদ্রা-বতী, মৃগ মালা সতী, চিত্রকুট গিরী কুপ ❋ সাহাবাল রাজ, নানা বর্ণ সাজ, এরেম গোলেস্তা পতি॥ বদিওজ্জামাল, রূপে দিপ্তী

লাল, পতি সঙ্গে রূপবতী ❋ সাহা পরি চলে, রত্ন চতুর্দ্দোলে, পতি ভার্য্যা একেস্তরি॥ রোকামঈশ্বরী, সঙ্গেসহচরি রূপ জিনি বিদ্যাধরী ❋ গগণ ধ্বনী, পরির বাহিনী, বিমান সামানে চলে॥ ভরিবাম পন্থ, পরি নাহি অন্ত, হিন্দুলকন্দন রোলে ❋ নানা বাদ্য বাজে, চলে দিব্ব সাজে, উত্তমউৎসব কাজ ॥ যাত্রা শুভক্ষণ, সুখেরি বাজন, চলে সব পরিরাজ পীর গুণধাম, সাহাবদ্দিননাম, সে পদ পঙ্কজরেনু॥ শিরেতে বন্দিয়া, হৃদে অভ্যাসিয়া, হীন হাকিম রচিনু ❋ পয়ার ॥ তথা মগরিব সামা বন্ধুগণ সঙ্গে॥ তুহিতা উৎসবে সাহা চলে মনরঙ্গে❋নানাবস্ত্রঅলঙ্কারনানাআভরণ॥দানপুন্যকাজেলয় মনিমুক্তাধন❋পক্ষীআরোহণেচলেসাহাএমরাণ॥বৃষবাহনেতে যেনদেবকীনন্দন❋সাহাবালরাজ্যজ্ঞানশূন্যেতেভ্রমর॥বরিষার মেঘেযেনঅন্ধকারহয়❋তেনমতেচারিপক্ষী চারী গিরি সম॥দিনে অন্ধকার জান যামিণীউত্তম❋নাহিদিগ্-দিগান্তর পক্ষী দিল উড়া ॥ না পারে দিবারে সীমা মনুষ্য বাহুড়া পক্ষীপাখাঘাতেবায়ু বহেনিরন্তর॥সোতাইলরক্ষআদিপর্ব্বত শিখর❋সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরশি আকাশ॥গৃহবাসীলোক সবে পাইলতরাষ ❋ এহিমতে গমনকরিলমহারাজা॥আশ্চর্যিতে মিলিলেক পরির সমাজ ❋ সাহা এমরাণ বলে শুন পক্ষীবর ॥ বিমান সমান দেখি গগণ উপর❋দিব্ব২সিংহাসন অযুতেঅযুত ॥ আর এক রাজ্যদেখি বড়অদভুত ❋ হাঁসি পক্ষীরাজবলেশুননরপতি ॥ উৎসবে চলিয়াছে মশরিকে গতি ❋ কুপি সহরের রাজা সাহা আমিরণ ॥ রোকবালা পিতা হয় বড় ভাগ্যবান❋ পুত্রবধু সাহাপরি পরির ঈশ্বরী

বিমানগামানেচলেসঙ্গে যত পরি❀সাহাবালরাজাহয়পরিক্ক প্রধান॥ এরেমগোলেস্তানে ঘর মহাবলবান❀যথাতথারাজ্য সমে করয় গমন॥শূন্যপরে রহেরাজ্য অমরাভুবন ❀ এতেক কহিতে পক্ষী নিকটে আইল॥উপরে দেখিয়া রাজ্যনৃপতি ডরিল❀দশ দিবসেরপন্থরাজ্যেরপাতনে॥উপরেপড়িবে চাপি ভয় লাগে মনে❀এতেকশুনিয়ানৃপবান আচরিল॥হেটেতে রাখিয়া রাজ্য উপরেবসিল❀দেখিদিব্বচৌড়া রাজ্য হরষিত মন॥নিরঞ্জন স্মরি পক্ষী করিল বৈঠন ❀ পক্ষীস্থানে জিজ্ঞা- সিল বার্ত্তা পুনর্ব্বার॥ হেটেতে লাগিল রাজ্য কেমনপ্রকার গিরি গুহা নদী নালা সব কম্পমান ॥ সমুদ্র হিন্দুল তুমি করিলে আপন❀হেন মোরঅনুমানতুমিসারিভারে॥হেটেতে পড়িবে রাজ্য হই চুর্ণাকারে❀এতশুনিপক্ষিরাজ হাঁসে গদ গদ ॥ বুঝিল ধার্ম্মিক রাজা কেবল নির্ব্বোধ❀পক্ষী বলেশুন রাজা সবআদিঅন্ত॥বিস্তারিয়াকহি শুনসেসবব্রতান্ত❀আর যত রাজ্য সবজলের পাখলে॥জলেভাঙ্গি ভরে নিয়া-সমুদ্র উথলে❀এরাজ্যের মাটি হয় পাষান সমান॥ একারণেভাঙ্গে হেননাহিবলবান❀প্রভুরশৃজনহেন অপুর্ব্বভারতী॥হেটেতে নামায় হেন কাহার শকতি ❀ এহিমতে বাক্যালাপ বিস্তর হইল॥মশরিকদেশে সন্ধ্যা উপস্থিতহৈল❀ বিমানসমানপক্ষী সাহাবালদেশ॥সাহা সেকান্দর রাজ্যে করিলপ্রবেশ❀উপর ছাড়িয়া পক্ষী হেটেতে নামিল॥কুম্ভকারি চক্র যেন ভ্রমিতে লাগিল❀বিমানে ভ্রময় যেন মেঘ খণ্ড২॥ পক্ষীসব ভ্রমেতেন সুমেরুপ্রচণ্ড❀সাহাবাল রাজ্য খণ্ড উপরে চত্ত্বর॥ যামিনী প্রবেশহৈল শব্দ ভয়ঙ্কর❀ সহস্র২ গঙ্গা দিয়া আছে চর ॥

খোওাজকরিয়া আছে মায়াবী নগর❋একঅব্দনবমাস নগ-
রেরচাক॥পরিচিন্নকরিবারেনাপারয়তাক❋স্থানে২সরোবর
উষ্ণ মেরুদোল ॥ বড়২ নদীনালা বড়২পোল ❋ বড়২ বৃক্ষ
রহে বড়২ ঘর॥পাকাইমারত সিলা বজ্রসমস্বর❋নিজস্থানে
রাজ পুরি না পাইল পক্ষি॥বৃক্ষপরে বসিলেক হইমন দুক্ষি
সাহাবালরাজ্যখণ্ডশূন্যেতেরহিল॥বিমানসমানযত ভ্রমিতে
লাগিল ❋ ছয় দণ্ড রাত্রি হৈল গণ্ড গোল রৈল॥বাদ্যশব্দে
কেহ কার নাহি শুনে বোল❋পরিমানবেরমেলা হৈল এক
ঠাঁই ॥ আপ্তপরভেদাভেদপরিচয়নাই❋দূতেবার্ত্তাজানাইল
নৃপতির স্থান॥ আসিয়া মিলিল সাহা আপনিএত্রাণ❋পক্ষী
আরোহনে আইলমগ্রিবেরপতি॥আইলআমীরসাহাপরির
সঙ্গতি ❋ সাহাবাল রাজা আদি যত রাজাপরি॥কি আজ্ঞা
করিবা এবে বল অধিকারী❋শুনি হরষিতরাজা দিলপহুত্তর
আজিরহিবারে বলভোজনবাসর❋কালুকাদরশনহবেসভা
নেরসনে ॥ আজিকা রহিতেযুক্তইষ্টসন্নিধানে❋ এতশুনি
কোতওাল হরষিতমন॥মুনাদিফিরাইদিলসকলভবন❋মায়া
নগরেতেহৈলমায়াশব্দধ্বনি॥জনেজনে ডাকি বলেহেনমনে
গুণি❋প্রবোধহইলসবহরষিতমন॥ ইষ্টশুখেকরে সবরন্ধন
ভোজন❋প্রভাতেদর্শনহবেমহারাজ সনে ॥ বারাম দিবেক
রাজা আগামী বিহানে❋এতশুনিসর্ব্বলোক স্থান আবরিল
বৃক্ষ হতে পক্ষীরাজ ভুমিতেপড়িল ❋ পক্ষী বলে মহারাজ
শুন নিবেদন॥ বড়২গৃহ সব মানিক্যগঠন❋মুকুতারস্তম্ভসব
মানিক্যেরচাল॥চৌদিগেঢালয়মণিমুকুতাপ্রবাল❋যেইঘরে
ইচ্ছাহয়করহ আসন ॥ খাইতে আছয়লোকেএদ্রব্যনানান

এতশুনিহরষিতহৈলমহারাজ॥প্রবেশকরিল সবে মন্দিরের মাঝ॥মনহরদিব্যটুঙ্গি অধিক উজ্জ্বল॥মানিক্য দেউটি জ্বলে করে ঝলমল॥সমস্তনগরহয়একইবরণ॥ প্রভুর মহিমা কিছু নাজায়কথন॥যারযেইইচ্ছাশুখেশয়নভোজন॥পক্ষীসবেঅন্ন ভক্ষে সানন্দিতমন॥নরপরি অযুতে২সবেরয়॥আপ্তপরভেদ নাহি নাহি পরিচয় ॥ যামিনী খণ্ডিল যদি উদিত ভাস্কর আনন্দিতনৃপতিরসকলনগর॥বিংশএকদিন যদি হইলপুরন উৎসব সমস্তহৈলনগরিয়াগণ॥সাগরেনগরেহৈলবাদ্য হুল-স্থূল ॥ আকাশপাতালমর্ত্ত করে দলমল॥ সাহাবাল রাজ্য ভ্রমেশূন্যেতেরহিয়া॥নানাবিধবাদ্যভাণ্ডনবদতুলিয়া॥পরির বিমান সব শূন্যে করি ভর ॥ অপরূপকৌতুহলনৃপতিনগর তদেসেকান্দরসাহাপাত্রকে ডাকিল॥বসিবারেসয্যাকরসাদরে কহিল ॥ আজ্ঞা পাই পাত্রমিত্র সৈন্যসেনাগণ॥ জারযেই যোগ্য স্থান করিল রচন॥দুইপীর সঙ্গে লইজোলকর্ণরাজন সভাকরিবসিলেস্তহরষিতমন॥দক্ষিনেতেইলিয়াসবামেতে খোওাজ॥ রচিলমোহন সভা যেনদেবরাজ॥বাদ্যভাণ্ডহুল-স্থূলিএজয়জোগার॥মূর্খরোলে গীত গাহেনানন প্রকার ॥ কোতওালেডাকিয়াকহেনগরেনগর॥বারামদিয়াছেরাজাভুবন ঈশ্বর॥নরপতিপরিপতি যতরাজাগণ॥অবিলম্বে কর আসি নৃপতি দর্শন॥এইশব্দ যদিসে হইলবারেবার॥চলিল এত্রাণ রাজা সাহা ভেটিবার ॥ তার শেষে আমিরণ মহানরপতি সাহাবাল পরি নৃপ সমাহিত গতি॥ সয়ফল মুলুক সাহা স্থফিয়ানসূত॥অস্ত্রেশাস্ত্রেবিসারদরূপেঅদভুত॥এহিমতে অন্যে২নরপতিরাজ॥একে২মিলিলেকজোলকর্ণসমাজ॥দুই

পীর সম্বোধিয়া বলে নরপতি॥ কিবা নাম কেবা হয় কহ মহা
মতি ❁ খোওাজখেজের পীর দিলপরউত্তর॥ প্রথমে এত্রাণসাহা
মত্রিব ঈশ্বর ❁ তার পিছে আমীর সাহা প্রধান রাজন॥ সঙ্গতি
মালিকজাদা তাহান নন্দন ❁ তাহান পশ্চাতে দেখ সাহবাল
রাজা॥ পৃথিবীর রাজা সবে জারে করে পুজা ❁ তাহান সঙ্গতি দেখ
জামতা তাঁহার॥ সাহাসুফিয়ানপুত্র নর অবতার ❁ এহিমতে
জনে২ সব চিনাইল॥ হেনকালের জখ৩ আসিয়া মিলিল ❁ তবে
সাহা সেকান্দর সম্ভাসে উঠিয়া॥ হস্তে২ গলে২ আলিঙ্গন দিয়া
এহিমতে চার নৃপতি নযুবরাজ॥ অনে২ সম্ভাসা আছিল সভাম ঝা
সেকান্দর আমীর এত্রাণসাহাবাল॥ এহি চারি নৃপজান প্রধান
বিষাল ❁ দুই যুবরাজ দুই নৃপতির সুত ॥ সাহা সেকান্দর আর
সুফিয়ানসুত ❁ মালিকজাদা হয় সাহা আমীর নন্দন॥ যুবরাজ
প্রধান হয় এহি তিনজন ❁ আর২ রাজা সব যত যুবরাজ॥ মণ্ডলি
করিয়া বৈসে সবার সমাজ ❁ সয়ফলমুলুক দুই প্রচার হইল
মিত্রজোড়া ইষ্টভাব আনন্দ বাজিল ❁ বাদ্যভাণ্ড হুলস্থুলি
পুরিল ভুবন॥ অন্তস্পুরে প্রবেশিল মহাদেবীগণ ❁ শশিকলা মহা
দেবী এত্রাণবনিতা॥ মহাসতী লালমতি কুমারীর মাতা ❁ আমীর
মহিষী দেবী নামে চন্দ্রভান॥ রোকবালা কুমারীর মাতা তেঁহ জান
রৌশনজামাল সাহাবালের বনিতা ॥ পরির নন্দিনী বদিওজ্জা-
মালের মাতা ❁ তিন পাটেশ্বরী আর দুই রাজসুতা॥ সাহা পরি বদি
ওজ্জামাল রূপে জুতা ❁ আর যত পরিজাদি পাটেশ্বরীগণ॥ রূপে
গুণে শ্রেষ্ঠ হয় এহি পঞ্চজন ❁ রোশনক মহাদেবী মুক্ষ্য পাটেশ্বরী
সবে তানে প্রণামিল দণ্ডবত করি ❁ অন্যে২ সম্ভাসা আছিল বহু
তর॥ চারি পাটেশ্বরী বৈসে একাশন পর ❁ দুই বালা পরিসুতা যথা

লালমতি॥রোকবালাউদ্দেশিয়াচলেদুইসতী❀সঙ্গতিপরির
ঠাট অনুচরিগণ॥বিরলমন্দিরে গিয়া দিলদরশন❀লালমতি
দিপ্তীময়উজ্জ্বলমন্দির ॥ মুকুতা প্রভাবেহীরাউজ্জ্বলপ্রাচীর
যুবকযুবতীদিব্বরত্নময়টুঙ্গি॥ লোকমানেগঠিয়াছেনানরঙ্গারঙ্গি
প্রবেশিমন্দিরমাঝেদুইরাজবালা॥ ভুবনমোহনরূপ জিনিয়া
চপলা❀ দুইশিশুকোলে দুই মানব দুহিতা॥পরিজাদিরূপে
দোহহইলমোহিতা❀স্তব্দমনেচারি জন ক্ষনেকআছিল॥সন
মত সন্ধিপাইপ্রাণ সম্বরিল❀অনুমানেবুঝিলেকবদিওজ্জা-
মাল॥লালমতিনামহয়সর্ব্ব অঙ্গলাল❀প্রিতীভাবেগলে২মিলি
দুইজন॥রোকবানু সাহাপরি হইল মিলন❀আনন্দেপলকে
চারিঅন্যে২মিলে॥অদলেবদলেশিশুলইলেককোলে❀সাহা
পরির সুতাহয়কয়রা পরিনাম॥ভুবনেতে নাইতার রূপের
উপাম❀রোকবালালইলেক ভ্রাতার নন্দিনী॥ কামিলমুলুক
লয় পরিশুবদনি❀বদিউজ্জামাল লয়জেয়াল মুলুক॥দেখিয়া
বালকরূপমনেভাবেসুখ❀লালমতিলইলেকমেহেরজামাল
আনন্দিতহুলস্থুলি হইল উথাল❀ঢোলদমাকাড়াসিঙ্গাকাস
করতাল॥নাগোরাটিকারাবাজেনবদবিশাজ❀অন্তস্পুরস্থানে
স্থানেপরিগণমেলা॥নৃপতিসভাতেহৈলজয়ধ্বনিখেলা❀শূন্য
পরেথরে২কম্পয় গগণ॥বাদ্যভাণ্ডেহুলস্থুলি নাচে পরিগণ
মধ্যভুমেবাদ্য বাজে পাতাল কম্পয়॥ নর নারীবেশ্যানাচে
সুখ সুনিশ্চয়❀গগণপুরিয়াসুখেনামযপাতালে॥মর্ত্তলোকে
মোহপায়ঝমকউথলে❀আনন্দেপুলকহইযারযেইজন॥আবির
অগুরুকেহকরে বরিষণ❀সুখ সাগরেরকথানাজায় কহন॥
শিশুকোলেচারিরমাভুবনমোহন❀জেয়ালমুলুকরূপরত্নাকর

শশি॥ বদিওজ্জামালেদেখি উঠিলেক হাঁসি❋ জেয়ালমুলুক আর মেহের জামাল ॥ এক বর্ণ রূপে কান্তি দিপ্তীময় লাল আমারদুহিতাযোগ্যএইশিশুবর॥ এতভাবি পরিসূতাহাঁসিল অধর❋এহিমতেমুখেবস্ত্রহাঁসেঘন২॥একদৃষ্টেহেরিতেলাগিল তিনজন❋সম্মুখেচারিজনএকই আসন॥চতুর্ভিতে অনুচরি নর পরিগণ❋সাহাপরি বলে শুন বদিওজ্জামাল॥ ঘন২হাঁস কেনেএতনহে ভাল❋তুমিআমিপরিজাতিঅন্তর্য্যামি দেখি এনিমিত্তহাঁসকিনাকহচন্দ্রমুখী❋মানবসমাজে বসি অনুচিত হাঁস॥সত্য২সুবদনীকরিবাপ্রকাশ❋এতশুনি নিঃশব্দ হইল শশিমুখ॥রোকবানুকহিতেছে বচন কৌতুক❋পরিকুলরূপা-ধিকগুণবেসহয়॥এতজানিসুবদনীসঘনহাঁসয়❋ নহে২ কহে তবে বদিওজ্জামাল॥দুষ্টকথাকহকেননালাগয়ভাল ❋ রূপ গুণধিকাধিক যদি মোরমন॥জাতিকুলবংশমোর হউকউচ্ছন যদিকহিনাহককথাদোহাইআল্লার॥ আছয় রহস্য একহৃদয়ে আমার❋পুনরোকবালা কহেহাঁসিতে অধর॥ কহ২গুণমনি বাক্যমোনহর❋কহ২কিসুখেহাঁসিলাপরিসুতা॥কহকহচন্দ্র মুখী নিজ মনকথা❋কহ২নববালামর্ম্মেরবেদন॥কহকহকিবা হাস্যদেখিলানয়ন❋কহকহবলিয়াপুছয়হাঁসিহাঁসি॥ কহকহ কহকহ কহ নবশশি❋বদিওজ্জামলবলেকহিতেনাপারি॥সর্ব্ব থায় না জিজ্ঞাস রাজারকুমারী❋রোকবালাবলেএহিকপট তোমার॥নিশ্চয়জানিনু এহিপরিকুলাচার❋মৃগমালাপরি যদি কপটরচিলা॥চন্দ্রভানরাজপুত্রদেশত্যাগকৈলা❋সামারোখ পরিছিলরূপেগুণেবেখ্যা॥ঘরেঘরেজেয়ালমুলুককৈলভিক্ষা এলজাহাপরিরূপবন্তীনলিনীকুমার॥কাননেভ্রমিয়াদুখপাইল

অপার❀শ্বেতপরিহরি নিলরুদ্রদেবরাজা॥প্রেমেতেভরিয়া মনহইলেকভার্য্যা❀সাহাসুফিয়ানসুতসয়ফলমুলুক॥তোমা লাগি এ কুমারে বহু পাইলদুখ❀মোর ভ্রাতাযুবরাজমালিক জাদায়॥ সাহা পরি লাগি দুখ পাইল সর্ব্বথায়❀অথবাপরির মর্ম্ম বুঝিতে নাপারি॥কৃপা চিত্তেপ্রকাশিয়া কহিবা বিস্তারি বদিওজ্জামালেশুনিসঙ্কাচিত্তমন॥হেটমাথে কহেবালামধুর বচন❀শুনরোখবালাতোমানাহয়উচিত॥দিব্যকরিলামতবে বল বিপরিত❀মনে কহিলামমোরমেহের জামাল॥জেওাল মুলুক সম এক রূপ ভাল❀ কুমার কুমারী দুই একই আকৃত যোগ্যজোড়াং তিপত্নীমনেতবাঞ্ছিত॥আমারউচিতনহেকহিতে একথা॥ নিমিত্তে হাঁসিলামশুনরাজ সুতা❀সাহাপরি লাল মতিহাঁসেরোখবালা॥ বদিওজ্জামাল মাত্র স্বলজ্জিতহৈলা সখীসহচরীগণহাসেআনন্দেতে॥চারিমহারাজরাণী আইল আশ্চর্য্যিতে❀সাহাপরিবলেশুনবদিওজ্জামল॥জামাতালইয়া কোলে একোনখেয়াল❀লজ্জাভাবিপরিসূতাহেটমাথেরৈল চারিমোক্ষ্য পাটেশ্বরী স্বকানে শুনিল❀তিনজন হাস্যমুখী লজ্জাবতী এক॥হরিষেচক্ষেরজলধায় পরতেক❀রোশন জা- মালেদেখিদুহিতালজ্জিত॥সন্তোসিয়াপুছিলেকবচনপিরিত কিসের দামন্দ কথাকহতুমি সব॥বিস্তারিয়াকহশুনিদুহিতা দুল্ল ভ❀এতেকবলিয়ামায়পুছেবারেবার॥উত্তরনাদিলাকন্যা লজ্জাকুল ভার ❀ চারিমহাদেবী লয় শিশু চারিজন॥সাহা পরিকহিলেকযতবিবরণ❀রোশনজামাললয়জেওালমুলুকে দেখিয়াবালকরূপ মনেবড় সুখে❀শাশিকলালইলেকমেহের জামাল॥ মানিক পুথলি যেন শিপ্তিময়লাল❀কামিলমুলুকে

লয় চন্দ্রভানু দেবী॥ দুহিতা ঘরের দত্ত মনেদরা ভাবি॥ কয়রা
পরি লইলেক দেবী রোশনক ॥ পরিগর্ভে নর বীর্য্যে উত্তম
বালক॥ এহিমতে অদলে বদলে শিশুগণ॥ মহাদেবীগণ আদি
আনন্দিত মন॥ মেহের জামাল আর জেওলমুলুক॥ সাহাপরি
কহিলেক সকল কৌতুক॥ পাটেশ্বরী চারি বালা চারি শিশু কলা
দ্বাদশ শশি য়হৈল মন্দির উজালা॥ সহচরী পরিগণ নর্ত্তকি
সদায়॥ পাখওয়াজ বাজাইয়া নাচে আর গায়॥ রাজসভা মধ্যে
কহেন পুংসমলিক॥ অন্তস্পুরে দেবীগণ আনন্দিত ধিক॥ জেও
লমুলুক আর মেহের জামাল॥ যোগ্য জোড়া সুভলগ্নে মিলায়েছে
ভাল॥ এত শুনি পুছিলেক জোলকর্ণ এম্রাণ॥ মেহের জামাল কেবা
নামের বাখান॥ সাহাল বলে হয় আমার দৌহিত্রী॥ বদিওজ্জা-
মাল সুতা সুফিয়ান পুত্রি॥ সয়ফলমুলুক পিতা সাক্ষাতে আছয়
কি আজ্ঞা করিব বল রাজা মহাশয়॥ দুই পীরে বলে সহা
বাঞ্চিত কামনা ॥ রাঙ্গ উদ্দেশিয়া রথে তাতে মিলে সোনা
যোগ্য২ মিলয় অযোগ্যে মিলে কি॥ পুষ্পে মকরন্দ মিলে দুগ্ধে
মিলে ঘি ॥ সাহাবাল মহারাজ পরির প্রধান॥ সুজুগে কুটুম্ব
জান সাহা এম্রাণ॥ এত শুনি সভাখণ্ড উল্লাসিত মন॥ সেকান্দর
সাহাবাল মিলে দুইজন॥ সাহাবাল আমীর এম্রাণ নরপতি
সেকান্দর সয়ফলমালিক জাদা প্রতি॥ অন্যে২ সম্ভাস্রিয়া সাদর
মিলনে॥ ভক্তিভাবে প্রণামিল পীর দুইজনে॥ তবে সেকান্দর
সাহ পুলকিত হৈল॥ বরন বিভার প্রতি আদেশ করিল॥ দৈবজ্ঞ
আনিয়া রাশি বিচারিল॥ জেওলমুলুক আর মেহের জামাল
জেয়াল নামেতে হৈল দশবর্গ ভিখী ॥ পুনঃ দশবর্গ হয় মেহের
যুবতী ॥ বিংশ বর্গ দোহানের সবর্গ সমান ॥ তিন গুণে হার

চাহে পণ্ডিত সুজ্ঞান❋তিন ছয় আঠার গেল দুই রহে সিমা
একেশূন্যেপতিনাশাদুইয়েমরেরমা❋জেওাল জাতিয়সিংহ
চুয়াসেমেহের॥ সিংহ পদতলেচুয়াপত্নী হয়জের❋ মিনরূপি
কুমারসেকুমারীজলস॥পুষ্পেতেভ্রমরাযেনফিরয়সরস❋অষ্ট
জাতি অষ্টকুল সকলিউত্তম॥জাতীয় পদ্মিনীকন্যাপূর্ণ কুম্ভ
সম❋ভাগ্যবতী হবেরমাপতিব্রতা সতী॥শুভশুভগণিকহে
দৈবজ্ঞসুমতি❋বিবাহেরবরকন্যাহইলবরন॥কতদিনবাদেহবে
মঙ্গলপুরণ ❋ আনন্দে উৎসব বাদ্য বাজে অতুলিত ॥ পদ্ম
পত্রেজলযানধরনিকম্পিত❋পুরিমধ্যেযানাইলযাইয়া কথন
পুনিঃহরষিত হৈল মহাদেবীগণ ❋ রোশনক মহাদেবী দারা
রাজ সুতা ॥ শশিকলামোক্ষরাণীলালমতিমাতা❋চন্দ্রভান
রোশনজামালদুইজান॥মোক্ষ২আরযতপাটেশ্বরীগণ❋লাল
মতিরোকবানুমানবচুহিতা॥সাহাপরি বদিওজ্জামালপরিসুতা
এহি অষ্টপ্রধানঅপর যত জন॥আনন্দিতমোক্ষরোলেকরে
নারীগণ❋এজারজরদবস্ত্রেঢাকিদুইজন॥মণি মুক্তাগলেদেন্ত
করিয়া যতন ❋ সফেদ বরণ মুক্তা মনিহয় লাল॥ গৌরবর্ণ
গলা হয় সুশোভিতভাল❋কুমারকুমারী একপালঙ্কেসোতাই
গীতগাহে আউস্থয়াসকলমিলাই❋নরপরিএকমেলাকরিয়া
মণ্ডলী ॥নানাছন্দেগাহেগীত করিয়া চিকলী❋নানা যন্ত্রকবি-
লাস মৃদঙ্গমন্দীরা॥রোবাবদোতারা বাজে সারিন্দীকিন্দারা
চঙ্গ করতালঝাঞ্জা নেপুর ঘাঘরী ॥ সহচরী দিব্ব নারীনাচয়
কুহরি❋ নটীওতয়ফারূপেরোশনজামাল॥করতালিদিয়ানাচে
তুলিদিব্বতাল❋অষ্টভিতেভাবরিলনারী অষ্টজন॥গীতগাহে
নাচেধরি যন্ত্রেরলাবন❋ নর্ত্ততি নাহিক যথাকেবাকরেগান

স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদিশব্দত্রিভুবন❋আনন্দিতহুলস্থ লিবিস্তর আছিল॥বালক দেখিতে নৃপ সমাজে চলিল ❋দুইদিগেদুই পীর মদ্ধেমাহারাজ॥ আমীর এত্রাণদুইমদ্ধেপরিরাজ❋সাহা বাল পরিপতি সাদরল করিয়া॥দুইবাহুদুইনৃপচলিলমিলিয়া সয়ফলমুলুক দুই দুই পাসে চলে ॥ মধ্যেতেমালিক জাদা মনকৌতুহলে❋দুই পীরচারিরাজতিনযুবরাজ॥ এহি নয়জন চলেঅন্তস্পুরমাঝ❋পুনঃবাদ্যভাণ্ডপুরেগগনেপাতালে॥লহ-রে সাগরেজলে তরঙ্গউথলে❋আনন্দেগগনেধায়চন্দ্রচাহে হাতে॥পাতালেনামিতেলাগেবাসুকিরমাথে❋মধ্যভুমিস্থির নহেভ্রমেচক্রোকার॥কুম্ভসনে ঘনতালেআনন্দঅপার❋এহি লগ্নেগেলরমাঅন্তস্পুরমাঝ॥মণ্ডলিকরিয়ানাচেরমণী সমাজ শুনিতেসুস্বরধ্বনি গীত হুলস্থ লি ॥ কুলিষ কমল হয় জ্ঞানে জ্ঞানভুলি❋মণিনঞ্চমতিভ্রমললিতসুস্বর॥ ঘোরজিন লাবন্য মধুরি তিন তার❋স্থগিতপবণবহেমন্দ২ বায়॥বসন্তের পাপি পিক বলে মধু রায় ❋

রাগ বসন্ত ॥

বিরহে বসন্তেরিত সমির শীতল ॥ বিকশিতপুষ্পদলসুগন্ধি সকল❋ঝমকে২বাদ্য উঠয় লহর॥সরাসরি শব্দ জান অখাত সাগর❋সাহাপরিবদিওজ্জামালদুইজন॥রোশনজামাল সঙ্গে তালেরপুরন❋লালমতিরোকবালামাতৃ সঙ্গেচারি॥রোশনক মহাদেবীগীতেরউস্তারি❋আনন্দেতে মহামহা নাচেপরিগণ শুনিতেঅপুর্ব্বলিলা মোহজায়মন❋বসন্তপ্রকাশবদিহইলতরল ক্রমে ক্রমে পুর্ণমিত হইলপ্রবল❋গাহনবাজনরোলেধ্বনি ভরিল॥ অন্তস্পুরে রাজাসবেমোহ আচরিল❋স্তব্দমনেকতক্ষণ শুনিয়া নিষ্যাস॥অপুর্ব্ব গাহনধ্বনিমন অভিলাষ❋ সাহাবাল

ঘলে রাজা কর অবধান॥ বরনবিবাহকার্য্যকরসনমান❀স্থির মতি হইয়া রাজা করিল আদেশ॥মহাদেবীস্থানেবার্ত্তা কহিতে বিশেষ❀সহচরীধাইয় গিয়া বার্ত্তা জানাইল❀কুমারকেদেখিবারে রাজখণ্ড আইল❀ পদ বন্ধ ॥

শুনিয়া দূতের কথা রাজা আগমন॥নাট্যগীতেশান্তহয় মহাদেবীগণ❀স্থানে২রত্নময় সিঙ্গাসন দিল॥ মণ্ডলি করিয়া সব আসনেবসিল❀বৃদ্ধরাজাচারিজনঅপার মহিমা॥রূপেগুনে যুবরাজ দিতে নাহি সীমা❀জেহেনযুবতী সবতেন যুবরাজ ধন্য২শব্দহৈলভুবনের মাঝ❀ ধন্য২ জননী উদরে দিল ঠাঁই ধন্যকুলেপুন্যবতী এসকলমাই❀তবেদুইপীরেবলে শুন নরপতি॥কেমনদৌহিত্রীদেখিআনশীঘ্রগতি❀এতশুনিআদেশিল সহচরীগণে॥আনিলেকদুইশিশুরাজ্যরসদনে❀নীলগুজরদ গিয়াবসনেঢাকিয়া॥দুইরাজাকোলেদুইশিশুদিলনিয়া❀আমীর এঘ্রাণদোহমাতামহজন॥ললাটেতে চুম্বদিলদৌহিত্র সন্তান ব্যবহার নানাবস্ত্রনানাঅলঙ্কার❀অদলেবদলে দিলদোহান কুমার❀হাঁসিতেলাগিলপীরকিদিববেভার॥তুমিসবরাজ্যেশ্বর কি আছে আমার❀ রহস্য দেখয় যতপুরবাসীগণ॥জয় জয় বাদ্যবাজেঘোরদরশন❀ইলিয়াসবলেগঙ্গাকি বলিব আর॥ নিশ্চয়পালিবা তুমি বচনআমার❀ধনরত্নব্যবহার দিব জনে জন॥ভুমিতেরাখিলেহস্তকাঁপেত্রিভুবন❀তিনবার করাঘাত ভূমেতেকরিল॥অলঙ্কারধনবস্ত্র ভাসিয়া উঠিল ❀ যেইমতে বাজীকরে বাজীকরগণে॥অন্তস্পুরভরিলেকমণিমুক্তা ধনে লালরত্ন জমরুদ হেমহীরামতি॥জগৎ২ডগমগঅপূর্ব্ব ভারতী❀ এহিমতেধন হৈল সভান সাক্ষাত॥ খোওাজখেজের বলে

শুন নরনাথ❀আসিছে কুটুম্ব তোমা মানামন্তজন ॥ ব্যবহার ধন রত্ন যেইলয়মন❀সেইশব্দহইলেক সভাসদ মাঝ॥স্বশুর ব্যভার দিল বীর যুবরাজ❀আশ্চর্য্যহইলদেখি পুরবাসীগণ॥ ধনপরেসোতাইলশিশুদুইজন❀নাটুয়ায়নিত্যকরেগীতগাহে গাইনে॥মেহের গ্রামালেপুনিসভামধ্যে আনে❀দেখিয়াপরির সুতাসবহরষিত॥কুমারকুমারীদোহসমানআকৃত❀এহিমতে কতদিনকৌতুকেনিবাশ॥দেশেজাইবারেসবহইলউদাশ❀হেন সভা ভঙ্গহৈতে মনেনাহি ভায়ে॥কিকরিব অ-সকালে দিন গ্রিজায়ে❀বিদায় হইতে বলে নরপরিপতি॥কহিবারে না পারিলবিবাহভারতী❀কতদিনব্যজেহবেদোহপরিণয়॥জার যেই নিজ দেশে গেলেক নিশ্চয়❀সাহাবদ্দিনমোহাম্মদপীর গুণধাম॥ভুমিগতে দণ্ডবতে করিয়া প্রণাম❀তাহান পঙ্কজ ধুলিশিরেতেতুলিয়া॥ আবদুলহাকিম কহে পাঁচালিরচিয়া❀ দীর্ঘ ছন্দ ॥ শুন কহি গুণিগণ, কেতাবের যে লিখন আছে সত্যজানহ নিশ্চয়॥আল্লাররসুলহয়,সেকান্দরমহাশয় জোলকর্ণ ভুবনবিজয়❀ তানসুতগুণধাম,সয়ফলমুলুকনাম পৃথিবীবিজয়ীযুবরাজ॥সর্ব্বগুণেবিদাগত,অস্ত্রেশাস্ত্রেবিসারদ হইলেক এইজগমাঝ❀রোকবালালালমতি,প্রভুভক্তদুইসতী সঙ্গেউপাযুক্তারমণী॥এইদুইকন্যা যেন, প্রকৃতি উত্তম তেন, স্তবে গুণপাজন্মিলরমণী❀পুরুষরমণীমাঝ, দুইকন্যা যুবরাজ কোথা হেনমজেপ্রেম মাঝ॥ পুন্নহেতু গটেজয়, শঙ্কট হইল খয়, পুত্রদুই দেবেন্দ্র সমাজ❀ খোওাজখেজিরসঙ্গে,ইলি-য়াস মনরঙ্গে,কর্ম্মজোগ করিল সুসার॥ এহিসববিবরণ,পঠে শুনে যেইজন,সর্ব্বত্রে কুসহস্রতার❀যেবাপঠেযেবা শুনে লালমতি ॥

জ্ঞান বাড়ে শত গুণে. প্রকৃতি হয়েন্ত অতি ভাল ॥ দুঃখ দারিদ্রতা ছাড়ে, ভবে আয় জশ বাড়ে, হয় অতিসম্পদ বিষাল ❀ সঙ্কট জায়েন্ত দুরে, মন রঙ্গে রস পুরে, হরিষে বঞ্চয় প্রতিনীত ॥ নিজ সতীনের প্রতি, সতীনের প্রেম অতি, ধর্ম্ম ভাবে বাড়য় পিরিত ❀ নিজ পুত্র বধু প্রতি, সাশুড়ির কৃপা অতি, সাশুড়িকে বধুর মান্নতা ॥ নিজ সুত সুতা প্রতি, মাতৃ পিতৃর কৃপা অতি, পুত্র কন্যা মাবাপ পুজিতা ॥ যদি নিজ ভাই প্রতি, জনকের দয়া অতি, ভিন্ন ভাব নহে মনে ভ্রান্তি ॥ পরসি গনের সঙ্গে, পরুসি বঞ্চয় রঙ্গে, একা যুক্ত সহরিষ মতি ❀ ফকির দরবেশ প্রতি, দরবেশের কথা অতি, প্রভু কৃপা প্রভাব কারণ ॥ প্রভু সঙ্গে কৃপা যার, তার সঙ্গে অবেভার, সমসম বুঝিতে আপন ❀ প্রভু কৃপা দৃষ্ট জাকে, মনেত অতুষ্ট তাকে, সত্য জান প্রভু সঙ্গে বাদ ॥ যেবা জ্ঞানহীন নর, ক্ষমিব প্রভুর ডর, আপে চিন্তে আপনা প্রমাদ ❀ প্রভু যাকে কৃপা ময়, অরি সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রাণপন করিতে পিরিতি ॥ বন্ধুর বন্ধুয়া প্রতি, গৌরবেতে যুক্ত অতি, তবে বন্ধু ভক্ত বন্ধু প্রতি ❀ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে ধরি তানপদ, আবদুল হাকিম হীন জ্ঞান প্রণামিয়া গুণিগণ, প্রভু করি আরাধন, পুনবসি কর অবধান হীন বুদ্ধি অল্প জ্ঞান, ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুমান, পাঁচালি রচিনু দেশী ভাসি ॥ ক্ষম ছিদ্র অপরাধ, কর মোকে আশীর্ব্বাদ, হেন দয়া চিত্তেতে প্রকাশি ❀ ধর্ম্ম ভাবে গুণিগণ, মোকে কৃপা কর মন, ছিদ্র যেবা আছয় আমার ॥ রক্ত মাংশ অঙ্গ মোর, স্মরণ হইল তার, পদ বন্দ না হই শুসার ❀ যেবা

শুনে যেবা পড়ে জ্ঞান সঞ্চরয় ধড়ে, ধর্ম্ম ভাব হয় তার মন ধর্ম্ম ভাব হই অতি, কৃপা বাসি মোর প্রতি, শুদ্ধ ভাবে করিবে পঠন ❋ মোর এহি হীন জ্ঞান, জিনি যেবা গুণি গণ, প্রচণ্ড যে জিনি জ্ঞান অতি ॥ যত ভঙ্গ পদ বন্দ, শুদ্ধ কর খণ্ড খণ্ড, পরলোকে হবে ভাল গতি ❋ নতু এহি পদ বন্দ, যে পাহিল ভাল মন্দ, এহি রূপে করিতে উচিৎ॥ মন্দ যদি ভাল করে, লক্ষ্মী বেড়ে পাপ হরে, ভাল ভাঙ্গি মন্দ অনুচিত ❋ যেবা জ্ঞান নাহি ধরে, ভাল ভাঙ্গি মন্দ করে, গাভি পুত্র নিশ্চয় গর্দ্দভ ॥ শুদ্ধ অশুসার যত, কেহ না পাইবে তত, সত্য জান গুণি গণ সব ❋ ইতি সমাপ্ত ॥

সন ১২৭০ সাল তারিখ ২৭ ফাল্‌গুণ।

শ্রী আবদুল হাকিম, সাং সুধারাম।

❋

❋ লালমতি পুস্তকের শুচি পত্র ❋

অথ প্রভুর স্তুতি ও নবীবরের প্রসংসা এবং সয়ফলমুলুকের জন্ম বিবরণ ২

সয়ফল মুলুক ভ্রমিকের মুখে লালমতির বার্ত্তা শুনিয়া মগ্রিব দেশে গমন করিবার বয়ান ৮

পুত্র শোকে রাজা ও রাণীর আক্ষেপ ১৭

অথ মহাদেবীর পুত্র শোকে পুনর্ব্বার আক্ষেপ ১৯

রাজ কুমার স্বর্ণ লঙ্কো সিন্ধু পার হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করতঃ বৃন্দাবনে বাস করিবার বয়ান ২৩

কন্যা রোকবানু ফারেস তনয়ের কুরূপ বার্ত্তা চর লক্ষ্যে জ্ঞাত হইয়া আপ্তখাতি হইবার এবং নৃপ চিন্তিত হইয়া

কুমারকে বৃন্দা হতে বর পরিবর্ত্তে সাজি আমীর সাহার দেশে জাইবার বয়ান ২৯
অথ কুমারের সঙ্গে রোকবানুর বিবাহ হইবার ও রোকবানু চুক্তি হই কুমারের পিছে পিছে জাইবার এবং কন্যাকে অশ্বে তুলি লইয়া উজার অরন্যে আপন দুক্ষ কহিয়া সুখে নিশি প্রভাতে উঠিয়া সমুদ্রের তিরে জাই খিবরের সঙ্গে দর্শন হইবার বয়ান ৩৭
অথ কুমার হইতে খিবরে কুমতি করিয়া কুমারীকে আপন বাটিতে নিবার এবং কুমারী বিচ্ছেদ ভাবে কুমার খেদ করিবার বয়ান ৫০
অথ সয়ফল মুলুক ধৈর্য্য ধরি প্রভু সর্প রাজ মারিয়া সিমোরগের পৃষ্ঠে আরোহি সমুদ্র পার হইয়া লালমতির বৃন্দাতে প্রবেশ করিবার বয়ান ৬০
অথ বৃন্দাবনে কন্যার মালিনি সনে কুমারের দর্শন হইবার এবং মালিনীর মোহশ্চিৎ হইবার ও পুষ্পমালায় দুঃখ সমস্ত লিখি কন্যার নিকট পাঠাইবার বয়ান ৭১
অথ রাজ কন্যা মালিনীর হস্তে পুষ্পমালা পাইয়া অধৈর্য্য চিত্তে কুমারের হাল জিজ্ঞাসা করিবার বয়ান ৭৯
অথ মালিনী কুমারকে রমনি বেশে আপন বধু ছলে কন্যার নিকটে সঙ্কট ভাঙ্গি নিবার এবং কন্যা রূপে লালমতি মগ্ন হইবার বয়ান ৮৫
অথ রাজ কন্যার বিনয় শুনিয়া কুমার আপন পরিচয় দিবার ও আদি-অন্ত দুঃখ-বৃত্তান্ত কাহবার ও বিচ্ছেদ হই জাইবার বয়ান ১০১

অথ সয়ফল মুলুক মালিনীর উপদেশ প্রকার মতে দমা বাজাইবার ও দমা শব্দ শুনি তাহাকে ধরিয়া নৃপ আগে নিবার ও পরিচয় নির্ণয় দিবার ও ষষ্ঠম পরীক্ষা জিনিবার বয়ান ১১৫

কুমারের এ সকল আশ্চর্য্য পরাক্রম কর্ম এত্রাণ নৃপতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এক দিব্যপুরি নির্ম্মিয়া মালিনীর আলয় হতে আনি তথা বাস দিবার বয়ান ১৩৭

অথ কুমার কুমারী দুই জনে বিবাহ হইবার এবং নানা প্রকার উৎসব করিবার বয়ান ১৪৮

অথ কুমারের নিকট নৃপতি যাইট মাগিয়া রাজ সিংহাসন সমর্পন করিবার এবং রাজ পাটেবসি রাজত্ব করিবার এবং বন্দিয়ান সকলকে মুক্ত করি দিবার বয়ান ১৫৪

অথ পুষ্প বৃন্দে পুষ্প বিকশিত দেখি এবং নানা পক্ষী শব্দ শুনি কুমারে জনক জননী বিচ্ছেদাগুণে দহি নৃপ স্থানে অনুমতি লইয়া পক্ষি আরোহণে দেশে জাইবার এবং রাজা রাণী খেদ করিবার বয়ান ১৬৩

অথ কুমার কুমারীকে সমুদ্র তীরে পক্ষী বরে রাখিয়া জাইবার এবং কুমার কুমারী বৃক্ষ তলে রজনী বিশ্রাম করিবার এবং তথা হইতে কন্যাকে নিশাচরে হরিয়া পাতাল নগরে লিয়া জাইবার বয়ান ১৭৩

অথ কুমার চেতন হইয়া কন্যাকে আপন পাশে না দেখিয়া কন্যার বিচ্ছেদ ভাবে দহিয়া পন্থে মুক্তা দেখি সেই লক্ষ্যে পাতালে জাইয়া নিশাচরকে মারিয়া কন্যা লই আসিবার বয়ান ১৮৩

অথ কুমার কুমারী রোকবানুর উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ও কন্যা সঙ্গে দর্শন করিয়া পরিচয় দিবার বয়ান ১৯৪
অথ কন্যা লালমতি সতী কন্যা রোকবানুকে নানা প্রকারে ও প্রেম তুষ্ট বাক্য কহিয়া তুষ্টমন করিবার বয়ান ২০৯
অথ কন্যা রোকবানু পুন্য মন কন্যা লালমতি সতীকে অমৃত বাক্যে বস করি দুই সতী পতি সঙ্গে মন রঙ্গে রঞ্জিবার বয়ান ২১৪
অথ নরপতি কোতওালের মুখে কুমারের ও দুই কুমারী নগরে এক সাতে বঞ্চে তাহা শুনিয়া স্বসৈন্য সহিতে সাজিয়া তিন জনকে আনিবার এবং সেই নৃপ গৃহে তিন দিন থাকিয়া আপন দেশে জাইবার এবং জনক জননী আগু বাড়ি আনিবার বয়ান ২১৬
অথ দুই কন্যা সতী গর্ভবতী হইয়া দোন পুত্র প্রসবিবার এবং দুই পক্ষী আসিয়া পত্র লই আমীর সাহার দেশে জাইবার এবং পত্র পড়ি জ্ঞাত হইবার বয়ান ২৩৬
অথপরি আদি সকল সাজিয়া মশরিকে আসিবার বঃ ২৫২
অথ আপন দুহিতা উৎসবে এব্রাণ নৃপতি মন রঙ্গে নানা সাজে বন্ধুগণ সঙ্গে পক্ষী পৃষ্ঠে ও মন তুষ্টে আরোহিয়া মশরিক দেশে হরিষে উপনিত হইবার এবংদুতে গিয়া নৃপতিকে বার্ত্তা দিবার এবং মহিষী সকলের সঙ্গে রঙ্গে দর্শন স্পর্শন করিবার এবং মহিসী সকলে নানা পরি হাশ্য মনে কুতুহলে আমোদ আহ্লাদ করিবার বয়ান ২৫৩
অথ পুস্তক সমাপ্ত ২৬৭

❋ লালমতি ছয়ফ মুলুক পুস্তকের শুচি পত্র সমাপ্ত ❋

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কে অবগত করাণ যাইতেছে যে, সুধারাম নিবাসী পণ্ডিত আবদুল হাকিম প্রণীত অত্র "লালমতি সয়ফল মুলুক" পুস্তকের কপী-রাইট, এবং অপর কতক গুলি পুস্তকের কপী-রাইট মৌলবী আলী-নকী মরহুমের ওয়ারেস গণের নিকট হইতে আমরা ক্রয় করিয়া, প্রথম বার ছাপিয়া প্রকাশ করিলাম। এখন হইতে ইহার সমস্ত স্বত্ব ও স্বামিত্ব আমাদিগকে অর্শাইল। যদি কেহ ইহার কোন অংশ কখনও পরিবর্ত্তন বা পরি-বর্দ্ধন করিয়া ছাপেন, কিম্বা এই পুস্তকের নাম কেহ অপর পুস্তকে ব্যবহার করেন, অথবা আমাদের বিনানু-মতিতে কেহ এই পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আইন আমলে আসিবে, এবং তাঁহাকে আমাদের সমস্ত খেসারতের দায়িক হইতে হইবে। ইতি

সন ১২৯৫ সাল ১ লা আশ্বিন।

দিনহীন

গোলাম মওলা ও হামিদুল্লাহ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র "লালমতি সয়ফল" মুলুক পুস্তকের এবং অপর কতক গুলি পুস্তকের কপী রাইট, মৌলবী আলী নকী মরহুমের ওয়ারেস দিগের নিকট হইতে, আমি ও বন্ধুবর

মৌলবী হামিদুল্লাহ সাহেব, আমরা উভয়ে খরিদ করিয়া, প্রথম বার ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের খরিদা সমস্ত কপী রাইট, আমি ও বন্ধুবর মৌলবী হামিদুল্লাহ সাহেব, আমরা উভয়ে আপোষে বণ্টন করিয়া লইয়াছি। এই লালমতি পুস্তকের সম্পুর্ণ কপী রাইট আমার হইয়াছে। একণে আমি এই লালমতি পুস্তক, নিজ খরচ পত্রের দ্বারা আপন হবিবি প্রেসে ছাপিয়া দ্বিতীয়বার প্রকাশিত করিলাম। অদ্য হইতে এই পুস্তকে মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লাহ সাহেবের কোন প্রকার হক্ক রহিল না। ইহাও প্রকাশ থাকে যে, ১৮৪৭ সালের কপী-রাইটের ২০ আইনের মর্ম্মানুসারে, এই পুস্তকের কপী রাইট, হোম ডিপার্টমেণ্টে নিজ নামে রেজেষ্টারী করিয়াছি। কেহ এই পুস্তক সম্পুর্ণ অথবা আংশিক ভাবে সামান্য রদ-বদল করিয়া, ছাপেন অথবা ছাপিবার কসদ্ করেন, মোতাবেক আইন আমলে আসিবে, অথবা যদি কেহ এই পুস্তকে বর্ণিত নায়ক নায়িকার নাম গুলি ঠিক রাখিয়া, ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া, ছাপেন, তিনি আইন অনুসারে আমারখেসারতের দায়িক হইবেন। ইতি হবিবি প্রেস, ২৭ নং নর্থ শিয়ালদাহ রোড,

সন ১২৯৮ সাল ১৭ ই অগ্রাহয়ণ।

দিন্ হীন্
গোলাম মওলা।